بسم الله الرحمن الرحيم

نحمده و نصلى على رسوله الكريم

আমীরুল-মোমেনীন হজরত খলিফাতুল্-মসিহ্, মীর্জা বশীর উদ্দীন মাহ্মুদ আহ্মদ সাহেবের (আইঃ) খেদমতে

ভক্তি-উপহার

বঙ্গদেশবাসী আহমদিগণের পক্ষ হইতে

'খেলাফত সংখ্যা আহ্মদী'

হে খোদাতা'লার মনোনীত খলিফা! আজ বহুদিন পরে ইসলামের ভাগ্যাকাশে পূর্ণচন্দ্র উদিত হইয়াছে। তাই আজ আমাদের হৃদয় আশা ও আনন্দে উৎফুল্ল। আপনি সেই পূর্ণচন্দ্র হজরত মাহ্দীরই (আঃ) স্থলাভিষিক্ত। আজ আপনার নেতৃত্বে আমাদের ধর্ম্ম-বিশ্বাস সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, আমাদের হৃদয়ের সকল ভীতি দূরীভূত হইয়া তাহাতে শান্তি বিরাজ কবিতেছে। শত্রু ও মোনাফেকগণ যাহাই বলুক আপনার নেতৃত্বে আমরা আপন আপন হৃদয়ে বিশ্বাস ও বল পুনঃ সঞ্চারিত দেখিয়া ধন্য হইয়াছি। ইসলামের বিজয় অভিযানে আপনি যে পথে অগ্রসর হইয়াছেন খোদা করিলে জীবনের শেষ নিশ্বাস পর্য্যন্ত আমরা আপনার সঙ্গে থাকিব। এই প্রতিজ্ঞার নিদর্শনস্বরূপ আজ বঙ্গদেশবাসী আহ্মদিগণের মধ্যে ১২২৫ জনের সমবেত ভক্তি-উপহার আপনার পাক খেদমতে উপস্থিত করিতেছি। আপনি স্নেহ ও করুণা পরবশ হইয়া এই নগণ্য উপহার গ্রহণ করুন ও আমাদিগকে কৃতার্থ করুন এবং খোদাতা'লার নিকট দোয়া করুন যেন খোদাতা'লার পাক 'অহি' ان کی (بنگا لیونکی) دلجوئي هوگی অনুযায়ী তিনি এই দুর্ব্বল জমাতকে 'ইমান' ও 'নেক আমলের' উচ্চতম আসনে স্থান দান করেন। খোদাতা'লার 'রহমতের' ছায়া সর্ব্বদা আপনার উপর বিরাজমান থাকুক—আমীন!

আবুল হাশেম খাঁন চৌধুরী,

আমীর, বঙ্গীয় প্রাদেশিক আঞ্জোমান আহ্মদীয়া, ঢাকা।

লহ উপহার

ইস্লাম-গৌরব সুজন সুমতি,
দয়ার সাগর হও তুমি অতি।
কত সুখ আজ মোদের জীবনে,
হেরিয়া তোমারে এ মর ভুবনে।

জীবনের আলো ধর্ম্ম চিরদিন,
বিতরিছ তুমি ভুলি দীনহীন।
আবাহন করি কৃতজ্ঞ অন্তরে,
করুন বিধাতা দীর্ঘায়ু তোমারে।

কাদিয়ানে তব মহিমা প্রকাশ,
যুগান্তে হবে না এ কীর্ত্তি বিনাশ।
হৃদয় আঁধার উজল করিয়া।
ইমানের দীপ দিয়াছ জ্বালিয়া,

ইস্লাম ললাটে সুখের তপন,
তব রূপ ধরি হাঁসিছে এখন।
পঞ্চনদ দেশে তোমার আবাস,
মহিমা তোমার সর্ব্বত্র প্রকাশ।

উড়ুক উড়ুক বিজয় নিশান,
গাহিতেছি মোরা তব জয়গান।
স্বর্গীয় ভাণ্ডার রয়েছে যাঁহার,
কি আছে আমার দিতে উপহার।

লহ আজি মোর বিনয় ভকতি,
করিতেছি দান যেমন শকতি।
নাহি মোর সেই পারিজাত হার,
তাই লহ এই কথা উপহার।

—আমেনা খাতুন—

আহমদী

সপ্তম বর্ষ | সেপ্টেম্বর, ১৯৩৭ | নবম সংখ্যা

بسم الله الرحمن الرحيم
نحمده و نصلى على رسوله الكريم

দোয়া

ربنا اغفرلنا ذنوبنا واسرافنا فى امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا
على القوم الكافرين * (ال عمران ع ١٥)

হে আমাদের প্রভো! কতবার জগতে তুমি তোমার নবী প্রেরণ করিয়াছ যাঁহাদের সমভিব্যাহারে তোমার প্রকৃত সেবকগণ সত্য বিস্তারের জন্য আপ্রাণ সংগ্রাম করিয়াছেন। তাঁহাদের পথে কত বিপদ কত বাধা আসিয়াছে, কিন্তু তাঁহারা তজ্জন্য ভগ্নোৎসাহ বা সঙ্কল্পচ্যুত হন নাই, বা পৃষ্ঠভঙ্গ দেন নাই। আজ আমাদের বেলায়ও তুমি তাহাই কর। তোমার নবী হজরত ইমাম মাহদীকে (রাঃ) জগতে পুনঃ সত্যের বিজয় প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য তুমি প্রেরণ করিয়াছ; ধর্ম্ম ও অধর্ম্মের এই শেষ সংগ্রামে তুমি আমাদিগকে তাঁহার সহকারী হইবার জন্য মনোনীত করিয়াছ। প্রভো, এমন যেন না হয় যে, এই কার্য্যের পথে বাধা ও বিপদ দেখিয়া আমরা ভগ্নোৎসাহ বা সঙ্কল্পচ্যুত হই, বা পৃষ্ঠভঙ্গ দেই। আমাদের সকল দুর্ব্বলতা তুমি দূর কর, আমাদের সকল পাপ তুমি ক্ষমা কর, আমাদের পদ তুমি স্থির রাখ এবং অসত্যের বিরুদ্ধে সংগ্রামে তুমি আমাদের সহায় হও। প্রভো, আমাদের বলে নহে, তোমার বলে আমাদিগকে বলীয়ান কর। তুমি যাহাদিগকে 'মোহসেন' বলিয়াছ, আমাদিগকে তাঁহাদের দলভুক্ত কর এবং ইহজগতে ও পরজগতে তোমার আশীষ আমাদের প্রতি বর্ষণ কর।

প্রভো, তোমারই মনোনীত খলিফা আজ এই সংগ্রামের অধিনায়ক। তাঁহার আদেশাধীন চালাইয়া এই সংগ্রামে আমাদিগকে কৃতকার্য্য কর। বহিঃশত্রু এবং আভ্যন্তরীণ শত্রু উভয়ের আক্রমণ হইতে সত্যের সেবকদিগকে তুমি রক্ষা কর! তোমার প্রীতি লাভের আশায় অন্য সকল স্বার্থ কোরবাণী করিতে আমরা পণ করিয়াছি। প্রভো, আমাদের এই পণ নিষ্ফল হইতে দিও না। হয়, এই জগতে সত্যের বিজয় দিবস আমাদিগকে দেখাও, নতুবা এই সংগ্রামে লিপ্ত রাখিয়া তোমার ক্রোড়ে আমাদিগকে স্থান দাও!

আমীন!

'লাব্বায়েক'

বঙ্গের আজ আহ্‌মদী যত, বল সবে 'লাব্বায়েক্'।
খলিফা হস্তে নিয়েছি দীক্ষা, নহি মোরা 'মোনাফেক'॥
যে অস্ত্র মসি (আঃ) দিয়াছে হস্তে,
ধর ত্বরা করি, চলোগো ত্রস্তে,
ছুট কাদিয়ান, হও আগোয়ান, নাশ 'মোনাফেক্'।
কুফর জিনিয়া ইমানেরি আজি কর অভিষেক॥
কি শকতি আছে বলনা তাহার,
সমর প্রাঙ্গনে করিবে সংহার,
'মোনাফেক' কভু পারে কি তিষ্ঠিতে যে হস্তে মসি (আঃ) দিয়াছে তেগ?
বঙ্গের আজ আহ্‌মদী যত, বল সবে 'লাব্বায়েক্'।
এনহে সে হাসি দুদিনের তরে,
অনন্ত জীবন ইহারই পরে,
আত্ম-ত্যাগের বরণডালা নিতে পারে কভু 'মোনাফেক'?
বঙ্গের আজ আহ্‌মদী যত, বল সবে 'লাব্বায়েক্'।
চাহিনা আমরা স্বরগ নরক,
চাহিনা আমরা দেখাতে ভড়ক,
ইসলামের মান রক্ষিতে এখন, বল সবে 'লাব্বায়েক'।
খলিফা আদেশ পালিব আমরা নহি মোরা 'মোনাফেক'॥
যদিও আমরা আকারে ক্ষুদ্র,
অর্থ সম্পদে যদিও দরিদ্র,
অন্তর্যামী জানে আমাদেরে ভাল, নহি মোরা 'মোনাফেক'।
বঙ্গের আজ আহ্‌মদী যত, বল সবে 'লাব্বায়েক'॥

—আসেম, নাটোর।

রোজা! রোজা!! রোজা!!!

চলিত সেপ্টেম্বর মাসের শেষ বৃহস্পতিবার ৩০শা তারিখ,
আগামী অক্টোবর ,, প্রথম সোমবার ৪ঠা ,, ,,
,, ,, ,, শেষ বৃহস্পতিবার ২৮শা ,, ,,

নোট—যদি কেহ কোন বিশেষ কারণ বশতঃ ইতিপূর্ব্বে নির্দ্ধারিত দিবসে কোন রোজা না রাখিয়া থাকেন তবে তাহা এই অক্টোবর মাসের ভিতরে পূর্ণ করিবার চেষ্টা করিবেন।

কোরানে হজরত মসিহ মাউদ (আঃ) *

যে সমস্ত শক্তিশালী, অকাট্য যুক্তিদ্বারা একথা নির্ণীত হয় যে, মসিহ্ মাউদ এই মোহাম্মদীয় ওম্মত হইতেই হইবেন তন্মধ্যে কোরান শরীফের এই আয়েতটি অন্যতম :—

وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم
فى الارض كما استخلف الذين من قبلهم

অর্থাৎ, "ঐ সমস্ত ব্যক্তিদের জন্য যাহারা 'ইমানদার' এবং 'নেক' কাজ করে, খোদা-তা'লা অঙ্গীকার করিয়াছেন যে, তাহাদিগকে ইহ জগতে তাহাদের পূর্ব্ববর্ত্তী খলিফাগণের ন্যায় খলিফা করিবেন।" এই আয়েতে 'পূর্ব্ববর্ত্তী খলিফাগণ' দ্বারা হজরত মুসার (আঃ) ওম্মতের খলিফাগণকে বুঝায় যাঁহাদিগকে খোদাতা'লা হজরত মুসার শরীয়ত কায়েম করিবার জন্য একের পর এক করিয়া পাঠাইয়াছিলেন। বিশেষতঃ, আল্লাহ্ তা'লা কোন শতাব্দীকেই এই খলিফাগণ হইতে—যাঁহারা **মুসীয়** ধর্ম্মের মোজাদ্দেদ ছিলেন,—শূন্য থাকিতে দেন নাই। কোরান শরীফ এইরূপ খলিফাগণের গণনা করিয়া প্রকাশ করিয়াছে যে, তাঁহারা সংখ্যায় ১২ জন ছিলেন; ত্রয়োদশ খলিফা ছিলেন হজরত ইসা (আঃ)। তিনি মুসীয় শরীয়তের মসিহ্ মাউদ বা প্রতিশ্রুত মসিহ্ ছিলেন। উপরোক্ত আয়েতে كما (যদ্রূপ) শব্দ দ্বারা নির্ণীত হয় যে, মুসীয় খলিফাগণের সহিত **মোহাম্মদীয়** খলিফাগণের সৌসাদৃশ্য থাকিবে।

এই সৌসাদৃশ্য যথেষ্টরূপে প্রমাণিত করিবার জন্য আল্লাহ্-তা'লা কোরান শরীফে ১২ জন মুসীয় খলিফার উল্লেখ করিয়াছেন। তাঁহাদের প্রত্যেকেই হজরত মুসার (আঃ) মধ্য হইতে ছিলেন; ত্রয়োদশ ছিলেন হজরত ইসা (আঃ)। তিনি মুসীয় ওম্মতের 'খাতামুল-আম্বিয়া' ছিলেন; কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তিনি মুসার জাতির মধ্য হইতে ছিলেন না। তারপর, খোদাতা'লা মুসীয় সেল্সেলার খলিফাগণের সহিত মোহাম্মদীয় সেল্সেলার খলিফাগণের সামঞ্জস্য নির্দ্দেশ করিয়া স্পষ্টভাবে বুঝাইয়া দিয়াছেন যে, মোহম্মদীয় সেল্সেলার শেষভাগেও একজন মসিহ্ আছেন এবং মধ্য ভাগে ১২ জন খলিফা হইবেন, যেন এস্থলেও মুসীয় সেল্সেলার তুলনায় "চতুর্দ্দশ সম্বলিত অঙ্গীকার" পূর্ণ হয়।

সেইরূপেই, মোহাম্মদীয় খেলাফত-শৃঙ্খলের মসিহ্ মাউদকে চতুর্দ্দশ শতাব্দীর শিরোভাগে সৃষ্টি করিয়াছেন। কারণ মুসীয় সেল্সেলার মসিহ্ মাউদও প্রকাশিত হন নাই, যে পর্য্যন্ত মুসীয় সনের হিসাবে চতুর্দ্দশ শতাব্দী প্রকাশ পায় নাই। এইরূপই করা হইয়াছে, যেন উভয় মসিহের সেল্সেলার উৎপত্তির দূরত্ব পরস্পর অনুরূপ হয় এবং সেল্সেলার শেষ মোজাদ্দেদ-খলিফাকে চতুর্দ্দশ শতাব্দীর শিরোভাগে প্রকাশ করা ঐশী-জ্যোতিঃ পূর্ণ করিবার প্রতি ইঙ্গিত করে। কারণ, মসিহ্ মাউদ ইস্লামী সুধাকরের পূর্ণতম জ্যোতিঃ। এ নিমিত্ত তাঁহার 'তয্দিদ' (ধর্ম্ম-সংস্কার) চন্দ্রের চতুর্দ্দশ রজনীর অনুরূপ।

ইহারই প্রতি ليظهره على الدين كله আয়েতে ইঙ্গিত আছে। কারণ 'পূর্ণতম প্রকাশ' ও 'পূর্ণতম নুর' একই কথা। ليظهره على الاديان كل الاظهار (যেন সর্ব্বধর্ম্মের নিকট ইহা পূর্ণভাবে প্রকাশ করেন) এবং ليتم نوره كل الاتما (যেন ইহার জ্যোতিঃ সর্ব্বোতভাবে পূর্ণ করেন) একই অর্থ ব্যঞ্জক। তারপর, অন্য আয়েতে ইহা আরো স্পষ্ট করিয়া বলা হইয়াছে। সেই আয়েতটি এই :— يريدون ليطفئوا نور الله بافواههم
والله متم نوره ولو كره الكافرون

(তাহারা আল্লাহ্র জ্যোতিঃ মুখের ফুৎকারে উড়াইয়া দিতে চাহিবে, কিন্তু আল্লাহ্ তাঁহার জ্যোতিঃ পূর্ণ করিবেন, যদিও অস্বীকারকারীরা তাহাতে অসন্তুষ্ট হইবে)। এই আয়েতে পরিষ্কারভাবে বুঝান হইয়াছে যে, মসিহ্ মাউদ চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে আবির্ভূত হইবেন। কারণ, জ্যোতির পূর্ণতা লাভের জন্য চতুর্দ্দশীয় রজনী নির্দ্দিষ্ট আছে।

বস্তুতঃ, কোরান শরীফে হজরত মুসা (আঃ) ও হজরত ইসা-বিন-মরিয়মের (আঃ) মধ্যবর্ত্তী সময়ে ১২ জন খলিফা উল্লেখিত হইয়াছেন। তাঁহারা সংখ্যায় ১২ জন ছিলেন বলিয়া প্রকাশ করা হইয়াছে, এবং ইহাও প্রকাশ করা হইয়াছে যে, সেই ১২ জনের মধ্যে সকলেই হজরত মুসার (আঃ) জাতি হইতে উদ্ভূত হইয়াছিলেন; কিন্তু ত্রয়োদশ খলিফা,—যিনি শেষ খলিফা ছিলেন, অর্থাৎ হজরত ইসা (আঃ)—পিতার দিক দিয়া সেই জাতির অন্তর্গত ছিলেন না;

---

* হজরত মসিহ্ মাউদের (আঃ) গ্রন্থ 'তোহ্ফায় গোলরিয়া' ৩৬-৪০ পৃঃ হইতে মৌলবী আবু হামেদ মোহাম্মদ আলী আনোয়ার সাহেব কর্ত্তৃক সংগৃহীত ও অনুদিত।

† "যেন ইস্লামকে সর্ব্ব-ধর্ম্মের উপর প্রাধান্য প্রদান করেন" (অনুবাদক)

কারণ, তাঁহার কোন পিতা ছিলেন না বলিয়া তিনি হজরত মুসার সহিত গোত্র মিলন করিতে অসমর্থ ছিলেন। এই সম্যক বিষয়ই মোহাম্মদীয় খেলাফত শৃঙ্খলে পাওয়া যায়; অর্থাৎ বোখারী ও মোস্‌লেমের সম্মিলিত হাদিস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, এই সেলসেলায়ও মধ্যবর্ত্তী যুগে ১২ জন খলিফা আছেন এবং ত্রয়োদশ খলিফা, যিনি মোহাম্মদীয় খেলাফতের 'খাতাম' হইবেন, তিনি মোহাম্মদীয় 'কওম' হইতে হইবেন না—অর্থাৎ কোরেশ হইতে হইবেন না।

ইহাই হওয়া উচিত ছিল যে, ১২ জন খলিফা হজরত মোহাম্মদ মোস্তাফার (সাঃ) 'কওম' হইতে হইবেন এবং শেষ খলিফা পূর্ব্বপুরুষগণের দিক দিয়া সেই বংশ হইতে হইবেন না,—যেন উভয় সেল্‌সেলার সৌসাদৃশ্য পূর্ণতমভাবে প্রকাশ পায়। অতএব, খোদাতা'লার প্রশংসা ও 'শোকর' যে, এরূপই হইয়াছে। কারণ, বোখারী ও মোসলেম কর্ত্তৃক এই হাদিস স্বীকৃত। ইহা জাবের-বিন-সমরা হইতে রেওয়াএত হইয়াছে। সেই হাদিসটি এই :—

لَا يَزِلِ الْاِسْلَامُ عَزِيْزًا اِلٰى اِثْنَىْ عَشَرَ خَلِيْفَةً كُلُّهُمْ مِنْ قُرَيْشٍ

অর্থাৎ, বারজন খলিফার কাল পর্য্যন্ত, ইসলাম অত্যন্ত শক্তিশালী থাকিবে; কিন্তু ত্রয়োদশ খলিফা মসিহ্‌ মাউদ তখন আসিবেন, যখন ইসলাম 'ক্রুশ ও দজ্জালী' শক্তির প্রাবল্যে দুর্ব্বল হইয়া পড়িবে। ১২ জন খলিফা যাঁহারা ইসলামের প্রাবল্যের সময় আসিতে থাকিবেন, তাঁহারা সকলেই কোরেশ হইবেন—অর্থাৎ আঁ-হজরতের (সাঃ) বংশ হইতে হইবেন; * কিন্তু মসিহ যিনি ইস্‌লামের দুর্ব্বলতার সময় আসিবেন, তিনি কোরেশ বংশ হইতে হইবেন না। কারণ, ইহা অনিবার্য্য ছিল যে, যেমন মুসীয় সেলসেলার 'খাতামুল-আম্বিয়া' পিতার দিক দিয়া হজরত মুসার 'কওম' হইতে ছিলেন না, সেইরূপ মোহাম্মদীয় সেল্‌সেলায় 'খাতামুল-আওলিয়া' কোরেশ হইতে হইবেন না।

এস্থলেই, নিশ্চিতভাবে একথার মীমাংসা হইয়াছে যে, ইসলামের মসিহ্‌ মাউদ এই ওম্মত হইতেই আবির্ভূত হওয়া উচিত। কারণ কোরান শরীফের স্পষ্ট সাক্ষ্য—كما অর্থাৎ, 'সাদৃশ্য' শব্দ দ্বারা প্রতিপন্ন হয় যে, মুসীয় খেলাফতের সহিত মোহাম্মদীয় খেলাফতের সেল্‌সেলার 'মোমাসেলাত' বা সৌসাদৃশ্য আছে— সেই كما বা 'যদ্রূপ' শব্দ দ্বারাই সেই দুইজন নবীর (আঃ) অর্থাৎ হজরত মুসা, ও হজরত মোহাম্মদ মোস্তাফার (সাঃ)—সৌসাদৃশ্য প্রমাণিত হয়, যাহা আয়েত كما ارسلنا الى فرعون رسولا "ফেরাওনের নিকট একজন রসুল যে ভাবে পাঠাইয়াছিলাম" হইতেও বুঝা যায়। মোহম্মদীয় সেল্‌সেলায় যে সকল খলিফা উত্থাপিত হইবেন, তাঁহারা যদি স্বয়ং পূর্ব্ববর্ত্তী খলিফাগণ না হইয়া অন্য ব্যক্তিগণ হন, তবেই এই সৌসাদৃশ্য 'কায়েম' থাকিতে পারে। † কারণ সৌসাদৃশ্য

---

* হাদিসের শব্দগুলি এই :—

عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عليه وسلم يَقُوْلُ لَا يَزَالُ الْاِسْلَامُ عَزِيْزًا اِلٰى اِثْنَىْ عَشَرَ خَلِيْفَةً كُلُّهُمْ مِنْ قُرَيْشٍ (متفق عليهم مشكوٰة شريف باب مناقب قريش)

অর্থাৎ 'ইস্‌লাম ১২ জন খলিফার আবির্ভাব কাল পর্য্যন্ত প্রবল থাকিবে এবং সেই খলিফাগণ সকলেই কোরেশ হইতে হইবেন। এস্থলে এই দাবী করা যায় না যে, মসিহ্‌ মাউদও সেই ১২জনেরই অন্তর্গত। কারণ, ইহা সর্ব্বজন সম্মত কথা যে, মসিহ্‌ মাউদ ইসলামের শক্তিকালে আসিবেন না, বরং তখন আসিবেন, যখন জগতে খৃষ্টান প্রভাব প্রবলাকার ধারণ করিবে, যেমন يكسر الصليب (মসিহ্‌ মাউদ ক্রুশ ভঙ্গ করিবেন) বাক্য দ্বারা প্রমাণিত হয়। সুতরাং, মসিহ্‌ মাউদের আবির্ভাবের পূর্ব্বে ইসলামের শক্তি লয় পাইতে থাকিবে এবং মোসলমানগণের অবস্থা দুর্ব্বল হইবে; তাহাদের অধিকাংশই অন্যান্য শক্তিসমূহের তেমনি অধীন হইয়া পড়িবে, যেমন হজরত ইসার (আঃ) আবির্ভাবের সময় ইহুদিগণ হইয়াছিল। হাদিসসমূহে মসিহ্‌ মাউদের বিশেষভাবে উল্লেখ ছিল বলিয়া তাঁহাকে ১২ জন খলিফা হইতে পৃথক রাখা হইয়াছে। কারণ, ইহা নির্দ্ধারিত ছিল যে, তাঁহার 'নজুল' (আবির্ভাব) দুঃখবিপদ কর্ত্তৃক প্রপীড়নের পর হইবে—তখন হইবে, যখন ইস্‌লামের অবস্থার একটি স্পষ্ট মহা-পরিবর্ত্তন হইবে।

হজরত ইসাও (আঃ) এই ভাবেই আসিয়াছিলেন; অর্থাৎ এমন সময় আসিয়াছিলেন, যখন ইহুদীদের মধ্যে এক প্রকার প্রকাশ্য অবনতির লক্ষণ উৎপন্ন হইয়াছিল। এইরূপে হজরত মুসার খলিফাগণও ১৩ জনই হন এবং আঁ-হজরতের (সাঃ) খলিফাও ১৩ জনই হন। হজরত মুসা (আঃ) হইতে হজরত ইসা (আঃ) যেমন চতুর্দ্দশ স্থানে ছিলেন, সেইরূপ এস্থলেও প্রয়োজন ছিল যে, ইস্‌লামের মসিহ্‌ মাউদও আঁ-হজরত (সাঃ) হইতে চতুর্দ্দশ স্থানে হইবেন। এই সৌসাদৃশ্যের কারণেই মসিহ্‌ মাউদের আবির্ভাব চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে হওয়া প্রয়োজন ছিল।

† كما (যদ্রূপ) শব্দ থাকা বশতঃ, যাহা— كما استخلف الذين من قبلهم (যেরূপ তাহাদের পূর্ব্ববর্ত্তীদিগকে খলিফা করিয়াছেন) আয়েত মধ্যে আছে, মোহাম্মদীয় সেলসেলার খলিফাগণ সম্বন্ধে অভ্রান্তভাবে স্বীকার করা হইয়াছে যে, তাঁহারা স্বয়ং সেই খলিফাগণই হইবেন না, যাঁহারা মুসীয় সেলসেলার খলিফা ছিলেন—অবশ্য, সেই খলিফাগণের অনুরূপ হইবেন। তারপর, ঘটনা দ্বারাও প্রকাশ পাইয়াছে যে, তাঁহারা পূর্ব্ববর্ত্তী খলিফাগণ স্বয়ং ছিলেন না, বরং ভিন্ন পুরুষ ছিলেন। সুতরাং, এই মোহাম্মদীয় ওম্মতের আখেরী খলিফা সম্বন্ধে—যিনি হইতেছেন প্রতিশ্রুত মসিহ—কিরূপে এই ধারণা করা যায় যে, তিনি পূর্ব্ববর্ত্তী মসিহ্‌ স্বয়ং হইবেন? তিনি কি كما শব্দের অধীন আসেন না। ইহা কি সত্য নয় যে, كما (যদ্রূপ) শব্দের উদ্দেশ্যের দিক দিয়া মোহাম্মদী সেল্‌সেলার মসিহ্‌ ইস্রাইলী মসিহ্‌ হইতে ভিন্ন ব্যক্তি হওয়া প্রয়োজন এবং স্বয়ং তিনিই হইবেন না? একই ব্যক্তি মনে করা কোরানের স্পষ্টোল্লিখিত যুক্তির প্রকাশ্য বিরুদ্ধতা মাত্র; বরং কোরান শরীফের স্পষ্ট অস্বীকৃতি। তারপর, ইহা নির্ণয় করা অন্যায় ও অযৌক্তিক যে, ১২ জন খলিফাকে ত كما (যদ্রূপ) শব্দ অনুযায়ী ইস্রাইলীয় খলিফাগণ হইতে ভিন্ন মনে করা হয়, কিন্তু মসিহ্‌ মাউদকে,—যিনি মুসীয় সেলসেলার মোকাবিলা মোহাম্মদীয় সেলসেলার শেষ খলিফা—স্বয়ং পূর্ব্ববর্ত্তী মসিহ্‌ প্রতিপন্ন করা হয়।

ব্যাপারে ভিন্নত্বের প্রয়োজন স্বভাবতঃই আছে। কোন বস্তু নিজেই নিজের অনুরূপ হয় না।

সুতরাং যদি ধরিয়া লওয়া যায় যে, মোহাম্মদীয় সেল্‌সেলার শেষ খলিফা,—যিনি সাদৃশ্যের দিক দিয়া হজরত ইসার (আঃ) সহিত উপমেয়, যাঁহার সম্বন্ধে একথা স্বীকার করা অপরিহার্য্য যে, তিনি এই ওম্মতের 'খাতামুল-আওলিয়া, * যেমন মুসীয় সেল্‌সেলার খলিফাগণের মধ্যে হজরত ইসা 'খাতামুল-আম্বিয়া' ছিলেন,—প্রকৃত পক্ষে সেই ইসা (আঃ) স্বয়ং হইবেন, তবে কোরান শরীফের 'তক্‌জীব' বা অপলাপ করা হয়। কারণ কোরান উভয় সেল্‌সেলার খলিফাগণকে স্বতঃই ভিন্ন বলিয়া সাব্যস্ত করে- যেমন كما (যদ্রূপ) শব্দ দ্বারা নির্ণীত হয়; ইহা অভ্রান্ত স্পষ্ট যুক্তি। যদি একটি জগতও ইহার বিরোধী হইয়া একত্রিত হয়, তথাপি এই স্পষ্ট যুক্তি ব্যর্থ করিতে পারিবে না। কারণ, পূর্ব্ববর্ত্তী সেল্‌সেলার ব্যক্তিগণ স্বয়ং অবতীর্ণ হইলে, আবশ্যকীয় বিভিন্নতা থাকে না এবং كما (যদ্রূপ) শব্দের অর্থ পণ্ড হয়।

সুতরাং এই অবস্থায়, কোরান শরীফের 'তক্‌জিব' (অস্বীকার) অনিবার্য্য হইয়া পড়ে।

وَهٰذَا بَاطِلٌ وَكُلَّمَا يَسْتَلْزِمُ الْبَاطِلَ فَهُوَ الْبَاطِلُ

(ইহা বৃথা, বৃথাকে আশ্রয় করাও বৃথা)।

স্মরণ রাখিতে হইবে, কোরান শরীফে كما استخلف الذين من قبلهم (যদ্রূপ তিনি তাহাদের পূর্ব্ববর্ত্তীদিগকে খলিফা করিয়াছেন) আয়েতে সেই كما (যদ্রূপ) শব্দই ব্যবহৃত হইয়াছে, যাহা كما ارسلنا الى فرعون رسولا (যদ্রূপ ফেরাওনের নিকট একজন রসুল পাঠাইয়াছেন) আয়েতের মধ্যে আছে।

এখন যদি কোন ব্যক্তি এই দাবী করে যে, আঁ-হজরত (সাঃ) মুসার (আঃ) অনুরূপ হইয়া আসেন নাই, বরং স্বয়ং মুসা (আঃ) পুনর্জন্ম গ্রহণ পূর্ব্বক আসিয়াছিলেন, কিম্বা এই দাবী করে যে, আঁ-হজরতের এই দাবী সত্য ছিল না যে, তিনি তৌরাতের ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী আগমন করিয়াছেন, কারণ উহার অর্থ স্বয়ং মুসাই (আঃ) আসিবেন, কিন্তু তিনি ত বনি-ইস্রাইলের ভ্রাতাগণ হইতে ছিলেন,—তবে এই বৃথা দাবীর কি এই উত্তর দেওয়া হইবে না যে, কোরান শরীফে কখনো বলা হয় নাই যে, স্বয়ং মুসা (আঃ) আসিবেন, বরং كما শব্দ দ্বারা 'মসিলে মুসা' বা মুসার অনুরূপ নবীর প্রতি ইঙ্গিত করা হইয়াছে?

আমাদের তরফ হইতেও সেই উত্তর; অর্থাৎ, এখানে মোহাম্মদীয় খলিফাগণের সেল্‌সেলা সম্বন্ধে كما (যদ্রূপ) শব্দ বিদ্যমান। খোদাতালা'র এই স্পষ্ট অভ্রান্ত নির্দ্দেশ প্রভাকরের ন্যায় উজ্জ্বল ভাবে ঘোষণা করিতেছে যে, মোহাম্মদীয় খেলাফতের সেল্‌সেলার খলিফাগণ মুসীয় খলিফাগণের অনুরূপ (মসিল) হইবেন।

আখেরী খলিফা, যিনি মোহাম্মদীয় খেলাফতের 'খাতাম' এবং যিনি মসিহ্‌ মাউদ নামে অভিহিত, তিনি হজরত ইসার সহিত—যিনি মুসীয় সেল্‌সেলার নবুওতের 'খাতাম' ছিলেন,—সৌসাদৃশ্য-সম্পন্ন। দৃষ্টান্ত স্থলে দেখ, হজরত আবুবকরের- (রাঃ) সহিত ইসু-বিন্‌-নুনের কত সৌসাদৃশ্য। তিনি তেমনি নবুওতের মিথ্যা দাবীকারীদের বিরুদ্ধে আসামা কর্ত্তৃক পারিচালিত বাহিনীর অসম্পূর্ণ কার্য্য সমাধা করেন, যেমন হজরত ইশু-বিন-নুন করিয়াছিলেন। মুসীয় সেলসেলার শেষ খলিফা অর্থাৎ ইসা (আঃ) তখন আসিয়াছিলেন, যখন গালিল ও প্লিতুসের এলাকায় ইহুদী-রাজ্য হস্তচ্যুত হইতেছিল। সেইরূপ. মোহাম্মদীয় সেল্‌সেলার মসিহ্‌ এমন সময় আসিয়াছেন, যখন ভারত সাম্রাজ্য মোসলমানদের হস্তচ্যুত হইয়াছিল।

---

* শেখ মহিউদ্দীন ইব্‌নে আরবী তদীয় "ফুসুস" নামক পুস্তকে 'খাতামুল-আওলিয়া' মাহ্‌দীর একটি লক্ষণ এই লিখিয়াছেন যে, তাঁহার 'খান্‌দান' চীন সীমান্তীয় হইবেন এবং তিনি একটি বিরল ঘটনার সমাবেশ অর্থাৎ যমজভাবে জন্মগ্রহণ করিবেন; তাঁহার সঙ্গে একটি মেয়ে জন্মগ্রহণ করিবে। এভাবে খোদাতা'লা মেয়েলী ভাব তাঁহা হইতে পৃথক করিয়া দিবেন। সুতরাং, এই 'কাশ্‌ফ' অনুসারে এই 'আজেজ' (অধম) জন্মগ্রহণ করিয়াছে এবং এই 'কাশ্‌ফ' অনুসারেই আমার পূর্ব্ব-পুরুষগণ চীন সীমান্ত হইতে পাঞ্জাবে আসিয়াছেন।

খেলাফত প্রতিষ্ঠায় আল্লাহ্‌র হস্ত *

وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصلحت ليستخلفنهم فى الارض كما استخلف الذين من قبلهم ص وليمكنن لهم دينهم الذى ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم امنا ط يعبدوننى لايشركون بى شيئا ط ومن كفر بعد ذالك فاولئك هم الفاسقون *

(আল্লাহ্‌-তা'লা তোমাদের মধ্যে যাহারা ইমান আনিয়াছে ও পূর্ণমাত্রায় সৎকার্য্য করিয়াছে, তাহাদের সহিত অঙ্গীকার করিতেছেন যে, তাহাদিগকে এ জগতে খলিফা করিবেন, যেমন তিনি তাহাদের পূর্ব্ববর্ত্তিগণকে খলিফা করিয়াছিলেন ; এবং নিশ্চয়ই তিনি তাহাদের জন্য যে ধর্ম্ম মনোনীত করিয়াছেন, তাহা সুপ্রতিষ্ঠিত করিবেন এবং ভয়ের পর তাহাদের অবস্থা নিরাপদ করিবেন—তাহারা আমার 'এবাদত' করিবে এবং অন্য কাহাকেও' শরীক' করিবে না। অতঃপর যাহারা অমর্য্যাদা করিবে খোদার সহিত তাহাদের সম্বন্ধ ছেদন হইবে ; তাহারাই আনুগত্য হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়াছে)।

এই আয়েত এ যুগে অত্যন্ত গবেষণার বিষয়। ইহাতে খেলাফতের বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। আমি খেলাফত বিষয়ে কম বলিয়া থাকি, কারণ যে বিষয়ের সম্বন্ধ আমার নিজের সহিত থাকে, আমি সে সম্বন্ধে স্বভাবতঃ খুব অল্পই বলি ; অবশ্য, কেহ কোন আপত্তি উপস্থিত করিলে, তাহার উত্তর দিতে হয়। হজরত **খলিফা আওয়াল** (রাঃ) খেলাফতের প্রশ্নের প্রতি অত্যন্ত জোর দিতেন। কারণ, খোদাতা'লার তরফ হইতে তাঁহাকে এই জ্ঞান দেওয়া হইয়াছিল যে, এসম্বন্ধে বিপ্লব (ফেৎনা) উপস্থিত হইবে। এ নিমিত্ত বক্তৃতা, 'দরস' এবং দোয়ায় ইহার প্রতি অত্যন্ত জোর দিতেন।

আমার মতে ইহা ইস্‌লামের একাংশের প্রাণস্বরূপ। ধর্ম্মের ব্যবহারিক বিষয় বিভিন্নাংশে বিভক্ত করা যায়। ধর্ম্মের যে বিভাগের সহিত ইহার সম্বন্ধ, তাহা জাতীয় একতা। কোন জমাত, কোন জাতি সে পর্য্যন্ত উন্নতি করিতে পারে না, যে পর্য্যন্ত তাহাদের মধ্যে একতা না থাকে। মোসলমানদের জাতি হিসাবে পতন খেলাফত হারাইবার পরই ঘটিয়াছে। খেলাফত লয় পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে একতা বিলুপ্ত হইল। একতা বিলোপ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে উন্নতি রুদ্ধ হইল এবং অবনতি আরম্ভ হইল। কারণ, খেলাফত ব্যতীত একতা থাকিতে পারে না এবং একতা ব্যতীত উন্নতি হয় না। একতাই উন্নতি লাভের উপায়।

কোন জাতি যখন কোন বন্ধনদ্বারা পরস্পরের সহিত আবদ্ধ থাকে তখন সেই জাতির দুর্ব্বল ব্যক্তিগণও শক্তিশালী ব্যক্তিগণের সঙ্গে সঙ্গে অগ্রসর হইতে পারে। যদি কোন অগ্রগামী অশ্বারোহীর পশ্চাৎ কোন ছোট ছেলেকে বসাইয়া বাঁধিয়া দেওয়া হয়, তবে ছেলেও সেখানেই পৌঁছিবে, যেখানে তিনি পৌঁছিবেন। জাতিরও সেই অবস্থা। জাতি কোন রজ্জুদ্বারা বন্ধনযুক্ত থাকিলে, জাতির দুর্ব্বল ব্যক্তিগণও সঙ্গে সঙ্গে দৌড়াইতে থাকে ; কিন্তু সেই রজ্জু ছিন্ন হইলে, যদিও কিছুকাল পর্য্যন্ত শক্তিশালী ব্যক্তিগণ দৌড়াইতে থাকে, কিন্তু দুর্ব্বল ব্যক্তিগণ পিছনে পড়িয়া যায়। পরিশেষে ফল এই দাঁড়ায় যে, কোন কোন শক্তিশালী ব্যক্তিও পিছনে পড়িতে আরম্ভ করে ; কারণ, কেহ কেহ এমন থাকে, যাহারা বলিয়া থাকে, "অমুকই যখন পশ্চাতে পড়িয়াছে, আমাদের আর কথা কি?"

তারপর তাহাদের মধ্যে যাহাদের অগ্রগমনের সামর্থ্য থাকে এবং যাহারা সম্মুখে অগ্রসর হইতে থাকে, তাহাদেরও চলিবার শক্তি থাকে না ; কিন্তু জাতীয় একতা এমন বিষয় যে, তদ্বারা সমগ্র জাতি সুবিস্তৃত প্রস্তরের ন্যায় মজবুত থাকে এবং দুর্ব্বল ব্যক্তিগণও উন্নতি করিতে থাকে।

(আমি বলিয়াছিলাম, 'সুরাহ নূরে' ইসলাম ও মানুষের আধ্যাত্মিক উন্নতির উপায় সমূহের উল্লেখ আছে। সেই উপায়-সমূহের মধ্যে কোন কোনটি পূর্ব্বে উল্লেখ করা হইয়াছে এবং একটি উপায়ের কথা পূর্ব্বোল্লিখিত আয়েতে বলা হইয়াছে।) খোদাতা'লা বলেন :—

وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصلحت ليستخلفنهم فى الارض كما استخلف الذين من قبلهم

* হজরত আমীরুল-মোমেনীন খলিফাতুল মসিহ্‌ সানি আইয়েদাহুল্লাহুতা'লা প্রদত্ত সুরা নূরের দরস হইতে সংগৃহীত ও অনূদিত। এই দরস হজরত সাহেব ১লা ও ২রা মার্চ্চ ১৯২১ সালে প্রদান করেন। ইহা পুস্তিকারে প্রকাশিত হইয়াছে। অনুবাদক—মৌলবী আবু হামেদ মোহাম্মদ আলী আনোয়ার আহমদী।

"তোমাদের মধ্যে যাহারা ইমান আনিয়াছে ও সৎকার্য্য (আম্‌লে-সালেহ্) করিয়াছে, তাহাদিগকে আল্লাহ্ প্রতিশ্রুতি দিতেছেন যে, তাহাদিগকে নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই এই ভুবনে খলিফা করিবেন, যেমন তিনি পূর্ব্ববর্ত্তীদিগকে খলিফা করিয়াছিলেন। (এই অঙ্গীকার সাধারণ অঙ্গীকার নয়। আল্লাহ্-তা'লা তাঁহার নিজের 'কছম' করিয়া অঙ্গীকার করিতেছেন)।"

ইহাতে বলা হইয়াছে যে, খোদাতা'লা মোমেনগণের সহিত অঙ্গীকার করিয়াছেন; পরে এই অঙ্গীকারের বিশেষত্বগুলি সম্বন্ধে বলিয়াছেন— وليمكنن لهم دينهم الذى ارتضى لهم "তিনি নিশ্চয়ই তাহাদের জন্য যে ধর্ম্ম মনোনীত করিয়াছেন, তাহা সুপ্রতিষ্ঠিত করিবেন।"

ইহা এক প্রকার ব্যবহার। অন্য প্রকার ব্যবহার তাহাদের সহিত এই করিবেন যে, :— وليبدلنهم من بعد خوفهم امنا

"ভীতির পর তাহাদের অবস্থা শান্তিময় করিবেন।" ইহার ফল কি হইবে? খোদা বলেন :— يعبدوننى لا يشركون بى شيأ

"তাহারা আমার 'এবাদত' (উপাসনা) করিবে এবং আমার সহিত কাহাকেও 'শরীক' (অংশী) করিবে না।"

তারপর বলিয়াছেন, ইহা তোমাদের জন্য এত বড় পুরস্কার যে,

ومن كفر بعد ذالك فاولئك هم الفاسقون

"যে ব্যক্তি ইহার 'কদর' বা মর্য্যাদা করিবে না আমার দপ্তরে তাহার নাম কর্ত্তন হইবে।"

ইহাতে এমন মহাভীতি প্রদর্শন করা হইয়াছে যে, পূর্ব্ববর্ত্তী কোন অঙ্গীকারের অমর্য্যাদা করা সম্বন্ধে এমন ভীতিপ্রদ সতর্কবাণী উচ্চারিত হয় নাই।

এযুগে দুর্ভাগ্য বশতঃ, কোন কোন ব্যক্তি খেলাফতের সহিত মতানৈক্য বা 'এখ্‌তেলাফ' প্রকাশ করিয়াছে। তাহাদের ধারণা, খেলাফতের সম্বন্ধ রাজত্বের সহিত; অথচ আল্লাহ্‌তালা এখানে যত জোর দিয়াছেন, সবই ধর্ম্মের প্রতি দিয়াছেন। প্রথম কথা,— وعد الله الذين امنوا منكم (আল্লাহতা'লা তোমাদের মধ্যে যাহারা ইমান আনিয়াছে, তাহাদের সহিত অঙ্গীকার করিতেছেন)। দ্বিতীয় কথা,— وعملوا الصلحت (এবং যাহারা বিশেষভাবে পূর্ণরূপে পুন্য কর্ম্ম করে)। তৃতীয় কথা,— وليمكنن لهم دينهم الذى ارتضى لهم (তাঁহার মনোনীত ধর্ম্ম তোমাদের জন্য সুপ্রতিষ্ঠিত করিবেন)। চতুর্থ কথা,— يعبدوننى لايشركون بى شيئا (তাহারা আমার 'এবাদত' করিবে, আমার সহিত কাহাকেও 'শরীক' করিবে না)। পঞ্চম কথা,— ومن كفر بعد ذالك فاولئك هم الفاسقون "যাহারা ইহার অমর্য্যাদা করিবে, খোদার সহিত তাহাদের সম্বন্ধ ছিন্ন হইবে)।

এই পাঁচটি কথারই **ধর্ম্মের সহিত সম্বন্ধ**। ইহা অতি স্পষ্ট, এবং ইহাই প্রকাশ করে যে, ধর্ম্ম সংস্থাপনের সহিত শান্তি স্থাপিত হয়। ইহাতেও ধর্ম্মবিষয়ক শান্তি (আমান) সাব্যস্ত হয়। এ ভাবে এই আয়েতের সবটুকুতেই ধর্ম্মের উল্লেখ আছে। ইহার পরও খোদাতা'লা বলিতেছেন,—

واقيموا الصلوة واتوا الزكوة واطيعوا الرسول لعلكم ترحمون

"নামাজ কায়েম কর, জাকাত দাও এবং রসুলের অনুগামী হও, যেন তোমাদের প্রতি অনুগ্রহ করা হয়।" ইহাও ধর্ম্মেরই আদেশ। সুতরাং, শুধু ধর্ম্মেরই উল্লেখ আছে; নতুবা যদি মনে করা হয় যে, এখানে সাম্রাজ্যের উল্লেখ রহিয়াছে, তবে প্রশ্ন হয়, আধ্যাত্মিক উন্নতি করিবার উপায়গুলি বর্ণনা প্রসঙ্গে **রাজত্বের** কথা উল্লেখ করিবার সার্থকতা কি? রাজত্ব-ত কাফের ও পাপীরাও স্থাপন করিয়া থাকে।

প্রকৃত কথা এই যে, খেলাফত যে আধ্যাত্মিক উন্নতি করিবার একটি সুমহান উপায়, একথাই এখানে বলা হইয়াছে। এখানে রাজত্বের কোন উল্লেখ নাই। এই খেলাফতের অর্থ— 'খেলাফতে মামুরিয়ত' (মামুর বা আদিষ্ট হওয়া মূলক খেলাফত), কিম্বা 'খেলাফতে নিয়াবতে মামুরীন' (মামুরগণের প্রতিনিধি হওয়া মূলক খেলাফত)—যাহাই গৃহীত হউক, সর্ব্বাবস্থায়ই 'রুহানী' বা **আধ্যাত্মিক খেলাফতেরই** এখানে উল্লেখ রহিয়াছে।

এই উভয় প্রকার খেলাফতই আধ্যাত্মিক উন্নতির উপায়। **'খেলাফতে মামুরিয়ত'** বা আদিষ্ট হওয়া মূলক খেলাফত এই ভাবে আধ্যাত্মিক উন্নতি আনয়ন করে যে, মানুষ খোদা হইতে জ্যোতিঃ প্রাপ্ত হইয়া অন্যান্যগণকে আলোকিত করে এবং **'খেলাফতে নিয়াবতে মামুরিয়ত'** (অর্থাৎ 'মামুর' বা প্রত্যাদিষ্ট মহাপুরুষের প্রতিনিধিত্বমূলক খেলাফত) আধ্যাত্মিক উন্নতির সহায়ক হওয়ার কারণ এই যে, **সংগঠন ও পর্য্যবেক্ষণ** দ্বারা দুর্ব্বল ব্যক্তিগণেরও 'হেফাজত' হইতে থাকে।

সুতরাং, এই উভয় প্রকার খেলাফতেরই 'বরকত' বা আশীষ আছে। ইহারা উভয়েই 'রুহানী তরক্কীর' (আধ্যাত্মিক উন্নতির) উপায়। এই খেলাফত ছাড়া 'রুহানিয়ত' (আধ্যাত্মিকতা) লয় পায়।

দৃষ্টান্তস্থলে দেখ, রসুল করীমের (সাঃ) পর খেলাফতের শৃঙ্খল ভঙ্গ হইলে ইসলামের দেদীপ্যমান কোন উন্নতি হয় নাই। রসুল করীমের (সাঃ) পর যে খেলাফতগুলি ছিল, তদ্বারা মহা পরিবর্ত্তন ঘটে, জাতি কি জাতি সমূহ ইস্‌লামে প্রবিষ্ট হয় এবং ইস্‌লাম অত্যন্ত ক্ষিপ্র গতিতে সম্প্রসারিত হয়; কিন্তু আধ্যাত্মিক খেলাফতের অবসানের সঙ্গে সঙ্গে ইস্‌লামের উন্নতিও রুদ্ধ হইল, কিম্বা পরে যাঁহারা খোদাতা'লা হইতে **'এল্‌হাম অহি' প্রাপ্ত** হইয়া ইস্‌লামের খেদমতের জন্য দণ্ডায়মান হইলেন তাঁহাদের দ্বারা কিয়ৎ পরিমাণ উন্নতি হইল। সুতরাং 'রুহানী খেলাফত' ব্যতিরেকে ইস্‌লামের কোন উন্নতি হয় নাই, বরং ক্রমেই অবনতি ঘটিতে থাকে।

এখন খেলাফতের আন্দোলন* চলিতেছে। খোদার কি মহিমা! কয়েক বৎসর পূর্ব্বে, আমরা খেলাফত মান্য করি বলিয়া যাহারা আমাদের প্রতি 'শেরেক' আরোপ করিত এবং যাহারা বলিত যে, খেলাফত ধ্বংস করিবার সময় এখন উপস্থিত, তাহারাই এখন বলিতেছে যে,—তুর্কি-খেলাফত অবশ্যই কায়েম থাকা চাই, ইহা মোসলমানদের ধর্ম্ম-গত প্রশ্ন; এমন কোন বিষয়ের উদ্ভব হইতে দিতে নাই, যদ্বারা ইহাতে হস্তক্ষেপ হয়। যাহারা এই কথাগুলি বলিতেছে, তাহাদেরই ইচ্ছায় লাহোর হইতে **"এজহারুল-হক"** নামক একট্যাক্ট্‌ † প্রকাশিত হইয়াছিল। ইহার গবেষণার ভিত্তি ছিল,— প্রত্যেক 'মামুর' (প্রত্যাদিষ্ট মহা-পুরুষ) কোন বিশেষ কার্য্য সাধনের নিমিত্ত আগমন করেন— হজরত মসিহ্‌ মাউদ (আঃ) এ জমানায় আসিয়াছেন সর্ব্বপ্রকার ব্যক্তিগত রাষ্ট্রনীতি ও ব্যক্তিগত শাসন প্রণালীর উচ্ছেদ সাধন করিয়া গণতন্ত্র স্থাপন করিতে।

ইহাতে স্পষ্টতঃ দেখা যায় যে, খোদাতা'লা তাহাদিগকে বাধ্য করিয়া তাহাদের মুখ হইতে সেই কথাগুলিই বাহির করিয়াছেন, যাহার উপর নির্ভর করিয়া আমাদের সহিত মতবিরোধ করিয়া তাহারা পৃথক হইয়া পড়িয়াছিল। খোদাতা'লা বুঝাইয়া দিয়াছেন যে, তাহাদের স্বতন্ত্রতাবলম্বনের কারণ পার্থিব স্বার্থ ছিল, ধর্ম্মের উদ্দেশ্যে ছিল না। কারণ তাহারা খেলাফতের প্রশ্নকে তাহাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধির অন্তরায় দেখিতে পাইয়া ইহার বিলোপ সাধনের জন্য প্রয়াস পাইয়াছিল। এখন সাধারণ মোসলমানগণকে খেলাফতের প্রতি জোর দিতে দেখিয়া তাহাদের সহানুভূতি লাভের জন্য এবং তাহাদের দ্বারা উপকৃত হওয়ার উদ্দেশ্যে, খেলাফতকে 'দীনী মসলায়' পরিণত করিয়াছে। তাহাদের বিপরীত আমাদের প্রতি লক্ষ্য করিলে দেখা যাইবে যে, আমরা পূর্ব্বে খেলাফত সম্বন্ধে যাহা কিছু বলিয়াছি, এখনও তাহারই উপর প্রতিষ্ঠিত আছি এবং একটুও এদিক সেদিক হই নাই।

খেলাফত ইস্‌লামের অতি প্রয়োজনীয় অনুষ্ঠানসমূহের মধ্যে অন্যতম। খেলাফত ব্যতীত ইস্‌লাম কখনো উন্নতি করিতে পারে না। ভবিষ্যতেও ইহা দ্বারাই ইসলাম উন্নতি লাভ করিবে। **খোদাতা'লাই সর্ব্বদা খলিফাগণকে নিযুক্ত করিয়া আসিয়াছেন, ভবিষ্যতেও তিনিই তাঁহাদিগকে নিযুক্ত করিবেন।** এই যে আমাদের জমাতে খেলাফত সম্বন্ধে ঝগড়া হইয়াছে, যাহারা তখনকার অবস্থাবলোকন করিয়াছে তাহারা জানে যে, কত মহাবিপ্লব উপস্থিত হইয়াছিল। এখন-ত বলা হয় যে, চালবাজী করিয়া আমরা বিজয় লাভ করিয়াছি, কিন্তু তখনকার অবস্থাজ্ঞ ব্যক্তিগণ জানেন যে, যাহা কিছু হইয়াছে তাহা

وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم

فى الارض كما استخلف الذين من قبلهم

(অর্থাৎ খোদাতা'লা বলেন যে, তিনি খলিফা নিযুক্ত করেন) আয়েতের অধীন হইয়াছে। যাহারা এখন এখান হইতে পৃথক

---

* ইহা ১৯২১ সনের কথা। তখন ভারতব্যাপী খেলাফত আন্দোলন অত্যন্ত প্রবল ছিল। তখন গয়ের-আহ্‌মদী মোসলমানদের সহিত লাহোরের গয়র-মোবায়েগণও যোগদান করেন।

† 'গয়র-মোবায়েগণ' খলিফা আওয়ালের (রাঃ) হস্তে বয়েত করিয়াছিলেন। খলিফাতুল-মসিহ্‌ সানির সময় ইঁহারা পৃথক হইয়া লাহোরে 'আহ্‌মদীয় এশাতে-ইসলাম' নাম দিয়া এক আঞ্জোমন গঠন করে। হজরত খলিফা আওয়ালের জমানাতেই এই বিদ্রোহিগণ (তখনও তাঁহারা অপ্রকাশিত) কোন ব্যক্তির নাম না দিয়া আহ্‌মদীয়া খেলাফত আক্রমন করিয়া উক্ত পুস্তিকা প্রকাশ করে। ইহার উত্তর কাদিয়ানের আঞ্জোমনে আন্‌সারুল্লাহ্‌ কর্ত্তৃক 'খেলাফতে আহ্‌মদীয়া' নাম দিয়া ২৩শা নভেম্বর, ১৯১৩ খৃঃ অব্দে প্রকাশিত হয়। সবিশেষ জানিবার জন্য ইহা দ্রষ্টব্য।—অনুবাদক

হইয়াছে, তাহাদের সম্বন্ধে ছেলেরা † বুঝিতে পারে না তাহাদের এখানে কিরূপ আধিপত্য ছিল। নব-দীক্ষিত আহ্‌মদিগণও এ সম্বন্ধে কোন ধারণা করিতে পারেন না। এখানকার সকল বিষয়েই তাহাদের এরূপ আধিপত্য ছিল যে, খেলাফত সম্বন্ধে মত-বিরোধ করা কালে সর্ব্ব-প্রথম এই প্রশ্নই উপস্থিত হইয়াছিল যে, সকল বিষয়েই এন্তেজামের ভার তাহাদেরই হস্তে ন্যাস্ত, এমতাবস্থায় আমাদের কাজ কিরূপে চলিবে? তাহাদের আধিপত্য ও সংগঠন সম্বন্ধে তাহাদের এরূপ গর্ব্ব ছিল যে, তাহারা প্রকাশ্যতঃ ঘোষণা করিয়াছিল, তাহারা-ত যাইবে, কিন্তু দশ বৎসরের মধ্যে এখানকার (অর্থাৎ কাদিয়ানের) স্কুল প্রভৃতি যাবতীয় প্রাসাদগুলি খৃষ্টানদের অধিকারভুক্ত হইয়া পড়িবে। এই ঘোষণার পর সাত বৎসর * অতিক্রম করিয়াছে, কিন্তু স্কুলের সর্ব্ব-প্রকার উন্নতি হইতেছে। ছাত্র সংখ্যাও পূর্ব্বাপেক্ষা বহুগুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং ক্রমেই বৃদ্ধিলাভ করিতেছে—কাদিয়ানের অধিবাসিগণের সংখ্যাও প্রত্যহ বৃদ্ধি লাভ করিতেছে।

ইহাতে বুঝা যায় যে, **খোদাতা'লাই খলিফা নিযুক্ত করেন**। কারণ, যে অবস্থায় তাহারা এখানকার কার্য্যকলাপ পরিহার করিয়া প্রস্থান করে, তখন উহা ধ্বংসলীলা বলিয়াই প্রতীয়মান হইতেছিল। তাহাদের প্রস্থানকালে ধনাগারে কয়েক আনার পয়সা মাত্র ছিল এবং আঞ্জোমনের ১৮ হাজার অপেক্ষা অধিক টাকা ঋণ ছিল। আমাদের উন্নতির কথা বিবেচনা করিলে, এখনও ঋণ আছে বটে, কিন্তু ঋণ অপেক্ষা এখন অন্যান্য তহবিলে অধিক টাকা জমা আছে। এখন খোদাতা'লা এত **'ফজল'** (বিশেষ অনুকম্পা) করিয়াছেন যে, এক এক জন আহ্‌মদী ১৮ হাজার টাকা চাঁদা দিয়া থাকেন এবং প্রত্যেক বিভাগেই দিন দিন উন্নতি হইতেছে। তাহারা বলিত, "যাহার হাতে জমাত সমর্পিত হইয়াছে, সে একজন অনভিজ্ঞ যুবক; সে জমাত ধ্বংস করিবে।"

একবার হজরত খলিফা আওয়ালের (রাঃ) সময়ে যখন মসজিদে তাহাদের বৈঠক হইতেছিল এবং আমি ভিতরে পদাচার করিতেছিলাম, তখন আমি শুনিতে পাইলাম যে, শেখ্ রহমতুল্লাহ্ সাহেব বলিতেছেন, "কি ভীষণ কথা! একটি ছেলেকে খলিফা করিবার জন্য এই ফেৎনা সৃষ্টি করা হইয়াছে!" আমি জানিতাম না যে, কাহার সম্বন্ধে একথা বলা হইতেছে। এজন্য আমি অবাক হইতেছিলাম, যে খলিফা হইবে সেই ছেলে কে?

খোদাতা'লার একটি পবিত্র গ্রন্থে উক্ত হইয়াছে,—'যে পাথরকে মিস্ত্রিগণ বর্জ্জন করিয়াছে, তাহাই কোণের প্রস্তর খণ্ডে পরিণত হইল।' যখন আমার 'মোখালেফাত' (বিরুদ্ধাচরণ) করা হইতেছিল, যখন আমি কিছুই জানিতাম না, তখন খোদাতা'লা সময়মত আমাকে খলিফা করেন, এবং আমি মনে করি, খোদাতা'লা এই ব্যক্তিদের বিরুদ্ধাচরণ বশতঃই আমাকে খলিফা করিয়াছেন; নতুবা যদি তাহারা আমার এরূপ বিরুদ্ধাচরণ না করিত, তবে সম্ভবতঃ আমি খলিফাই হইতাম না।

যখন আমার মনে খেলাফত সম্বন্ধে কোন আগ্রহ জন্মে নাই, যখন আমার ইহার কোন খেয়াল ছিল না—তখন সেই ব্যক্তিগণ আমার প্রতি এই মিথ্যারোপ করে যে, আমি খেলাফত লাভের জন্য চেষ্টা করিতেছি। ইহাতে খোদাতা'লার 'গয়রত' প্রকাশ পাইল। তিনি বলিলেন, "ইহারা যাহাকে তুচ্ছ মনে করে এবং যাহার বিরুদ্ধাচরণ করে, তাহাকেই আমি খলিফা করিব।" ফলে, তিনি তাহাই করিলেন এবং দেখাইয়া দিলেন যে, এই খেলাফতের যুগে জমাত সব দিক দিয়া উন্নতি করিতেছে,—রুহানিয়তেও উন্নতি করিতেছে, ঐশ্বর্য্যের দিক দিয়াও উন্নতি করিতেছে।

যাহার সম্বন্ধে বলা হইত,—"সে একজন ছেলে মানুষ, সে জমাত বিনষ্ট করিবে"—তাহারই সম্বন্ধে বিরুদ্ধবাদীদের আর একটি ধারণা আছে। ইদানিং এক জনের একটি পত্র আসিয়াছে। তিনি লিখিতেছেন, তিনি কাহাকেও তবলীগ করিতেছিলেন। তখন সেই ব্যক্তি তাঁহাকে বলিল, **"যদি আপনাদের বর্ত্তমান খলিফার পরেও সেল্‌সেলা 'কায়েম' থাকে তবে আমি 'বয়েত' করিব"**। ইহাতে প্রকাশ পায় যে, যাহার সম্বন্ধে বলা হইত যে, সে জমাত বিনষ্ট করিবে, তাহারই সম্বন্ধে শত্রু মনে করে যে, এখন সেল্‌সেলা তাহারই দরুণ প্রতিষ্ঠিত আছে; তাহার পরও যদি সেল্‌সেলা প্রতিষ্ঠিত থাকে তবে সে ইহাকে সত্য মনে করিবে।

একদিন আমার মৃত্যু হইবে। আমার পর যিনি হজরত মসিহ্ মাউদের (আঃ) স্থলবর্ত্তী হইবেন, তাঁহার সম্বন্ধেও এ ভাবেই

† মাদ্রাসা ও হাই স্কুলের যে সকল ছাত্র 'দরসে' উপস্থিত ছিল এখানে তাহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া বলা হইয়াছে।

* অর্থাৎ ১৯২১ সালে ৭ বৎসর পূর্ণ হয়, কারণ দ্বিতীয় অর্থাৎ বর্ত্তমান খেলাফত ১৪ই মার্চ্চ, ১৯১৪ খৃঃ অব্দে প্রতিষ্ঠিত হয়।

বলা হইবে। কারণ, যে পর্য্যন্ত খেলাফত বিদ্যমান থাকিবে, এই সেলসেলাও 'কায়েম' থাকিবে।

স্মরণ রাখিবে, এই শিকর বিদ্যমান থাকিলে সবই থাকিবে এবং আমাদের জমাত অনবরত উন্নতি করিতে থাকিবে। প্রত্যেক পূর্ব্ববর্ত্তী খলিফার কাল অপেক্ষা পরবর্ত্তী খলিফার কালে আরো অধিক উন্নতি করিবে; কিন্তু ইহার এ অর্থ নয় যে, পরবর্ত্তী খলিফাগণ পূর্ব্ববর্ত্তী খলিফাগণ অপেক্ষা অধিক উপযুক্ত হইবেন।

হজরত খলিফা আওয়ালের (রাঃ) জামানা সম্বন্ধে বলা হয় যে, তখন জমাত অধিক উন্নতি করিয়াছে। এই কারণেই এক ব্যক্তি লিখিয়াছে যে, মৌলবী সাহেব মির্জা সাহেবকে অতিক্রম করিয়াছেন। ইহা ভুল। **প্রকৃত জমাত** হজরত মসিহ্ মাউদ (আঃ) স্থাপন করিয়াছেন। তিনিই ইহার বীজ বপন করিয়াছেন। পরে সেই বীজই ক্রমে বর্দ্ধিত হইতেছে এবং তাহাতে ফল ধরিতেছে। হজরত খলিফা আওয়ালের (রাঃ) সময়েও এই বীজেরই ফল উৎপন্ন হইয়াছিল এবং এখনও জমাত যে উন্নতি করিতেছে, সেই বীজের দরুণই করিতেছে, যাহা হজরত মসিহ্ মাউদ (আঃ) বপন করিয়াছিলেন।

সুতরাং তোমরা বিশেষভাবে স্মরণ রাখিবে যে, তোমাদের সর্ব্ব উন্নতি খেলাফতের সহিত সংশ্লিষ্ট। যে দিন তোমরা ইহা বুঝিবে না এবং ইহা 'কায়েম' রাখিবে না, সে দিনই তোমাদের ধ্বংসের কাল হইবে। যদি তোমরা ইহার মর্ম্ম উপলব্ধি কর এবং ইহাকে 'কায়েম' রাখ, তবে সমগ্র বিশ্ব সম্মিলিত হইয়াও তোমাদিগকে ধ্বংস করিতে চাহিলে তাহা পারিবে না, এবং তোমাদের মোকাবিলায় সম্পূর্ণরূপে পরাস্ত হইবে।

কথিত আছে, এস্‌ফেন্দিয়ারকে বানবিদ্ধ করিতে পারিত না। তোমাদের জন্য খেলাফত দ্বারা এইরূপ অবস্থা উৎপন্ন হইতে পারে। যে পর্য্যন্ত তোমরা ইহাকে ধরিয়া রাখিবে, দুনিয়ার কোন শত্রুতা তোমাদের অনিষ্ট করিতে পারিবে না। অবশ্য, **ব্যক্তিবিশেষ** মরিবে, বিপদাবলী আসিবে, কষ্ট হইবে,—কিন্তু **জমাত কখনো নষ্ট হইবে না**, ইহা দিন দিন বাড়িতেই থাকিবে। শত্রুহস্তে তোমাদের মধ্যে কেহ নিধনপ্রাপ্ত হইলে, সহস্র সহস্র জন তাহার স্থানে তাহার রক্ত-কনিকাগুলি হইতে উৎপন্ন হইবে।

আমি এ সম্বন্ধে খোদাতা'লার তরফ হইতে বড়ই আশ্চর্য্য বিষয়সমূহ অবলোকন করিয়াছি। আমি এমন বিষয় সকল দেখিয়াছি, যাহা বিশেষ চক্ষুই মাত্র দেখিতে পারে। ইহা আমার কোন শ্রেষ্ঠত্ব, বা 'ফজিলতের' দরুণ নয়, বরং সেই পদ-মর্য্যাদার সম্মান বশতঃ আমি দেখিতে পাইয়াছি, যেই পদে খোদা আমাকে দাঁড় করিয়াছেন।

কোন কোন ব্যক্তির আমার সহিত ব্যক্তিগত ভাবে বিশেষ সম্বন্ধ আছে। এজন্য আমি পরিষ্কার ভাবে একথা শুনাইয়া দিতেছি যে, কাহারো শুধু ব্যক্তিত্বের সহিত যাহাদের সম্বন্ধ থাকে তাহারা সাধারণতঃ পদস্খলিত হয়। আমার মতে নবিগণের গুণাবলীও তাঁহাদের পদ ও মর্য্যাদা হিসাবে থাকে, তাঁহাদের ব্যক্তিগত হিসাবে হয় না। সুতরাং তোমরা পদমর্য্যাদার 'কদর' করিবে, কাহারো ব্যক্তিত্বের প্রতি আদৌ লক্ষ্য করিবে না।

আমি স্বপ্নে দেখিয়াছি যে, এক ব্যক্তি খেলাফত সম্বন্ধে আপত্তিজনক প্রশ্ন করিতেছে। আমি তাহাকে বলিতেছি, যদি তুমি বাস্তবিকই আপত্তি অনুসন্ধান করিয়া আমার প্রতি আরোপ কর, তবে তোমার প্রতি খোদার 'লানৎ' (অভিশাপ) হইবে এবং তুমি ধ্বংস হইবে। কারণ, যে পদে খোদা আমাকে দাঁড় করিয়াছেন, সেই পদের জন্য তাঁহার 'গয়রত' আছে।

প্রকৃত পক্ষে, এই পদের সম্মানের জন্য খোদাতা'লা ইহার বিরোধীদিগকে ধ্বংস করেন। দেখ, পূর্ব্ববর্ত্তী খলিফাগণের প্রতি যাহারা 'লানৎ' করিয়াছিল, তাহারা স্বয়ং কেমন লানৎ-গ্রস্ত হইয়াছে। তোমাদের মধ্যেও যদি কেহ খেলাফতের সহিত শত্রুতা করে, কোন বিরুদ্ধতা করে, তবে সেও ধৃত হইবে। যাহারা সেলসেলা হইতে পৃথক হইয়াছে তাহাদেরই প্রতি লক্ষ্য কর। তাহারা প্রথমতঃ খেলাফত অস্বীকার করিয়াছিল। তারপর, অন্যান্য বিষয় বাহির করে। পরিশেষে, হজরত মসিহ্ মাউদের (আঃ) পদ-মর্য্যাদাও অস্বীকার করিয়াছে। বিবাদ ও মত-বিরোধ স্বরূপ প্রথমতঃ খেলাফতের প্রশ্নই উঠিয়াছিল। এই বিরোধের ফলে, যাহারা পৃষ্ঠা কি পৃষ্ঠা হজরত মসিহ্ মাউদের (আঃ) সাপক্ষে লিখিত, (যেমন মৌলবী মোহাম্মদ আলী সাহেব, তিনি হজরত মসিহ্ মাউদকে (আঃ) নবী সাব্যস্ত করিতে যাইয়া এমন উপাধি সমূহের উল্লেখ করিয়াছেন, যাহা স্বয়ং হজরত মসিহ্ মাউদও (আঃ) নিজ সম্বন্ধে লিখেন নাই) তাহারাই খেলাফত অস্বীকার করিবার পর বলিয়াছে, যদি মির্জা সাহেবের লিপি হইতে নবুওতের দাবী প্রকাশ পায়, তবে তাহারা তাঁহাকে পরিত্যাগ করিবে এবং

কার্য্যতঃ, তাঁহারা-ত তাঁহাকে ছাড়িয়াই দিয়াছে। তাঁহাদের সাথিগণেরও এই অবস্থা। ইহারা সকলেই খেলাফত অস্বীকার করা বশতঃ **জমাত হইতে বাহির হইয়াছে।** ভবিষ্যতেও কেহ এরূপ করিলে, সে বাহির হইয়া যাইবে এবং হজরত মসিহ্‌ মাউদের (আঃ) সেল্‌সেলার সহিত তাহার কোন সম্বন্ধ থাকিবে না।

সুতরাং একথা বিশেষভাবে স্মরণ রাখিতে হইবে যে, খেলাফত আল্লাহ্‌তা'লার রজ্জু,—**"হাব্‌লুল্লাহ্‌"**। মাত্র এই রজ্জু ধরিয়াই তোমরা সর্ব্ব-প্রকার উন্নতি করিতে পার। ইহাকে যে ব্যক্তি ছাড়িবে, সে ধ্বংস হইবে। আজ গয়র-আহ্‌মদীদিগকে দেখ, তোমারা তাহাদের তুলনায় কত অল্প! তোমাদের শত্রু তোমাদের তুলনায় অনেক বেশী। তোমাদিগকে সর্ব্ব-প্রকারে কষ্ট দেওয়ার চেষ্টা করা হয়। যদি তোমরা বিশ্বস্তভাবে গবর্ণমেণ্টের খেদমত কর, তবে তাহারা তোমাদিগকে খোসামদকারী মনে করে। কারণ, তোমরা সংখ্যায় কম। তাহারা মনে করে তোমরা কিছু করিতে পার না, এজন্য তোমরা অনুগত, কিন্তু তোমরা দেখ, তোমাদের মন কেমন শান্ত! ইহার কারণ কি? তোমরা জান যে জগৎ তোমাদের সহিত শত্রুতা করিয়া কিছু করিতে পারিবে না। ইহার তুলনায়, যাহাদের দলবল আছে, তাহাদের প্রতি লক্ষ্য কর। তাহাদের অর্থবল ও জনবল সবই আছে, কিন্তু তথাপি তাহারা কিরূপ প্রকম্পমান! ইহাতে অনুমান কর, তোমাদের প্রতি খোদাতা'লার কত বড় 'ফজল'! **এই ফজলের মূল কারণ 'খেলাফত'**। কারণ খোদাতা'লা বলেন:— وليبدلنهم من بعد خوفهم امنا "আমি তাহাদের ভয় শান্তিতে পরিণত করিব।"

এই অঙ্গীকার অনুযায়ী খোদাতা'লা তোমাদের ভয়কে শান্তিতে পরিবর্ত্তন করিয়াছেন, নতুবা তোমরা কয়েক লক্ষ ব্যক্তির অস্তিত্বই কি? তারপর তোমরা গরীব, অথচ তোমাদের বিরুদ্ধে সকলেই দণ্ডায়মান। বিরুদ্ধবাদিগণ লক্ষ লক্ষ নহে, তাহারা কোটি কোটি; তদুপরি তাহারা ধনী। এমতাবস্থায়, তোমাদের মনে শান্তি থাকার কারণ কি? অথচ তোমাদের শত্রুগণ কাঁপিতেছে! ইহার কারণ এই যে, তোমরা খেলাফতের বস্ত্রাঞ্চল ধরিয়া আছ এবং তাহারা খেলাফত অস্বীকার করে।

যদি তাহারাও এই খেলাফত মানিত, তবে তাহাদের **অন্তরেও শান্তি থাকিত,** তাহাদের ভয়ও শান্তিতে পরিণত হইত। তোমরা যে পর্য্যন্ত এই খেলাফতের অকৃতজ্ঞতা ও অমর্য্যাদা না করিবে, তোমাদের সকল ভয় শান্তিতে পর্য্যবসিত হইবে। যদি তোমরা ইহা ছাড়িয়া দাও, তবে তোমাদের নিরাপদ অবস্থাও ভয়সঙ্কুল হইয়া যাইবে, যেরূপ, তাহাদের হইয়াছে, যাহারা খেলাফত পরিহার করিয়াছে।

وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من قبلهم

খোদাতা'লা বলেন, "আমি তাহাদের সহিত অঙ্গীকার করিয়াছি যাহারা তোমাদের মধ্যে মোমেন এবং 'নেক' কাজ করিয়াছে।" এ অঙ্গীকারটি কি? ইহা হইতেছে, "নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই আমি তাহাদিগকে সেইরূপ খলিফা করিব, যেরূপ তাহাদের পূর্ব্ববর্ত্তীদিগকে করিয়াছি।"

খোদাতা'লার চিরাচরিত প্রথা এই যে, তিনি সর্ব্বদাই তাঁহার সেলসেলার (ধর্ম্ম-প্রতিষ্ঠানের) হেফাজতের আয়োজন করেন। তিনি তাঁহার বান্দাগণের 'হেফাজত' কখনো পরিহার করেন না, যে পর্য্যন্ত তাহারা স্বয়ং পরিহার না করে। আশ্চর্য্যের কথা, জগতে প্রেমাস্পদ প্রেমিক হইতে –'মাশুক' 'আশেক' হইতে (অভিমান ভরে) দূরে থাকিতে চায়, কিন্তু আল্লাহ্‌তা'লা ও তাঁহার ভক্তগণের মামেলা ইহার বিপরীত। তিনি সর্ব্ব-সুন্দর—কোন সৌন্দর্য্যের তাঁহার সহিত তুলনা নাই। তিনিই শুধু পূর্ণ, তিনিই দোষ-ত্রুটীহীন; কিন্তু ইহা সত্ত্বেও আমরা দেখিতে পাই, মানুষই তাঁহাকে পরিহার করে,—খোদার দিক হইতে মনযোগ বা সহৃদয়তার অভাব হয় না। সর্ব্বদাই বান্দা খোদাকে পরিহার করে এবং তিনি তাহাদিগকে আপনার দিকে আকর্ষণ করিবার আয়োজন করেন। এজন্যই তিনি **নবিগণকে** প্রেরণ করেন।

তাঁহারা কত পবিত্র! মানবের জন্য তাঁহারা কত দুঃখ-কষ্ট বরণ করেন! তাঁহারা তাহাদিগকে খোদার সম্মুখে উপনীত করেন। নবিগণের জীবনই 'মোযেজা' বা অলৌকিক ব্যাপার। তাঁহাদের সত্যতার জন্য অন্য কোন **নিদর্শনের প্রয়োজন** নাই। নিদর্শন শুধু সেই সকল লোকদের জন্য আবশ্যক, যাহাদের বুদ্ধি কম। যাহাদের বুদ্ধি আছে, যাহাদের বুঝিবার শক্তি আছে, তাহাদের জন্য নিদর্শন বা 'মোযেজার' কোন প্রয়োজন নাই।

দেখ, হজরত আবুবকর (রাঃ) রসুল করীমকে (সাঃ) কোন নিদর্শন দেখিয়া মান্য করেন নাই। সফর হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছিলেন, পথে কেহ বলিল, "আপনার বন্ধু মোহাম্মদ (সাঃ) বলেন যে, তিনি নবী।" তিনি বলিলেন, "যদি তিনি তাহা বলেন, তবে তাহা সত্য, কারণ তিনি কখনো মিথ্যা কথা বলেন নাই। আমি তাঁহার প্রতি ইমান আনিতেছি।"

দেখ, কোন গবেষণা না করিয়া, কোন নিদর্শন না দেখিয়া তিনি বিশ্বাস স্থাপন করিলেন। তারপর আমরা এযুগে হজরত খলিফাতুল মসিহ্‌ আওয়ালকে (রাঃ) দেখি; তিনিও হজরত মসিহ্‌ মাউদের (আঃ) কোন 'মোযেজা' বা নিদর্শন দেখেন নাই। তিনি যখন শুনিতে পাইলেন যে, তিনি দাবী করিয়াছেন, তখনই তিনি তাঁহাকে গ্রহণ করিলেন।

রসুল করীমের (সাঃ) ঘটনাবলী ও অবস্থা সংরক্ষিত হইয়াছে; কিন্তু অন্যান্য নবিগণের অবস্থা ও ঘটনাসমূহ সংরক্ষিত হয় নাই। যদি তাহা করা হইত, তবে এমন বহু ব্যক্তির সন্ধান পাওয়া যাইত, যাঁহারা কোন নিদর্শন না দেখিয়া নবিগণকে কবুল করিয়াছেন। কারণ আমরা দেখিতে পাই, এযুগেও কোন কোন ব্যক্তি হজরত মসিহ্‌ মাউদকে (আঃ) এভাবে গ্রহণ করিয়াছেন। যদিও তাঁহাদের মধ্যে কাহারো কাহারো মৃত্যু হইয়াছে, তবু এখনো তালাস করিলে এমন অনেক জনই পাওয়া যাইবে, যাঁহারা হজরত মসিহ্‌ মাউদের (আঃ) শুধু দাবী শুনিয়া এবং তাঁহাকে দেখিয়াই কবুল করিয়াছেন। তাঁহারা কোন 'নিদর্শন' দেখেন নাই এবং দেখিতে চাহেনও নাই। তাঁহারা না বুঝিয়া শুনিয়াই কবুল করেন নাই, বরং 'এরফান' ও 'ঈমান' (বিশেষ এশী-জ্ঞান, ও বিশেষ আস্থা) বশতঃ তাঁহারা গ্রহণ করিয়াছেন।

সুতরাং এমন এক জমাত থাকে, যাঁহারা নবীকে অবিলম্বে গ্রহণ করেন। কারণ নবিগণের জীবন স্বয়ং 'মোযেজা' ও নিদর্শন। **তাঁহারা ব্যতীত আরো কতিপয় অস্তিত্ব আছেন, তাঁহারাও খোদার অস্তিত্বের নিদর্শন।** নবিগণ সূর্য্যের ন্যায় আলোকময়, তাঁহারা জগতকে আলোতে উদ্ভাসিত করেন এবং শেষোক্ত ব্যক্তিগণ নক্ষত্রের ন্যায় জগতকে 'হেদাএত' বা ধর্ম্মপথের জ্যোতিঃ প্রদর্শন করিয়া থাকেন। ইঁহারাই **খলিফা।** তাঁহাদিগকেও **আল্লাহ্‌-তা'লাই মনোনীত করেন।** খোদাতা'লা বলেন,—

وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض

অর্থাৎ, "মোমেন ও সৎকর্ম্মশীল ব্যক্তিগণের সহিত আল্লাহ্‌তা'লা অঙ্গীকার করেন যে, তাঁহাদিগকে জগতে খলিফা করা হইবে।"

খলিফা দুই প্রকারের হইয়া থাকেন। এক প্রকার খলিফাকে খোদার নিকট হইতে **'অহি' (ঐশী-বাণী) দ্বারা** বিশ্ব-সংস্কারের জন্য দণ্ডায়মান করা হয়। অন্য প্রকার খলিফা এইরূপ **'মামুর'** বা আদিষ্ট হন না। তাঁহাদের পক্ষে শুধু **'এন্তেজাম'** বিষয়ক গুণের প্রয়োজন। তাঁহাদের 'মামুর' (আদেশ-প্রাপ্ত) হওয়ার এবং 'অহি এল্‌হামের' প্রয়োজন নাই। তাঁহাদের সম্বন্ধে কোন সর্ত্ত নাই যে, তাঁহারা খোদাতা'লার এমন নিকটবর্ত্তী হইবেন যে, তাঁহাদের প্রতি 'অহি' অবতীর্ণ হয়। তাঁহাদের প্রতি 'অহি' অবতীর্ণ হইতে পারে, কিন্তু ইহা 'অতিরিক্ত' বিষয়।

মোযাদ্দেদ ও মামুর ত 'অহি' ব্যতীত হইতে পারিবেন না, কিন্তু খলিফার জন্য 'অহির' সর্ত্ত নাই। ইঁহার পক্ষে সর্ত্ত শুধু এই, তিনি অবিচারক, অত্যাচারী, স্বার্থ-পরায়ণ, 'নফ্‌স্‌-পরস্ত' ও পরস্বাপহারী হইবেন না; তাঁহার মধ্যে ঐ সমুদয় গুণই থাকা চাই, যদ্দারা জমাতের এন্তেজাম (শৃঙ্খলা) রক্ষা হয়।

খেলাফতের জন্য খোদাতা'লা এমন ব্যক্তিদিগকে নির্ব্বাচন করেন, যাঁহারা এন্তেজাম বা জমাতের সুনিয়ন্ত্রিত শৃঙ্খলা রক্ষা করিতে সমর্থ—এই এন্তেজাম আধ্যাত্মিকই হউক, কিম্বা অনাধ্যাত্মিকই হউক। তাঁহাদের প্রতি আকৃষ্ট হওয়ার জন্য খোদাতা'লা মানবমনে প্রেরণা করেন। হাদিসসমূহে আসিয়াছে, খোদাতা'লা কোন কোন ব্যক্তিকে পছন্দ করেন এবং নিকটবর্ত্তী ফেরেস্তাগণকে বলেন,—"আমি তাহাকে ভালবাসি, তোমরাও তাহাকে ভালবাস।" সেই ফেরেস্তাগণ অন্যান্য ফেরেস্তাকে বলেন। এইরূপে সমস্ত পৃথিবীময় সেই ব্যক্তির প্রেম প্রসারিত হয়। ফেরেস্তাগণের সহিত যে সকল পবিত্র-চিত্ত 'নেক' লোকের সম্বন্ধ থাকে, তাঁহারাও এদিকে আকৃষ্ট হন। **এই জাতীয় খলিফাগণের নিযুক্তির ইহাই নিয়ম।** হজরত আবু-বকরের (রাঃ) প্রতি 'অহি এলহাম' হইত না। খোদাতা'লা লোকের মন তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট করিয়াছিলেন। সর্ব্ব প্রকৃতির লোকেই বুঝিতে পারিয়াছিল যে, এখন ইসলাম বজায় থাকিলে হজরত আবুবকরের দরুণই আছে। তাহারা তাঁহাকে কবুল করিল।

তার পর হজরত মসিহ্‌ মাউদের (আঃ) সময় আমরা দেখিতে পাই যে, **খেলাফত 'কায়েম' হইয়াছে।** যখন হজরত মৌলবী নূরুদ্দিন সাহেব খলিফা হইতেছিলেন, তখন খোদাতা'লা আশ্চর্য্যভাবে লোকদিগকে তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট করিয়াছিলেন। হজরত খলিফা আওয়ালের (রাঃ) ধারণা ছিল যে, এখন কোরেশজাতি হইতে কেহ খলিফা হইতে পারে না। যখন তাঁহার এই ধারণা ছিল যে, তিনি কোরেশ, তিনি খলিফা হওয়া অসম্ভব,—তখন খোদাতা'লা তাহাদের দ্বারা তাঁহার খেলাফত সমর্থন করাইয়াছিলেন এবং তাঁহার সম্মুখে

তাহাদিগকে প্রণত করেন যাহারা পরে খেলাফত অস্বীকার করিয়াছিল। এই ব্যক্তিগণ—অর্থাৎ, মৌলবী মোহাম্মদ আলী, খাজা কামালুদ্দিন প্রভৃতি—তাঁহাদের **দস্তখত সহ ঘোষণা** করেন যে, হজরত মির্জা সাহেবের পর মৌলবী নূর উদ্দিন সাহেব প্রথম খলিফা; এবং তাঁহার আনুগত্য ও আদেশ পালন সকলেরই প্রয়োজন, যেমন হজরত মসিহ্ মাউদের (আঃ) আদেশ পালন সকলেরই কর্ত্তব্য ছিল।

যাঁহারা সেই সময়ের অবস্থা অবগত আছেন, তাঁহারা জানেন যে, মৌলবী মোহাম্মদ আলী সাহেব হজরত খলিফা আওয়ালের (রাঃ) বিরুদ্ধে কেমন বিদ্বেষভাব পোষণ করিতেন। যে মজ্‌লিসে তিনি উপবেশন করিতেন তাহাতে মৌলবী মোহাম্মদ আলী সাহেব বসা পছন্দ করিতেন না; কিন্তু তাঁহাকেই তিনি খলিফা স্বীকার করিলেন। ইহা খোদারই হস্তক্ষেপ ছিল।

তারপর হজরত খলিফা আওয়ালের (রাঃ) শেষ সময়ে এরূপ মতবিরোধ উপস্থিত হইয়াছিল যে, সকলেই মনে করিত যে ইহা নিবারণ হওয়া দুরূহ। ব্যক্তিগত মত-বিরোধ পরিবর্ত্তন লাভ করিয়া ধর্ম্ম-বিষয় সমূহ সম্বন্ধে 'এখ্‌তেলাফ' আরম্ভ হইল। এজন্য তাহা দূর হওয়া দুরূহ বলিয়া প্রতীত হইতেছিল। হজরত খলিফা আওয়ালের (রাঃ) অবস্থা খুব সঙ্কটপন্ন হইলে স্বভাবতঃ মনে হইল, কি করা যায়। একজন **খলিফার জীবমান কালে** কাহারো খলিফা হওয়া সম্বন্ধে নির্দ্ধারণ করা শরীয়ত-বিরুদ্ধ। এ নিমিত্ত আমাদের মধ্যে এই প্রশ্ন উঠিত না যে, কে খলিফা হইবে। অবশ্য এই প্রশ্ন আলোচিত হইত যে, খলিফা কাহাদের মধ্য হইতে হইবেন।

শ্রদ্ধেয় মৌলবী সৈয়দ মোহাম্মদ সরওয়ার শাহ্ সাহেব এবং আমি তখন বেড়াইতে যাইতাম। তাঁহার সহিত এই আলাপই হইত যে, বড় ফেৎনা হইবে, ইহা রোধ করিবার উপায় কি? তিনি সর্ব্বদাই বলিতেন, "আমরা শরীয়ত হিসাবে কিরূপে এরূপ ব্যক্তির হস্তে বয়েত করিতে পারি, যে ব্যক্তি হজরত মসিহ্ মাউদের (আঃ) নবুওত অস্বীকার ও তাঁহার মর্য্যাদা হ্রাস করে?" আমি বলিতাম, "যদিও এই মত বৈষম্য অতি বড়, কিন্তু ইহা 'এয্‌তেহাদ' বা চিন্তা সম্পর্কিত। যদি আমাদের মধ্য হইতে কেহ খলিফা হয়, তবে তাহারা স্বীকার করিবে না এবং অনৈক্য বহু বাড়িয়া যাইবে। এ নিমিত্ত জমাতের একতা রক্ষার্থ চিন্তা-গত বৈষম্য সহ্য করা আবশ্যক।"

যাহা হউক, সুদীর্ঘ আলাপ আলোচনার পর আমি তাঁহাকে ইহার জন্য প্রস্তুত করিলাম যে, ইহাদের মধ্যে যে ব্যক্তিই খলিফা হইবেন, আমরা তাঁহার হস্তে বয়েত করিব। ইহার পর আমি হাফেজ রওশন আলী সাহেব, নবাব সাহেব এবং অন্যান্য বড় বড় বন্ধুগণকে এক এক জন করিয়া স্বীকার করাইয়াছিলাম যে, আমরা তাহাদের মধ্য হইতে কাহারো হস্তে 'বয়েত' করিব।

হজরত খলিফা আওয়ালের মৃত্যু হইলে আমি গৃহের সকলকে একত্রিত করিয়া অবস্থা জ্ঞাপন করি এবং বলিয়া দেই যে, "এখন জমাতের প্রাথমিক অবস্থা; যদিও আমাদের এবং সেই ব্যক্তিগণের মধ্যে মহা অনৈক্য বিদ্যমান, কিন্তু ফেৎনা মিটাইবার জন্য আমাদিগকে তাহাদের কাহারো হস্তে 'বয়েত' গ্রহণ করা উচিত।" অনেকেরই মত এই ছিল, 'আকায়েদ' (ধর্ম্ম-বিশ্বাস) সম্বন্ধে অনৈক্য থাকাবস্থায় আমরা তাহাদের মধ্যে কাহাকেও কোনরূপে খলিফা স্বীকার করিতে পারি না? আমি তাঁহাদিগকে প্রবোধ দিলাম যে, প্রথমতঃ এই চেষ্টা করিতে হইবে যে এমন ব্যক্তি খলিফা হইবেন, যিনি তাঁহার 'আকায়েদ' প্রকাশ করিবেন না। যদি ইহাতে কৃতকার্য্য না হওয়া যায়, তবে তাহাদের মধ্যে যিনিই খলিফা হইবেন, আমরা তাঁহাকে স্বীকার করিব এবং তাঁহার নিকট 'বয়েত' গ্রহণ করিব, যেন জমাতে অনৈক্য না হয় এবং ফেৎনা উৎপন্ন না হয়।

ইহার পর মৌলবী মোহাম্মদ আলী সাহেবের সহিত আমার কথাবার্ত্তা হয়। আমি নিশ্চিত ছিলাম যে, আমি তাঁহার নিকট 'বয়েত' করিব; কোন ফেৎনা হইবে না। তিনি আমাকে জানাইলেন, তিনি আমার সহিত কোন আলাপ করিতে চান। আমি বলিলাম, "চলুন বেড়াইতে যাই।" তিনি আমার সঙ্গে চলিলেন। কথা আরম্ভ হইল। তিনি বলিলেন, "এখন খলিফা নির্ব্বাচন না করিয়া লোক সমাগমের জন্য অপেক্ষা করা হউক। বাহিরের সব লোক উপস্থিত হইলে এই প্রশ্ন উত্থাপন করা হইবে।" আমি বলিলাম, "দুই এক দিন পর্য্যন্ত লোক সমাগমের জন্য-ত অপেক্ষা করা হইবেই, এখন ইহার মীমাংসা করা হউক।" তিনি বলিলেন," এত তাড়াতাড়ি করিবার প্রয়োজন কি? কয়েক মাস পর্য্যন্ত এভাবে কাজ চলুক, পরে দেখা যাইবে।" আমি বলিলাম, "যদি এতদিন পর্য্যন্ত খলিফা ব্যতীত কাজ চলিতে পারে, এবং এভাবে জমাত চলে, তবে সর্ব্বদাই চলিতে পারে। আমার-ত মত, শীঘ্র মীমাংসা

হওয়া চাই।" তিনি বলিলেন, "যদি শীঘ্র করা হয়, তবে জমাতে দলাদলি হইবে।"

আমি বলিলাম, "দলাদলি হইবে কেন? হইতে পারে, খলিফা আপনার সহ-মত সম্পন্ন ব্যক্তি হইবেন।" তিনি বলিলেন, "যদি খলিফা আমার 'হাম-খেয়াল' ব্যক্তি হন" তবে আপনার সহ-মত পোষণকারীরা তাঁহাকে স্বীকার করিবেন না।" আমি বলিলাম, "স্বীকার করিবেন না কেন? প্রকৃত উদ্দেশ্য ত একতা। তাঁহারা নিশ্চয়ই স্বীকার করিবেন।"

ইহাতে তিনি বলিলেন, "ইহা খেয়ালী কথা যে, খলিফা আমার মত সম্পন্ন ব্যক্তি হইবেন। যদি আপনার মত সম্পন্ন ব্যক্তি হন, তবে কিরূপ হইবে?" আমি বলিলাম, "আমরা যেরূপ আপনার মত-বিশিষ্ট ব্যক্তিকে মান্য করিবার জন্য প্রস্তুত, সেইরূপ আপনি ও আপনার মত বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ এজন্য প্রস্তুত থাকা আবশ্যক যে, খলিফা আমাদের মত-বিশিষ্ট ব্যক্তি হইলেও তাঁহাকে গ্রহণ করিবেন।"

তিনি বলিলেন, "যদি আপনার মতাবলম্বী ব্যক্তি খলিফা হন, তবে তিনি গায়ের-আহ্‌মদীদিগকে 'কাফের' বলিতে বলিবেন, আমরা কিরূপে মান্য করিব?" আমি বলিলাম, "সকল মজলিসেই কে কাহাকে 'কাফের', 'কাফের' বলিয়া থাকে? বিষয় আলোচিত হইলেই মাত্র ইহা বলা হইবে।"

আমি আরো বলিলাম, "এখন এই 'বহস' বা তর্কে প্রবৃত্ত হওয়া উচিত নয় যে, খলিফা কেহ হইবেন কিনা, এখন ইহাই আলোচনা হওয়া উচিত যে, খলিফা কে হইবেন? আপনিই এই পদের জন্য কোন ব্যক্তি পেশ করুন। আমি তাহার নিকট 'বয়েত' গ্রহণ করিবার জন্য প্রস্তুত, যেন জমাতের **একতা বজায়** থাকে।"

এই আলোচনায় কোন মীমাংসা হইল না। সাব্যস্ত হইল, বন্ধুবান্ধবের সহিত পরামর্শ করিবার পর আবার আরো কথাবার্ত্তা হইবে। পরদিন তিনি আরো কতিপয় বন্ধুবান্ধবসহ আগমন করেন। তিনি এ কথার প্রতি অত্যন্ত জোর দিতে আরম্ভ করিলেন যে, খেলাফত জায়েজ কি না। মৌলবী মোহাম্মদ আলী সাহেবের নিকট বয়েত গ্রহণ করিব বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছিলাম বলিয়া আমি বলিলাম, "আপনারা ইহার প্রতি এত জোর দিতেছেন কেন? দেখুন, খলিফা কে হয়? বাহিরে যাইয়া এই প্রশ্ন জনগণ মধ্যে উপস্থিত করুন। তারপর দেখুন, কি মীমাংসা হয়। "তাঁহাদের পক্ষ হইতে বলা হইল যে, "কোন খলিফা হইবেন কি না, প্রথমতঃ ইহাই নিষ্পত্তি হওয়া দরকার।" আমি বলিলাম, "যদি আপনারা ইহারই প্রতি জোর দেন, তবে ইহা জমাতের নিকট উপস্থিত করুন।" তখন মৌলবী মোহাম্মদ আলী সাহেবের মুখ হইতে **অজ্ঞাতসারে** একথা বাহির হইল, "মিঞা সাহেব, আপনি **এজন্য খেলাফতের প্রতি জোর দিতেছেন, যেহেতু আপনি জানেন যে, খলিফা কে হইবেন। আমাদের মধ্য হইতে-ত কেহই খলিফা হইতে পারে না।"**

যাহা হউক, শেষ সময় পর্য্যন্ত আমি ইহাই চাহিয়াছিলাম যে, তিনি এই প্রশ্ন করেন যে, খলিফা কে হইবেন; এবং তিনি কাহাকেও পেশ করিলে আমি তাহার নিকট 'বয়েত' গ্রহণ করিব। ইহাতে সকলে না হইলেও আমার সহিত যাঁহাদের সম্বন্ধ আছে, তাঁহাদের অধিকাংশ জনই 'বয়েত' গ্রহণ করিতেন এবং আজ যে চিত্র আপনাদের দৃষ্টি গোচর হইতেছে, তাহা অন্যরূপ দেখা যাইত; কিন্তু খোদাতা'লা যে কাজ করিতে চান, তাহা কে রোধ করিতে পারে? **এজন্য তাহাই হইয়াছে, যাহা খোদাতা'লার অভিষ্ট ছিল।**

ফেৎনা দেখিয়া খলিফা আওয়ালের (রাঃ) রোগের শেষ সময়ে, আমি **এখান হইতে চলিয়া যাওয়ার সঙ্কল্প** করিয়াছিলাম এবং কোন মীমাংসা হওয়ার পর আসিব মনস্থ করিয়াছিলাম। এই সঙ্কল্প নিয়া আমি নবাব সাহেবের কুঠী হইতে, (সেখানে হজরত মৌলবী নূরউদ্দিন সাহেব ছিলেন) গৃহে আসি এবং রীতিমত বিদায় হওয়ার ন্যায় গৃহত্যাগ করিয়া আবার নবাব সাহেবের কুঠিতে আসি। মৌলবী সাহেব সমস্ত দিন আমাকে তাঁহার নিকট বসাইয়া রাখিলেন এবং খোদাতা'লার তরফ হইতে আমার চিত্তে এই ভাবোদ্রেক হইল যে, আজ আমি যাইব না। পর দিন জুমা ছিল। জুমা পাঠ করিয়া আমি কুঠির দিকে যাইতেছিলাম, সংবাদ পাইলাম মৌলবী সাহেব ওফাত পাইয়াছেন।

বস্তুতঃ, যত প্রকার সম্ভবপর অবস্থা ছিল, তদ্বারা আমি ইহাই চাহিয়াছিলাম যে, তাঁহাদের মধ্য হইতে কেহ খলিফা হন এবং আমি তাঁহার নিকট বয়েত গ্রহণ করি, যেন ফেৎনা না হয়; কিন্তু তাঁহারা **খেলাফতই অস্বীকার** করিলেন। লোকে বলে, মানবীয় চেষ্টা দ্বারা আমি খলিফা হইয়াছি। আমি বলি, মানবীয় প্রচেষ্টা দ্বারা কাহারো খলিফা হওয়ার সম্ভাবনা থাকিলে মৌলবী মোহাম্মদ আলী সাহেব খলিফা হইতেন।

কারণ আমিও, যাঁহাকে খোদাতা'লা খলিফা নিযুক্ত করিয়াছেন, যথাসাধ্য ইহাই চেষ্টা করিতেছিলাম যে, তিনিই খলিফা হন। একথার অনেক সাক্ষী আছেন, যাঁহাদিগকে আমি বারম্বার তাকিদ করিয়া ঝগড়া মিটাইবার নিমিত্ত মৌলবী মোহাম্মদ আলী সাহেবের নিকট বয়েত গ্রহণ করিবার জন্য রাজী করিয়াছিলাম; কিন্তু আমার ইচ্ছা এবং চেষ্টা সত্ত্বেও **তিনি খলিফা হন নাই, কারণ খোদাতা'লার নিকট খলিফা হওয়ার উপযুক্ত তিনি ছিলেন না।**

তৎকালে এই ব্যক্তিদের এইরূপ অবস্থা হইয়াছিল যে, মাষ্টার আব্দুল হক সাহেব মরহুম (তিনি তখন তাহাদের সঙ্গে ছিলেন, কিন্তু পরে তিনি বয়েত হন) বলিতেন, তাহারা **সৈয়দ আবেদ আলী শাহ্‌** সাহেবের নিকট ৪০ জন লোকের বয়েত করাইয়া তাঁহাকে খলিফা করিবার জন্য চেষ্টা করিয়াছিল; কিন্তু ২,৫০০ ব্যক্তি সম্বলিত জনতার মধ্যে তাহারা ৪০ জন মানুষও পাইল না। ইহাতেও তাহারা অকৃতকার্য্য হইল।

এই ঘটনাসমূহ হইতে প্রকাশ পায় যে, খলিফা খোদাতা'লাই করিয়া থাকেন এমন কি, যাহাকে খোদা মনোনীত করিবেন তাহারও ইহাতে কোন হাত থাকে না। আমি সম্পূর্ণ জোর দিয়াছিলাম, যেন আমি খলিফা না হই। তখনকার অবস্থা যাহারা দেখিয়াছে, তাহারা জানে যে, আমি তখন 'বয়েত' নিতে অস্বীকার করিতেছিলাম, কিন্তু তখন এরূপ ভিড় করিয়া লোকে আমার উপর পতিত হইতেছিল যে, আমি হট্‌ করিলে নিশ্চয়ই তাহাদের পদতলে নিষ্পেষিত হইতাম।

এই ঘটনাগুলি দ্বারা প্রকাশ পায় যে, খোদাতা'লাই খলিফাগণকে নিযুক্ত করেন।

—খোদাতা'লা বলেন,

وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات
ليستخلفنهم فى الارض كما استخلف الذين من قبلهم

অর্থাৎ, "তোমাদের সহিত সেই খোদা—যাঁহার অঙ্গীকার কখনো টলে না,—অঙ্গীকার করিতেছেন যে, মোমেন ও আম্‌লে-সালেহ্‌কারী ব্যক্তিগণ হইতে, যাহাদের 'আমল' 'মামুর' হওয়ার উপযুক্ত তাহাদিগকে 'মামুর' করিবেন এবং যাহাদের 'আমল' (কর্ম্ম) 'গয়ের-মামুর-খলিফা' হওয়ার উপযোগী তাঁহাদিগকে তেমনই খলিফা করা হইবে। খোদাতা'লা 'কসম' করিয়া বলেন যে, তাহাদিগকে তেমনই খলিফা করা হইবে, যেমন তাহাদের পূর্ব্বে খলিফাগণ হইয়াছেন। হজরত মসিহ্‌ মাউদ (আঃ) লিখিয়াছেন যে, খোদাতা'লার সুন্নত (চিরাচরিত প্রথা) এই যে, প্রত্যেক নবীর পর খলিফা করা হয়। হজরত রসুল করীমও (সাঃ) ইহাই বলেন।

তারপর বলেন, এই খলিফাগণের বিশেষত্ব এই যে,

وليمكنن لهم دينهم الذى ارتضى لهم

"তাঁহারা যে ধর্ম্মে কায়েম থাকিবেন, খোদা তাহা জগতে প্রতিষ্ঠিত করিবেন।"

এখন এই কথা কিরূপ প্রবল প্রতাপের সহিত পূর্ণ হইতেছে। তখন বলা হইত যে, জমাত ভাঙ্গিয়া বিনষ্ট হইবে এবং এই মতগুলি দ্বারা বিরোধাগ্নি প্রজ্বলিত হইবে। **আমরা বলি, ইহাই খেলাফত খোদাতা'লার তরফ হইতে হওয়ার প্রমাণ।** কারণ খোদাতা'লা বলেন, "লোকে এ সকল কথা অস্বীকার করিবে, কিন্তু আমি তাহাদিগকে স্বীকার করাইব।" এখন দেখ, আমরা জগৎ কর্ত্তৃক উত্তেজনার আশঙ্কামূলক ধর্ম্মমতগুলি কিরূপে স্বীকার করাইতেছি এবং তাহারা অনুত্তেজক মতগুলি স্বীকার করাইতে কেমন অকৃতকার্য্য হইতেছে। এই ব্যাপারটি কি? লোকে মার খাওয়া পছন্দ করে, লোকদিগকে আপনার শত্রুতে পরিণত করা পছন্দ করে, তাহাদের প্রদত্ত নানাপ্রকার দুঃখ-কষ্ট সহ্য করা ভাল মনে করে, তথাপি তাহারা এই বিশ্বাসগুলি গ্রহণ করে। কোন্‌ শক্তি আছে, যাহা তাহাদিগকে স্বীকার করাইতেছে? ইহা সেই শক্তি, যাহার সম্বন্ধে খোদাতা'লার 'ওয়াদা' আছে যে, খলিফাগণ যে ধর্ম্মমত পোষণ করিবেন, তিনি তাহাই মানুষকে স্বীকার করাইবেন। সুতরাং, যে ভাবে পূর্ব্ববর্ত্তী খলিফাগণকে যাঁহারা স্বীকার করিয়াছেন তাঁহারা বর্দ্ধিত হইয়াছেন, সেইরূপ এখনও বৃদ্ধি লাভ করিতেছেন। দৃষ্টান্তস্থলে, খলিফাগণকে মান্য করেন **'আহ্‌লে-সুন্নত'** সম্প্রদায়। ইঁহারা অন্যান্য সকল সম্প্রদায় অপেক্ষা অধিক; অথচ ইঁহাদের জন্য অন্যান্যের তুলনায় বাধা বিপত্তিও অধিক ছিল। তারপর, এ যুগে যে সমস্ত দুঃখ-কষ্ট, যত কোরবাণী ও ত্যাগ স্বীকার তাঁহাদের করিতে হয়, যাঁহারা আমাদের সঙ্গে যোগদান করেন—খেলাফতের অস্বীকারকারীদের সহিত যাহারা যোগ দেয়, তাহাদের তদ্রূপ কিছুই করিতে হয় না। তথাপি আমাদের সহিত বৎসরে যত লোক যোগদান করে, খেলাফত অস্বীকারকারীদের সহিত ৫।৬ বৎসরেও তত লোক যোগ দেয় নাই। তাহাও নহে, ৩ মাসের মধ্যে যত লোক আমাদের সঙ্গে যোগ দেয়, তত লোক তাহাদের সঙ্গে ৭ বৎসরেও যোগদান করে নাই।

ইহা কেমন কথা! বস্তুতঃ, খোদাতা'লা মানবের জন্য সেই ধর্ম্ম পচ্ছন্দ করেন, যাহা তাঁহার নিয়োজিত খলিফার ধর্ম্ম এবং লোকদিগকে ইহাই বুঝিতে দেন যে, তাঁহার 'দীন' সত্য। ইহার এ অর্থ নয় যে, খলিফাগণ 'ফেকার' বিষয়েও ভুল করেন না। এইরূপ বিষয়ে হজরত আবুবকর, (রাঃ), হজরত ওমরেরও (রাঃ) ভুল হইয়া যাইত। **প্রকৃত কথা, মৌলিক নীতিগত আকিদা, (অসুলী আকায়েদ) তাঁহাদের সত্য হয়। তাহাতে তাঁহাদের কোনরূপ ভুল হয় না।** খোদতা'লা বলেন :—

وليمكنن لهم دينهم الذى ارتضى لهم

"খোদা তাঁহাদের জন্য যে ধর্ম্ম মনোনীত করিয়াছেন, তাহা প্রতিষ্ঠিত করিবেন।"

কেমন শক্তিশালী কথা বলা হইয়াছে। প্রথমতঃ 'কসম' করিয়া বলিয়াছেন যে, তিনি তাঁহাদিগকে খলিফা করিবেন। তারপর বলিয়াছেন, তিনি তাহাদের জন্য তাহাদের ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত করিবেন। **ধর্ম্ম ত খোদাতা'লার নিজের।** যে তাহা মানে, সে নিজে উপকৃত হয়। এখানে খোদাতা'লা বলেন, তিনি ইহা **তাঁহাদের খাতিরে** করিবেন। ইহাতে তাঁহাদের মাহাত্য বলা হইয়াছে। তিনি তাঁহাদের জন্য এরূপ করিবেন। **ইহাতে বুঝা যায় যে, তাঁহারা খোদারই মনোনীত ধর্ম্মে থাকিবেন।**

এই খলিফাগণ সম্বন্ধে খোদাতা'লার অপর উক্তি—

وليبدلنهم من بعد خوفهم امنا

"তাঁহাদের পথে ভয় উপস্থিত হইলে, খোদার 'ফজল' বা বিশেষ অনুকম্পায় তাহা নিরাপদ শান্তিতে পরিবর্ত্তিত হইবে।"

আমার সম্মুখে কত কত ভয়ের কারণ উপস্থিত হয়। খোদাতা'লা তাহা নিরাপদ শান্তিতে পরিবর্ত্তন করিবার জন্য এমন উপকরণ উৎপন্ন করেন যে, তাহা দেখিলে আশ্চর্য্য হইতে হয়। আমি ত দেখিয়াছি, যে দিন আমার জন্য বিপদ চরমে পৌছে, সে দিনই আমার জন্য পরম সুখময় হয়। আমার আশঙ্কার বিষয় তখনই হয়, যখন ঐরূপ মহাবিপদকাল দেখা যায় না। কারণ আমি জানি, যে দিনই আমি অত্যন্ত দুঃখ-কষ্ট অনুভব করিয়াছি, তাহা বিদূরীত না হওয়া পর্য্যন্ত সে দিন কখনো শেষ হয় নাই। এ সম্বন্ধে আমার এরূপ অভিজ্ঞতা জন্মিয়াছে যে, কোন ব্যতিক্রম ঘটিবার অবস্থা দৃষ্টি-গোচর হয় না। **পূর্ব্বাপেক্ষা এখন খোদাতা'লা অধিক সত্বর আশঙ্কার অবস্থা নিরাপদ করেন।** সম্ভবতঃ, আমাদের **দুর্ব্বলতা ও বিপদাবলীর আধিক্য** বশতঃ এরূপ করা হয়।

বলা হয়, হজরত ওস্‌মানের (রাঃ) সময় আশঙ্কাজনক অবস্থা নিরাপদাবস্থা প্রাপ্ত হয় নাই। স্মরণ রাখিতে হইবে, এখানে খোদাতা'লা বলেন :—

وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصلحات ليستخلفنهم فى الارض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذى ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم امنا

এই আয়েতের পূর্ব্বাপর বিবেচনা করিলে প্রতীত হয় যে, বাহিরের লোকের দ্বারা উৎপন্ন আশঙ্কাজনক অবস্থাকেই শান্তিময় নিরাপদ অবস্থায় পরিবর্ত্তন করিবার অঙ্গীকার করা হইয়াছে। হজরত ওসমানের সময় যাহারা ভীতির সঞ্চার করিয়াছিল তাহারা বাহিরের লোক ছিল না, বরং আভ্যন্তরীন লোক ছিল। তাহাদিগকে হজরত ওস্‌মান বলিয়া দিয়াছিলেন, "যদি তোমরা আমাকে হত্যা কর, তবে 'কিয়ামত' পর্য্যন্ত তোমাদের মধ্যে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হইবে না।" ফলে, তাহাই হইয়াছে। খোদার একজন নবী না আসা পর্য্যন্ত এবং এইরূপে 'কেয়ামতের' উদ্ভব না হওয়া পর্য্যন্ত শান্তি স্থাপিত হয় নাই এবং অশান্তি আনয়ন কারীদিগকে কর্ত্তন পূর্ব্বক বহিষ্কৃত করা হইয়াছে।

তারপর, হজরত ওস্‌মানের তখন কোন ভয় ছিল না। তাঁহার গৃহে শত্রুগণ লম্ফ দিয়া প্রবেশ করিলে এবং হজরত আবুবকরের (রাঃ) পুত্র মোহাম্মদ সম্মুখে অগ্রসর হইয়া তাঁহার শ্মশ্রু ধরিলে তিনি তাহার প্রতি দৃষ্টিপাত করেন। তিনি তখন কোরান শরীফ পাঠ করিতেছিলেন। তাহাকে বলিলেন, "তোমার পিতা হইলে এরূপ করিতেন না।" ইহা বলিয়াই তিনি আবার কোরান শরীফ পাঠে মগ্ন হইলেন এবং আর চক্ষু উঠাইয়া দেখেন নাই। তিনি আরো বলিলেন, "রাত্রে রসুল করীম (সাঃ) তশ্‌রীফ আনয়ন করিয়া আমাকে বলিয়াছিলেন, "অদ্যকার রোজা আমার সঙ্গেই 'এফ্‌তার' করিবে।" সুতরাং হজরত ওস্‌মান (রাঃ) কোরান শরীফ পাঠ করিতে করিতে রসুল করীমের (সাঃ) সহিত রোজা খুলিবার জন্য প্রফুল্লচিত্তে 'শহীদ'

হইলেন। তখন তাহার কোন ভয় ছিল না। হজরত আলীরও (রাঃ) আমরা এই অবস্থাই দেখিতে পাই।

খোদাতা'লা বলেন :—وليبدلنهم من بعد خوفهم امنا

"যখন শত্রুগণ দেখিবে যে, খলিফাগণের কথা জগতে প্রতিষ্ঠিত হইতেছে, তাঁহাদের ধর্ম্ম বিস্তারিত হইতেছে, তখন তাহারা আক্রমণের পর আক্রমণ করিবে। খোদা তাহাদের আক্রমণ ব্যর্থ করিবেন এবং তাঁহার নিয়োজিত খলিফার ভীতি শান্তি ও নিরাপদাবস্থায় পরিবর্ত্তন করিবেন। কাহারো সাধ্য হইবে না তাঁহাদের শান্তি ছিন্ন করিবার।

তারপর আছে, يعبدوننى لا يشركون بى شيئا "আমার সহিত কাহাকেও শরীক করিবে না।" আজ যাহারা বলে যে 'গদী কায়েম' হইয়াছে, তাহাদের চিন্তা করা আবশ্যক, খোদাতা'লা বলেন, এরূপ হইতে পারে না।

খোদাতা'লা বলেন "এত বড় নেয়ামত আমি 'নাজেল' করিব, এমন খলিফা করিব, যাঁহারা এন্তেজাম কায়েম রাখিবেন— **তাঁহাদের বিরুদ্ধে যাহারা দণ্ডায়মান হইবে, আমি তাহাদিগকে আমার অনুগত দাসগণ হইতে বিছিন্ন করিব। তাহারা 'খারেজ-আনিল-এতায়াত' অর্থাৎ আমার আদেশ পালন হইতে বহিষ্কৃত হইবে।"**

গয়র-মোবায়েগণ বলেন, "ফাসেক" অর্থ "আদেশ পালন হইতে বহির্ভূত", "এতায়াত' হইতে 'খারেজ' কোথায় আছে?" যাহাহোক, ইহাই নিশ্চিত ও সম্পূর্ণ সত্য অর্থ।

واقيموا الصلوٰة واتوا الزكوٰة واطيعوا الرسول لعلكم ترحمون—

"নামাজ কায়েম করিবে ও জাকাত দিবে এবং রসুলের 'এতাত' (অনুসরণ) করিবে, যেন তোমাদের প্রতি অনুগ্রহ করা হয় (অর্থাৎ এই যে এত বড় 'নেয়ামত' ইহা তোমরা প্রাপ্ত হইবে)।"

হজরত মসিহ্‌ মাউদও (আঃ) লিখিয়াছেন যে, **'তোমরা সকলে মিলিয়া 'কুদরতে সানী' আগমনের জন্য দোয়া করিবে।'**

খোদাতা'লা বলেন, "তোমরা দোয়া কর, নামাজ পড়, সদ্‌কা দাও, যেন খেলাফতের সেল্‌সেলা বজায় থাকে।"

لا تحسبن الذين كفروا معجزين فى الارض ومأواهم النار ولبئس المصير—

"এরূপ কখনো মনে করিবে না যে, কাফেরগণ তোমাদের উপর বিজয় লাভ করিবে, যে পর্য্যন্ত খেলাফতের সেল্‌সেলা জারি থাকিবে তাহারা তোমাদিগকে বিনষ্ট করিতে পারিবে না। অগ্নি তাহাদের আশ্রয় স্থল।"

তোমরাও একথা খুব উত্তমরূপে স্মরণ রাখিবে যেন তোমাদিগকেও কেহ ধ্বংস করিতে না পারে। যাহারা তোমাদিগকে ধ্বংস করিবার জন্য উত্থিত হইবে তাহারা স্বয়ং ধ্বংস হইবে।

নিখিল-বঙ্গ আহ্‌মদীয়া কন্‌ফারেন্স

একবিংশতি অধিবেশন

আগামী ১৪।১৫।১৬ই অক্টোবর, ব্রাহ্মনবাড়ীয়া

যোগদান করুন! যোগদান করুন!

প্রোগ্রাম অন্যত্র দ্রষ্টব্য

হাদিসে খেলাফত

[মৌলবী আবুহামেদ মোহাম্মদ আলী আনোয়ার সাহেব]

(১)

সকল আহ্‌মদীই বিশ্বাস করেন যে, হজরত মসিহ্‌ মাউদ (আঃ) 'বরুজ' বা প্রতিচ্ছায়া স্বরূপ 'মোহাম্মদ' (সাঃ) ছিলেন এবং সুরাহ্‌ জুমার প্রথম আয়েত মোতাবেক হজরত নবী করীমের (সাঃ) পুনরাগমনের প্রকাশ ('মজ্‌হার') ছিলেন। ইহাই ছিল أخرين منهم لما يلحقوا بهم ("পরবর্ত্তিগণ মধ্যে যাহারা এখনো তাঁহাদের, অর্থাৎ সাহাবাদের সহিত যোগদান করেন নাই") বাণীর তাৎপর্য্য। এ নিমিত্ত তাঁহার জন্যও খলিফাগণ উত্থিত হওয়া অনিবার্য্য ছিল। ইহার এ অর্থ নয় যে, নবী করীমের (সাঃ) খলিফাগণের সেল্‌সেলা এখন বন্ধ হইয়াছে এবং মসিহ্‌ মাউদের খলিফাগণের সেল্‌সেলা আরম্ভ হইয়াছে, বরং ইহার অর্থ এই যে, এখন যিনি খলিফা হইবেন, তিনি এই আহ্‌মদীয়া সেল্‌সেলা হইতে হইবেন। ইহাই এযুগে প্রকৃত অর্থে ইস্‌লাম। ইহা মিশ্‌কাতের নিম্নলিখিত হাদিসের সঠিক মর্ম্মানুগত :—

عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَكُوْنُ النُّبُوَّةُ فِيْكُمْ مَا شَاءَ اللهُ اَنْ تَكُوْنَ ثُمَّ يَرْفَعُهَا اللهُ تَعَالَى ثُمَّ تَكُوْنَ خِلَافَةٌ عَلَى مِنْهَاجِ النُّبُوَّةِ مَا شَاءَ اللهُ اَنْ تَكُوْنَ ثُمَّ يَرْفَعُهَا اللهُ تَعَالَى ثُمَّ تَكُوْنُ مُلْكًا عَاضًا فَتَكُوْنُ مَا شَاءَ اللهُ اَنْ تَكُوْنَ ثُمَّ يَرْفَعُهَا اللهُ تَعَالَى ثُمَّ تَكُوْنُ مُلْكًا جَبْرِيَّةً فَتَكُوْنُ مَا شَاءَ اللهُ اَنْ تَكُوْنَ ثُمَّ يَرْفَعُهَا اللهُ تَعَالَى ثُمَّ تَكُوْنُ خِلَافَةٌ عَلَى مِنْهَاجِ النُّبُوَّةِ ثُمَّ سَكَتَ الا (رواه احمد والبيهقى فى دلا ئل النبوة مشكواة باب الانذار والتحذير)

এই হাদিসে আঁ-হজরত (সাঃ) পাঁচটি পর্য্যায়ের কথা বলিয়াছেন :—(১) নবুওত ; (২) নবুওতের 'পথে' খেলাফত (খেলাফত আলা-মিন্‌হাজুন-নবুওত), অর্থাৎ এমন খলিফাগণের আবির্ভাব যাঁহারা জাগতিক ও আধ্যাত্মিক উভয় হিসাবেই নেতা হইবেন ; টীকা-কারক লিখিয়াছেন, ينقلب النبوة خلافة অর্থাৎ, নবুওত খেলাফতাকারে পর্য্যবসিত হইবে ; (৩) বাদ্‌শাহাত ; (৪) অত্যাচার মূলক রাজত্ব ও (৫) 'খেলাফত-আলা-মেনহাজুন-নবুওত' বা নবুওতের পথে খেলাফত। এই পাঁচ নম্বরের নিম্নে টীকাকারক লিখিয়াছেন, المراد به زمن عيسى والامهدى অর্থাৎ, "এই খেলাফত ইসা ও মাহদীর জমানায় আরম্ভ হইবে।" প্রকাশ থাকে যে, হাদিস শরীফে উক্ত হইয়াছে যে, "নবিউল্লাহ্‌-ইসা" আসিবেন। সুতরাং, 'নবুওতের পথে খেলাফত' তাঁহার ওফাতের পর আবার হওয়ার ছিল। ফলে তাহাই হইয়াছে।

খেলাফত এমন সর্ব্বজন স্বীকৃত বিষয় যে, ইহা ব্যতিরেকে সাহাবাগণ তাঁহাদিগকে জমাত বলিয়া মনে করিতেন না। 'তিব্‌রী' দ্রষ্টব্য। ইহাতে লিখিত আছে :—

قَالَ ابْنُ حُرَيْثٍ سَعِيْدِ بْنُ زَيْدٍ اَشْهَدُ تُوُفِّيَ رَسُوْلُ اللهِ (صلى الله عليه وسلم) قَالَ نَعَمْ قَالَ فَمَتَى بُوْيِعَ اَبُوْبَكْرٍ قَالَ يَوْمَ مَاتَ رَسُوْلُ اللهِ (صلى الله عليه واله وسلم) كَرِهُوْا اَنْ يَبْقَوْا بَعْضَ يَوْمٍ وَلَيْسُوْا فِى جَمَاعَةٍ قَالَ فَخَالَفَ عَلَيْهِ اَحَدٌ قَالَ لَا اِلَّا مُرْتَدٌّ اَوْ مُرْتَدٌّ قَدْ كَادَ اَنْ يَرْتَدَّ لَوْلَا اللهُ عَزَّ وَجَلَّ يَنْقِذُهُمْ (صحفه ١٨٦٤ طبرى مطبوعه لنزن)

অর্থাৎ, সাহাবাগণ রসুলুল্লাহ্‌র ওফাতের পর 'জমাত হিসাবে' না থাকা একান্ত গর্হিত মনে করিয়াছিলেন। ইমাম নিযুক্ত না করিয়া দিবাভাগের কোন একটি অংশও কাটাইতে তাঁহারা পছন্দ করেন নাই।

এখন পূর্ব্বোক্ত হাদিস্‌ অনুযায়ী এই পঞ্চম পর্য্যায়ে হজরত মসিহ্‌ মাউদের (আঃ) পর খলিফাগণ হইবেন না, ইহা কি সম্ভব পর ? হজরত মসিহ্‌ মাউদ (আঃ) তদীয় 'আল্‌-ওসিয়ত' পুস্তিকায় এ সম্বন্ধে যথেষ্ট নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। সেই নির্দ্দেশগুলি বুঝিবার জন্য প্রথমতঃ ইহা বুঝা আবশ্যক যে, সেল্‌সেলা আহমদীয়ার জন্য তিনটি কাজ ছিল :—

(১) লোকদিগকে আহ্‌মদী করা।

(২) আহমদিগণের 'তজকিয়ায়ে-নাফ্‌স' বা আত্মশুদ্ধি—তাঁহাদিগকে সেই উদ্দেশ্যে প্রস্তুত করা, যাহার নিমিত্ত এই জমাত প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

(৩) তাঁহাদের মৃত্যুর পর তাঁহাদের সম্পত্তি ইত্যাদি দ্বারা ইস্‌লাম প্রচারে সাহায্যাবলম্বন।

এই তিন বিষয়ের মধ্যে প্রথম ও দ্বিতীয় বিষয়ের ভার হজরত মসিহ্‌ মাউদ (আঃ) স্বহস্তে রাখেন এবং তৃতীয় বিষয়, অর্থাৎ, অর্থ বিষয়ক 'এন্তেজাম' (একাউণ্ট) আঞ্জোমনের সপোর্দ্দ করেন এবং ইহার কার্য্যের এই নীতি নির্দ্ধারণ করেন যে, তাঁহার নির্দ্দেশানুযায়ী ইহা চলিবে এবং তাঁহার পর খোদার দ্বিতীয় মহিমা (কুদরত-সানী), অর্থাৎ, খলিফাগণের প্রকাশ হইলে তাঁহাদের অধীনে আঞ্জোমনের কার্য্য চলিবে। সে মতে আহ্‌মদীয়া খেলাফতের কার্য্য এভাবেই চলিতেছে। খোদা খলিফাগণকে প্রতিষ্ঠিত করিয়া তাঁহার দ্বিতীয় 'কুদরত' প্রকাশ করিতেছেন *

(২)

আমরা হাদিস্‌ হইতে সপ্রমাণ করিয়াছি যে, খলিফা হওয়া অনিবার্য্য। আঁ-হজরত (সাঃ) আধুনিক গণ-তন্ত্রের প্রতিষ্ঠা করেন নাই। তিনি **খেলাফত** কায়েম করিয়াছিলেন। শুধু তাহাই নহে, বরং তিনি সাহাবিগণকেও ওসিয়ত করিয়া গিয়াছিলেন যে, তাঁহার পর মতানৈক্য ও অনেক ভেদ ঘটিবে; কিন্তু সকলেই যেন তাঁহার খলিফাগণের অনুসরণ করে, তাঁহাদের 'সুন্নত' (নীতি) পালন করে এবং তাঁহাদের ন্যায় চলে। রসুল করীম (সাঃ) বলিয়াছেন :—

اُوْصِيْكُمْ بِتَقْوَى اللّٰهِ وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ وَاِنْ كَانَ عَبْدًا حَبْشِيًّا فَاِنَّهٗ مَنْ يَّعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِىْ فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيْرًا فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِىْ وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِيْنَ مِنْ بَعْدِىْ تَمَسَّكُوْا بِهَا وَعَضُّوْا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ اِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْاُمُوْرِ *

অর্থাৎ "আমি তোমাদিগকে আল্লাহ্‌র 'তক্‌ওয়া' অবলম্বন করিতে উপদেশ দিতেছি এবং 'এতাআত' ও (ফরমাবরদারী' বা আনুগত্য ও আজ্ঞানুবর্ত্তীতার আদেশ প্রদান করিতেছি,—তোমাদের নেতা নিগ্রো জাতীয় দাসই হউক না কেন। কারণ, আমার পর যাহারা জীবিত থাকিবে তাহারা শীঘ্রই দেখিতে পাইবে যে, বহু ভেদ ও অনৈক্য ঘটিয়াছে। সুতরাং তোমরা আমার ও আমার খলিফাগণের সুন্নত (নীতি) মজবুত করিয়া ধরিবে এবং দন্ত মধ্যে সজোরে চাপিয়া রাখিবে, অর্থাৎ ছাড়িবে না। এই খলিফাগণ 'রাশেদ ও মাহ্‌দী', (জয়যুক্ত, হেদাএত-প্রাপ্ত ও হেদাএতকারক) হইবেন। তারপর ধর্ম্মে নব নব বিষয় যাহা যাহা উৎপন্ন হয়, তাহা হইতে বাঁচিবে।"

এই হাদিসে রসুল করীম (সাঃ) স্বীয় ওম্মতকে খোলাফায়ে-রাশেদীনের সুন্নত বা নীতি অনুযায়ী চলিবার আদেশ করিয়াছেন। এখন, কে বলিতে পারে যে, খলিফায়ে-রাশেদীনগণ জগতে পীরপরস্তি কায়েম করিয়া গিয়াছেন? এই হাদিস দ্বারা শুধু একথাই সপ্রমাণিত হয় না যে, রসুল করীমের (সাঃ) স্থলবর্ত্তী এক এক জন ব্যক্তি হইবেন, বরং ইহাও নির্ণীত হয় যে, তাঁহাদের 'আমল' (কার্য্যকলাপ) এক প্রকার 'নেক্‌ সুন্নত' হইবে; তদনুযায়ী চলা প্রত্যেক মোমেনের অবশ্য কর্ত্তব্য ও ফরজ এবং তাঁহাদের আদেশ ও তাঁহাদের অনুসৃত পথের সহিত বিরোধ বিপথগামীতা মাত্র।

আরো একটি হাদিস্‌ আছে। তাহাতে রসুল করীম (সাঃ) বলিয়াছেন যে, দুইজন খলিফা হইলে একজনকে নিধন করিতে হইবে।

اِذَا بُوْيِعَ لِخَلِيْفَتَيْنِ فَاقْتُلُوْا الْاٰخِرَ مِنْهُمَا (مسلم)

"দুইজন খলিফার বয়েত করা হইলে, দ্বিতীয় জনকে হত্যা করিবে।" সুতরাং, পরিষ্কার ভাবে বুঝা যায় যে, রসুল করীম (সাঃ) এক সময়ে একজন খলিফা হওয়াই নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ইহাপেক্ষাও বড় কথা হাদিস্‌ শরীফে পাওয়া যায়। হাদিস শরীফে হজরত আব্বাস্‌ সম্বন্ধে এই 'দোয়া'র উল্লেখ আছে—

وَاجْعَلْ خِلَافَةً بَاقِيَةً فِىْ عَقِبِهٖ

"তাঁহার সন্তানগণের মধ্যে খেলাফত কায়েম রাখিও।" খেলাফত শেরেক ও পীর-পরস্ত হইলে রসুল করীম (সাঃ) হজরত আব্বাসের জন্য এই দোয়া করিয়াছিলেন কেন?

খলিফা চতুষ্টয়ের খেলাফত 'আসমানী' ও ঐশী হওয়া সম্বন্ধে প্রমাণ এই যে, হজরত ওস্‌মানকে (রাঃ) রসুল করীম (সাঃ) বলিয়াছেন :—

وَاِنَّهٗ لَعَلَّ اللّٰهَ يُقَمِّصُكَ قَمِيْصًا اَرَادُوْكَ عَلٰى خَلْعِهٖ فَلَا تَخْلَعْهُ لَهُمْ (ترمزى)

অর্থাৎ "খোদাতা'লা তোমাকে এক বস্ত্র পরাইবেন। লোকে তাহা বিচ্ছিন্ন করিতে চাহিবে। তুমি কখনো তাহা পরিহার করিবে না।" এই বস্ত্র খেলাফতই ছিল। ইহাতে স্পষ্টতঃ জানা যায় যে, খেলাফত আল্লাহ্‌তা'লার বিশেষ

* ১৯১৪ সনের এপ্রিল মাসের 'তশহীজুল-আজহানে' প্রকাশিত "আল্‌ওসিয়ত-পর-নজর' শীর্ষক প্রবন্ধ অবলম্বনে।

অনুকম্পা ও ইচ্ছানুযায়ী প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। এই হাদিস হইতে ইহাই প্রমাণিত হয় যে, খেলাফত পদে ব্যক্তি বিশেষই প্রতিষ্ঠিত হইবেন, কোন আঞ্জোমন হইবে না। এই গণতন্ত্র আধুনিক গণ-তন্ত্র অর্থে নহে।

এক হাদিসে উক্ত হইয়াছে যে, একটি স্ত্রীলোক রসুল করীমের (সাঃ) নিকট কোন প্রশ্ন করিয়াছিল। তিনি তাহাকে বলিলেন, "পরে আসিবে।" সে বলিল, "যদি আমি আসি ও আপনি না থাকেন, অর্থাৎ আপনার মৃত্যু হয়?" তিনি (সাঃ) বলিলেন, "আমাকে না পাইলে, আবু-বকরকে বলিবে।" এই হাদিস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, আঁ-হজরত (সাঃ) খলিফা একজন হইবেন বলিয়া বলিয়াছেন; তিনি 'হাকাম' বা মীমাংসাকারী হইবেন।

কোরান ও হাদিসের পর সাহাবিগণের 'এজ্‌মা' বা সম্মিলিত অভিমত অগ্রগণ্য। কারণ, আল্লাহ্‌তা'লা বলেন,—

والسا بقون الاولون من المهاجرين والانصار
والذين اتبعوهم باحسان رضى الله عنهم ورضوا عنه *

অর্থাৎ, "মোহাজের ও আনসারগণের মধ্যে প্রাথমিক ও অগ্রগণ্য সাহাবগণ এবং যাঁহারা পূর্ণভাবে তাঁহাদের অনুসরণ করিবেন, আল্লাহ্‌-তালা তাঁহাদের প্রতি সন্তুষ্ট হইবেন এবং তাঁহারা আল্লাহ্‌র প্রতি সন্তুষ্ট থাকিবেন।"

এই আয়েতে বলা হইয়াছে যে, সাহাবগণের অনুকরণেই খোদা সন্তুষ্ট হইবেন, তাঁহাদের 'এজ্‌মা' বা সম্মিলিত মতেই খোদা সন্তুষ্ট হইবেন। 'আমল' সংক্রান্ত বিষয়ে সাহাবাগণের প্রথম 'এজ্‌মা-ই' ছিল খলিফা নির্ব্বাচন। সকল সাহাবীই হজরত আবুবকরের (রাঃ) হস্তে 'বয়েত' গ্রহণ করিয়াছিলেন। তারপর, হজরত ওমরের (রাঃ) হস্তে তাঁহারা 'বয়েত' গ্রহণ করেন। তারপর, তাঁহারা ক্রমান্বয়ে হজরত ওস্‌মান (রাঃ) ও হজরত আলীর (রাঃ) হস্তে 'বয়েত' গ্রহণ করেন। সেই খলিফাগণের মাহাত্য এবং তাঁহারা বিশিষ্টরূপে ঐশী-ইচ্ছায় 'কায়েম' হওয়া সম্বন্ধে হজরত মসিহ মাউদ (আঃ) 'সির্‌রুল-খোলাফা' নামক এক মহাগ্রন্থ লিখিয়াছেন।

খোদাতা'লার সন্তুষ্টি লাভের জন্য প্রত্যেক মোমেনের এখনও ইহাই কর্ত্তব্য। ইস্‌লামের জাগরণ শুধু এই খেলাফতেই আছে, ইমান ও জমাত এই খেলাফত দ্বারাই মাত্র কায়েম হইতে পারে। খোদাতা'লা এখন নবুয়তের পথে পুনরায় খেলাফত কায়েম করিয়াছেন। প্রতিশ্রুত হজরত মাহ্‌মুদ (আইঃ) এখন আমাদের খলিফা। আসুন, সকলেই তাঁহার আমুল আজ্ঞানুবর্ত্তী হউন।

---

* খেলাফত আহ্‌মদীয়া পুস্তিকা অবলম্বনে।

'তবলীগ দিবস'! 'তবলীগ দিবস'!!

১০ই অক্টোবর রবিবার

সকল আহ্‌মদী ভ্রাতা-ভগিণী উক্ত দিবস 'তবলীগ' কার্য্যে যোগদান করিয়া খোদাতা'লার আশীষ লাভে যত্নবান থাকিবেন।

ইসলামে খেলাফত

[মৌলবী মোজফর উদ্দীন চৌধুরী সাহেব, বি-এ]

সৃষ্টির উদ্দেশ্য ও আদর্শ পুরুষ

আল্লাহ্‌তা'লার 'কামেল' عبوديت (আনুগত্য) লাভ করাই মানবজাতির সৃষ্টির প্রধানতম উদ্দেশ্য। তাই আল্লাহ্‌তা'লা বলিতেছেন—

ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون

অর্থাৎ ছোট বড়, নিম্ন উচ্চ, সকল শ্রেণীর লোককেই খোদাতা'লা এই জন্য সৃজন করিয়াছেন যেন তাহারা তাঁহার প্রকৃত عابد 'আবেদ' হইতে পারে—যেন তাহারা তাঁহারই গুণাবলী লাভ করিতে পারে, তাঁহারই রঙ্গে রঙ্গিন হইতে পারে। তিনি 'রাহ্‌মান', মানুষও যেন 'রাহ্‌মান' গুণে গুণান্বিত হইতে পারে; তিনি 'রহিম', তিনি 'আদেল' ('ন্যায়-বিচারক), মানুষও যেন 'রহিম' ও 'আদেল' হইতে পারে, ইত্যাদি।

মানবজাতি অন্যান্য সৃজিত জীবের ন্যায় নহে। পক্ষী শাবক উড়িতে শিখে, শিক্ষকের প্রয়োজন হয় না; হাঁসের শাবক সাঁতার শিখে, শিক্ষকের আবশ্যক হয় না; হিংস্রজন্তু শিকার করিতে শিখে, কোন শিক্ষকের আবশ্যক হয় না—কিন্তু মানবের অবস্থা স্বতন্ত্র। সকল অবস্থায়ই তাহার জন্য শিক্ষকের প্রয়োজন। এই জন্যই 'রহ্‌মান'-'রহিম' খোদাতা'লা মানবের জন্য শিক্ষার ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছেন এবং উল্লিখিত عبوديت 'উবুদিয়ত' (আনুগত্য) লাভ করিতে হইলে বা প্রকৃত 'আবেদ' (অনুগত, সাধক) হইতে হইলে তাহার একজন আদর্শ চালকের প্রয়োজন হয়। তাই আল্লাহ্‌তা'লা এই মানবমণ্ডলীর শিক্ষা ও ক্রমোন্নতির জন্য আদি হইতে এই নিয়ম পরিচালন করিয়া আসিতেছেন যে, যখনই মানব খোদাতা'লার গুণাবলী লাভ করিয়া তাঁহার সৃষ্টির উদ্দেশ্য সাধন করিতে নিশ্চেষ্ট ও পরাঙ্মুখ হইয়া পড়ে—তাঁহা হইতে দূরে, অতি দূরে সরিয়া পড়ে ও অন্ধকারে বিচলিত ও উদ্বেলিত চিত্তে অনন্যোপায় হইয়া ঘুরিতে থাকে—তখনই খোদাতা'লা কোন না কোন ব্যক্তিকে মানবের পথ-প্রদর্শক স্বরূপ প্রেরণ করেন। এই চিরন্তন নিয়ম অনুসারেই তিনি যাবতীয় নবী বা অবতার প্রেরণ করিয়াছেন এবং ভবিষ্যতেও করিবেন।

আদর্শ পুরুষ বা নবীর আগমনের উদ্দেশ্য

পথ-প্রদর্শক নবী বা অবতারগণের আগমনের উদ্দেশ্য এই যে, তাঁহারা মানব-মণ্ডলীকে খোদাতা'লার 'নিদর্শন' ও শিক্ষা বিষয়ে অবগত করেন, প্রকৃত জ্ঞানের বিষয় শিক্ষা দান করেন, চরিত্রের উৎকর্ষতা সম্পাদন ও মানব-মণ্ডলীকে পবিত্র করেন, যেন তাহারা খোদাতা'লার প্রকৃত 'আবেদ' হইয়া তাঁহাতেই আত্মবিলীন ও আত্মবলীদান করিতে সমর্থ হয়। এই দায়ীত্বপূর্ণ বিষয়াদি নিম্ন লিখিতরূপে কোরান শরীফে বর্ণিত হইয়াছে:—

ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلوا عليهم اياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم—انك انت العزيز الحكيم

'হে আমাদের পালন-কর্ত্তা, তাহাদিগের মধ্য হইতে তাহাদেরই (পথ প্রদর্শনের) জন্য নবী প্রেরণ কর—যেন তিনি (১) তোমার 'নিদর্শনাবলী' বর্ণনা করেন, (২) (তোমার) বিধি-বিধান শিক্ষা দান করেন, (৩) (প্রকৃত) জ্ঞানের বিকাশ এবং (৪) (তাহাদের) চরিত্রের উৎকর্ষ সাধন করিয়া তাহাদিগকে পবিত্র করেন; কারণ, (হে প্রভো!), তুমিই সর্ব্বশক্তিমান ও সর্ব্বজ্ঞানী।

(আল্‌ বকর, রুকু ১৫)।

অন্য কথায় (১) খোদাতা'লার অস্তিত্বের সুদৃঢ় নিদর্শনাদি দ্বারা মানবকে তাহার সৃজনকর্ত্তার বিষয় জ্ঞাত করাইয়া তাঁহাতে অটল বিশ্বাস স্থাপন করিতে শিক্ষা দেওয়া, (২) তাঁহার ও তাঁহার সৃষ্টির সহিত মানবের যথোচিত সম্বন্ধ স্থাপন করিবার বিধি-বিধান শিক্ষা দান করা, ও (৩) ইহার অন্তর্নিহিত দর্শন এবং তত্ত্ব-জ্ঞান সম্বন্ধে তাহাদিগকে শিক্ষা দান করা, এবং (৪) তাঁহারই প্রদর্শিত পথে চালনা করিয়া তাহাদিগকে পবিত্র করা, তাহাদের আধ্যাত্মিক ও নৈতিক উন্নতি সাধন করিয়া তাহাদিগকে সৃজন কর্ত্তার সহিত মিলন সাধন করিয়া দেওয়া—এই চারিটি সুকঠিন ও সুমহান দায়ীত্বপূর্ণ কার্য্য সম্পাদন করাই মূলতঃ প্রত্যেক নবীর আগমনের মুখ্য উদ্দেশ্য। এতদ্ব্যতীত কোরান

শরীফ পাঠ করিলে তাঁহাদের কর্ত্তব্য তালিকা যে কত ব্যাপক, কত দুরূহ তাহা হৃদয়ঙ্গম করা যায় এবং তাহা এস্থলে উল্লেখ করা সহজ নহে। তাঁহাদের জীবনের বিষয় আলোচনা করিলে প্রতীয়মান হয় যে, উল্লিখিত দায়ীত্বপূর্ণ কার্য্য সম্পাদনে তাঁহারা জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত নিয়োজিত ছিলেন। তথাপি ইহা পরিষ্কার অনুধাবন যোগ্য যে, কোন এক নবী যতই তাঁহার জীবন সুদীর্ঘ হউক না কেন, যতই তিনি কর্ম্মঠ, বিবেচক ও শক্তিশালী হউন না কেন—কখনো তিনি তাঁহার এক জীবনে ঐসমস্ত বিষয় সমগ্র মানব-মণ্ডলীর মধ্যে পরিস্ফুট করিয়া তুলিতে পারেন না। সুতরাং তাহা সম্পাদন ও পরিচালনা করিবার উদ্দেশ্যে খোদাতা'লা প্রত্যেক নবীর পরই তাঁহার স্থলাভিষিক্ত **খলিফা** নির্ব্বাচিত করিয়া থাকেন। নবিগণ বীজ বপন করিয়া থাকেন। ইহাতে যে বৃক্ষ উৎপাদিত হয় তাহার বর্দ্ধন ও রক্ষণভার খলিফার হস্তে অর্পিত হয় এবং তাঁহার তত্ত্বাবধানেই এই বৃক্ষ উত্তরোত্তর উন্নতি করিয়া ফুলে ও ফলে সুশোভিত হয়। নব-দীক্ষিত লোকগণ ঐরূপ খলিফার তত্ত্বাবধানে, তাঁহারই আশ্রয়ে নবীর শিক্ষার অনুসরণ করিয়া খোদাত'লার নৈকট্য লাভ করিতে সকলকাম হয়।

নবী ও খলিফা

ধর্ম্ম-জগতের ইতিহাস আলোচনা করিলে আমরা দেখিতে পাই যে, লোক সমাজে প্রত্যেক নবীর শিক্ষা প্রসারিত করিবার জন্য খলিফার আবশ্যক হইয়াছিল। তাঁহারাও খোদাতা'লা হইতেই নিয়োজিত ছিলেন এবং খোদাতা'লাই তাঁহাদের সকল কার্য্যে পৃষ্ঠপোষকতা করিয়াছিলেন। হজরত মুসা (আঃ), হজরত ইসা (আঃ), হজরত জরোয়াষ্টার (আঃ) এবং আমাদের আদর্শ নবী হজরত রসুলে করীম (সাঃ)—সকলেরই খোদাতা'লার নিয়োজিত খলিফা ছিল। ইহা হইতে প্রতীয়মান হয় যে, নবী ও খলিফা অবিচ্ছেদ্য। নবীর অন্তর্ধানের পর কেবল তাঁহার খলিফাগণ দ্বারাই সমাজ নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতি লাভ করিতে পারে। খলিফার অবর্ত্তমানে সমাজ বিক্ষিপ্ত ও লক্ষ্যবিহীন হইয়া অবনতির দিকে ধাবিত হয়। তবে ইহা স্মরণ রাখিতে হইবে যে, নবিগণ যেমন খোদা-প্রেরিত হইয়া থাকেন, তাঁহাদের খলিফাগণও খোদাতা'লা কর্ত্তৃক নিয়োজিত ও তাঁহারই সাহায্যে পরিচালিত হইয়া থাকেন। প্রকৃত অর্থে তাঁহারাই খলিফা। এইরূপ খলিফা, হজরত রসুলে করীমের (সাঃ) শিক্ষার প্রসার ও তাঁহার যাবতীয় কার্য্যাবলী পরিচালনা করিবার জন্য, আল্লাহ্‌তা'লা তাঁহার উম্মত হইতে নিয়োজিত করিয়াছিলেন, এখনো করিতেছেন এবং ভবিষ্যতেও করিতে থাকিবেন। এই বিষয়েই লক্ষ্য করিয়া আল্লাহ্‌তা'লা বলিতেছেন—

وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم
فى الارض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم
دينهم الذى ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم
امنا—يعبدوننى لايشركون بى شيئا—ومن كفر بعد
ذالك فاولئك هم الفاسقون *

'যাহারা ইমান আনিয়াছে ও সৎকর্ম্ম সাধন করে, তাহাদের সহিত খোদাতা'লা এই অঙ্গীকার করিয়াছেন যে, তিনি নিশ্চয়ই তাহাদের মধ্য হইতে এই পৃথিবীতে খলিফা নিয়োজিত করিবেন, যেমন তিনি তাহাদের পূর্ব্ববর্ত্তিগণের মধ্যে খলিফা নিয়োজিত করিয়াছিলেন; এবং যে (সনাতন) ধর্ম্ম তিনি (আল্লাহ্) তাহাদের জন্য মনোনীত করিয়াছেন তাহা তিনি প্রতিষ্ঠিত করিবেন; এবং তাহাদের ভীতি-বিহ্বল অবস্থা শান্তিতে পরিবর্ত্তন করিয়া দিবেন। (আল্লাহ্-তা'লা আরো বলিতেছেন) তাহারা আমারই 'এবাদত' করিবে, কাহাকেও আমার সহিত সমকক্ষ করিবে না। ইহার পরও যাহারা বিশ্বাস আনয়ন করিবে না, তাহারাই প্রকৃত পক্ষে 'ফাসেক' (ভ্রষ্ট)।'

খেলাফত দুই প্রকার

পৃথিবীতে এ যাবৎ যত নবী আগমন করিয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে এক প্রকার নবী এইরূপ ছিলেন যে, তাঁহারা আধ্যাত্মিক ও রাজনৈতিক এই উভয়বিধ শক্তিতে শক্তিশালী ছিলেন। তাঁহাদের আধ্যাত্মিক শক্তির প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গেই রাজনৈতিক বিষয়ে তাহাদের শক্তির বিকাশ ও প্রতিষ্ঠা হইতে থাকে। তাঁহারা রাজনৈতিক ও সামাজিক প্রচলিত বিধি বিধানের পরিবর্ত্তে খোদাতালার মনোনীত নূতন 'শরিয়ত' বা বিধি-বিধান প্রচার করেন এবং ঐ সমস্ত নূতন বিধানাদি কার্য্যে পরিণত করেন। এই প্রকার নবীদের খলিফাগণও উল্লিখিতরূপ আধ্যাত্মিক ও রাজনৈতিক—এই দ্বিবিধ শক্তিতে বিভূষিত থাকেন, যেন তাঁহারা নবীর বিধানের উপর লোকসমাজকে চালনা করিতে সমর্থ হন্। হজরত নবী করীম (সাঃ) স্বয়ং উভয় শক্তিসম্পন্ন নবী ছিলেন এবং তাঁহার খলিফা হজরত আবুবকর সিদ্দিক (রাঃ), হজরত ওমর (রাঃ), হজরত ওস্‌মান (রাঃ),

এবং হজরত আলী (রাঃ)—তাঁহারা সকলেই হজরত রসুলে করীমের (সাঃ) ন্যায় আধ্যাত্মিক ও রাজনৈতিক শক্তিতে ভূষিত ছিলেন।

আবার এক প্রকার নবী এমন থাকেন যে তাঁহারা কেবল পূর্ব্ব-প্রেরিত 'শরীয়ত' বা বিধান অনুযায়ী বিপথগামী লোক-সমাজকে নূতনভাবে গড়িয়া তুলেন। তাঁহারা আধ্যাত্মিকরূপে শক্তিশালী হন, পূর্ব্ববর্ত্তী নবীর 'শরীয়ত' বা বিধান অনুসরণ করেন এবং তাহা প্রচলন করেন। তাহার দৃষ্টান্তস্বরূপ পূর্ব্বকার নবীদের মধ্যে হজরত হারুন (আঃ) ও হজরত ইসা (আঃ) প্রভৃতিকে এবং বর্ত্তমানে হজরত **আহ্‌মদকে** (আঃ) উল্লেখ করা যাইতে পারে। তাঁহারা কেবল আধ্যাত্মিকরূপে শক্তিশালী ছিলেন বিধায় তাঁহাদের খলিফাগণও তদ্রূপ আধ্যাত্মিক শক্তিসম্পন্ন। হজরত ইসার (আঃ) ন্যায় হজরত **আহ্‌মদকেও** (আঃ) রাজনৈতিক শক্তি দেওয়া হয় নাই, সুতরাং তাঁহার প্রথম খলিফা হজরত মৌলানা হাজি হেকিম নূর উদ্দিন সাহেব ও দ্বিতীয় (বর্ত্তমান) খলিফা আমীরুলমোমেনীন হজরত মির্জা বশীর উদ্দিন মাহ্‌মুদ আহ্‌মদ সাহেবকেও তদ্রূপ রাজনৈতিক শক্তি দান করা হয় নাই। তাঁহারা উভয়েই আধ্যাত্মিক শক্তিশালী স্বয়ং খোদাতালার মনোনীত খলিফা। বর্ত্তমান জগতে হজরত রসুলে করীমের (সাঃ) সনাতন শিক্ষার প্রচার করা ও তাঁহাদের আদর্শ জীবন দ্বারা লোকদিগকে আধ্যাত্মিক উন্নতি দান করিয়া খোদাতা'লার নৈকট্য লাভ করানই তাঁহাদের জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য।

এতদ্ব্যতীত রাজা-বাদশাহদিগকে এবং যাহারা রাজা-বাদশাহের উত্তরাধিকারীরূপে কোন ষ্টেইট বা রাজত্বের মালীক হইয়া তাহার কার্য্য পরিচালনা করেন তাঁহাদিগকেও খলিফা বলা হয়, তবে পার্থিব শক্তিবলে বলীয়ান হইয়া বা উত্তরাধিকারীরূপে তাঁহারা নামে মাত্র খলিফা হইয়া থাকেন। প্রকৃত অর্থে তাঁহারা খলিফা নহেন।

যাহাহউক, কোরান শরীফ পাঠে অবগত হওয়া যায় যে, পৃথিবীতে যে সকল নবী আগমন করিয়াছেন, তাঁহাদের প্রত্যেকেই প্রকৃত পক্ষে লোক-সমাজের আধ্যাত্মিক ও নৈতিক উন্নতি সাধনের জন্য আবির্ভূত হইয়াছিলেন। অতঃপর, অবস্থা বিশেষে তাঁহাদের মধ্যে কাহাকে কাহাকে রাজনৈতিক শক্তিও প্রদান করা হইয়াছিল, কিন্তু রাজনৈতিক শক্তি থাকুক আর নাই থাকুক, নবী হিসাবে তাঁহাদের মধ্যে কোনও তারতম্য ছিল না।

তদ্রূপ যদি কেহ আধ্যাত্মিক, নৈতিক ও রাজকীয় শক্তি সম্পন্ন কোন নবীর খলিফা হন, বা কেবল আধ্যাত্মিক ও নৈতিক শক্তি-সম্পন্ন কোন নবীর খলিফা হন, তবে খলিফা হিসাবে তাঁহাদের মধ্যেও কোন তারতম্য থাকে না। উভয় অবস্থায়ই তাঁহারা খোদাতা'লার নিয়োজিত এবং মানবের জন্য অবশ্য মাননীয়। এই উভয়বিধ খলিফাই خلفاء راشدين বা খোদাতা'লার মনোনীত প্রকৃত খলিফা বলিয়া পরিগণিত।

নবী ও খলিফার কর্ত্তব্য

কর্ত্তব্যের দিক দিয়া লক্ষ্য করিলে নবী ও খলিফার মধ্যে যদিও কোন প্রভেদ দেখা যায় না তথাপি পদবীর দিক দিয়া প্রভেদ আছে। নবী খোদাতা'লা কর্ত্তৃক নিয়োজিত ও খলিফা সমাজ দ্বারা নির্ব্বাচিত হইয়া থাকেন, কিন্তু উভয় অবস্থায়ই খোদাতা'লা স্বয়ং তাঁহাদিগকে সাহায্য করিয়া থাকেন। তবে নবীর নিয়োজন খোদাতা'লা প্রত্যক্ষভাবে করিয়া থাকেন ও খলিফার নির্ব্বাচন পরোক্ষভাবে করিয়া থাকেন। ইস্‌লামের বিধান মতে খলিফাকে লোকে নির্ব্বাচন করে সন্দেহ নাই, কিন্তু তাহারা এমন ব্যক্তিকেই নির্ব্বাচন করে যাঁহাকে খোদাতা'লা পূর্ব্ব হইতে মনোনীত করিয়া রাখেন, এবং তিনি স্বয়ং এইরূপ ব্যক্তির নির্ব্বাচন ব্যাপারে লোকদিগকে অনুপ্রাণিত করিয়া থাকেন।

খলিফার নির্ব্বাচন পদ্ধতি

আমি উল্লেখ করিয়াছি যে, যাহারা পার্থিব শক্তিবলে বা উত্তরাধিকারসূত্রে খলিফা হইয়া থাকেন তাঁহারা প্রকৃত অর্থে খলিফা নহেন। যাঁহারা ইস্‌লামের বিধি অনুযায়ী নির্ব্বাচিত হন তাঁহারাই প্রকৃত অর্থে খলিফা। তাঁহাদের নির্ব্বাচনে ও কার্য্য-কলাপে খোদাতা'লার হাত সর্ব্বোতভাবে কার্য্য করিয়া থাকে। ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, ইস্‌লামে খলিফার নির্ব্বাচন নিম্নলিখিতরূপ চারি প্রকারে সাধিত হইয়াছে।

(১) কতকজন বিশিষ্ট লোক কাহাকেও খেলাফতের জন্য প্রস্তাব করেন এবং অন্যান্য যাবতীয় মোসলমান তাঁহাকে খলিফারূপে গ্রহণ করেন।

হজরত আবুবকর সিদ্দিক (রাঃ) এই ভাবে খলিফা নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন। নবী শ্রেষ্ঠ হজরত রসুলে করীমের (সাঃ) অন্তর্ধানের পর, হজরত ওমর (রাঃ) এবং আবু ওবেদা হজরত আবুবকর সিদ্দিকের (রাঃ) খেলাফতের জন্য প্রস্তাব করেন,: এবং

খাঁজরাজ বংশের লোকগণ এই প্রস্তাব সমর্থন করে। পরদিন হজরত আবুবকর সিদ্দিক (রাঃ) মিম্বরের উপর উপবেশন করিলে সকলেই তাঁহাকে খলিফারূপে গ্রহণ করে।

(২) খলিফা স্বয়ং তাঁহার পরবর্ত্তী খলিফার প্রস্তাব করেন এবং অন্যান্য মোসলমান তাহাতে সম্মতি প্রদান করে ও তাহা সাদরে গ্রহণ করে।

হজরত ওমর ফারুক (রাঃ) এইভাবে খলিফা নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন। যখন হজরত আবুবকর সিদ্দিক (রাঃ) তাঁহার অন্তিমকাল নিকটবর্ত্তী বলিয়া ধারণা করিলেন, তখন তিনি আবদুর রাহমান-বিন-আউফ এবং অন্যান্য কতিপয় বিশিষ্ট 'সাহাবীদের'* সহিত পরামর্শ করিয়া হজরত ওমর ফারুককে (রাঃ) খেলাফতের জন্য প্রস্তাব করিলেন। 'সাহাবীদের' অধিকাংশই তাঁহার প্রস্তাব অনুমোদন করেন। অতঃপর তিনি হজরত ওস্‌মান (রাঃ) দ্বারা এ বিষয়ে একটি ঘোষণা পত্র লিখাইয়া লইলেন এবং মস্‌জিদে সমবেত মোসলমানদের সম্মুখে তাহা পাঠ করিয়া তাহাদিগকে অবগত করিতে উপদেশ দিলেন। তাহাতেও তিনি নিশ্চিন্ত হইতে পারিলেন না। তাঁহাকে জানালার নিকট দাঁড়া করাইতে তাঁহার সহধর্ম্মিনী আস্‌মাকে বলিলেন। তথা হইতে সমবেত লোকদিগকে তিনি নিজ ভাষায় সম্বোধন করিয়া বলিলেন—'হে মোসলমান ভ্রাতৃবৃন্দ! আপনারা কি আমার নির্ব্বাচন সাদরে গ্রহণ করেন? তিনি আমার কোন আত্মীয় নহেন, বরং আল-খাত্তাবের পুত্র ওমর। আমি তাঁহাকে আপনাদের জন্য সর্ব্বোৎকৃষ্ট বলিয়া মনে করি। এখন আপনাদের কর্ত্তব্য যে আপনারা তাঁহার সম্পূর্ণ আজ্ঞাবহ থাকুন।' সকলেই তাহা অনুমোদন করিল এবং সমস্বরে বলিয়া উঠিল—'হাঁ, আমরা তাঁহার বাধ্য ও আজ্ঞাধিন থাকিব।' হজরত ওমর ফারুকের (রাঃ) নির্ব্বাচন ব্যাপার হইতে ইহাও প্রতীয়মান হয় যে, খলিফার নাম প্রস্তাব করা হইয়াছিল সত্য, কিন্তু তাঁহার নির্ব্বাচন বিষয়ে সকলের মতামত গ্রহণ করা হইয়াছিল।

(৩) একটি পরামর্শ সমিতি গঠন করিয়া ইহার সাহায্যে খলিফার নির্ব্বাচন করা হয়।

হজরত ওস্‌মান (রাঃ) এইরূপ পরামর্শ সমিতি দ্বারাই খলিফা নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন। হজরত ওমর ফারুক (রাঃ) কাহাকেও তাঁহার পরবর্ত্তী খলিফা মনোনীত না করিয়া তিনি এক নূতন পদ্ধতির সূচনা করিলেন এবং এক কমিটি নিযুক্ত করিলেন। হজরত আলী (রাঃ), হজরত ওস্‌মান (রাঃ), জোবের, তাল্‌হা, সা-আদ, এবং আব্দুর রহমান-বিন-আউফ—এই কমিটির মেম্বর নিযুক্ত হন। কোন কোন ঐতিহাসিকদের মতে আবদুল্লাহ্‌-বিন-ওমরও এই কমিটির মেম্বর ছিলেন। আব্দুর রহমান-বিন-আউফ ইহার প্রেসিডেন্ট নিযুক্ত হন। তাঁহারা পরস্পর পরামর্শ করিয়া ও স্থানীয় বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের সহিত এবং হজ্‌ উপলক্ষে বিভিন্ন স্থান হইতে সমাগত মোসলেম নেতৃবৃন্দের সহিত পরামর্শ করিয়া হজরত ওস্‌মানকে (রাঃ) খলিফা মনোনীত করেন। পরদিন সমগ্র মোসলমান সমাজের সম্মুখে তাঁহাদের মনোনীত প্রস্তাব উত্থাপন করেন এবং তাহারা এই প্রস্তাব গ্রহণ করেন। এইরূপে হজরত ওস্‌মানকে (রাঃ) খলিফা নির্ব্বাচন করা হয়।

(৪) সর্ব্বসাধারণের সম্মতিক্রমে খলিফার নির্ব্বাচন কার্য্য সমাধা হইবে।

হজরত ওস্‌মান (রাঃ) হজরত আলীকে (রাঃ) তাঁহার পরবর্ত্তী খলিফা মনোনীত করিয়া যাইতে পারেন নাই। হজরত আলীকে (রাঃ) কোন সমিতি বা কমিটিও নির্ব্বাচিত করে নাই। হজরত ওস্‌মানকে (রাঃ) হত্যা করার ফলে সকলের মনেই আতঙ্কের সঞ্চার হইয়াছিল। কেহই খেলাফতের দায়ীত্বপূর্ণ কার্য্য শিরোধারণ করিতে প্রস্তুত ছিলেন না। অবশেষে হজরত আলীকে (রাঃ) সকলে অনুরোধ করিলে তিনি খলিফার পদে অভিষিক্ত হইতে স্বীকৃত হইলেন। এতদ্ব্যতীত খলিফার অবর্ত্তমানে সুযোগ পাইয়া শত্রুগণ যে সঙ্কট উপস্থিত করিতে পারে সে বিষয়েও তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন। যাহাহউক, হজরত আলীর (রাঃ) নির্ব্বাচন সর্ব্বসম্মতিক্রমে সাধিত হইয়াছিল। তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী খলিফা, হজরত ওস্‌মান (রাঃ), বা কোন কমিটি তাঁহাকে প্রথম মনোনীত, বা তাঁহার খেলাফত সম্বন্ধে প্রস্তাব করেন নাই।

ফল কথা, ইস্‌লামের শিক্ষা অনুসারে খলিফার নির্ব্বাচন সর্ব্ব-সাধারণের সম্মতিক্রমে হইয়া থাকে। কোন কোন অবস্থায় খেলাফতের জন্য কাহাকে প্রস্তাব বা মনোনীত করা হইলেও তাহাতে সর্ব্বসাধারণের অনুমোদন ও সম্মতির প্রয়োজন হয়। হজরত রসুলে করীমের (সাঃ) পরবর্ত্তী খলিফাগণই خلفاء راشدين বা প্রকৃত অর্থে খলিফা বলিয়া পরিগণিত। তাঁহাদের নির্ব্বাচন হইতেই প্রতীয়মান হয় যে, স্বীয় বাহুবলে বা উত্তরাধিকারসূত্রে কেহ প্রকৃত অর্থে খলিফা হইতে পারে না। খলিফা নির্ব্বাচন ক্রমে হইবেন—ইহা ইস্‌লামের সনাতন নিয়ম।

* নবীর সহচর ও সহকর্ম্মী বিশ্বাসীকে 'সাহাবী' বলে।

নির্ব্বাচিত খলিফার কাল

এখন প্রশ্ন হইতে পারে যে, খলিফা কত কালের জন্য নির্ব্বাচিত হইতে পারেন। তাঁহারা কি বর্ত্তমান পাশ্চাত্য প্রথা অনুযায়ী কোন নির্দ্দিষ্ট সময়ের জন্য নির্ব্বাচিত হইবেন, না তাঁহাদের জীবিত কাল পর্য্যন্ত? পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, নবীর অন্তর্ধানের পর খলিফা মুখ্যতঃ সমাজের আধ্যাত্মিক ও নৈতিক উন্নতিসাধনের জন্য নির্ব্বাচিত হইয়া থাকেন। তাঁহাদের হস্তে সমাজের সর্ব্বপ্রকার উন্নতির ভার ন্যস্ত থাকে। যদিও প্রকাশ্যতঃ সমাজ তাঁহাদিগকে নির্ব্বাচিত করিয়া থাকে, তথাপি খোদাতা'লার ইচ্ছাধীনই তাঁহারা খলিফা হইয়া থাকেন, এবং তাঁহাদের সকল কার্য্য খোদাতা'লার বিশেষ সাহায্যে পরিচালিত হইয়া থাকে। সুতরাং মৃত্যুই তাঁহাদিগকে খেলাফত পদ হইতে অপসারিত করিতে পারে। তাঁহাদের জন্য কোন নির্দ্দিষ্ট কাল নাই। যত দিন বাঁচিয়া থাকিবেন ততদিনই তাঁহারা খেলাফতের কার্য্য পরিচালনা করিবেন ও করিতে বাধ্য। যদি ইহাতে প্রাণ বিসর্জ্জন করিতে হয়, তাহাতেও তাঁহারা সতত প্রস্তুত থাকিবেন।

নির্ব্বাচিত খলিফার দায়ীত্ব ও পরামর্শ সভা

(১) তাঁহারা সকল অবস্থায়ই ইস্‌লামের 'শরীয়তের' অনুসরণ করিবেন এবং তদনুযায়ী কার্য্য চালনা করিবেন। কখনো ইহার ব্যতিক্রম করিতে পারিবেন না।

(২) স্বীয় স্বার্থসিদ্ধির জন্য নহে বরং সমাজের উন্নতিকল্পে তাঁহারা আজীবন নিয়োজিত থাকিবেন।

(৩) 'বয়তুল মালের' (Public Treasury) উপর তাঁহাদের সম্পূর্ণ কর্ত্তৃত্ব থাকিবে। জাতির সর্ব্ববিধ উন্নতির জন্য তাহা ব্যয় করিবার সম্পূর্ণ অধিকার তাঁহাদের থাকিবে।

(৪) তাঁহারা নিজের জন্য কোন পারিতোষিক নির্দ্ধারিত করিতে পারিবেন না। তাঁহাদের আবশ্যকীয় ব্যয়ভারের বিষয় তাঁহাদের পরামর্শ সভা চিন্তা করিবে এবং তাহা দ্বারাই ইহা নির্দ্ধারিত হইবে।

(৫) এই পরামর্শ সভা দ্বারাই مجلس شورى তাঁহারা সর্ব্ব-সাধারণের মতামত বিষয়ে অবগত হইবেন।

فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم فى الامر - فاذا عزمت فتوكل على الله *

আল্লাহতা'লা বলিতেছেন :—তাহাদের জন্য ক্ষমা ও আযেরশী প্রার্থনা কর এবং কার্য্যকলাপ সম্বন্ধে তাহাদের পরামর্শ গ্রহণ কর, কিন্তু যখন তুমি কোন বিষয় মীমাংসা করিয়া লও, তখন খোদাতা'লার উপর ভরসা করিয়া তাহাতে স্থির থাক।' (কোরান শরীফ)।

পরামর্শ ব্যতীত ইস্‌লামে কোন খেলাফত হইতে পারে না। হজরত ওমরেরও (রাঃ) ইহাই মত لا خلافة الا با لمشورة অর্থাৎ পরামর্শ ব্যতীত কোন খেলাফত থাকিতে পারে না*।

مجلس شورى বা পরামর্শ সভা দ্বারাই খলিফা সর্ব্ব-সাধারণের মতামত সম্বন্ধে অবগত হইবেন। আবশ্যক মনে করিলে সদস্যগণের ও সর্ব্ব-সাধারণের মতামতের ঐক্যতার বিষয় অবগত হইবার জন্য খলিফা কোন বিষয় সর্ব্বসাধারণের নিকট সোপর্দ্দ করিতে পারেন। সাধারণতঃ অধিক সংখ্যক লোকদের অভিমতই তিনি গ্রহণ করিবেন।

(৬) খলিফাগণ সকল অবস্থায়ই নিরপেক্ষ থাকিবেন। যেহেতু তাঁহারা খোদাতা'লার বিশেষ 'ফজল' ও অনুকম্পায় নিয়োজিত হইয়া থাকেন এবং তাঁহাদের কার্য্যকলাপে খোদাতা'লার হস্ত পরোক্ষভাবে কার্য্য করিতে থাকে, এইজন্য কোন বিশেষ কারণ-বশতঃ তাঁহারা অধিক সংখ্যক লোকদের অভিমত অগ্রাহ্য করিয়া অল্প সংখ্যক লোকদের মতামত গ্রহণ করিতে পারেন, কিম্বা নিজেদের মত অনুযায়ী কার্য্য চালনা করিতে পারেন,

فاذا عزمت فتوكل على الله

'যদি কোন বিষয়ে তুমি (স্বয়ং) মীমাংসা কর, তবে খোদাতা'লার উপর ভরসা করিয়া তাহাতেই স্থির থাক।' ইহা সত্ত্বেও কোন অবস্থায়ই তাঁহারা 'শরীয়তের' ব্যতিক্রম করিতে পারিবেন না।

নির্ব্বাচিত খলিফার ক্ষমতা

ইতিপূর্ব্বে উল্লেখ করা হইয়াছে যে, কোন কোন অবস্থায় খলিফা অধিকাংশ লোকদের মতামত অগ্রাহ্য করিতে পারেন, এবং নিজের মীমাংসা অনুযায়ী কার্য্য চালনা করিতে পারেন—এমতাবস্থায় এক ভাবে তাঁহাদিগকে স্বাধীন ক্ষমতাপন্ন বলা যাইতে পারে, কিন্তু যেহেতু কোন অবস্থায়ই তাঁহারা ইস্‌লামের বিধি-বিধানের ব্যতিক্রম করিতে পারেন না, এবং ইহার কোন

* হজরত মির্জা বশীর আহমদ সাহেব, এম, এ, প্রণীত 'সিরতে খাতামান-নবী-ঈন'।

অংশই পরিবর্ত্তন বা বাতিল করিতে পারেন না—এইজন্য তাঁহাদের ক্ষমতা সসীমও বলা যাইতে পারে।

খোদাতা'লার ইচ্ছাধীন ও তাঁহারই বিশেষ অনুকম্পায় সাধারণের অভিমতসহ মনোনীত হন বলিয়া তাঁহাদিগকে একভাবে নিয়োজিত (Elected) বলা যাইতে পারে, এবং কোন বিশেষ কারণ ব্যতীত সাধারণ অবস্থায় তাঁহারা সাধারণের মতামত অনুসারেই কার্য্য পরিচালনা করেন বিধায় তাঁহাদিগকে সাধারণের নির্ব্বাচিত সদস্যও (Representative) বলা যাইতে পারে।

মৃত্যুই তাঁহাদিগকে খলিফার পদ হইতে অপসারিত করে, তাঁহাদের সর্ব্ববিধ কার্য্য প্রণালী খোদাতা'লার বিশেষ অনুকম্পায় সাধিত হয় এবং তাঁহাদিগের সহিত খোদাতা'লার সাহায্যের প্রতিশ্রুতি থাকে বলিয়া, তাঁহারা খোদা-দত্ত ক্ষমতায় ক্ষমতাশালী বলা যাইতে পারে।

খলিফার পদচ্যুতি ও পদত্যাগ

.....ليستخلفنهم فى الارض.....
ومن كفر بعد ذالك فاولئك هم الفاسقون *

কোরান শরীফের সুরা নুরের উল্লিখিত 'আয়াতে' ইহাই প্রতিশ্রুতি রহিয়াছে যে, আল্লাহতা'লা মোমেনদের আধ্যাত্মিক অভিভাবক স্বরূপ হজরত রসুলে করীমের (সাঃ) পরও খলিফা নিয়োজিত করিতে থাকিবেন; তাঁহাদের আজ্ঞানুবর্ত্তী হওয়াই সমাজের মঙ্গলের কারণ হইবে, এবং তাঁহাদের অবাধ্যাচারণ লোকদিগকে বিপথে লইয়া যাইবে। এইরূপ খলিফার নির্ব্বাচন প্রকাশ্যতঃ যদিও মোমিনগণই (বিশ্বাসিগণই) করিয়া থাকেন তথাপি পরোক্ষভাবে খোদাতা'লাই স্বীয় প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী, তাঁহার ইচ্ছাধীন খলিফার নির্ব্বাচন-কার্য্য সমাধা করিয়া থাকেন। সুতরাং প্রকৃত পক্ষে খোদাতা'লাই তাঁহাদিগকে নিয়োজিত করেন এবং তিনিই তাঁহাদিগকে পদচ্যুত করিতে পারেন। খোদাতা'লা কর্ত্তৃক নিয়োজিত খলিফার পদচ্যুতি বিষয়ে ধারণা করাও সমাজের পক্ষে অনুচিত, ধৃষ্টতা বই আর কিছুই নহে। পার্থিব কার্য্যকলাপ সম্পাদনের জন্য লোকে যাহাকে নেতৃত্বপদে অভিষিক্ত করে, তাহাদের পদচ্যুতি বিষয়ে প্রশ্ন উঠিতে পারে, কিন্তু যাঁহারা খোদাতা'লার মনোনীত ও নিয়োজিত তাঁহাদের বিষয়ে ঐরূপ চিন্তা করা ধৃষ্টতা ও নির্ব্বুদ্ধিতার পরিচায়ক।

খোদাতা'লা যাঁহাদিগকে আমাদের পথ-প্রদর্শনের জন্য নিয়োজিত করেন তাঁহাদের পদচ্যুতি বিষয়ে আমরা-ত ধারণাই করিতে পারি না, অধিকন্তু নবি-শ্রেষ্ঠ হজরত রসুলে করীম (সাঃ) আদেশ করিয়াছেন যে, তাঁহার অনুবর্ত্তিগণ যেন তাঁহার আদর্শ ও তাঁহার পরবর্ত্তী খলিফাগণের আদর্শ ও কার্য্যপদ্ধতি অনুকরণ ও অনুসরণ করে এবং সদা তাঁহাদের সঙ্গেই সংশ্লিষ্ট থাকে। তবেই তাঁহারা সনাতন সত্য পথে থাকিয়া খোদাতা'লার সান্নিধ্য লাভে সফলকাম হইতে পারিবে।

اوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وان كان عبدا حبشيا فانه من يعش منكم بعدى فيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ اياكم ومحدثات الامور * (مشكوة)

'খোদাতা'লাকে (সর্ব্ব-বিষয়ে) আশ্রয় স্থল করিতে আমি আদেশ দিতেছি এবং যদি নিগ্রো বংশীয় কোন ব্যক্তি তোমাদের নেতৃত্ব পদে বরণ হয় তাহারও বশ্যতা ও আজ্ঞানুবর্ত্তী হইতে (আমি তোমাদিগকে আদেশ দিতেছি), কারণ আমার (অন্তর্ধানের) পর যাহারা বাঁচিয়া থাকিবে তাহারা মোসলমানের মধ্যে বিবিধ প্রকার মতানৈক্য ও মতবৈষম্য দেখিতে পাইবে। (এমত সঙ্কটাবস্থায়) আমার ও আমার পরবর্ত্তী খলিফাদের আদর্শ ও কার্য্যপদ্ধতি একনিষ্ঠভাবে অনুসরণ করিতে (আমি তোমাদিগকে আদেশ করিতেছি)। তাঁহার সহিতই সংশ্লিষ্ট থাকিবে, এবং নব-প্রবর্ত্তনের বিষয়ে সাবধান ও বিরত থাকিবে।'

আল্লাহ্‌তা'লার নিয়োজিত খলিফার যেমন পদচ্যুতি হইতে পারে না, সেইরূপ তাঁহারা পদত্যাগও করিতে পারেন না। নবী-শ্রেষ্ঠ হজরত রসুলে করীমের (সাঃ) পর এমন অবস্থা উপস্থিত হইয়াছে যে, যদি সম্ভব হইত তবে তাঁহার খলিফাগণ পদত্যাগ করিতেন। ইস্‌লামের শিক্ষা তাঁহাদিগের এরূপ পদত্যাগ করিবার অন্তরায় ছিল। হজরত ওস্‌মান (রাঃ) হজরত আলী (রাঃ) নিজ রক্তের শেষ বিন্দু দ্বারা ইহাই প্রমাণিত করিয়া গিয়াছেন যে, খোদাতা'লার মনোনীত খলিফা কখনো পদত্যাগ করিতে পারেন না, বা তাঁহাদের কখনো পদচ্যুতি হইতে পারে না।

খলিফা-দ্রোহিগণ পদত্যাগ করিতে অনুরোধ করিলে হজরত ওস্‌মান (রাঃ) ধীরভাবে এই উত্তর করিয়াছিলেন—

انه لعل الله يقمصك قميصا ارادوك على خلعه فلا تخلعه لهم (ترمزى)

"যে পোষাকে খোদাতা'লা আমাকে ভূষিত করিয়াছেন আমি তাহা কিরূপে পরিত্যাগ করিব ? যদি আপনাদের কোন অভিযোগ থাকে তাহা আমি দূর করিতে চেষ্টা পাইব, কিন্তু যদি আমি পদত্যাগ করি তবে ভবিষ্যতে সামান্য সামান্য কারণেই পদত্যাগের প্রশ্ন উত্থাপিত হইবে।"—(তেরমজি)।

আবার হজরত আলীর (রাঃ) বিরুদ্ধেও শত্রুতার সৃষ্টি হইল। হজরত আলী (রাঃ) ও মাবিয়ার মধ্যে মীমাংসা করিতে যাইয়া আবু মূসা ও ওমর-বিন-আলাহ্ হজরত আলীকে (রাঃ) পদত্যাগ করিতে অনুরোধ করিলেন। তিনি ঐ সালিসদের মত গ্রহণ করিতে পারিলেন না, এবং পদত্যাগও করিলেন না। যদি খলিফার জন্য পদত্যাগ সম্ভবপর হইত তবে এইরূপ সঙ্কটাপন্ন অবস্থায় তাঁহারা পদত্যাগ করিতেন ; কিন্তু খলিফাগণ আপন ধমনীর শেষ রক্ত বিন্দু দ্বারা ইহাই প্রমাণ করিয়া গিয়াছেন যে, খলিফা কখনো পদত্যাগ করিতে পারেন না।

হজরত হাসানের (রাঃ) পদত্যাগ বিষয়ে ইহা স্মরণ রাখা আবশ্যক যে তিনি خلفاء راشدين বা প্রকৃত অর্থে খলিফাদের মধ্যে ছিলেন না, এবং তিনি নিজে কখনো এইরূপ দাবী করেন নাই। কেবল কুফাবাসিগণ তাঁহার বশ্যতা স্বীকার করিয়াছিল। সমগ্র মোস্‌লেম সমাজ তাঁহার বশ্যতা স্বীকার করে নাই। অধিকন্তু, কুফাবাসিগণও সকলে অন্তরের সহিত তাঁহাকে স্বীকার করে নাই এবং এ বিষয়ে হজরত হাসানও (রাঃ) জ্ঞাত ছিলেন। কাজেই তাঁহার পদত্যাগ খলিফার পদত্যাগ বলা যায় না ; এবং এইরূপ ধারণা করিলে তাহা ঐতিহাসিক ঘটনা, পূর্ব্ববর্ত্তী খলিফাগণের দৃষ্টান্ত ও ইস্‌লামের শিক্ষার ঘোর বিরোধী হইবে সন্দেহ নাই। ফলতঃ ইস্‌লামের শিক্ষা অনুসারে খলিফার পদচ্যুতি ও পদত্যাগ অচিন্তনীয় ও ধারণার বহির্ভূত।

নির্ব্বাচিত খলিফা ও তাঁহার বিরুদ্ধাচরণ

আধ্যাত্মিক ও নৈতিক জীবনের উন্নতি সাধনের জন্য যে সমস্ত খলিফা উপরোক্তভাবে নির্ব্বাচিত হন ও যাঁহাদের তত্ত্বাবধান খোদাতা'লাই করিয়া থাকেন, তাঁহাদের ব্যতীত পূর্ব্বোল্লিখিত তৃতীয় প্রকার খলিফাগণের, অর্থাৎ যাহারা পার্থিব বিষয়ে ও পার্থিব উপায়ে খলিফা, রাজা বা সম্রাট হইয়াছেন, তাহাদের সম্বন্ধেও ইস্‌লামের এই শিক্ষা যে, বল প্রয়োগ করিয়া তাহাদিগকে পদচ্যুত করা বা তাহাদিগকে পদত্যাগ করিতে বাধ্য করা খোদাতা'লা ও তাঁহার রসুল (সাঃ) কখনো অনুমোদন করেন নাই। পরন্তু, এইরূপ দুষ্কৃতি সম্পন্ন বিরুদ্ধাচারিগণ খোদাতা'লা ও তাঁহার রসুলের (সাঃ) বিরাগ-ভাজন হইয়াছে। এইরূপ খলিফা, রাজা বা সম্রাট যখন অত্যাচার ও প্রকাশ্যতঃ গর্হিত কার্য্য করিতে থাকে অথবা ইস্‌লামের 'শরীয়ত' বা বিধান ভঙ্গ করিতে ও উহার বিরুদ্ধাচরণ করিতে থাকে, তখনই কেবল মোসলমানগণ তাহাদের সহিত বন্ধন বিচ্ছিন্ন করিতে পারে। কেবল এই কারণেই প্রজা রাজা হইতে তাহার সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করিতে পারে, কিন্তু এইরূপ চরম অবস্থায়ও তাহারা রাজ্য মধ্যে বিদ্রোহ উত্থাপন করিতে পারে না। তাহাদিগকে প্রথমতঃ শান্তিতে দেশ ত্যাগ করিতে হইবে, এবং তারপর তাহারা অত্যাচারী বা 'শরীয়ত' বিরোধী শাসনকর্ত্তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিতে পারে এবং তাহাকে পদচ্যুত বা সিংহাসনচ্যুত করিতে পারে। ইস্‌লাম অর্থ শান্তি। জগতে শান্তি স্থাপন করাই ইস্‌লামের অন্যতম উদ্দেশ্য। কাজেই ইস্‌লাম কোনও প্রকার দ্রোহের পোষকতা করিতে পারে না।

ইস্‌লামের শিক্ষায় কেবল উল্লিখিতরূপ অবস্থাতে এই অনুমতি রহিয়াছে যে, রাজ্যত্যাগ করিবার পর স্থানীয় শাসনকর্ত্তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ অভিযান করিতে পারে। তাহা ছাড়া কোন অবস্থায়ই মোসলমানগণ কোন প্রতিষ্ঠিত শাসনের বিরুদ্ধাচরণের কল্পনাও করিতে পারে না। এবম্বিধ বশ্যতা ও আজ্ঞানুবর্ত্তীতার আদেশ দিবার উদ্দেশ্য এই যে পৃথিবীতে যেন প্রকৃত শান্তি বিরাজ করিতে পারে।

অত্যাচারীকে দমন করাও শান্তি স্থাপনের এক উপায়। সুতরাং তাহাকে দমন করিবার জন্য ইস্‌লামের শিক্ষার মধ্যে উপায় রহিয়াছে। পক্ষান্তরে শাসন প্রণালী যদি সামান্য কারণেই পরিবর্ত্তনশীল হয় তবে দেশে শান্তি বিরাজ করিতে পারে না। কাজেই এবিষয়ে অত্যধিক সতর্কতার আবশ্যক ছিল, এবং এমন অবস্থাতেই যুদ্ধ অভিযানের অনুমতি দেওয়ার প্রয়োজন ছিল যখন আর কোন উপায় না থাকে। কেবল ইহাই নহে, রাজ্যের মধ্যে বিপ্লব সৃষ্টি করিবার সুযোগ পাইলে দুষ্ট প্রকৃতির লোকগণ বিনা কারণেই এরূপ বিপ্লব ঘটাইতে পারে। সুতরাং, রাজ্যত্যাগ বিষয়ে সর্ত্ত থাকায় কেবল এমন স্থলেই তাহা ঘটিতে পারে, যেখানে বাস্তবিকই অভিযোগের বিশেষ কারণ উৎপাদিত হয়। এইরূপ সর্ত্ত থাকার ফলে মুষ্টিমেয় স্বার্থান্ধ বা দুষ্ট প্রকৃতি ব্যক্তির প্ররোচনায় রাজ্য মধ্যে অশান্তির সৃষ্টি হইতে পারে না। পক্ষান্তরে, প্রকৃতপক্ষে নির্যাতিত লোকগণ রাজ্য ত্যাগ করিতে উদ্যত হইলে, শাসনকর্ত্তাও

তাহার ত্রুটী উপলব্ধি করিতে পারিবেন ও প্রজার অভিযোগে কর্ণপাত করিয়া স্বকীয় দোষ-ত্রুটী শোধন করিতে যত্নবান হইবে। ফলে, অশান্তির কারণ দূরীভূত হইবে ও রাজ্যে শান্তি স্থাপন হইবে।

নিম্নে নবী-শ্রেষ্ঠ হজরত মোহম্মদ মোস্তাফার (সাঃ) শিক্ষার কয়েকটী মাত্র উল্লেখ করা হইল *

ستورن بعدی اثرة وامورا تنکرونها قالوا فما تامرنا یا رسول الله قال ادوا الیهم حقهم وسلوا الله حقکم (بخاری کتاب الفتن)

"আমার অন্তর্ধানের পর তোমাদের মধ্যে (এমন) নেতার উদ্ভব হইবে যাহারা ন্যায্য দাবী হইতে তোমাদিগকে বঞ্চিত করিবে এবং তাহারা এমন (গর্হিত) কার্য্য করিবে যে, তোমরা তাহা পছন্দ করিবে না।' তখন সাহাবিগণ জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তবে আমাদিগকে তখন কি করিতে হইবে, হে রসুলাল্লাহ্ (সাঃ)?' তিনি উত্তর করিলেন, 'তাহাদিগকে তাহাদের ন্যায্য দাবী প্রদান করিবে, এবং তোমাদের ন্যায্য অধিকার বিষয়ে খোদাতা'লার নিকট প্রার্থনা করিবে।" (বোখারী শরীফ)

من خرج عن الطاعة وفارق الجماعة فمات میتة جاهلیة (مسلم بحواله مشکوٰة)

"যে ব্যক্তি (আমীর বা শাসন কর্ত্তার) বশ্যতা ছিন্ন করিয়া সমাজে বিচ্ছেদ ও বিশৃঙ্খলার (বীজ বপন) করে এবং এই অবস্থায়ই মৃত্যুমুখে পতিত হয়, (এইরূপ ব্যক্তি) 'জাহেলের' বা ধর্ম্ম-ভ্রষ্টের পথে মৃত্যু বরণ করে।" (মোসলেম শরীফ ও মেশ্‌কাত)।

عن انس ان رسول صلی الله علیه وسلم قال اسمعوا واطیعوا وان استعمل علیکم عبد حبشی - (بخاری)

হজরত রসুলে করীম (সাঃ) বলিয়াছেন, 'যদি নিগ্রো বংশীয় কোন দাসও তোমাদের নেতৃত্বপদে নিযুক্ত হন, (যথোচিত-রূপে) তাঁহার আদেশ পালন ও বশ্যতা স্বীকার করিবে।'

(বোখারী শরীফ)।

تسمع وتطیع الامیر وان ضرب ظهرک واخذ مالک فاسمع واطع

"যদি তোমাদের শাসনকর্ত্তা তোমাদিগকে প্রহারও করে এবং ধন-সম্পত্তিও নিয়া যায়, তথাপি তাহার আজ্ঞা পালন কর এবং তাহার কথা শুন।"

যাহারা পার্থিব উপায়ে শক্তিশালী হইয়া শাসন প্রণালীর অধিকার লাভ করিয়াছে তাহাদের বশ্যতা ও আজ্ঞাবহ হইবার জন্য যেরূপ আদেশ হজরত নবী করীম (সাঃ) দিয়াছেন, তন্মধ্যে মাত্র কয়েকটি উপরে বর্ণিত হইল। তাহা হইতেই হৃদয়ঙ্গম করা যাইতে পারে যে, খোদাতা'লার নিয়োজিত খলিফার পদচ্যুতি ও পদত্যাগ বিষয়ে চিন্তা করা ও উপায় উদ্ভাবন করা কত গর্হিত কার্য্য।

যে অবস্থায় কোন আমীর বা শাসন কর্ত্তার আদেশ পালন করিতে নিষেধ করা হইয়াছে এবং তাহার পদচ্যুতি বিষয়ে দাবী করা যাইতে পারে তাহা নিম্নে উল্লেখ করা হইতেছে।† এতদ্ব্যতীত আর কোন অবস্থায়ই তাঁহার আদেশ অমান্য করা যাইতে পারে না।

السمع واطاعة علی المرء المسلم فیما احب وکره مالم یؤمر بمعصیة فاذا امر بمعصیة فلاسمع ولاطاعة * (بخاری کتاب الاحکام)

'যদি মনোমত নাও হয় তথাপি প্রত্যেক মোসলমানের (অবশ্য কর্ত্তব্য) যে, সে আমীর বা শাসনকর্ত্তার আদেশ পালন করে। যদি তিনি এমন আদেশ প্রদান করেন যাহা স্পষ্টতঃ খোদাতা'লার আদেশের বিরুদ্ধে হয়, তবে (আমীরের) এমন আদেশ শ্রবণ করা ও পালন করা তাহার (মোসলমানের) জন্য অবশ্য কর্ত্তব্য হইবে না।' (বোখারী)।

عن عبادة بن الصامت بایعنا رسول الله صلعم علی السمع والطاعة فی منشطنا ومکرهنا وعسرنا ویسرنا واثرة علینا وعلی الانازع الامر اهله الا ان تروا کفرا بواحا عندکم من الله فیه برهان * (بخاری ومسلم)

হজরত রসুল করীমের (সাঃ) একজন বিশেষ 'সাহাবী' হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে—'রসুলাল্লাহ্ (সাঃ) বয়েত গ্রহণ করিবার সময় এই প্রতিশ্রুতি নিতেন যে, তোমাদের ইচ্ছানুযায়ীই হউক বা ইচ্ছার বিরুদ্ধেই হউক, ভালই হউক আর মন্দই হউক, তোমাদের অধিকার বজায় রাখুক বা অপলাপই করুক—সকল অবস্থাতেই তোমরা আমীরের বশ্যতা ও তাঁহার আজ্ঞাপালন করিবে, তাঁহার বিরুদ্ধাচরণ করিবে না; তবে এমন অবস্থা ব্যতীত (হজরত রসুলে করীম,—সাঃ, বলিতেন) যখন তোমরা তাঁহাকে

* হজরত মির্জা বশীর আহ্‌মদ সাহেব, এম, এ, প্রণীত, সিরতে-খাতামান্‌-নবী-ঈন পৃঃ ৫৪০—৪৮।

† হজরত মির্জা বশীর আহ্‌মদ সাহেব, এম-এ, প্রণীত সিরত খাতামান-নবী-ঈন,—পৃঃ ৫৪১-২।

(আমীরকে) প্রকাশ্যতঃ কোন ব্যভিচারে লিপ্ত থাকিতে দেখ, (অর্থাৎ) যখন তোমরা (তাঁহার ব্যভিচার ও অপকর্ম্মের) প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাও যে তিনি ইস্‌লামী শরীয়তের বিরুদ্ধাচরণ করিতেছেন,'— কেবল তখনই তাঁহার আদেশ পালনে বিরত থাকিতে পার।

উল্লিখিত অবস্থায়ও রাজ্য মধ্যে বিদ্রোহাগ্নি প্রজ্বলিত করিতে পারিবে না। স্থানান্তরে 'হিজ্‌রত' করিবার পর তাঁহার বিরুদ্ধে দাঁড়াইতে পারিবে, এবং 'হিজ্‌রত' করার পরও প্রথমতঃ শান্তির অন্তরায় না হইয়া কার্য্য সমাধা করিবার চেষ্টা করিয়া অকৃতকার্য্য হইলে পর যুদ্ধাভিযান করিয়া ঐরূপ আমীর বা শাসনকর্ত্তাকে পদচ্যুত বা সিংহাসনচ্যুত করিতে পারিবে। উল্লিখিতরূপ চরম অবস্থা উপস্থিত না হওয়া পর্য্যন্ত কোন আমীর বা শাসন কর্ত্তার বিরুদ্ধাচরণ সনাতন ইস্‌লামের বিধি অনুযায়ী গর্হিত কার্য্য হইবে।

নির্ব্বাচিত খলিফা ও তাঁহার 'বয়েত'

ইস্‌লামের ইহাও একটি বিধান যে নবী বা তাঁহার স্থলবর্ত্তী খলিফার 'বয়েত' (দীক্ষা) গ্রহণ করিতে হইবে। 'বয়েতই' ইহার বাহ্যিক নিদর্শন যে, 'বয়েত'কারী নবী বা তাঁহার খলিফার অধীনে ইস্‌লামীয় সৈন্যবাহিনীতে যোগদান করিলেন। ধন, মান, প্রাণ সকলেই খলিফার হস্তে ন্যাস্ত করিলেন। ইস্‌লামের কার্য্যে সকল সময় তিনি তাঁহার আজ্ঞা পালনে যত্নবান থাকিবেন। 'বয়েত' গ্রহণ করিবার পর প্রকৃত বিশ্বাসীর পক্ষে তাহার আপনার বলিতে কিছুই থাকে না। এইরূপে একবার 'বয়েত' গ্রহণ করিলে কোরান শরীফের শিক্ষা অনুযায়ী আবার তাহা ভঙ্গ করা অতীব অন্যায় ও খোদাতা'লার বিরাগভাজনের কারণ হইয়া থাকে—

ومن كفر بعد ذالك فاولئك هم الفاسقون

অর্থাৎ, ইহার একবার 'বয়েত' করার পর যাহারা তাহা অস্বীকার করিবে ('বয়েত' ভঙ্গ করিবে) তাহারাই 'ফাসেক' বা ভ্রষ্ট বলিয়া পরিগণিত হইবে।

তদনুরূপ রসুল করীমও (সাঃ) এই প্রকার ব্যক্তিদিগকে ভ্রষ্ট বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন—

من خرج عن الطاعة وفارق الجماعة فمات ميتة جاهلية

(مسلم بحواله مشكواة)

'যাহারা বয়েত ভঙ্গ করিয়া জমাতে বিচ্ছেদের কারণ হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হয় তাহারা 'জাহেলের' বা বিপথগামীদের মৃত্যু বরণ করে।' (মোস্‌লেম ও মেশকাত)।

বর্ণিত কোরান শরীফের আয়েত ও হজরত রসুলে করীমের (সাঃ) হাদিস হইতে স্পষ্ট প্রমাণিত হইতেছে যে 'বয়েত' ভঙ্গ করা খোদাতা'লা ও তাঁহার রসুলের বিরাগ ভাজনের কারণ হইয়া থাকে। ইহা হইতে ইহাও প্রমাণিত হয় যে, এইরূপ আবশ্যকীয় 'বয়েত'-বিধি পরিচালনা করিবার জন্য সকল সময়েই খোদাতা'লা নবী বা তাঁহার স্থলবর্ত্তী নির্ব্বাচিত খলিফা পাঠাইয়া থাকিবেন এবং ইহার প্রতিই সুরে নূরে, আয়াত এস্তেখ্‌লাফে, নির্দ্দেশ করা হইয়াছে।

وعد الله الذين امنوا منكم ..... ليستخلفنهم
فى الارض ..... من كفر بعد ذالك فاولئك هم الفاسقون
(سورة نور — ٧)

এই প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী হিজ্‌রীর চতুর্দ্দশ শতাব্দীর প্রারম্ভেই নবী-শ্রেষ্ঠ হজরত রসুলে করীম মোহাম্মদ মোস্তাফার (সাঃ) বিধানাধীনে ও তাঁহার অধিনায়কতায় খোদাতা'লা নবীরূপে এক খলিফার আবির্ভাব করিয়াছেন, এবং তাঁহার দ্বারাই ইস্‌লামের লুপ্ত **খেলাফতের** পুনঃ স্থাপন হইয়াছে। ইহাই বর্ত্তমানে **আহ্‌মদীয়া খেলাফত** নামে অভিহিত।

আহ্‌মদীয়া খেলাফত

এ পর্য্যন্ত এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধের সাহায্যে যতদূর সম্ভব বিশদরূপে বর্ণনা করা হইয়াছে যে, নবুয়ত ও খেলাফত অবিচ্ছেদ্য। যখনই নবী অন্তর্ধান করিবেন, তাঁহার স্থলাভিষিক্ত খলিফা নির্ব্বাচিত হইবেন। নবী-শ্রেষ্ঠ হজরত মোহাম্মদ মোস্তাফার (সাঃ) অন্তর্ধানের পর ক্রমান্বয়ে চারিজন খলিফা নির্ব্বাচিত ও নিয়োজিত হন এবং তাঁহারাই 'খলিফায়ে রাশেদীন' বা প্রকৃত অর্থে খলিফা বলিয়া পরিগণিত।

হজরত আলীর (রাঃ) পরই সনাতন ইস্‌লামের বিধি অনুযায়ী খলিফা নির্ব্বাচন হওয়ার পরিবর্ত্তে উত্তরাধিকারী সূত্রে খলিফা হইতে লাগিল এবং অবশেষে খেলাফত বাদশাহাতে পরিণত হইয়া নির্ব্বাচন প্রথা লুপ্ত হইয়া গেল। ইস্‌লামের এই চিরন্তন প্রথা মোসলমানগণ উপেক্ষা করিয়া খেলাফত-রজ্জু হইতে ছিন্ন হইয়া ক্রমে অধঃপতনের দিকে যাইতে লাগিল। তাহারা ইস্‌লামের বিধানের যৌক্তিকতা ও আবশ্যকতা জগতে স্থাপন করিবার পরিবর্ত্তে ইহার বিলোপ সাধনের কারণ হইয়া পড়িল। ফলে, খোদাতা'লা নিজেই জগতের বিভিন্ন জাতির চক্ষু উন্মিলন করিয়া দিয়াছেন এবং

তাহারা নানা উপায়ে এই নির্ব্বাচন প্রথা কার্য্যে পরিনত করিবার চেষ্টা পাইতেছে; কিন্তু যেহেতু খোদাতা'লার প্রেরিত কোন মহাপুরুষের আবির্ভাব ব্যতীত ইস্‌লামের বিধানাবলী পূর্ণভাবে জগতে প্রচলিত হইয়া, হজরত রসুলে করীমের (সাঃ) শিক্ষার জ্যোতিঃ বিকাশ পাইতে পারিত না, এইজন্যই বর্ত্তমান বিংশ শতাব্দীর পূর্ব্বাভাষে ও হিজ্‌রীর চতুর্দ্দশ শতাব্দির প্রারম্ভে খোদাতা'লা **হজরত মির্জা গোলাম আহ্‌মদ (আঃ)কে প্রতিশ্রুত মসিহ্‌ মাউদ 'নবী-আল্লাহ্‌' স্বরূপে আবির্ভাব করিয়া জগতে প্রকৃত খেলাফতের পুনর্ব্বিকাশ ও পুনঃস্থাপন করিয়াছেন।** তাঁহার অন্তর্ধানের পর ১৯০৮ ইংরেজী সনে তাঁহার স্থলাভিষিক্ত **প্রথম খলিফা হজরত মৌলানা হাজি হেকিম নূর উদ্দিন** (রাঃ), এবং তাঁহার পরলোক গমনের পর ১৯১৪ ইংরেজী সনে **আল্‌-হজ হজরত মির্জা বশীর উদ্দীন মাহ্‌মুদ আহ্‌মদ (আইঃ) ইস্‌লামের বিধানানুযায়ী দ্বিতীয় খলিফা নির্ব্বাচিত হন।**

বর্ত্তমান খলিফা সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণী

'খাতামুল-আউলিয়া' হজরত মসিহ্‌ মাউদ (আঃ) বহু সংখ্যক ভবিষ্যদ্বাণী করিয়া এই নাস্তিকতার যুগে খোদাতা'লার সুদৃঢ় প্রমাণ দিয়াছেন। কোরান শরীফের লিপিবদ্ধ ভবিষ্যদ্বাণী ও খোদাতা'লার অস্তিত্বের নিদর্শনাদি এই নাস্তিকতার যুগে প্রমাণ করিয়া দেখাইবার মত লোকের অভাব হওয়ায়, এবং রসুলে করীমের (সাঃ) আদর্শ জীবনের প্রকৃত অনুসরণকারী লোকের অভাব হওয়ায় খোদাতা'লা তাঁহার প্রতিশ্রুত মসিহ্‌কে (আঃ) পাঠাইয়া ধর্ম্মজগত নূতনভাবে আলোড়িত করিয়াছেন। তিনি কোরান শরীফের বর্ণিত ভবিষ্যদ্বাণী এই যুগে পূর্ণ হওয়া প্রমাণ করিয়াছেন কেবল তাহা নহে, বরং খোদাতা'লা হইতে বাণী প্রাপ্ত হইয়া ইহাও প্রমাণ করিয়াছেন যে, যে খোদা হজরত ইব্রাহিম (আঃ), হজরত নুহ (আঃ), হজরত মুসা (আঃ), হজরত ইসা (আঃ) প্রভৃতি নবীদের নিকট বাণী প্রেরণ করিয়াছিলেন, যে খোদা নবী শ্রেষ্ঠ হজরত রসুলে করীমের (সাঃ) নিকট বাক্যবাণী প্রেরণ করিয়াছিলেন—সেই খোদা জীবিত আছেন, তাঁহার বাক্‌-শক্তি রহিত হয় নাই, তিনি চুপ করিয়া বসিয়া থাকে নাই, তিনি এখনো তাঁহার প্রকৃত দাসের সহিত কথা বলেন এবং ভবিষ্যতেও বলিতে থাকিবেন। এই অন্ধকার যুগে যখন এই বিশ্বাসই প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল যে, 'অহি' 'এলহামের' (ঐশীবাণী) দরোয়াজা বন্ধ হইয়া গিয়াছে, তখনই খোদাতা'লা তাঁহার প্রেরিত মসিহ্‌ মাউদ (আঃ) ও তাঁহার খলিফাদের নিকট বাণী প্রেরণ করিয়া ইহাই সপ্রমাণ করিয়াছেন যে তাহা রুদ্ধ হয় নাই। ইহাই খোদাত'লার অস্তিত্বের অকাট্য প্রমাণ। তাঁহার শিক্ষার তত্ত্বাবধানে এমন অসংখ্য লোক এখনো আছেন, যাঁহারা খোদাতা'লার বাণী প্রাপ্ত হন।

হজরত মসিহ্‌ মাউদ (আঃ) প্লেগের প্রাদুর্ভাব, রুষিয়া-জাপান যুদ্ধের (কোরিয়া যুদ্ধের) ফলাফল, Bengal Partition রহিত হওয়া, তুর্কির পরিনাম, Great War ও তাহার ফলাফল, রুষিয়া সম্রাটের (Czar of Russia) সুচনীয় পরিণাম, আফগানিস্থানে অন্ততঃ ৮০,০০০ লোকের ধ্বংস, নাদীর শাহের উত্থান ও তাঁহার পরলোকগমন, বিহার ও কোয়েটার প্রলয়ঙ্কর ভূমিকম্প ইত্যাদি বহুসংখ্যক বিষয় সম্বন্ধে তিনি খোদাতা'লা হইতে বাণী প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, এবং এই সকল ভবিষ্যদ্বাণী তাঁহার বিভিন্ন পুস্তকে ও অন্যান্য পত্রিকায় ১৯০৫ইং সনের পূর্ব্বেই প্রকাশিত হইয়াছিল, যাহা সময়ে পূর্ণ হইয়া বর্ত্তমান যুগের নাস্তিক ও ইস্‌লামের বিরুদ্ধাচরণকারীদের চক্ষু উন্মিলন করিয়াছে। ভবিষ্যতে পূর্ণ হইবার আরো বহুসংখ্যক ভবিষ্যদ্বাণী রহিয়াছে, যাহা পাঠক 'তাজ্‌কারা' নামক পুস্তক পাঠে বিশদরূপে অবগত হইতে পারেন।

এতদ্ব্যতীত হজরত মসিহ্‌ মাউদ (আঃ) বর্ত্তমানখলিফা হজরত আমীরুল মোমেনীন মির্জা বশীর উদ্দিন মাহ্‌মুদ আহ্‌মদ (আইঃ) সম্বন্ধেও বহুসংখ্যক ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন, যাহার মধ্যে দৃষ্টান্ত-স্বরূপ মাত্র কয়েকটি নিম্নে উল্লেখ করা গেল।

(۱) میرا پہلا لڑکا جو زندہ موجود ہے جسکا نام محمود ہے ابھی وہ پیدا نہیں ہوا تھا جو مجھے کشفی طور پر اس کے پیدا ہونے کی خبر دی گئی اور میں نے مسجد کی دیوار پر اسکا نام لکھا ہوا یہ پایا کہ محمود -

(১) ..... "আমার প্রথম পুত্র যিনি জীবিত আছেন, যাঁহার নাম **'মাহ্‌মুদ'**—তাঁহার জন্মগ্রহণের পূর্ব্বেই (আল্লাহ্‌তা'লা) আমাকে 'কাশ্‌ফের' অবস্থায় (তাঁহার জন্ম বিষয়ে) জ্ঞাত করিয়াছিলেন এবং (সে অবস্থায়) মস্‌জেদের দেওয়ালে, **'মাহ্‌মুদ'**, লেখা দেখিতে পাইয়াছিলাম। ....."

(۲) ایک دوسرا بشیر دیا جائیگا جسکا نام محمود ہوگا - وہ اولوالعزم ہوگا - اور حسن و احسان مین تیرا نظیر ہوگا وہ قادر ہے جس طور سے چہتا ہے پیدا کرتا ہے (اشتہار مورخہ ۱۴ جنوری ۱۸۸۹ ع)

(২) "……অন্য এক 'বশীর' তোমাকে দেওয়া হইবে যাহার নাম **'মাহ্‌মুদ'** হইবে। তিনি দৃঢ়-সঙ্কল্পসম্পন্ন হইবেন, এবং বাহ্যিক সৌন্দর্য্য ও আধ্যাত্মিক উন্নতির দিক দিয়া তোমরাই সদৃশ হইবেন। তিনি (খোদাতা'লা) সর্ব্ব-শক্তিমান, যেভাবে ইচ্ছা করেন, সেই ভাবেই সৃজন করেন। ……"
—'এশ্‌তেহার—১৪ই জানুয়ারী, ১৮৮৯ইং।

(۳) *** مصلح موعود کا نام الہامی عبارت مین فضل رکہا گیا ور نیز دوسرا نام اسکا محمود اور تیسرا نام بشیر ثانی بہی ہے اور ایک الہام مین اسکا نام فضل عمر ظاہر کیا گیا ہے (سبز اشتہار صفہ ۲۱)

(৩) "……'এল্‌হামে' (ঐশীবাণীতে) মোস্‌লেহ মাউদের নাম **'ফজল'** রাখা হইয়াছে এবং তাঁহার দ্বিতীয় নাম **'মাহ্‌মুদ'ও** রাখা হইয়াছে এবং তাঁহার তৃতীয় নাম **'দ্বিতীয় বশীর'ও** আছে; এবং এক 'এল্‌হামে' তাঁহার নাম **'ফজ্‌লে-ওমর'** বলিয়া বলা হইয়াছে।……"—'সবুজ এশ্‌তেহার'—পৃঃ ২১।

(۴) * * * اسکے ساتہ فضل ہے جو اسکے آنے کے ساتہ آئیگا * * * * * * وہ دنیا مین آئیگا اور اپنے مسیحی نفس اور روح الحق کی برکت سے بہتون کو بیماریون سے صاف کریگا - * * *

* * * - جس کا نزول بہت مبارک اور جلال الہی کے ظہور کا موجب ہوگا — * * *

اور خدا کا سایہ اسکے سر پر ہوگا — * * *

وہ جلد جلد بڑھیگا - اسیرون کی رستگاری کا موجب ہوگا اور زمین کے کنارون تک شہرت پائیگا اور قومین اس سے برکت پائینگی (اشتہار ۲۰ فروری ۱۸۸۲)

(৪) "……তাঁহার সহিত (খোদাতা'লার) 'ফজল' আছে যাহা তাঁহার আবির্ভাবের সহিত প্রকাশ পাইবে। …… …… …… …… তিনি পৃথিবীতে আবির্ভূত হইবেন এবং স্বীয় আরোগ্যকারী শক্তি ও আধ্যাতিক জীবনী-শক্তির সাহায্যে বহু-সংখ্যক রুগ্ন ব্যক্তিগণকে আরোগ্য করিবেন। …… …… …… যাঁহার আবির্ভাব আশীষ পূর্ণ ও খোদাতা'লার মহিমা বিকাশের কারণ হইবে। …… …… …… …… তাঁহার মস্তকোপরি খোদা-তা'লার ছায়া থাকিবে। …… …… …… …… তিনি উত্তরোত্তর উন্নতিলাভ করিবেন। তিনি বন্দী বা পরাধীন জাতীর উদ্ধার করিবার কারণ হইবেন। তাঁহার খ্যাতি পৃথিবীর কোণে কোণে প্রচারিত হইবে। বিভিন্ন জাতি তাঁহা হইতে আশীষ লাভ করিবে। …… ……"—"এশ্‌তেহার", ২০ই ফেব্রুয়ারী, ১৮৮৬ইং।

এতদ্ব্যতীত **প্রতিশ্রুত পুত্র 'মোস্‌লেহ্‌-মাউদ' বর্ত্তমান খলিফাতুল মসিহ্‌ হজরত মির্জা বশীর উদ্দিন মাহ্‌মুদ আহ্‌মদ (আইঃ)** সম্পর্কিত আরো বহুসংখ্যক ভবিষ্যদ্বাণী রহিয়াছে। 'তাজ্‌কারা' ও সেলসেলার বিবিধ পুস্তকাবলীতে তাহা বিশদরূপে বর্ণিত আছে।

বর্ত্তমানে এই প্রতিশ্রুত খলিফার সহিত সংশ্লিষ্ট থাকাই আশীষ লাভের একমাত্র উপায়।

واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین *

The Sun-Rise

An Organ of Muslim Religious,
Social and Political Thought.

Annual Subscription :—Rs. 4/-

Special Concession Price for the Non-Muslims &
Non-Ahmadees of Bengal.

For one year—Rs. 1/8/-

—To be paid in Advance—

Apply to the Manager, **15, Bakshi Bazar Road, DACCA.**

খলিফার বয়েত ও আজ্ঞাপালন

(হজরত খলিফাতুল্‌-মসিহ্‌-সানীর একটি খোৎবা হইতে গৃহীত) *

বিগত কোন খোৎবায়, আমি এক জন 'আন্‌সারী' সাহাবীর কথা উল্লেখ করিয়াছিলাম। রসুল করীমের (সাঃ) ওফাতের পর কোন কোন আন্‌সারী প্রস্তাব করিয়াছিলেন যে, তাঁহাদের মধ্য হইতে খলিফা নির্ব্বাচিত হইবেন। 'মোহাজেরগণ', বিশেষতঃ, হজরত আবু-বকর (রাঃ) বলিলেন, এরূপ নির্ব্বাচন কখনো ইস্‌লাম ধর্ম্মের পক্ষে লাভজনক হইবে না এবং মোসলমান কখনো এই নির্ব্বাচনে সন্তুষ্ট হইবেন না।

আন্‌সার ও মোহাজেরগণ ইহাতে একমত হইলেন এবং সাব্যস্ত করিলেন যে, কোন 'মোহাজেরের' হস্তে বয়েত করিবেন। পরিশেষে, তাঁহারা হজরত আবু-বকরের হস্তে (রাঃ) বয়েত গ্রহণ করিতে এক-মত হইলেন।

তখন সা'দ্‌ নামক এক ব্যক্তি বয়েত গ্রহণ করিতে অস্বীকৃত হন। তখন হজরত ওমর (রাঃ) বলিয়াছিলেন, اقتلوا سعدا। অর্থাৎ, "সা'দ্‌কে বধ কর।" তবু, তিনি নিজেও সাদ্‌কে বধ করেন নাই এবং অন্য কোন সাহাবীও তাঁহাকে বধ করেন নাই। সা'দ্‌ হজরত ওমরের (রাঃ) খেলাফত কাল পর্য্যন্ত জীবিত ছিলেন এবং তাঁহার খেলাফত কালেই সিরিয়া দেশে সা'দের মৃত্যু হয়।

ইহা হইতে পূর্ব্ববর্ত্তী ইমামগণ সপ্রমান করিয়াছেন যে, 'বধ-করা' (قتل) অর্থ এখানে জীবন-বধ নহে,—ইহার অর্থ অসহযোগ। আরবী ভাষায় قتل ('কতল', বধ) শব্দের কয়েকটি অর্থ আছে। তন্মধ্যে **একটি অর্থ 'বর্জ্জন' বা 'অসহযোগ'**।

আভিধানিকেরা নির্ণয় করিয়াছেন যে, হজরত ওমর (রাঃ) 'কতল' বা 'বধ' শব্দ দ্বারা 'অসহযোগ' মনে করিয়াছিলেন। নতুবা 'কতল' অর্থে 'প্রকাশ্য বধ করা' তাঁহার উদ্দেশ্য থাকিলে, তিনি তাঁহার স্বাভাবিক তেজস্বীতা বশতঃ নিজেই তাঁহাকে বধ করেন নাই কেন, বা কোন সাহাবী সা'দকে বধ করেন নাই কেন? হজরত ওমর তাঁহাকে বধ না করায়, বরং তাঁহার খেলাফত কালেও তাঁহাকে বধ না করায়,—(কাহারো কাহারো মতে তিনি হজরত ওমরের খেলাফতের পরেও জীবিত ছিলেন, এবং কেহও তাঁহার প্রতি হস্তোত্তোলন করে নাই),—ইহাই প্রকাশ পায় যে, 'কতল' (قتل) অর্থ ছিল 'বর্জ্জন', 'অসহযোগ'—বাহ্যিকভাবে বধ করা নহে। যদিও সেই সাহাবী অন্যান্য সাহাবিগণ হইতে, সাধারণতঃ, পৃথক থাকিতেন; কিন্তু কেহ তাঁহার প্রতি হস্তোত্তোলন করেন নাই।

সাহাবিগণের অবস্থা সম্বন্ধে ইস্‌লামী ইতিহাস-শাস্ত্রে তিনটি পুস্তক অত্যন্ত প্রসিদ্ধ। সাহাবিগণ সম্বন্ধে সমুদয় ঐতিহাসিক বিষয় সেই তিনটি পুস্তকের উপর নির্ভর করে এবং সমস্ত গবেষণা উহাদিগকেই কেন্দ্র করিয়া আছে। সেই পুস্তকত্রয়ের নাম, (১) 'তহ্‌জিবুত্‌-তহ্‌জিব', (২) 'আসাবা' ও (৩) 'আসাদুল্‌-গাবা'। এই তিনটি পুস্তকের প্রত্যেকটিতেই লিখিত আছে যে, সা'দ অন্যান্য সাহাবা হইতে **পৃথক হইয়া** সিরিয়ায় প্রস্থান করেন এবং সেখানেই তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হন। কোন কোন আভিধানিক গ্রন্থেও 'কতল' শব্দ সম্বন্ধে আলোচনাস্থলে এই ঘটনার উল্লেখ আছে।

প্রকৃত কথা, সাহাবিগণের মধ্যে ৬০।৭০ জনের নাম ছিল সা'দ। তাঁহাদের মধ্যেই এক জন ছিলেন **সা'দ-বিন্‌-আবি-বক্কাস্‌**। তিনি সুসংবাদ-প্রাপ্ত, 'আশ্‌রা-মোবাশ্‌-শরা', দশ জন সাহাবার মধ্যে এক জন ছিলেন। তিনি হজরত ওমর (রাঃ) কর্ত্তৃক প্রধান সৈন্যাধ্যক্ষের পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। তিনি সকল 'মোশবেরা' বা খলিফার **পরামর্শ-সভাতে** যোগদান করিতেন। এই সা'দ সেই সা'দ হইতে স্বতন্ত্র। পূর্ব্ব খোৎবায় আমি এই সা'দ সম্বন্ধে বলি নাই—তিনি 'মোহাজের' ছিলেন। আমি যে সা'দ সম্বন্ধে বলিয়াছিলাম, তিনি ছিলেন 'আন্‌সারী'। তাঁহার নাম ছিল **সা'দ্‌-বিন্‌-এবাদাহ্‌**।

আরবে লোকের নাম অনেক কম ছিল। সাধারণতঃ, এক এক গ্রামে এক নামের বহু ব্যক্তি বাস করিত। কাহারো সম্বন্ধে বলিতে হইলে, তাহার পিতার নামও উল্লেখ করিতে হইত। যেমন, সা'দ্‌-বিন্‌-এবাদাহ্‌ ও সা'দ্‌-বিন্‌-আবি-বক্কাস্‌, যে স্থলে পিতার নামে পরিচয় হইত না, সেস্থলে তাহার বাস-ভূমির নাম

* আল্‌-ফজল, ১৭ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৩৫। অনুবাদক—মৌলবী আবু হামেদ মোহাম্মদ আলী আন্‌ওয়ার সাহেব।

উল্লেখ করা হইত এবং যেখানে ইহাতেও পরিচয় হইত না, সেখানে গোষ্ঠি বা গোত্রের নাম করা হইত।

খলিফার শত্রু

আমি এই মস্‌জিদে (আক্‌সা-মসজিদ) হজরত খলিফা আওয়ালকে (রাঃ) বলিতে শুনিয়াছি, "তোমরা জান, প্রথম খলিফার শত্রু কে ছিল? কোরান পাঠ করিলে, জানিবে তাঁহার শত্রু ছিল, 'ইব্‌লিস্‌'। আমিও খলিফা। আমার শত্রু যে ব্যক্তি, সেও 'ইব্‌লিস্‌'।"

দুই প্রকার খলিফা

ইহাতে কোন সন্দেহ নাই যে, খলিফা 'মামুর' বা 'প্রত্যাদিষ্ট ব্যক্তি' নহেন; তবে ইহা অনিবার্য্য নয়। হজরত আদম (আঃ) **'মামুর ও খলিফা'** উভয়ই ছিলেন। হজরত দাউদও (আঃ) ছিলেন 'মামুর ও খলিফা'। সেইরূপ, হজরত মসিহ্‌ মাউদ (আঃ) 'মামুর ও খলিফা' ছিলেন। প্রত্যেক নবীই 'মামুর ও খোদার নির্ব্বাচিত খলিফা'। প্রত্যেক মানুষই যেমন এক হিসাবে খলিফা, সেইরূপ নবিগণও খলিফা।

তবে, এক প্রকার খলিফা আছেন, তাঁহারা কখনো 'মামুর', অর্থাৎ ঐশী-বাণী কর্ত্তৃক প্রত্যাদিষ্ট হইয়া ঐশী-আদেশে দণ্ডায়মান হন না; যদিও আনুগত্য ও আজ্ঞাপালনের দিক দিয়া তাঁহাদের ও নবিগণের মধ্যে কোন প্রভেদ নাই। নবীর আজ্ঞাপালন যেমন আবশ্যক, সেইরূপ খলিফাগণেরও আজ্ঞানুবর্ত্তীতা আবশ্যক।

অবশ্য, এই উভয় আনুগত্য ও আজ্ঞাপালনে একটি **বিশেষত্ব বা প্রভেদ** আছে। নবীর আনুগত্য ও আজ্ঞাপালনের কারণ—তিনি ঐশীবাণী ও পবিত্রতার কেন্দ্র। খলিফার আজ্ঞাপালন এজন্য করা হয় না যে, তিনি ঐশী-বাণী ও সমস্ত-পবিত্রতার কেন্দ্র; তাঁহার আজ্ঞাধীন হওয়ার কারণ, তিনি **'অহি-এলাহী** প্রয়োগ' ও সমগ্র **'নেজামের'** (জমাতের-সংগঠন ও সুশৃঙ্খলার) কেন্দ্র।

এনিমিত্তই সুবিজ্ঞ 'আহ্‌লে-এল্‌ম' (সুধী-মণ্ডলী) বলেন, নবিগণ **"আস্‌মতে-কুব্‌রা"** বা 'বৃহত্তম পবিত্রতার' অধিকারী হন এবং খলিফাগণ **'আস্‌মতে-সোগ্‌রার'** বা অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্রতর পবিত্রতার অধিকারী।

এই মসজিদে, এই মিম্বরের উপর, জুমার দিনই হজরত খলিফা আওয়ালের (আঃ) নিকট হইতে শুনিয়াছি, তিনি বলিতেন,—'তোমরা আমার কোন ব্যক্তিগত ব্যাপারে ছিদ্রান্বেষণ করিয়া সেই আনুগত্য ('এতাআত') হইতে বহির্গত হইতে পার না, যাহা খোদাতা'লা তোমাদের প্রতি ন্যস্ত করিয়াছেন। কারণ, যে কাজের জন্য আমি দণ্ডায়মান হইয়াছি, তাহা স্বতন্ত্র বস্তু। ইহা জমাতের **"শৃঙ্খলা-বিষয়ক একত্ব"** 'এত্তেহাদে-নেজাম'। এজন্য আমার আজ্ঞা পালন করিতে তোমরা বাধ্য।'

আল্লাহ্‌তা'লার সুন্নত

সুতরাং, নবিগণ সম্বন্ধে আল্লাহ্‌তা'লার **নিয়ম এই যে,** তিনি তাঁহাদের মানব-স্বভাব-সুলভ দুর্ব্বলতায় হস্তক্ষেপ করেন না। **'তৌহিদ'** ও **'রেসালতের'** মধ্যে প্রভেদ প্রকাশ করিবার জন্যই তদ্রূপ করেন। ওম্মতের শিক্ষা লাভের উদ্দেশ্যেও ইহার প্রয়োজন আছে; যেমন, 'সেজ্‌দা-সহু', যাহা ভুলের ফলে করিতে হয়; কিন্তু ইহার একটি উদ্দেশ্য ওম্মতকে ভুল সংক্রান্ত আদেশাবলী সম্বন্ধে ব্যবহারিক শিক্ষা প্রদান। তদ্ব্যতীত তাঁহাদের সকল কার্য্যই খোদা-তা'লার **হেফাজতে** থাকে।

খলিফাগণ সম্বন্ধে আল্লাহ্‌তা'লার সুন্নত এই যে, তাঁহাদের ঐ সমুদয় কার্য্যাদি, যাহা সেল্‌সেলার **নেজামের (সুশৃঙ্খলার) উন্নতিকল্পে** তাঁহারা করেন, তৎ-সমুদয়ই খোদাতা'লার হেফাজতে থাকে এবং তাঁহারা কখনো এবিষয়ে ভুল করেন না। যদি ইহাতে তাঁহাদের কোন ভ্রম জন্মে, তাহাতে তাঁহারা কায়েম থাকেন না, কারণ তাদৃশ ভ্রম দ্বারা জমাতের কোন অনিষ্ট ঘটিতে পারে, কিম্বা ইস্‌লামের জয়ের স্থানে পরাজয় ঘটিতে পারে।

'নেজাম'ও ইস্‌লামের উন্নতির জন্য তাঁহারা যে কাজই করিবেন খোদাতা'লা তাহার তত্ত্বাবধান করিবেন। তাঁহারা কখনো ভ্রম করিলেও খোদা স্বয়ং তাহা সংশোধন করিবার জন্য দায়ী থাকিবেন।

অন্য কথায়, 'নেজাম' সম্বন্ধে খলিফাগাণের কার্য্যের জন্য দায়ী তাঁহারা নহেন, বরং, খোদাতা'লা স্বয়ং দায়ী। এ নিমিত্তই বলা হয়, আল্লাহ্‌-তা'লা স্বয়ং খলিফাগণকে **'কায়েম' করেন।**

ইহার এ অর্থ নয় যে, তাঁহারা ভ্রম করিতে পারেন না। প্রকৃত কথা এই যে,—খোদা-তা'লা হয় ত তাঁহাদেরই বাক্য বা কার্য্য দ্বারা সেই ভ্রম সংশোধন করেন, কিম্বা যদি তাঁহাদের বাক্য কিম্বা কার্য্য দ্বারা ভ্রম সংশোধন না করেন, তবে সেই ভ্রমের কুফল পরিবর্ত্তন করিবেন।

যদি খোদাতা'লা, বিশেষ 'হেক্‌মত' বা জ্ঞানমূলক উদ্দেশ্য বশতঃ, এরূপ ইচ্ছা করেন যে, খলিফাগণ কখনো এমন ভ্রম করেন, যাহার

ফল বাহ্যতঃ মোসলমানগণের পক্ষে অনিষ্টজনক বোধ হয় এবং যাহার দরুণ বাহ্য দৃষ্টিতে জমাত সম্বন্ধে আশঙ্কা করা হয় যে, জমাত উন্নতি করিবার পরিবর্ত্তে অবনতির দিকে যাইবে, তবে আল্লাহ্‌তা'লা তখন অত্যন্ত সংগোপনীয়ভাবে এমন উপকরণ সৃষ্টি করেন, যদ্দারা সেই ভ্রমের ক্রিয়া নষ্ট হয় এবং জমাত অবনতির দিকে না যাইয়া উন্নতি-মার্গে আরোহণ করে। ইহাতে সেই অপ্রকাশিত বিশেষ উদ্দেশ্যও পূর্ণ হয়, যাহার জন্য খলিফার মনঃপটে ভ্রমরেখা প্রকটিত হইয়াছিল।

নবিগণের মধ্যে উল্লিখিত উভয় বস্তুই থাকে। যথা, "আস্‌মতে কুব্‌রা" ও "আস্‌মতে সুগ্‌রা", অর্থাৎ ক্ষুদ্র ও বৃহৎ উভয় প্রকার পবিত্রতা। তাঁহারা একদিকে ঐশী আদেশ প্রয়োগ ও 'নেজাম' উভয়েরই কেন্দ্রস্থল এবং অন্যদিকে 'অহি' ও 'আমলেরও' পবিত্রতার কেন্দ্র।

তবে, ইহার এ অর্থ নয় যে, প্রত্যেক খলিফাই 'আমলের পবিত্রতার' কেন্দ্র হইবেন না। অবশ্য, এরূপ হইতে পারে যে, আমলের পবিত্রতা সংক্রান্ত কোন কোন কার্য্যে তাঁহারা **অন্যান্য 'আওলিয়া'** হইতে ন্যূন হইতে পারেন।

সুতরাং, যে স্থলে 'আমলের' পবিত্রতা ও সেল্‌সেলার 'নেজাম', এই উভয় দিক দিয়াই কেন্দ্রস্বরূপ খলিফা হইতে পারেন, সেস্থলে এমন খলিফাও হইতে পারেন, যিনি 'পবিত্রতা ও বেলায়তের' ('অলি' হওয়ার) দিক দিয়া অন্যান্যাপেক্ষা হীন হইতে পারেন। তবু **'নেজাম' সংক্রান্ত উপযুক্ততার** দিক দিয়া শেষোক্ত খলিফাগণও অন্যান্যাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হইবেন। যাহাহউক, সর্ব্বাবস্থায় প্রত্যেক ব্যক্তির পক্ষে তাঁহাদের 'এতাআত' (আজ্ঞানুবর্ত্তীতা) 'ফরজ' বা অপরিহার্য্য কর্ত্তব্য।

'নেজাম' বা জমাতের সংগঠন ও সুশৃঙ্খলার সম্বন্ধ কতকটা জমাতের শাসন-ক্রিয়ার সহিত। এ নিমিত্ত খলিফাগণ সম্বন্ধে দেখিবার প্রধান বিষয়, তাঁহারা 'নেজাম' সংরক্ষার দিক দিয়া শ্রেষ্ঠ কিনা, যদিও তৎসঙ্গেই ইহাও দেখা প্রয়োজন যে, ধর্ম্মের আদেশ নিষেধ ও তাহার প্রকৃত অর্থ বজায় রাখা এবং তাহাও প্রতিষ্ঠা করিবার প্রতি তাঁহাদের লক্ষ্য আছে কি না।

এ নিমিত্ত কোরান শরীফে, যেখানে খেলাফত সম্বন্ধে উল্লেখ করা হইয়াছে, সেখানে ইহাও বলা হইয়াছে যে, —

وليمكنن لهم دينهم الذى ارتضى لهم (نور ٧٤)

"খোদা তাঁহাদের ধর্ম্ম সুদৃঢ় করিবেন এবং তাহা জগতে প্রবল করিবেন।"

সুতরাং, যে ধর্ম্ম খলিফাগণ পেশ করেন, তাহা খোদাতা'লার হেফাজত বা তত্ত্বাবধানে থাকে। ইহা 'হেফাজতে সোগ্‌রা'। এই তত্ত্বাবধান সত্ত্বেও তাঁহারা ভুল করিতে পারেন এবং খলিফাগণের মধ্যে পরস্পর মতানৈক্য ঘটিতে পারে, কিন্তু তাহা অতি সামান্য ও উপেক্ষণীয় বিষয়ে সম্ভবপর; যেমন, কোন কোন 'মসয়্‌লা' (বিধি) সম্বন্ধে হজরত আবুবকর (রাঃ) ও হজরত ওমরের (রাঃ) মধ্যে মতানৈক্য ছিল। এখন পর্য্যন্ত এই সমস্ত বিষয় সম্বন্ধে 'ওম্মতে মোহাম্মদীয়া' একমতে উপনীত হইতে পারে নাই। এই অনৈক্য শুধু খণ্ড-বিষয় সম্বন্ধে সম্ভবপর।

মৌলিক-নীতি ('অসূল') সংক্রান্ত বিষয়ে তাঁহাদের মধ্যে কখনো অনৈক্য ঘটিবে না; বরং তাঁহাদের মধ্যে **এমন ঐক্য থাকিবে** যে, তাঁহারা তদ্বিষয়ে বিশ্বজগতের 'হাদী' ও পথ-প্রদর্শক হইবেন এবং বিশ্ব-বাসীকে তদ্বিষয়ে জ্যোতিঃ প্রদান করিবেন।

বয়েতের গুরুত্ব

সুতরাং এমন কথা বলা যে, কেহ 'বয়েত' না করিয়াও বয়েত-কৃত ব্যক্তির মর্য্যাদা লাভ করিতে পারে, প্রকৃতপক্ষে ইহাই প্রকাশ করে যে, এমন ব্যক্তি বুঝিতে পারে নাই যে, 'বয়েত' ও নেজাম' কি?

'মোশ্‌বেরা' বা পরামর্শ সম্বন্ধেও একথা স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে, কোন বিষয়ের বিশেষজ্ঞ (Expert) কোন ব্যক্তি **অন্য ধর্ম্মাবলম্বী** হইলেও তাহার সহিত পরামর্শ করা যায়। হজরত মসিহ মাউদ (আঃ) একটি মোকদ্দমায় একজন ইংরাজ উকীল রাখিয়াছিলেন। ইহার এ অর্থ নয় যে, তিনি নবুওত বিষয়ে তাঁহার সহিত পরামর্শ করিতেন।

'আহজাব যুদ্ধকালে' রসুল করীম (সাঃ) সালমান ফারসীর (রাঃ) সহিত পরামর্শ করেন। তাঁহাদের দেশীয় যুদ্ধ-প্রণালী সম্বন্ধে আঁ-হজরত (সাঃ) তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করেন। তাঁহাদের দেশে পরিখা খনন করা হইত, তিনি বলিলেন। আঁ-হজরত (সাঃ) বলিলেন, "ইহা অতি উত্তম ব্যবস্থা।" তখন পরিখা খনন করা হইল। এনিমিত্ত ইহাকে "গজ্‌ওয়ায়-খন্দক" বা পরিখা-যুদ্ধও বলা হয়।

ইহাতে আমরা বলিতে পারি না যে, সালমান ফারসী (রাঃ) যুদ্ধ বিদ্যায় রসুল করীম (সাঃ) অপেক্ষা বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। যুদ্ধ বিদ্যায় মোহাম্মদ রসুল্লাহ্‌র (সাঃ) যে নৈপুণ্য ছিল, তাহা সালমান ফারসীর (রাঃ) কোথায় ছিল? কিম্বা রসুল্লাহ্‌ (সাঃ) যে

কাজ করিতেন, তাহা তিনি কখন করিয়াছেন? খলিফাগণের সময়েও হজরত সালমান ফারসীকে প্রধান সৈন্যাধ্যক্ষ করা হয় নাই, যদিও তিনি দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত জীবিত ছিলেন।

সুতরাং, ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী হইলেও কোন বিশেষজ্ঞের সহিত পরামর্শ করা যায়। আমার পীড়া হইলে, কোন কোন সময়, ইংরাজ ডাক্তারদের সহিত পরামর্শ করিয়া থাকি। ইহার অর্থ এই নয় যে, আমি তাহাতে খেলাফত সংক্রান্ত বিষয়ে পরামর্শ করি; কিম্বা হজরত মসিহ্ মাউদের (আঃ) সাহাবিগণকে যে স্থানীয় মনে করি, তাঁহাদিগকেও সেই স্থানীয়ই মনে করি এমন নয়। ইহার অর্থ শুধু এই, আমি চিকিৎসা সম্বন্ধে তাঁহাদের পরামর্শ গ্রহণ করি।

সুতরাং, যদি একথা ধরিয়াও লওয়া যায় যে, সা'দ্-বিন্-এবাদাহ্‌র সহিত কোন পার্থিব বিষয়ে, (তিনি তদ্বিষয়ে একজন বিশেষজ্ঞ হইয়া থাকিলে) পরামর্শ গ্রহণ করা সাব্যস্ত হয়, তবু একথা বলা যায় না যে, তিনি পরামর্শসমূহে ('মোশ্‌বেরায়') যোগদান করিতেন।

তাঁহার সম্বন্ধে কোন 'সহী রেওয়াএত' এমন নাই, যাহাতে এরূপ কোন উল্লেখ আছে যে, তিনি পরামর্শে (খলিফার পরামর্শ সভায়) যোগদান করিতেন। ইহার বিপরীত, সমস্ত রেওয়াএত-গুলি একত্র গ্রহণ করিলে দেখা যায় যে, তিনি মদিনা পরিত্যাগ করিয়া সিরিয়ার দিকে চলিয়া গিয়াছিলেন। ইহাতে সাহাবিগণের অভিমত ছিল যে, তিনি ইস্‌লামের কেন্দ্র হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়াছিলেন। এজন্য তাঁহার মৃত্যুর পর, সাহাবিগণ সম্বন্ধে উক্ত আছে যে, তাঁহারা বলিয়াছেন, "ফেরেস্তাগণ কিম্বা 'জেনেরা' তাঁহাকে বধ করিয়াছে।" ইহাতে জানা যায় যে, সাহাবিগণের মতে তাঁহার মৃত্যুও ভাল অবস্থায় হয় নাই। কারণ, ফেরেস্তাই সকলের প্রাণ গ্রহণ করে। তাঁহার মৃত্যু সম্বন্ধে একথা বলা যে, তাঁহাকে ফেরেস্তাগণ কিম্বা জেনেরা বধ করিয়াছে, একথা প্রকাশ করে যে, তাঁহাদের মতে তাঁহার মৃত্যু এমনভাবে সংঘটিত হইয়াছিল যে, খোদাতা'লা বিশেষ কার্য্য দ্বারা তাঁহার লোকান্তর ক্রিয়া সম্পাদন করেন, যেন তিনি 'শেকাক' বা জমাতের অনৈক্যের কারণ না হন।

এই সকল রেওয়াএত দ্বারা জানা যায় যে, সাহাবাগণের হৃদয়ে তাঁহার সেই মর্য্যাদা ছিল না, (কোন সময় তাঁহার যে স্থান ছিল উহার দিক দিয়া) যাহা হওয়া উচিত ছিল। উপরন্তু, ইহাও নির্ণীত হয় যে, সাহাবা তাঁহার প্রতি সন্তুষ্ট ছিলেন না। নতুবা তাঁহারা কিরূপে একথা বলিতে পারিতেন যে, "ফেরেস্তাগণ কিম্বা জেনেরা" তাঁহাকে বধ করিয়াছে?

শুধু ইহাই নহে, ইহাপেক্ষাও শক্ত কথা তাহার মৃত্যু উপলক্ষে বলা হইয়াছে। তাহা আমি আমার মুখে বলিতে চাই না।

সুতরাং, এরূপ ধারণা পোষণ করা যে, **খেলাফতের বয়েত না করিয়াও মানুষ ইস্‌লামী 'নেজামে' (জমাতের সুনিয়ন্ত্রিত ব্যবস্থায়) তাহার স্থান বজায় রাখিতে পারে—ইহা ঘটনাবলী ও ইসলামী শিক্ষার সম্পূর্ণ বিরোধী।** যে ব্যক্তি এইরূপ ধারণা মনে পোষণ করে, তাহার সম্বন্ধে একথা বলিতে পারি না যে, সে বয়েতের অর্থ একটুও বুঝিতে পারিয়াছে।

নবী দিবস! নবী দিবস!!

আগামী ৩১শা অক্টোবর রবিবার

নবীশ্রেষ্ঠ হজরত মোহাম্মদ মোস্তাফার (সাঃ) জীবন-চরিত ও কার্য্যকলাপ আলোচনা করুন। এই সৎকার্য্যে উক্ত দিবস উৎসর্গ করিয়া পুণ্য সঞ্চয় করুন।

খেলাফতের আবশ্যকতা

[মিস্ তায়েবা খাতুন,—কাদিয়ান]

যখনই এই পৃথিবীতে পূর্ণমাত্রায় অধর্ম্ম, অনাচার ও ব্যভিচারের প্রলয়াভিনয় হইতে থাকে এবং মানব সত্যপথ হইতে ভ্রষ্ট হইতে থাকে, তখনই পরম করুণাময় আল্লাহ্‌তালা পুনরায় মানবের হৃদয় সত্যের আলোকে আলোকিত করিবার জন্য জগতে পথ-প্রদর্শকরূপে নবী প্রেরণ করিয়া থাকেন। মানব যতই বুদ্ধিমান হউক না কেন, যে পর্য্যন্ত খোদাতা'লার নিকট হইতে তাহাদের জন্য নবী বা পথ-প্রদর্শক আসিয়া পথ না দেখান, সে পর্য্যন্ত সে কখনও صراط المستقيم অর্থাৎ সত্য পথে চলিতে পারে না। জগতে এমন কোন জাতি নাই যাহাদের মধ্যে খোদাতা'লা নবী প্রেরণ করেন নাই। খোদাতা'লা তাঁহার পবিত্র কোরান শরীফে বলিতেছেন—

وان من امة الا خلا فيه نذير

অর্থাৎ, "পৃথিবীতে এমন কোন জাতি নাই, যাহাদের মধ্যে খোদাতা'লা কোন পথ-প্রদর্শনকারী পাঠান নাই।"

প্রত্যেক ধর্ম্মেরই ভিত্তি একজন নবী দ্বারা স্থাপিত হইয়াছে এবং এই নবী দ্বারাই জগতে ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। তাঁহারা যখন এই পৃথিবী হইতে বিদায় গ্রহণ করেন, তখন খোদাতা'লা তাঁহাদের কার্য্যকে পরিচালিত করিবার জন্য তাঁহাদের স্থলবর্ত্তী করিয়া **খলিফা নিযুক্ত করেন**। খোদাতা'লা তাঁহার মোমেন বান্দার নিকট প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন—

ليستخلفنهم فى الارض

অর্থাৎ "নিশ্চয়ই আমি তাহাদের জন্য দুনিয়াতে খলিফা নিযুক্ত করিব"। এখন প্রশ্ন উঠিতে পারে, খোদাতা'লা কি পদ্ধতিতে এই খলিফা নিযুক্ত করিবেন? আল্লাহ্‌তা'লা বলিতেছেন,—

كما استخلف الذين من قبلهم

অর্থাৎ "হজরত মুসার (আঃ) পর ইয়ুশা এবং হজরৎ রসুল করীমের (সাঃ) পর হজরত আবুবকর (রাঃ) যেমন খলিফা হইয়াছিলেন তেমনি, হে মোমেন, তোমাদের মধ্য হইতে খলিফা হইবেন।" এখন প্রশ্ন করা যাইতে পারে যে, কি জন্য, বা কেন খলিফা করা হইবে? খোদাতা'লা বলেন—

وليمكنن لهم دينهم

অর্থাৎ "খলিফা ধর্ম্ম মজবুত বা দৃঢ় করিবেন এবং জগতে ধর্ম্ম প্রচারিত করিবেন।"

হজরত রসুল করীমের (সাঃ) অন্তর্ধানের পর লোকেরা যখন ক্রমে ক্রমে 'মুরতাদ' বা ধর্ম্মভ্রষ্ট হইয়া যাইতেছিল, তখন খোদাতা'লা নিজ হইতে ধর্ম্মকে রক্ষা করিবার জন্য হজরত আবুবকরকে (রাঃ) খলিফা নিযুক্ত করেন এবং তাঁহার পর ক্রমান্বয়ে চারিজন খলিফা কয়েক বৎসর ধরিয়া খেলাফত করেন। এই খলিফাদের সময় "দীন ইসলাম" যেরূপ দ্রুত উন্নতি করিয়াছিল, তেমন উন্নতি আর কখনও করে নাই। অতঃপর, খেলাফতের অবসানের সঙ্গে সঙ্গে ইসলাম সমাজে পুনরায় অনৈসলামিক অনাচার ঢুকিয়া মোসলমানদিগকে ক্রমে ক্রমে অধঃপতনের নিম্নতম স্তরে টানিয়া লইয়া যাইতেছিল। তখন এ-হেন দুর্দ্দিনে পরম দয়ালু খোদাতা'লা তাঁহার বিপথগামী সন্তানদিগকে সত্য পথে ফিরাইয়া আনিবার জন্য তাঁহার প্রিয় নবী হজরত মসিহ্ মাউদকে (আঃ) এ পাপপূর্ণ জগতে পাঠাইলেন। তিনি জীবন ব্যাপিয়া ধর্ম্ম সেবা করিয়া মৃতপ্রায় ইসলামকে জগতে পুনর্জীবিত করিয়া এক ধর্ম্মপ্রাণ সুধীমণ্ডলীর প্রতিষ্ঠা করিয়া যান।

অতঃপর, যখন তিনি মহাপ্রয়াণ করেন, তখন বিধর্ম্মিগণ এই সমাজের ভবিষ্যৎ লইয়া নানারূপ কুকল্পনা ও বাদ-প্রতিবাদ করিতে আরম্ভ করে। বাস্তবিকই এই সময় ভয়ানক আশঙ্কা-জনক ও বিপদময় সময় ছিল; কিন্তু ঠিক এই উপস্থিত সময় খোদাতা'লা তাঁহার নিজ প্রতিজ্ঞা রক্ষা করেন এবং হজরত রসুলে করীমের (সাঃ) পর হজরত আবুবকরকে (রাঃ) যেমন খলিফা করিয়াছিলেন তেমনি হজরত মসিহ্ মাউদের (আঃ) পর মরহুম হজরত মৌলানা হাজী হাফেজ নুরউদ্দিন সাহেবকে (রাঃ) খলিফা নিযুক্ত করেন। তিনি প্রায় ছয় বৎসরকাল খেলাফত করেন। তাঁহার অন্তর্ধানের পর আল্লাহ্‌তা'লা আমাদের বর্ত্তমান খলিফা হজরত মির্জ্জা বশিরুদ্দিন মাহ্‌মুদ আহ্‌মদকে (আইঃ) খলিফা নিযুক্ত করেন। এই খলিফার (আইঃ) আমলে ইসলাম প্রচারের অভূতপূর্ব্ব সাড়া পড়িয়াছে। জগতের প্রতি কোণে ইসলাম পতাকা উড্ডীন হইয়াছে। আজ লণ্ডনের বুকে, সিকাগোর বুকে তৌহীদের ধ্বনি নিনাদিত হইতেছে। পূর্ব্বে যাহারা ইসলামের শত্রুর

মধ্যে গণ্য ছিল আজ তাহারা ইসলামের এমনি ভক্ত হইয়াছেন যে, শয্যা গ্রহণের পূর্ব্বে হজরত রসুল করীম (সাঃ) এবং হজরত মসিহ্‌ মাউদের (আঃ) উপর দরূদ পাঠ না করিয়া শয্যা গ্রহণ করেন না। ইহা বাস্তবিকই এক অলৌকিক ব্যাপার। এখন অনেকে বলেন যে, আহ্‌মদী সমাজ একটী আগ্নেয়গিরি স্বরূপ; এখন হইতে যদি ইহার গতি রোধ না করা যায়, তবে ইহা ভবিষ্যতে বিস্ফুরীত হইয়া সমস্ত জগৎ গ্রাস করিবে।

এই যুগে আহ্‌মদীয়া সিল্‌সিলার এরূপ দ্রুত উন্নতি খোদাতা'লার ليستخلفنهم—وليمكنن لهم دينهم প্রতিজ্ঞানুযায়ী খেলাফত প্রতিষ্ঠিত হওয়ার ফলেই হইয়াছে। এই খলিফার আমলে "দীন ইসলাম" এরূপ উন্নতি করিবার এবং এত দ্রুত প্রচারিত হইবার একমাত্র কারণ এই যে, প্রত্যেক আহ্‌মদী আজ এক খলিফার অনুগত,—এক খলিফার ইঙ্গিতে ধন, মান, প্রাণ, সর্ব্বস্ব কোরবাণ করিতে প্রস্তুত।

বাস্তবিকই খেলাফত একটী মহা আশীষ; ইহা জমাতের আত্মা-স্বরূপ; এই খেলাফত দ্বারাই জমাতের উন্নতি হইয়া থাকে। বর্ত্তমান সময়ে আহ্‌মদিগণ ধর্ম্মের জন্য আত্ম-ত্যাগের যে পরিচয় দিতেছে, তাহা অন্য কোন সম্প্রদায়ের লোকেরা দিতে পারে না; আজ আহ্‌মদীদের এত দ্রুত উন্নতি করিবার একমাত্র কারণ এই যে, তাহারা এক খলিফার আদেশ নতশিরে মানিয়া লইয়াছে ও লইতেছে। জমাতের উন্নতি খলিফার উপর নির্ভর করে। খোদা বলিয়াছেন—"আমি অবশ্য খলিফাকে জগতের সম্মুখে উন্নত করিব এবং তাঁহার দ্বারা ধর্ম্মকে সুদৃঢ় ও সুপ্রতিষ্ঠিত করিব ও দিকে দিকে তাহা প্রচারিত করিব।" খলিফার নেতৃত্বাধীনে পরিচালিত হইয়া আজ আহ্‌মদীয়া সম্প্রদায় শনৈঃ শনৈঃ উন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছে। খলিফা বিহীন সম্প্রদায়ের সহিত তাহাদের তুলনা করিলে স্পষ্ট প্রমাণিত হয় যে, খলিফা ব্যতিরেকে জমাত কখনও উন্নতি লাভ করিতে পারে না।

হে খোদা, রাব্বুল-আলামিন! তুমি আমাকে এবং আমাদের জমাতের সকল ভাইভগ্নিকে খলিফার আদেশ নতশিরে মানিয়া লইবার তৌফিক দাও এবং যে সকল মোনাফেক জমাতের মধ্যে অশান্তি সৃষ্টি করিতেছে তাহাদিগকে তুমি হেদায়েত দাও, বা তাহাদিগকে জমাত হইতে পৃথক করিয়া জগতে শান্তি ও 'আমন' কায়েম কর—এই আমার বালিকা হৃদয়ের আকুল প্রার্থনা, আমীন।

পুণ্য সঞ্চয়ের সুবর্ণ সুযোগ!

স্বয়ং 'আহমদীর' গ্রাহক হউন

ও

গ্রাহক সংগ্রহ করুণ!!

খলিফা কখনো পদচ্যুত হইতে পারেন না *

আমি তোমাদিগকে বারম্বার বলিয়াছি, এবং কোরান শরীফ হইতে দেখাইয়াছি যে, খলিফা করা মানুষের কাজ নয়, ইহা খোদার কাজ। আদমকে (আঃ) খলিফা কে করিয়াছিল? আল্লাহ্‌তা'লা। তিনি বলিয়াছেন,

انی جاعل فی الارض خلیفة

"আমি পৃথিবীতে খলিফা করিব।" আদমের এই খেলাফত সম্বন্ধে ফেরেস্তাগণ 'এতেরাজ' (আপত্তি) করিয়া বলিয়াছিল, "হুজুর, সে বিশ্বে বিপ্লব ও রক্তপাত আনয়ন করিবে।" তাহারা এই 'এতেরাজ' করিয়া কি ফল লাভ করিয়াছিল? তোমারা কোরান মজিদ পাঠ করিয়া দেখ, পরিশেষে আদমের জন্য তাহাদের সেজদা করিতে হইয়াছিল। সুতরাং, যদি কেহ আমার প্রতি 'এতেরাজ' করে, **সে ফেরেস্তা হইলেও** আমি তাহাকে বলিব যে, আদমের খেলাফতের সম্মুখে প্রণত হও, ইহাতেই মঙ্গল। যদি সে অস্বীকার ও অহঙ্কার করিয়া ইব্‌লিস হইতে চায়, তবে স্মরণ রাখিতে হইবে যে, ইবলিস্ আদমের সহিত বিরোধ করিয়া কোন ফল লাভ করিতে পারে নাই। **আমি আবার বলি,** যদি কেহ ফেরেস্তা হইয়াও আমার খেলাফত সম্বন্ধে আক্রমণমূলক প্রশ্ন করে, তবে সৎস্বভাবাপন্ন ব্যক্তিগণ তাহাকে اسجدوا لادم (আদমের জন্য সেজদা কর) আদেশের দিকে আনয়ন করিবে। সে ইবলিস হইলে, এই দরবার হইতে বাহির হইয়া যাইবে। তারপর, অন্য এক **খলিফা ছিলেন দাউদ** (আঃ)। খোদাতালা বলিয়াছেন

یا داؤد انا جعلنک خلیفة فی الارض

"হে দাউদ, আমি তোমাকে খলিফা করিয়াছি।" দাউদকেও খোদাতা'লাই খলিফা করিয়াছিলেন। তাঁহার সহিত যাহারা বিরোধ করিয়াছিল, তাহারা বিপ্লব করিয়া তাঁহার দুর্গ আক্রমণ পূর্ব্বক অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়াছিল, কিন্তু খোদাতা'লা যাঁহাকে খলিফা করিয়াছিলেন, তাঁহার সহিত বিরোধ করিয়া কেহ উত্তম ফললাভ করিতে পারে না।

তারপর, আল্লাহতা'লা হজরত আবুবকর (রাঃ) ও হজরত ওমরকে (রাঃ) খলিফা করিয়াছিলেন। রাফেজিগণ এখন পর্য্যন্ত এই খেলাফত নিয়া আপত্তি করিয়া থাকে; কিন্তু তোমরা কি দেখিতে পাও না যে, কোটি কোটি মানব তাঁহাদের প্রতি আন্তরিকভাবে দোয়া-দরুদ পাঠ করিয়া থাকে? **আমি কসম করিয়া বলি, আমাকেও খোদাতা'লাই খলিফা করিয়াছেন।**

এই যে মসজিদ ইহা আমার অন্তরকে অত্যন্ত সন্তুষ্ট করিয়াছে। ইহার ভিত্তি স্থাপনকারী ও সাহায্যকারীদের জন্য আমি দোয়া করিয়াছি। আমার দৃঢ় বিশ্বাস আমার দোয়া 'আরশ' পর্য্যন্ত পৌঁছিয়াছে। এই মসজিদে দাঁড়াইয়া আমি একথা ঘোষণা করিতেছি যে, যেরূপ আদম (আঃ), দাউদ (আঃ), আবুবকর (রাঃ) ও ওমরকে (রাঃ) আল্লাহ্‌তা'লাই খলিফা করিয়াছিলেন, সেইরূপ আমাকেও তিনিই খলিফা করিয়াছেন।

যদি কেহ বলে যে, আঞ্জোমন খলিফা নিযুক্ত করিয়াছে, তবে সে মিথ্যাবাদী। এইরূপ ধারণা ধ্বংসমুখে উপনীত করিতে পারে। তোমরা ইহা হইতে বাঁচ। **আবার শুন,** আমাকে কোন আঞ্জোমন খলিফা করেও নাই এবং আমি কোন আঞ্জোমনকে ইহার উপযুক্তও মনে করি না যে, উহা খলিফা নিযুক্ত করিতে পারে। আমাকে কোন আঞ্জোমন খলিফা করে নাই এবং ইহার খলিফা করারও আমি কোন মর্য্যাদা করি না। ইহা আমাকে পরিত্যাগ করিলে, তৎপ্রতি আমি থুথুও নিক্ষেপ করি না। এখন কাহারো শক্তি নাই যে, আমা হইতে খেলাফত বিচ্ছিন্ন করিতে পারে।

এখন প্রশ্ন হয়, খেলাফতের 'হক্' কাহার? **একজন আমার অতি প্রিয় মাহ্‌মুদ।** তিনি আমার 'মোহ্‌সেন' ও 'আকা', প্রভুর পুত্র। তাঁহার জামাতা হিসাবে নবাব মোহাম্মদ আলী খানেরও উল্লেখ করিতেছি। তাঁহার শ্বশুর হিসাবে নাসের নবাব সাহেবের 'হক' আছে; নতুবা উম্মুল মোমেনীনের 'হক' আছে; তিনি হজরত সাহেবের বিবি। ইঁহারাই খেলাফতের 'হক্‌দার' হইতে পারেন। কেমন আশ্চর্য্যের কথা, যাহারা খেলাফত সম্বন্ধে কুতর্ক করে এবং বলে যে, তাহাদের হক্ কেহ নিয়া গিয়াছে, তাহারা এতটুকু পর্য্যন্ত ভাবে না যে,

* ১৯১২ সনের ২১ ও ২৮ জুন তারিখের 'আল্‌হাকাম' পত্রিকায় প্রকাশিত হজরত খলিফা আউয়ালের (রাঃ) সুপ্রসিদ্ধ লাহোর বক্তৃতা হইতে মৌলবী আবু হামেদ মোহাম্মদ আলী আনোয়ার সাহেব কর্ত্তৃক সংগৃহীত ও অনুদিত।

তাঁহারা (উল্লিখিত 'হকদার' ব্যক্তিগণ) সকলে আমার অনুগত, ফরমাবরদার ও ওফাদার; তাঁহারা তাঁহাদের দাবী তাহাদের সম্মুখে উপস্থিত করেন নাই।

মির্জা সাহেবের সন্তানগণ অন্তর হইতে আমার ভক্ত—'ফিদাই'। আমি সত্য বলিতেছি, যত আনুগত্য ও আদেশ-পালন **আমার প্রিয় মাহ্‌মুদ,** বশীর, শরীফ, নবাব নাসের ও নবাব মোহাম্মদ আলী খান করেন—**ইহার দৃষ্টান্ত তোমাদের একজনের মধ্যেও পাওয়া যায় না।** আমি কোন লেহাজ (খাতির) বশতঃ বলি না। আমি একটি প্রকৃত ঘটনা উল্লেখ করিতেছি। ইহার ঘোষণা হওয়া আবশ্যক।

তাঁহারা খোদার সন্তুষ্টির জন্য প্রেম করেন। বিবি সাহেবার * মুখে আমি বারম্বার শুনিয়াছি, তিনি বলিয়াছেন, "আমি আপনার দাসী।" মিঞা মাহ্‌মুদ সাবালক। তাঁহাকে জিজ্ঞাসা কর। তিনি সত্য সত্য 'ফরমাবরদার,' অনুগত। কোন আপত্তিকারী বলিতে পারে যে, তিনি 'ফরমাবরদার' নহেন। তাহা নয়; আমি উত্তমরূপে জানি, তিনি আমার যথার্থ অনুগত। তোমাদের মধ্যে তাঁহার ন্যায় কেহও অনুগত নয়। হজরত আলী (রাঃ), ফাতেমা (রাঃ) ও আব্বাস (রাঃ) **হজরত আবুবকরের** (রাঃ) নিকট 'বয়েত' গ্রহণ করিয়াছিলেন, তদপেক্ষা অধিক হজরত মির্‌জা সাহেবের পরিবার আমার 'ফরমাবরদারী' (আনুগত্য) করেন। ইহাদের প্রত্যেকেই আমার প্রতি 'ফেদা', বিলীন। আমি কখনো ধারণা করিতে পারি না যে, আমার সম্বন্ধে তাঁহাদের ভ্রমেও কোন সন্দেহ হয়।

শুন, আমার মনে কখনো খলিফা হওয়ার কোন আকাঙ্খা ছিল না। আমি যখন মির্‌জা সাহেবের মুরিদ ছিলাম না, তখনো আমার এই পোষাক ছিল। মুরিদ হইয়াও এই অবস্থায়ই রহিয়াছি। **মির্‌জা সাহেবের ওফাতের পর যাহা হইয়াছে, তাহা খোদাতা'লাই করিয়াছেন।** তাহা আমার চিন্তাতীত ছিল, কিন্তু আল্লাহ্‌তা'লার ইচ্ছা, তাঁহার বিশেষ জ্ঞান ইহাই চাহিয়াছে যে, তিনি আমাকে তোমাদের **ইমাম ও খলিফা** করেন। তোমাদের ধারণায় যে ব্যক্তি 'হকদার' ছিল, তাহাকেও আমার সম্মুখে নত করিয়াছেন। এখন তোমরা প্রশ্ন করিবার কে? **যদি প্রশ্ন করিতে চাও, তবে যাও, খোদাকে যাইয়া জিজ্ঞাসা কর;** কিন্তু এই 'বে-আদবী' ও 'গোস্তাখির' পরিণাম সম্বন্ধেও অবহিত থাকিও। আমি কাহারো তোষামোদ জানি না। কাহারো সালামের প্রয়োজন আমার নাই। তোমাদের নজরাদি ও ভরণ-পোষণের 'মুহতাজ'—মুখাপেক্ষী আমি নই। আমি খোদাতা'লার পানাহ্‌—আশ্রয় চাই, যেন ভুলেও এইরূপ কোন চিন্তা আমার চিত্তে উপস্থিত না হয়।

আল্লাহ্‌তা'লা আমাকে অতি সংগুপ্ত ভাণ্ডার সমূহ দিয়াছেন। কোন মানুষ, কোন বান্দা সে সম্বন্ধে জ্ঞাত নয়। আমার বিবি ও সন্তানেরা তোমাদের কাহারো মুখাপেক্ষী নয়। আল্লাহ্‌তা'লা স্বয়ং তাহাদের ভরণ-পোষণ করিবেন। তোমরা কাহার কি ভরণ-পোষণ করিবে?

والله الغنى و انتم الفقراء

(আল্লাহ্‌ অভাবহীন ও সকলের অভাবপূরণকারী; তোমরা দীনদরিদ্র ও অভাবগ্রস্ত)।

যে শুনিতে পার, সে শুন, ভাল করিয়া শুন; এবং যে শুনিতে পায় না, তাঁহাকে যাহারা শুন তাহারা যাইয়া জানাইয়া দাও যে, এই যে আপত্তি—'খেলাফত হকদার ব্যক্তি প্রাপ্ত হয় নাই'—ইহা রাফেজীদের 'আকীদা' বা ধর্ম্মমত। ইহা হইতে 'তাওবা' কর। আল্লাহ্‌তা'লা যাহাকে 'হকদার' মনে করিয়াছেন, তাঁহাকে খলিফা করিয়াছেন। তাঁহার সহিত যে বিরোধ করে সে মিথ্যাবাদী ও 'ফাসেক'। ফেরেস্তা হইয়া আনুগত্য ও আদেশ পালন কর, ইব্‌লিস হইও না।

আদম (আঃ) ও দাউদের (আঃ), খলিফা হওয়া সম্বন্ধে পূর্ব্বে বলিয়াছি। তারপর, আমাদের প্রভু নবী করীমের (রাঃ) খলিফা—আবুবকর ও ওমরের (রাঃ আন্‌হুমা) সম্বন্ধে উল্লেখ করিয়াছি, এবং ইহাও বলিয়াছি যে, যেভাবে আবুবকর ও ওমর (রাঃ আন্‌হুমা) খলিফা হইয়াছিলেন, ঠিক সেইভাবে খোদাতা'লা আমাকে মির্‌জা সাহেবের (আঃ) পর খলিফা করিয়াছেন। এখন আরো শুন, খোদাতা'লা বলেন,

ان جعلناكم خلائف فى الارض

অর্থাৎ "তোমাদের সকলকেই খোদাতা'লাই জগতে খলিফা করিয়াছেন।" খলিফা করা খোদাতা'লারই কাজ। এমতাবস্থায় অন্য কাহারো কি শক্তি আছে যে, সে তাঁহার কাজে বাধা দেয়? এখন তোমাদের কথায়, না আমি পদচ্যুত হইতে পারি, না পদচ্যুত করিবার শক্তি কাহারো আছে। যদি তোমরা অধিক জোর দাও, তবে স্মরণ রাখিও আমার নিকট এমন খালেদ-বিন্‌-ওলিদ আছেন, যিনি তোমাদিগকে মুরতাদগুলির ন্যায় সাজা দিবেন।

* উম্মোল-মোমেনীন অর্থাৎ হজরত মসিহ্‌ মাউদের (আঃ) সহধর্ম্মিণী।

দেখ, আমার দোয়া আরশেও শ্রুত হয়। আমার 'মৌলা' (প্রভু) আমার কাজ দোয়া করিবার পূর্ব্বেই করিয়া দেন। আমার সহিত যুদ্ধ করা, খোদার সহিত যুদ্ধ করা। তোমরা এরূপ বাক্যাদি পরিহার কর এবং তাওবা কর।

যদি কেহ সন্দেহ করিয়া কাহারো সম্বন্ধে কুধারণা (বদ-জান্নি) পোষণ করে, তবে সে উহাতে স্বয়ং লিপ্ত না হইয়া কখনো মরে না। আমি শুনিতে পাই, তোমরা পরস্পর 'এখ্‌তেলাফ' বা মতানৈক্য করিয়া থাক। 'এখতেলাফ' মানব-প্রকৃতি সুলভ ব্যাপার। ইহা দূরিভূত হইতে পারে না। ইহাকে ব্যবসায়ে পরিণত করিবে না। যে বিষয়ে আল্লাহ্‌তা'লা তোমাদিগকে একত্রিত করিয়াছেন, সেই 'ওয়াহ্‌দাৎ' বা **একত্বের কেন্দ্র** পরিহার করিও না।

কখন কখন এসব দেখিয়া বদ্‌-দোয়া করিবার উত্তেজনা আমার হইয়া থাকে, কিন্তু আবার দোয়াই করিয়া থাকি। তাওবা কর; এই অন্যায়গুলি আমার জীবদ্দশায় পরিহার কর।

কিছুদিন অপেক্ষা কর। **পরে যিনি আসিবেন,** আল্লাহ্‌তা'লা যেভাবে চাহিবেন, তিনি তোমাদের সহিত ব্যবহার করিবেন।

আমার কথা স্মরণ রাখিবে। বদজন্নি পরিহার কর। বিভক্ত হইও না, তফরুকা আনয়ন করিও না। হজরত সাহেব যে বিষয়ে যে মীমাংসা করিয়াছেন, তাহার বিরুদ্ধে কিছু বলিবে না, করিবে না, নতুবা আহ্‌মদী থাকিবে না।

জমাতের সহিত নামাজ পড়িবে। দরুদ, এস্তেগ্‌ফার পাঠ করিবে। হালাল, তাইয়েব উপার্জ্জন করিবে ও খাইবে।

কতক এমন আছে, যাহাদের কোন কাজ নাই। সমস্ত দিন তর্কাদি করে। তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা কর, ফেরেস্তারা 'এতেরাজ' করিয়া কি ফল লাভ কয়িয়াছিল। সুতরাং, তোমরা এই ঝগড়াগুলি ছাড়।

কাদিয়ানে

বিশ্ব-আহ্‌মদীয়া কন্‌ফারেন্স

আগামী

২৬শে, ২৭শে ও ২৮শে

ডিসেম্বর

১৯৩৭

'কুদরতে সানী' বা হজরত মসিহ্ মাউদের (আঃ) খলিফা *

"আল্লাহ্‌তা'লার চিরাচরিত প্রথা বা সুন্নত এই যে, যে অবধি তিনি পৃথিবীতে মানুষ সৃষ্টি করিয়াছেন, তদবধি সর্ব্বদাই তিনি এই নিয়ম পালন করিয়া আসিতেছেন যে, তিনি তাঁহার নবী ও রসুলগণকে সাহায্য করিয়া থাকেন এবং তাঁহাদিগকে জয়-মণ্ডিত করেন। এ সম্বন্ধে তিনি বলেন :— كتب الله لاغلبن انا و رسلى

অর্থাৎ, "খোদাতা'লা এই বিধান করিয়াছেন যে, তিনি এবং তাঁহার নবী প্রবল থাকিবেন ও জয়-মণ্ডিত হইবেন।" 'প্রবল ও জয়-মণ্ডিত হওয়ার' অর্থ এই যে, খোদাতা'লার অকাট্য যুক্তি বিশ্বে প্রসার লাভ করিবে এবং কেহও ইহার সম্মুখীন হইতে পারিবে না। খোদাতা'লার রসুল ও নবিগণের ইচ্ছাও ইহাই থাকে, যেন খোদাতা'লা প্রবল 'চিহ্ন' বা 'নিদর্শন' সমূহ দ্বারা তাঁহাদের সত্যতা প্রতিষ্ঠিত করেন, এবং যে সাধুতা তাঁহারা পৃথিবীতে স্থাপিত করিতে চান, খোদাতা'লা তাহার বীজ তাঁহাদের হস্তেই বপন করেন; কিন্তু তাহা তাঁহাদের হস্তে পূর্ণতা লাভ করে না, বরং এমন সময় তাঁহাদিগকে মৃত্যু প্রদান করা হয়, যখন বাহ্যিকভাবে এক প্রকার অকৃতকার্য্যতা-মূলক ভীতি বিদ্যমান থাকে।

এইরূপে, বিরুদ্ধবাদিগণ উপহাস ও হাস্য-বিদ্রূপ করিবার সুযোগ পায়। তাহারা হাস্য-বিদ্রূপ করিলে পর খোদাতা'লা আবার তাঁহার শক্তির অপর দিক প্রকাশ করেন এবং এমন উপকরণ উৎপন্ন করেন, যদ্বারা সেই উদ্দেশ্যসমূহ—যাহা কতকটা অসম্পূর্ণ রহিয়াছিল,—পূর্ণতা লাভ করে।

বস্তুতঃ, খোদাতা'লা **দুই প্রকার শক্তি ও মহিমা** (কুদরত) প্রকাশ করেন। প্রথমতঃ, নবিগণের যোগে তাঁহার শক্তির এক হস্ত প্রদর্শন করেন। তারপর, অপর হস্ত এমন সময় প্রদর্শন করেন, যখন নবীর মৃত্যুর পর বহু বিপদাবলী উপস্থিত হয় এবং শত্রুরা শক্তিলাভ করিয়া মনে করিতে থাকে যে, এই সেল্‌সেলা (প্রতিষ্ঠান) এখন বিনষ্ট হইয়া যাইবে। তখন, তাহাদের এই দৃঢ় প্রত্যয় হয় যে, এখন এই জমাত ধরাপৃষ্ঠ হইতে মুছিয়া যাইবে। স্বয়ং জমাতের ব্যক্তিগণও তখন **ভাবনায়** পড়েন, এবং কোন কোন দুর্ভাগা ধর্ম্মভ্রষ্ট ও ধর্ম্মত্যাগী বা 'মুরতাদ' হইয়া যায়। তখন,—ঠিক তখন—খোদাতা'লা পুনর্ব্বার তাঁহার প্রবল শক্তি প্রকাশ করেন এবং **পতনোন্মুখ** জমাতকে রক্ষা করেন।

সুতরাং, যাহারা শেষ পর্য্যন্ত ধৈর্য্যাবলম্বন করে, তাহারা খোদাতা'লার এই 'মোযেজা' বা অলৌকিক নিদর্শন প্রত্যক্ষ করে, যেমন **হজরত আবুবকর সিদ্দিকের** (রাঃ) সময় করা হইয়াছিল। তখন আঁ-হজরতের (সাঃ) মৃত্যুকে একপ্রকার অসাময়িক মৃত্যু মনে করা হইয়াছিল এবং সাহাবাগণও শোকাভিভূত হইয়া উন্মাদের ন্যায় হইয়া পড়িয়াছিলেন। তখন খোদাতা'লা হজরত আবুবকর সিদ্দিককে (রাঃ) দণ্ডায়মান করিয়া পুনর্ব্বার তাঁহার **শক্তি ও কুদরতের দৃশ্য** প্রদর্শন করেন এবং ইস্‌লামকে ধ্বংশের পথ হইতে রক্ষা করেন। তখন সেই প্রতিশ্রুতি পূর্ণ হইয়াছিল, যাহাতে তিনি বলিয়াছিলেন—

ليمكنن لهم دينهم الذى ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم امنا

অর্থাৎ, "ভয়ের পর আমি তাহাদিগকে সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করিব।"

হজরত মুসার (আঃ) সময়েও এমনি হইয়াছিল। হজরত মুসা (আঃ) পূর্ব্ব-প্রতিশ্রুতি অনুসারে বনি-ইস্রাইলদিগকে গন্তব্য স্থানে উপনীত করিবার পূর্ব্বেই মৃত্যুলাভ করিলে, বনি-ইস্রাইলগণের মধ্যে তাঁহার মৃত্যুতে মহাশোক ও আর্ত্তনাদ ধ্বনি সমুত্থিত হইয়াছিল। তৌরিতে লিখিত আছে যে, বনি-ইস্রাইলগণ সেই অপ্রত্যাশিত, অকাল মৃত্যুতে শোকাতুর হইয়া, হজরত মুসার (রাঃ) এই আকস্মিক বিচ্ছেদের ফলে চল্লিশ দিবস পর্য্যন্ত রোদন করিতেছিল।

হজরত ইসার (আঃ) সময়ও ইহাই হইয়াছিল। ক্রুশের ঘটনাকালে সকল শিষ্যগণ পরস্পর বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছিলেন এবং তাঁহাদের মধ্যে একজন ধর্ম্মচ্যুত হইয়া 'মুরতাদ' হইয়াছিল।

---

* হজরত মসিহ্ মাউদের (আঃ) গ্রন্থ 'আল্-ওসিয়ত' ৪—৭ পৃঃ হইতে মৌলবী আবু হামেদ মোহাম্মদ আলী আনোয়ার সাহেব কর্ত্তৃক সংগৃহীত ও অনুদিত

সুতরাং, বন্ধুগণ, যেহেতু আদিকাল হইতে আল্লাহ্‌তা'লার এই বিধান প্রকটিত হইয়া আসিতেছে যে, তিনি **দুইটি শক্তি** প্রদর্শন করেন, যদ্বারা বিরুদ্ধবাদিগণের দুই মিথ্যা উল্লাস ব্যর্থ করিয়া দেখান, এমতাবস্থায় এখন সম্ভবপর হইতে পারে না যে, খোদাতা'লা তাঁহার চিরন্তন বিধান (সুন্নত) পরিহার করিবেন। এজন্য আমি তোমাদিগকে যে কথা বলিয়াছি, তাহাতে তোমরা চিন্তাকুল হইও না। তোমাদের চিত্ত যেন উৎকণ্ঠিত না হয়। কারণ, তোমাদের পক্ষে **দ্বিতীয় শক্তির প্রকাশ** (কুদরতে সানিয়া) দেখাও প্রয়োজন এবং ইহার আগমন তোমাদের পক্ষে শ্রেয়; কারণ ইহা স্থায়ী। ইহার ধারাবাহিক শৃঙ্খল 'কিয়ামত' (প্রলয়কাল) পর্য্যন্ত বিচ্ছিন্ন হইবে না।

সেই দ্বিতীয় 'কুদরত' (শক্তি ও মহিমার প্রকাশ) আমি **না যাওয়া পর্য্যন্ত** আসিতে পারে না। কিন্তু আমি যাওয়ার পর খোদা তোমাদের জন্য সেই দ্বিতীয় 'কুদরত'—শক্তি ও মহিমা—প্রেরণ করিবেন। তাহা **চিরকাল** তোমাদের সঙ্গে থাকিবে। ইহাই খোদাতা'লা 'বারাহীনে-আহ্‌মদীয়া' গ্রন্থে অঙ্গীকার করিয়াছেন। সেই প্রতিশ্রুতি আমার নিজের জন্য নহে—সেই প্রতিশ্রুতি তোমাদের জন্য; যেমন খোদাতা'লা বলিতেছেন,—"আমি তোমার অনুবর্ত্তী এই জমাতকে 'কিয়ামত' পর্য্যন্ত অন্যান্যের উপর প্রবল ও জয়যুক্ত রাখিব।"

সুতরাং তোমাদের জন্য আমার বিচ্ছেদ দিবস উপস্থিত হওয়া প্রয়োজন, যেন ইহার পর সেই মুহূর্ত্ত আসিতে পারে, যাহার জন্য চির-প্রতিশ্রুতি প্রদত্ত হইয়াছে। ইহা চিরকাল থাকিবে। আমার খোদার প্রতিশ্রুতি অব্যর্থ, ইহা পূর্ণ হইবেই হইবে। সেই খোদা পরম বিশ্বস্ত: তাঁহার সব কথাই সত্য। তিনি তোমাদিগকে সব কিছুই দেখাইবেন, যাহা তিনি অঙ্গীকার করিয়াছেন।

যদিও বর্ত্তমান যুগ শেষ যুগ এবং বহু **বিপদাপদ** এখন অবতীর্ণ হইবে, কিন্তু এ পৃথিবী সেই সময় পর্য্যন্ত কখনো লয় পাইবে না, যে পর্য্যন্ত সেই সমুদয় বিষয়ই পূর্ণ না হয়, যাহা খোদাতা'লা অবগত করিয়াছেন।

আমি খোদাতা'লার নিকট হইতে এক প্রকার 'কুদরত' (শক্তি ও মহিমা) হিসাবে আবির্ভূত হইয়াছি। আমি খোদার মূর্ত্তিমান 'কুদরত'। **আমার পর আরো কতিপয় ব্যক্তি হইবেন, যাঁহারা দ্বিতীয় 'কুদরত' প্রকাশ করিবেন।** অতএব, তোমরা খোদার 'অপর কুদরতের' অপেক্ষায় সমবেতভাবে দোয়া করিতে থাক।

'সালেহীন' (সাধুজন) সম্বলিত প্রত্যেক জমাত, প্রত্যেক দেশে সমবেতভাবে প্রার্থনা করিতে থাকিবে, যেন 'কুদরতে সানী' স্বর্গ হইতে অবতীর্ণ হয় এবং তোমাদিগকে দেখান হয় যে, তোমাদের খোদা অতি শক্তিমান খোদা। প্রত্যেকেই স্বীয় মৃত্যুকে সন্নিকট মনে করিও; তোমরা জান না সেই মুহূর্ত্ত কখন উপস্থিত হইবে।

জমাতের পবিত্রাত্মা 'বুজুর্গগণ' আমার নামে আমার পর লোকের 'বয়েত' (দীক্ষা) লইবেন। * খোদাতা'লা চাহিতেছেন যে, পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে অবস্থিত সকল সদাত্মাদিগকে,—তাঁহারা ইয়ুরোপেই বাস করুন, কিম্বা এসিয়াতেই বাস করুন—তৌহিদের প্রতি আকৃষ্ট করেন এবং তাঁহার ভক্তগণকে একই ধর্ম্মাধীনে আনয়ন করেন। ইহাই খোদাতা'লার ইচ্ছা ও উদ্দেশ্য। ইহারই জন্য আমি পৃথিবীতে প্রেরিত হইয়াছি।

সুতরাং, তোমরা এই উদ্দেশ্যের অনুসরণ কর—কিন্তু বিনয়, শিষ্টাচার, নম্রতা, 'আখলাক্' (সদ্ব্যবহার) ও দোয়া দ্বারা। যে পর্য্যন্ত কেহ '**রুহুল্-কুদ্‌স্**', অর্থাৎ, পবিত্রাত্মা প্রাপ্ত হইয়া দণ্ডায়মান না হন, সকলেই আমার পর **সম্মিলিতভাবে** কাজ করিবে।

---

* এমন ব্যক্তিগণ মোমেনগণের সম্মিলিত রায়ক্রমে নির্ব্বাচিত হইবেন। যাঁহার সম্বন্ধে ৪০ জন মোমেন একমত হইয়া একথা বলিবে যে, তিনি আমার নামে লোকের 'বয়েত' লইবার উপযুক্ত, তিনি 'বয়েত' লইতে পারেন। তিনি নিজে অপরের জন্য আদর্শ হওয়ার নিমিত্ত যত্নবান হইবেন।

খোদাতা'লা আমাকে জ্ঞাত করিয়াছেন যে, তিনি আমার জমাতের জন্য আমারই সন্তানগণ (ذريت) হইতে এক ব্যক্তিকে দণ্ডায়মান করিবেন এবং তাঁহাকে তাঁহার 'কুরব্' (নৈকট্য) ও 'অহি' (বাণী) বিশেষভাবে প্রদান করিবেন; এবং তাঁহার দ্বারা সত্যের উন্নতি হইবে এবং বহু ব্যক্তি সত্য গ্রহণ করিবে।

অতএব, সেই সময়ের জন্য প্রতীক্ষা কর। তোমরা স্মরণ রাখিবে, প্রত্যেকেরই পরিচয় তাঁহার নিজ সময়ে পাওয়া যায়। ইহার পূর্ব্বে তিনি সামান্য ব্যক্তি বলিয়া প্রতীয়মান হওয়া, কিম্বা কোন ভ্রান্ত ধারণা বশতঃ আপত্তিজনক হওয়া সম্ভবপর; যেমন কোন ব্যক্তি, যিনি এক কালে 'কামেল' পুরুষ হইবেন, যে পর্য্যন্ত সময় পূর্ণ না হয়, মাতৃ-গর্ভে ভ্রূণ কিম্বা জমাট-বাঁধা রক্ত স্বরূপই থাকেন।

মসিহ্ মাউদের (আঃ) প্রতিশ্রুত পুত্র বা মোস্‌লেহ্ মাউদ *

(মৌলবী মোহাম্মদ আলী আন্‌ওয়ার সাহেব আহ্‌মদী)

রসুল করীমের (সাঃ) ভবিষ্যদ্বাণী

আল্লাহ্-তালা হজরত খাতামান্নাবীয়ীন মোহাম্মদ মোস্তাফা আহ্‌মদ মোজ্‌তাবা (সাঃ) কর্ত্তৃক ১৩০০ বৎসর কাল পূর্ব্বে শুধু এই ভবিষ্যদ্বাণীই করিয়াছিলেন শুনা যে, শেষ যুগে একজন মসিহ্ মাউদ মাহ্‌দী মাহুদ (প্রতিশ্রুত মাহ্‌দী মাসিহ) এই ওম্মত হইতেই আবির্ভূত হইবেন, যিনি একদিকে আঁ-হজরতের সমস্ত আধ্যাত্মিক গুণরাশি প্রতিবিম্বাকারে প্রকাশ করিবেন এবং অন্যদিকে দজ্জালের সৈন্যদিগকে নিহত করিবেন ও ক্রুশ বিধ্বস্ত করিবেন—বরং এই ভবিষ্যদ্বাণীও করিয়াছিলেন যে, হজরত মসিহ্ মাউদ মাহ্‌দী মাহুদ (আঃ) অন্তর্ধান করিবার পর তাঁহার স্থলে তাঁহার কার্য্য ও তাঁহার আনীত জ্যোতিঃ বিশ্বময় ব্যাপ্ত করিবার জন্য গুণ ও কার্য্যে তাঁহার অনুরূপ তাঁহার অপার গুণধর সন্তান জন্মগ্রহণ করিবেন। আঁ-হজরত (সাঃ) প্রতিশ্রুত মসিহ্ সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন :—

يتزوج و يولد له

"তিনি বিবাহ করিবেন ও তাঁহার সন্তান হইবে।"

হজরত মসিহ্ মাউদের (সাঃ) ভবিষ্যদ্বাণী

সর্ব্ব-প্রথম ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দের প্রথমভাগে আল্লাহ্‌তা'লা তাঁহার মনোনীত মহাপুরুষ সৈয়দানা হজরত মসিহ্ মাউদকে (আঃ) 'মোস্‌লেহ্ মাউদ' বা প্রতিশ্রুত পুত্র সম্বন্ধে সুসংবাদ দেন। তাহা হজরত মসিহ্ মাউদ (আঃ) মৌখিকভাবে আপন পর সকলের মধ্যে প্রচার করেন। ১৮৮৬ সনের ২২শা মার্চ্চ তারিখের ইস্তাহারে এসম্বন্ধে হজরত মসিহ্ মাউদ (আঃ) লিখিয়াছেন :—

"এই ভবিষ্যদ্বাণী দুই বৎসর পূর্ব্বে কোন কোন আর্য্য, মোসলমান এবং কতিপয় মৌলবী ও হাফেজগণকে বলা হইয়াছিল।"

১৮৮৬ সনের ২০শা ফেব্রুয়ারীর ইস্তাহার

অতঃপর, ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দের ২০শা ফেব্রুয়ারী, হজরত মসিহ্ মাউদ (আঃ) এক ইস্তাহার লিখেন। ইহা অমৃত-সহরের "রিয়াজে-হীন্দ্" পত্রিকার ১৮৮৬ সনের ১লা মার্চ্চ তারিখের সংখ্যায় অতিরিক্ত অংশরূপে প্রকাশিত হয়। ইহাতে হজরত মসিহ্ মাউদ (আঃ) এই ভবিষ্যদ্বাণী নিম্নলিখিত 'এল্‌হামী ভাষায়' প্রকাশ করেন :—

"আমি তোমাকে একটি **রহমতের** নিদর্শন দিতেছি। তুমি ইহার জন্য আমার নিকট প্রার্থনা করিয়াছিলে। আমি তোমার কাতর প্রার্থনা শ্রবণ করিয়াছি এবং তোমার দোয়া 'কবুল' করিয়াছি। তোমার 'সফর' তোমার জন্য 'মোবারক' করিয়াছি। সুতরাং, তোমাকে 'কুদরত' (শক্তি), 'রহ্‌মত' (অনুগ্রহ), ও 'কুরবতের' (নৈকট্যের) নিদর্শন প্রদত্ত হইতেছে। তোমাকে 'ফজল ও এহ্‌সানের' (বিশেষ অনুগ্রহের) নিদর্শন দেওয়া হইতেছে। জয়-জয়কারের চাবী তুমি লাভ করিতেছ। হে বিজয়ী, তোমার প্রতি 'সালাম'। খোদা ইহা বলিতেছেন, যেন জীবন প্রার্থী ব্যক্তিগণ মৃত্যুর কবল হইতে রক্ষা লাভ করে এবং যাহারা কবর-গহ্বরে প্রোথিত তাহারা বহিরাগমন করে, যেন 'দীন্-ইস্‌লামের' মর্য্যাদা ও আল্লাহ্‌তা'লার 'কালামের' সম্মান মানবগণের নিকট প্রকাশিত হয় এবং সত্য সকল 'বরকত'সহ উপস্থিত হয় এবং অসত্য সর্ব্ববিধ অন্যায়-সহ পলায়ন করে এবং লোকেরা বুঝিতে পারে যে, আমি 'কাদের' (সর্ব্ব-শক্তিমান), যাহা চাই করি, এবং তাহারা যেন দৃঢ়ভাবে এই প্রত্যয় করিতে পারে যে, আমি তোমার সঙ্গে আছি, এবং যেন অপরাধীদের পন্থা প্রদর্শিত হয় ও তাহারা স্পষ্ট নিদর্শন অবলোকন করিতে পারে। তাহারা খোদার অস্তিত্বে বিশ্বাস করে না এবং খোদা, খোদার ধর্ম্ম, তাঁহার কিতাব ও তাঁহার পবিত্র রসুল মোহাম্মদ মেস্তাফাকে (সাঃ) অস্বীকার করে এবং মিথ্যা বলিয়া মনে করে। সুতরাং, তুমি এই সুসংবাদ গ্রহণ

* 'রিভিয়ু-অব্-রিলিজিয়ন্‌স্' উর্দ্দু, ১৯১৪ সনের মে সংখ্যা, অবলম্বনে।

কর যে, **একজন প্রতাপশালী পবিত্র ছেলে** তোমাকে দেওয়া হইবে—**একজন অতীব বুদ্ধিমান পুত্র** তোমাকে দেওয়া হইবে। **এই পুত্র তোমারই বীর্য্য, তোমারই সন্তান হইতে হইবে।** সুশ্রী, পবিত্র পুত্র—তোমার মেহমান, আসিতেছে। তাহার অন্য নাম 'আন্‌মোয়াএল্‌' ও 'বশীর'। তাহাকে পবিত্রাত্মা ('মোকাদ্দস-রুহ্‌') দেওয়া হইয়াছে। সে কলুষ হইতে পবিত্র। সে আল্লাহ্‌র জ্যোতিঃ। 'মোবারক' (ধন্য) সে, যে আস্‌মান হইতে আসে। তাহার সঙ্গে **'ফজল'**, সে তাহার আগমনের সঙ্গে সঙ্গে আসিবে। * সে প্রভাব, প্রতাপ ও ঐশ্বর্য্যের অধিকারী হইবে। সে পৃথিবীতে আসিবে এবং 'মসিহী-নফস্‌' ও 'রুহুল-হকের' 'বরকতে' বহু ব্যক্তিকে ব্যাধি-মুক্ত করিবে। সে **"কলেমাতুল্লাহ্‌"** (আল্লাহ্‌র বাণী)। কারণ, খোদার 'রহমত' ও 'গয়রত' তাহাকে আপন 'কলেমা-তম্‌জিদ' দ্বারা প্রেরণ করিয়াছেন। সে অতিশয় **মেধাবী** ও **বুদ্ধিমান** হইবে। সে অত্যন্ত গম্ভীর-চিত্ত; এবং 'জাহেরী' ও 'বাতেনী', পার্থিব ও আধ্যাত্মিক জ্ঞানে পূর্ণ হইবে। সে তিনকে চারি করিবে। সোমবার, শুভ সোমবার। ফর-জন্দে দেল্‌বন্দ্‌ গেরামী আর্জ্জমন্দ্‌, মজ্‌হারুল আওয়াল-ওল্‌-আখের, মজ্‌হারুল্‌-হক্‌-ওল্‌-আলা, কা-আন্নাল্লাহা-নজুলুম্‌ মিনাস্‌ সামা (সুপুত্র, মহাসম্মানপুরসর, পূর্ব্বাপর প্রকাশক, সত্য ও মাহাত্ম্যের অবতার—আল্লাহ্‌ যেন স্বর্গ হইতে অবতীর্ণ হইলেন)। তাহার অবতরণ অতি 'মোবারক' (পুণ্যময়)। ইহা আল্লাহ্‌র 'জ্বালাল' প্রকাশের কারণ হইবে। জ্যোতিঃ আসিতেছে, জ্যোতিঃ। তাহাকে আল্লাহ্‌ তাঁহার সন্তুষ্টির সৌরভ-সারে উদ্ভাসিত করিবেন। আমি তাহার মধ্যে আমার 'রুহ' (বাণী) সমর্পণ করিব। খোদার ছায়া তাহার শিরোপরি বিরাজমান থাকিবে। সে শীঘ্র শীঘ্র বর্দ্ধিত হইবে এবং বন্দিগণের মুক্তির কারণ হইবে। সে পৃথিবীর কোণে কোণে খ্যাতিলাভ করিবে। জাতিগণ তাহার নিকট হইতে 'বরকত' (আশীষ) লাভ করিবে। তখন, তাহার আত্মা (নফ্‌সি-নোক্‌তা) আকাশের দিকে উত্থিত করা হইবে। ইহা চূড়ান্ত আদেশ।'— وكان امرا مقضيا (ঐ ইস্তাহার ৩য় পৃঃ)।

ভবিষ্যদ্বাণী কয়জন পুত্র সম্বন্ধে

ইহা, প্রথমতঃ, একজন পুত্র সম্বন্ধেই ভবিষ্যদ্বাণী বলিয়া মনে করা হইয়াছিল। তবে প্রায় আড়াই বৎসরের পর 'এলহাম' দ্বারা জানান হইল যে, এই ভবিষ্যদ্বাণী একজন পুত্র সম্বন্ধে নহে, বরং দুইজন পুত্র সম্বন্ধে। এই ভবিষ্যদ্বাণী সম্বন্ধে হজরত মসিহ্‌ মাউদ (আঃ) **১৮৮৮ সনের ১লা ডিসেম্বর তারিখে প্রকাশিত "সবুজ ইস্তাহারে"** প্রকাশ করেন যে, "১৮৮৬ খৃঃ অব্দের ২০শা ফেব্রায়ারীর ভবিষ্যদ্বাণী, প্রকৃতপক্ষে, দুইজন মহাভাগ্যমান পুত্রের জন্মগ্রহণ সম্বন্ধে ছিল। 'প্রথম বশীর' সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী—'মোবারক সে, যে আসমান হইতে আসে'—বাক্য পর্য্যন্ত ছিল। সে 'রুহানী'ভাবে 'রহ্‌মত' স্বরূপ হইয়াছে। পরবর্ত্তী বাক্যগুলি হইতেছে অপর 'বশীর' সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী।" (সবুজ ইস্তাহার, ১৭ পৃঃ, টীকা)।

তারপর, সেই ইস্তাহারেরই ২১ পৃষ্ঠার অন্তর্গত টীকায় বলিয়াছেন,—

"এই ভ্রমে পতিত হইবে না যে, উল্লিখিত ভবিষ্যদ্বাণী† প্রতিশ্রুত সংস্কারক, 'মোস্‌লেহ্‌ মাউদ' সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী। কারণ 'এল্‌হাম' দ্বারা পরিষ্কারভাবে জানা গিয়াছে যে, ঐ সমস্ত এবারতটিই ছিল পরলোকগত সন্তান সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী। প্রতিশ্রুত সংস্কারক, 'মোস্‌লেহ্‌ মাউদ' সম্বন্ধে যে ভবিষ্যদ্বাণী, তাহা এই এবারত হইতে আরম্ভ হইতেছে, "তাহার সঙ্গে 'ফজল'; সে তাহার আগমনের সঙ্গেই আসিবে।" **সুতরাং, 'মোস্‌লেহ্‌ মাউদের' নাম 'এল্‌হামী এবারতে' 'ফজল' রাখা হইয়াছে।"** ('সবুজ ইস্তাহার', ২১ পৃঃ টীকা)।

১৮৮৮ সনের ৪ঠা ডিসেম্বর তারিখে যে পত্র হজরত মসিহ্‌ মাউদ (আঃ) হজরত খলিফা-আওয়াল্‌ মৌলানা নূর-উদ্দীন সাহেবকে (রাঃ) লিখিয়াছিলেন, উহাতে লিখিত আছে,—"১৮৮৬ সনের ২০ শা ফেব্রায়ারী তারিখের ইস্তাহারে এই যে স্থূলভাবে একজন ছেলের সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী বুঝা গিয়াছিল, তাহা, প্রকৃতপক্ষে, দুইজন পুত্রের সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী ছিল; অর্থাৎ উক্ত ইস্তাহারে বর্ণিত প্রথমাংশ "সুশ্রী, পবিত্র ছেলে তোমার 'মেহমান' আসিতেছে; তাহার অন্য নাম 'অন্‌মোয়াএল্‌' ও বশীর; তাহাকে পবিত্রাত্মা ('মোকাদ্দস-রুহ') প্রদত্ত হইয়াছে; সে কলুষ হইতে পবিত্র; সে আল্লাহ্‌র জ্যোতিঃ; 'মোবারক' সে, যে 'আসমান' হইতে আসে"—এই সমস্ত এবারতটিই সেই মৃত্যু-লব্ধ পুত্র সম্বন্ধে ভবিষ্যবাণী ছিল।"

তারপর, সেই পত্রেই অন্যত্র লিখিয়াছেন:—

"২০শা ফেব্রায়ারী, ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দের পুত্র সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণী, প্রকৃতপক্ষে, দুইটি ভবিষ্যদ্বাণী ছিল, যাহা ভুলক্রমে একটি

---

* اسکے ساتھ فضل ہے جو اسکے آنیکے ساتھ آئیگا

† অর্থাৎ, "একজন সুশ্রী, পবিত্র ছেলে—তোমার 'মেহ্‌মান' আসিতেছে.....'মোবারক' সে, যে আস্‌মান হইতে আসে।" (লিখক)

ভবিষ্যদ্বাণী বলিয়া বুঝা গিয়াছিল। পরে, বশীরের মৃত্যুর পূর্ব্বে, স্বয়ং 'এলহামই' সেই ভ্রমের অপনোদন করিয়াছে।" (তস্‌হীজুল্‌-আযহান্‌, ৩য় বর্ষ, ১০ম সংখ্যা, ৪১৩—৪১৪ পৃঃ)।

সুতরাং, এখন দেখা যায় যে, এই ভবিষ্যদ্বাণীতে যে দুইজন পুত্র সম্বন্ধে সুসংবাদ প্রদত্ত হইয়াছিল, তন্মধ্যে প্রথম পুত্রের মৃত্যু হইয়াছে এবং দ্বিতীয় পুত্রই 'প্রতিশ্রুত সংস্কারক' বা **'মোস্‌লেহ্‌ মাউদ'**। ইহা দ্বারা একথাও সুস্পষ্টরূপে জানা যায় যে, সেই দুই পুত্রের মধ্যে প্রথম পুত্রের আগমনের **অব্যবহিত পরেই,** অপর পুত্রের আগমন আবশ্যক। কারণ, তাহার সম্বন্ধে 'এল্‌হামী' উক্তি হইতেছে,—"তাহার সঙ্গে 'ফজল'; সে তাহার আগমনের সঙ্গে সঙ্গেই আসিবে।" এই উক্তিতে "তাহার" সর্ব্বনামটি দুইবার ব্যবহৃত হইয়া প্রথম পুত্রের প্রতি নির্দ্দেশ করে এবং "ফজল" শব্দ দ্বারা 'পেসর মাউদ' বা 'প্রতিশ্রুত পুত্র' বুঝায়। হজরত মসিহ্‌ মাউদ (আঃ) উল্লিখিত "সবুজ ইস্তাহারে" বলেন, "সুতরাং প্রতিশ্রুত সংস্কারক, 'মোস্‌লেহ মাউদের' নাম এল্‌হামী এবারতে 'ফজল' রাখা হইয়াছে।"

এই ভবিষ্যদ্বাণী সম্বন্ধে দুইটি আপত্তি

ইহাতে কোন কোন ব্যক্তি এই অপবাদ প্রচার করিতে লাগিল যে, (১) "ভবিষ্যদ্বাণী ঘোষণাকারীর গৃহে দেড়মাস হইল এক পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করিয়াছে; (২) সন্তান জন্মিবার পরিচয় ধাত্রীরাও প্রাপ্ত হয়।"

ইহার উত্তরে হজরত মসিহ্‌ মাউদ (আঃ) **১৮৮৬ সনের ২২শা মার্চ্চ তারিখে একখানি ইস্তাহার ঘোষণা করেন**। তাহার সার-মর্ম্ম নিম্নে প্রদত্ত হইল:—

প্রথম আপত্তির জবাব—"অদ্য ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দের ২২শা মার্চ্চ পর্য্যন্ত আমার গৃহে ২০।২২ বৎসরের অধিক বয়স্ক প্রথম দুইটি ছেলে ব্যতীত অন্য কোন ছেলে জন্মে নাই। তবু, আমি জানি যে, **এইরূপ পুত্র খোদাতা'লার ওয়াদা মোতাবেক ৯ বৎসর কালের মধ্যে অবশ্যই জন্মগ্রহণ করিবে।"**

দ্বিতীয় আপত্তির জবাব—(১) "কোন ধাত্রী এইরূপ দাবী করিতে পারে না, বরং কোন সুবিজ্ঞ চিকিৎসা-শাস্ত্রবিদও এইরূপ দাবী করিতে পারেন না যে, তাঁহার অভিমত অব্যর্থ ও সুনিশ্চিত এবং তাহাতে কোন প্রকার ব্যতিক্রম ঘটিবার সম্ভবনা নাই। এ প্রকার অভিমত শুধু অনুমানের উপর নির্ভর করে এবং তাহা বারম্বার পণ্ড হয়।"

(২) "এই ভবিষ্যদ্বাণী অদ্যকার তারিখের দুই বৎসর পূর্ব্বে কোন কোন আর্য্য, মোসলমান এবং কতিপয় মৌলবী ও হাফেজদিগকে বলা হইয়াছিল। আর্য্যগণের মধ্যে কাদিয়ানের অধিবাসী মলাওমল ও শরমপত দুইজন উল্লেখযোগ্য ব্যক্তি।"

(৩) তদ্ব্যতীত ভবিষ্যদ্বাণীর মর্ম্মের প্রতি সমষ্টিগতভাবে দৃষ্টিপাত করিলে একজন মূর্খ ব্যক্তিও বুঝিতে পারে যে, ইহা মানবীয় শক্তির বহির্ভূত ভবিষ্যদ্বাণী। ইহা আল্লাহ্‌র নিদর্শন হওয়া সম্বন্ধে কোন সন্দেহ হইতে পারে না। **যদি সন্দেহ হয়, তবে এরূপ নিদর্শন সম্বলিত এপ্রকার ভবিষ্যদ্বাণী উপস্থিত কর।"**

ভবিষ্যদ্বাণীর মাহাত্য

"এস্থলে চক্ষু উন্মীলন পূর্ব্বক দেখা কর্ত্তব্য যে ইহা শুধু ভবিষ্যদ্বাণীই নহে, বরং ইহা অতীব সুমহান স্বর্গীয় নিদর্শন, যাহা মহামহিমান্বিত খোদা-করীম-জল্লাশানুহু নবী করীম রওফ রহীমের (সাঃ) সত্যতা ও মহিমা প্রদর্শনের জন্য প্রকাশ করিয়াছেন। বাস্তবিক, এই নিদর্শন **কোন মৃত ব্যক্তিকে সঞ্জীবিত** করা অপেক্ষা শত শত গুণে মহৎ, উত্তম, পূর্ণ, ও শ্রেষ্ঠ,। কারণ, মৃত ব্যক্তির জীবন দান অর্থ—খোদাতা'লার দরগাহে দোয়া দ্বারা কোন আত্মাকে ফেরত আনা..., যাহার প্রমাণ সম্বন্ধে আপত্তিকারীদের অনেক প্রশ্ন থাকে। তারপর,...ইহাও লিখিত আছে বলিয়া দেখা যায় যে, এইরূপ মৃত ব্যক্তি শুধু কয়েক মিনিট কাল জীবিত থাকিত।.. অসম্ভব হইলেও, যদি ধরিয়া নেওয়া হয় যে, ঐরূপ ব্যক্তি কয়েক বৎসর পর্য্যন্ত জীবিত থাকিত, তবু কোন ত্রুটীযুক্ত আত্মা কোন নীচ বা সংসার-ভক্ত, দুনিয়াপরস্ত ব্যক্তির মধ্যে বাস করিয়া বিশ্বের কিরূপ ইষ্ট সাধন করিতে পারিত? এস্থলে, খোদাতা'লার অনুগ্রহে, হজরত খাতামুল্‌-আম্বীয়ার (সাঃ) বরকতে, খোদাওন্দ করীম এই 'আজেজের' দোয়া কবুল করিয়া এমন আশীষ পূর্ণ 'রুহ্‌' প্রেরণ করিবার অঙ্গীকার করিয়াছেন যে, তাহার জাহেরী ও বাতেনী, প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য বরকত সমূহ বিশ্বময় পরিব্যাপ্ত হইবে।" ("ওয়াজেবুল-এজ্‌হার ইস্তাহার," তাং ২২শা মার্চ্চ, ১৮৮৬)।

আরো আপত্তি

ইহাতে কোন কোন ব্যক্তি প্রশ্ন উত্থাপন করিল যে, "পেসর মাউদ বা প্রতিশ্রুত সন্তান জন্মগ্রহণের জন্য ৯ বৎসরের যে ম্যাদ

ধার্য্য করা হইয়াছে, তাহাতে বড়ই সুযোগ গ্রহণ করা হইয়াছে। এমন সুদীর্ঘ কালের মধ্যে কোন না কোন সন্তান হওয়া ত সম্ভবপর।"

ইহার উত্তরে হজরত মসিহ মাউদ (আঃ) **১৮৮৬ সনের ৮ই এপ্রিল একটি ইস্তাহার** প্রকাশ করেন। ইহার সারমর্ম্ম নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

(১) প্রথমতঃ, ইহার উত্তর এই যে, যে বিশেষ গুণবান পুত্রের সম্বন্ধে সুসংবাদ প্রদত্ত হইয়াছে, তাহা কোন দীর্ঘ সময়ে পূর্ণ হইলে কিছু আসে যায় না। ৯ বৎসর কেন, ইহার দ্বিগুণ কালের মধ্যেও ঐরূপ গুণ সম্পন্ন পুত্র জন্ম গ্রহণ করিবার নিমিত্ত ধার্য্য থাকিলে ভবিষ্যদ্বাণীর মাহাত্য বিষয়ে কোন প্রকার দোষ ঘটিতে পারে না, বরং প্রত্যেক মানব চিত্ত স্থূল বিচার শক্তি দ্বারাও এই সাক্ষ্য দিবে যে, এইরূপ মহৎ সুসংবাদ, যাহা এমন যশঃ-পূর্ণ ব্যক্তি বিশেষের জন্ম সম্বন্ধে অবগত করিতেছে, তাহা মানব শক্তির সম্পূর্ণ বহির্ভূত কথা। দোয়া কবুল হওয়ার পর এইরূপ সংবাদ প্রাপ্ত হওয়া নিশ্চিতই স্বর্গীয় **মহা নিদর্শন**। ইহা শুধু **ভবিষ্যদ্বাণী** নহে।"

(২) "এতদ্ব্যতীত, উপরোক্ত ইস্তাহারের * পর পুনরায় এবিষয়ে বিশেষ জ্ঞান লাভ করিবার জন্য খোদাতা'লার দরগাহে বিশেষ ভাবে ধ্যান করায়, অদ্য ৮ই এপ্রিল ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে মহামহিমান্বিত খোদা 'জল্লা-শানুহু' হইতে এই 'আজেজ' এতটুকু জানিতে পারিয়াছি যে, **'এক পুত্র খুবই নিকটবর্ত্তী কালে জন্ম গ্রহণ করিবে। ইহাতে একটি গর্ভকালাপেক্ষা বিলম্ব হইতে পারে না।** (আরবী 'এলহামের' দুইটি বাক্য হইতেছে :— نازل من اسماء ونزل من اسماء

ইহা 'নাজেল' হওয়া বা শীঘ্র 'নাজেল' হওয়ার প্রতি নির্দ্দেশ করে—টীকা)। **ইহাতে প্রকাশ পায় যে, এক পুত্র সম্ভবতঃ এখনই হইবে, নতুবা নিশ্চয়ই ইহার নিকট-বর্ত্তী গর্ভ সঞ্চারে জন্ম গ্রহণ করিবে।† তবে, ইহা প্রকাশ করা হয় নাই যে, যে সন্তান এখন জন্ম-গ্রহণ করিবে সে-ই কি সেই ছেলে, না সে অন্য কোন সময় ৯ বৎসর কাল মধ্যে জন্ম গ্রহণ করিবে।**

তারপর, এই 'এল্‌হামটিও পাওয়া গিয়াছে :—

انہوں نے کہا کہ انیوالا یہی ہے یا ہم دوسرے کی راہ تکیں

অর্থাৎ "তাহারা বলিল, 'আসিতেছে (ছেলে) কি এই, না আমরা অন্যের জন্য অপেক্ষা করিব'?"‡

এই 'আজেজ' মৌলা করীম, আল্লাহ্‌-জল্লা-শানুহুর একজন দুর্ব্বল দাস মাত্র। এজন্য আমি তাহাই প্রকাশ করিতেছি, যাহা আল্লাহ্‌র নিকট হইতে আমার কাছে প্রকাশ করা হইয়াছে। ভবিষ্যতে যাহা জানা যাইবে, তাহাও প্রকাশ করা হইবে। ধন্য সেই, যে হেদাএত বা প্রকৃত ধর্ম্ম-পথ প্রদর্শিত হইলে, সেই পথে চলে।" (ইস্তাহার, ৮ই এপ্রিল ১৮৮৬)

উপরোক্ত ইস্তাহারের সারমর্ম্ম

এই ইস্তাহারের শেষোক্ত এল্‌হামী এবারত হইতে জানা যায় যে, **প্রতিশ্রুত পুত্র** দুই পুত্রের মধ্যে একজন নিশ্চয়ই হইবেন; অর্থাৎ, হয়ত প্রতিশ্রুত সংস্কারক, মোস্‌লেহ্‌ মাউদ সেই সন্তানই, যাঁহার সম্বন্ধে ইস্তাহারে অঙ্গীকার করা হইয়াছে,—নতুবা পরবর্ত্তী সন্তান, যিনি তাঁহার পর জন্মগ্রহণ করিবেন, তিনিই প্রতিশ্রুত পুত্র। কারণ এল্‌হামী বাক্য এই :—

انہوں نے کہا کہ انیوالا یہی ہے یا ہم دوسرے کی راہ تکیں

অর্থাৎ, "তাহারা বলিল, 'আসিতেছে (ছেলে) কি এই, না আমরা অন্যের জন্য অপেক্ষা করিব'?"

ইহা ইহাই নির্দ্দেশ করিতেছে যে, প্রতিশ্রুত পুত্র দুইজনের মধ্যে একজন হইবেন। হয়ত ইনিই, কিম্বা যিনি তাঁহার পর জন্মগ্রহণ করিবেন, তিনিই **প্রতিশ্রুত পুত্র**।

কন্যার জন্মগ্রহণ ও বিরোধিগণের আপত্তি

এই ইস্তাহারের পর দুই মাস কাল অতিবাহিত হইতে না হইতেই হজরত মসিহ্‌ মাউদের (আঃ) এক কন্যা জন্মগ্রহণ করেন। এই ঘটনা উপলক্ষে কোন কোন বিরুদ্ধবাদী উপরোক্ত

---

* ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দের ২২শা মার্চ্চের ইস্তাহার।

† অর্থাৎ, যাহার সম্বন্ধে অঙ্গীকার করা হইয়াছে যে, সে খুবই নিকটবর্ত্তী কালে জন্ম গ্রহণ করিবে।

‡ অর্থাৎ, প্রতিশ্রুত পুত্র

ইস্তাহারের মর্ম্মের বিরুদ্ধে মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ করিয়া প্রচার করিতে চাহিল, "যে পুত্রের জন্মগ্রহণ সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী ছিল, তাহার সময় উত্তীর্ণ হইয়াছে এবং ভবিষ্যদ্বাণী মিথ্যায় পরিণত হইয়াছে।"

প্রতিবাদ

ইহার উত্তরে হজরত মসিহ্ মাউদ (আঃ) সেই সময়েই **"মহাক্কে আখ্‌ইয়ার ও আশ্‌রার"** ("সাধু ও দুষ্টে প্রভেদ") শীর্ষক ইস্তাহার প্রকাশ করেন। তাহার সারমর্ম্ম এইঃ—

"আমরা ইহার উত্তরে শুধু 'লা-নাতুল্লাহে-আলাল্-কাযেবীন' (মিথ্যাবাদীর প্রতি আল্লাহ্‌র অভিশাপ) বলা যথেষ্ট মনে করি। ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দের ২২শা মার্চ্চের ইস্তাহারে, পরিষ্কার ভাবে, **উল্লিখিত সন্তান জন্ম গ্রহণের জন্য, ৯ বৎসরের ম্যাদ লিখিত আছে।** ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দের ৮ই এপ্রিলের ইস্তাহারে কোন বৎসর বা মাসের উল্লেখ নাই এবং তাহাতে একথাও বলা হয় নাই যে, ৯ বৎসরের যে ম্যাদ প্রদত্ত হইয়াছিল, তাহা রহিত করা হইয়াছে। আমি সেই ইস্তাহারে এই ইঙ্গিত পর্য্যন্ত করিয়াছিলাম যে, সেই বাক্য * দ্বারা বর্ত্তমান গর্ভকে বিশিষ্ট করা হয় নাই।"

ইহার পর, হজরত মসিহ্ মাউদ (আঃ) **১৮৮৭ খৃষ্টাব্দের ১০ই জুলাই**, এক ইস্তাহার প্রকাশ করেন। তাহাতে নিম্নলিখিত 'এল্‌হাম'গুলি প্রতিশ্রুত পুত্র সম্বন্ধে লিখিত আছে :—

ایک اولو العزم پیدا ہوگا وہ حسن و احسان
میں تیرا نظیر ہوگا وہ تیرے ہی نسل سے ہوگا
فرزند دلبند گرامی ارجمند مظہر الحق والعلاء کان
اللہ نزل من السماء

অর্থাৎ, "একজন দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ, দৃঢ়-চিত্ত (পুত্র) জন্ম গ্রহণ করিবে। সে গুণ-গরিমায় তোমার অনুরূপ হইবে। সে তোমারই সন্তানগণ হইতে হইবে। মহিমাময়, যশস্বী পুত্র। সত্য ও মহত্বের প্রকাশক। আল্লাহ্ যেন স্বর্গ হইতে অবতীর্ণ হইলেন।" ('এজালায়-আওহাম,' প্রথম সংস্করণ, ৬৩৫ পৃঃ)।

প্রথম বশীরের জন্ম ও ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দের ৭ই আগষ্টের ইস্তাহার

তারপর, আল্লাহ্‌তা'লা, ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দের ৭ই আগষ্ট, হজরত মসিহ্ মাউদকে (আঃ) এক পুত্র সন্তান প্রদান করেন। তিনি সেদিনই এক ইস্তাহার প্রকাশ করেন। তাহার সারমর্ম্ম এই :—

"হে পাঠকগণ, আমি আপনাদিগকে সংবাদ দিতেছি, যে ছেলের জন্ম-গ্রহণ সম্বন্ধে আমি, **১৮৮৬ খৃষ্টাব্দের ৮ই এপ্রিল** ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলাম এবং খোদাতা'লার নিকট হইতে সংবাদ লাভ করিয়া সুস্পষ্ট ভাষায় লিখিয়াছিলাম যে, সে বর্ত্তমান গর্ভে জন্মগ্রহণ না করিলেও পরবর্ত্তী গর্ভে, যাহা উহার নিকটবর্ত্তী সময়েই সঞ্চার হইবে, জন্মগ্রহণ করিবে। সেই ছেলে অদ্য ১৬ই জিল্-কদ, ১৩০৪ হিঃ মোতাবেক ৭ই আগষ্ট ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে, রাত্রি ১২টার পর প্রায় ১½ ঘটিকার সময় জন্মগ্রহণ করিয়াছে। খোদাতা'লার অশেষ ধন্যবাদ।" فالحمد للہ علی ذالک

এই সন্তানের নাম **বশীর** রাখা হয়।

প্রথম বশীরের জন্ম কোন্ ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী হন

স্মরণ রাখিতে হইবে যে, উপরোক্ত ইস্তাহারে হজরত মসিহ্ মাউদ (আঃ) ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দের ২০শা ফেব্রুয়ারী ইস্তাহারোল্লিখিত ভবিষ্যদ্বাণীর প্রতি কোন ইঙ্গিত করেন নাই। প্রথম বশীর **১৮৮৬ খৃষ্টাব্দের ৮ই এপ্রিলের** ইস্তাহারোল্লিত ভবিষ্যদ্বাণী অনুসারে জন্মগ্রহণ করেন বলিয়া লিখিয়াছেন।

ইহাও স্মরণ রাখিতে হইবে যে, ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দের ৮ ই এপ্রিল তারিখের ভবিষ্যদ্বাণী সম্বন্ধে হজরত মসিহ্ মাউদ (আঃ) সেই ইস্তাহারেই বিশেষভাবে একথাও বলিয়াছেন যে, সেই ভবিষ্যদ্বাণী 'পেসরে মাউদ' বা প্রতিশ্রুত পুত্র সম্বন্ধেই কি না, সঠিক বলা যায় না। হয়ত তিনিই হইবেন; নতুবা তিনি ৯ বৎসরের ম্যাদ মধ্যে জন্ম গ্রহণ করিবেন।

অবশ্য, সেই ইস্তাহারে যে 'এল্‌হাম' প্রকাশিত হইয়াছে, তদ্বারা একথা বুঝা যায় যে, প্রতিশ্রুত পুত্র দুই জনের মধ্যে একজন হইবেন। হয়ত সেই ছেলেই প্রতিশ্রুত পুত্র, যিনি এই ভবিষ্যদ্বাণী অনুসারে শীঘ্রই জন্ম-গ্রহণ করিবেন; নতুবা অপর যে ছেলে ৯ বৎসরের ম্যাদ মধ্যে ভূমিষ্ট হইবেন, তিনিই **প্রতিশ্রুত পুত্র**।

প্রথম বশীর সম্বন্ধে 'এল্‌হাম'

হজরত মসিহ্ মাউদ (আঃ) এই 'বশীর' (সুসংবাদাতা) সম্বন্ধে কতিপয় 'এল্‌হাম' প্রাপ্ত হন। তন্মধ্যে তাঁহার ব্যক্তিগত

*সেখানে বলা হইয়াছিল, ایک مدت حمل سے تجاوز نہیں کرسکتا "একটি গর্ভকাল অপেক্ষা বিলম্ব হইতে পারে না।"

মাহাত্ম্য, গুণ-গরিমা ও অন্তর্নিহিত শক্তি সামর্থ্যের উল্লেখ ছিল। 'এল্‌হামে' তাঁহার নাম 'বশীর', 'চেরাগ-দীন' (ধর্ম্ম-প্রদীপ) প্রভৃতি রাখা হইয়াছিল। তাঁহার জন্ম-দিবসেই তাঁহার সম্বন্ধে নিম্ন-লিখিত 'এল্‌হাম' হয় :—

انا ارسلناه شاهدا ونذيرا كصيب من السماء فيه
ظلمات ورعد وبرق كل شئ تحت قدميه ط

অর্থাৎ, "আমি তাহাকে সাক্ষী, সুসংবাদ-দাতা ও ভয়-প্রদর্শকরূপে পাঠাইয়াছি। সে আকাশের প্রকাণ্ড মেঘমালার ন্যায়; উহাতে থাকে নিবিড় অন্ধকাররাশী, বজ্র ও বিদ্যুৎ। এ সমস্তই তাহার পদ-মূলে আছে।"

এই সমুদয় আখ্যার দরুণ হজরত মসিহ মাউদ (আঃ) অনুমান করিলেন যে, "তিনিই প্রতিশ্রুত সংস্কারক বা মোস্‌লেহ্‌ মাউদ হওয়া বিচিত্র কি?" ('সবুজ ইস্তাহার') তবে, এসম্বন্ধে কোন 'এল্‌হাম' হয় নাই।

"সবুজ ইস্তাহারে" হজরত মসিহ্‌ মাউদ (আঃ) বলেন, এ সম্বন্ধে কোন 'এল্‌হাম' প্রকাশ করা হয় নাই, বরং এই অনুমানও সর্ব্বসাধারনে প্রচার করা হয় নাই। তারপর, "তাহার ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর শত শত পত্র বিভিন্ন স্থান হইতে এই মর্ম্মে পাওয়া গিয়াছে যে, 'ইনিই কি সেই ছেলে, যাঁহার দ্বারা লোকে ধর্ম্ম-পথ (হেদাএত) প্রাপ্ত হইবে?' তখন সকলের নিকটই এই উত্তর লিখা হইয়াছিল যে, এসম্বন্ধে পরিষ্কার ভাবে এখন পর্য্যন্ত কোন 'এল্‌হাম' পাওয়া যায় নাই। অবশ্য, 'এজ্‌তেহাদ' বা চিন্তার ফলে মনে করা হইত যে, এই ছেলেই 'মোস্‌লেহ্‌ মাউদ' বা প্রতিশ্রুত পুত্র হওয়া, বিচিত্র কি? ইহার কারণ ছিল; এই পরলোকগত তনয়ের ব্যক্তিগত বহু মাহাত্ম্য 'এল্‌হামে' বর্ণিত ছিল।"

অনুমান-জনিত এই ভ্রম শীঘ্রই 'এল্‌হাম' দ্বারা অপনোদিত হইল। "পরে, সুস্পষ্টভাবে জানা গেল যে, সে মোস্‌লেহ্‌ মাউদ ছিল না; বরং সে প্রতিশ্রুত সংস্কারক, মোস্‌লেহ্‌ মাউদের 'বশীর' বা সুসংবাদদাতা ছিল।" (সবুজ ইস্তাহার)।

১৮৮৮ সনের ১০ই জুলাইয়ের ইস্তাহারের পরিশিষ্ট ও 'ওলুল্‌-আজম' মাহ্‌মুদ

তারপর, হজরত মসিহ্‌ মাউদ (আঃ) ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দের ১০ই জুলাই এক ইস্তাহার প্রকাশ করেন। ইহার পরিশিষ্ট ১৫ই জুলাই তারিখে প্রকাশিত হয়। এই পরিশিষ্টে হজরত মসিহ্‌ মাউদ (আঃ) বলেন :—

"সকল প্রয়োজনই খোদাতা'লা পূর্ণ করিয়াছেন। সন্তানও দিয়াছেন। তন্মধ্যে 'ধর্ম্মের জ্যোতিঃ' স্বরূপ পুত্রও দিয়াছেন, † বরং নিকটবর্ত্তীকালে আরো এক পুত্র জন্মগ্রহণের অঙ্গীকার করিয়াছেন। তাহার নাম হইবে **মাহ্‌মুদ আহ্‌মদ**। সে তাহার কাজ-কর্ম্মে দৃঢ়-মনস্ক ও দৃঢ়-সঙ্কল্প ('ওলুল্‌-আজম') হইবে।

বশীর আওয়ালের মৃত্যু ও বিরুদ্ধবাদিগণের আপত্তি

তারপর, ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দের ৪ঠা নবেম্বর, হজরত বশীর খোদাতা'লার ইচ্ছায় পরলোক গমন করেন। তাঁহার মৃত্যুতে কোন কোন খামখেয়াল-বিশিষ্ট ব্যক্তি গোল আরম্ভ করে। তাহারা পত্রিকা সমূহে ও ইস্তাহার দ্বারা প্রচার করিতে লাগিল, "এই সেই ছেলে, যাহার সম্বন্ধে ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দের ২০শা ফেব্রুয়ারী ও ঐ সনের ৮ই এপ্রিল এবং ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দের ৭ই আগষ্ট, ইস্তাহার দ্বারা ঘোষণা করা হইয়াছিল যে, এই পুত্র মহিমা, প্রতাপ ও ঐশ্বর্য্যের অধিকারী হইবে এবং জাতিগণ তাহার নিকট হইতে আশীষ গ্রহণ করিবে।" ("সবুজ ইস্তাহার")।

সবুজ ইস্তাহার

তখন, হজরত মসিহ্‌ মাউদ (আঃ) এই ভ্রমাত্মক ধারণা দূরীকরনার্থ, ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দের ১লা ডিসেম্বর, সবুজ বর্ণ কাগজের এক ইস্তাহার প্রকাশ করেন। ইহাতে স্পষ্টভাবে ঘোষণা করেন যে, প্রথম বশীর 'প্রতিশ্রুত পুত্র' ছিলেন না; বরং দ্বিতীয় বশীর হইতেছেন সেই **প্রতিশ্রুত পুত্র**। তাঁহার নাম ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দের ১০ই জুলাই তারিখের ইস্তাহারের পরিশিষ্টে "**মাহ্‌মুদ**" বলা হইয়াছে। 'সবুজ ইস্তাহারের" সারমর্ম্ম নিম্নে প্রদত্ত হইল।

বিরুদ্ধ-বাদিগণের আপত্তির উল্লেখ :—"পাঠকগণ অবহিত হওন, কোন কোন বিরুদ্ধবাদী পরলোকগত পুত্রের মৃত্যু উপলক্ষে তাহাদের প্রকাশিত ইস্তাহার ও পত্রিকাসমূহে উপহাস পূর্ব্বক লিখিতেছে যে, এই সেই ছেলে, যাহার সম্বন্ধে ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দের ২০শা ফেব্রুয়ারী ও ঐ সনের ৮ই এপ্রিল এবং ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দের ৭ই আগষ্ট, ইস্তাহার দ্বারা ঘোষণা করা হইয়াছিল

† ইহা প্রথম বশীরের নাম

যে, এই পুত্র মহিমা, প্রতাপ ও ঐশ্বর্য্যের অধিকারী হইবে এবং জাতিগণ তাহার নিকট হইতে আশীষ লাভ করিবে।" ('সবুজ ইস্তাহার, পৃঃ ১)।

প্রতিশ্রুত মসিহ্‌র (আঃ) উত্তর:—"পাঠকগণ অবহিত হওন, যে সকল ব্যক্তি এইরূপ ছিদ্রান্বেষণ করিয়াছে, তাহারা অত্যন্ত আত্ম-প্রবঞ্চিত হইয়াছে বা প্রবঞ্চনা করিতে চাহিয়াছে। প্রকৃত কথা এই, ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দের আগষ্ট মাস পর্য্যন্ত (পরলোক-গত ছেলে সেই মাসেই জন্মগ্রহণ করে) যত-গুলি ইস্তাহার এই 'আজেজ' কর্ত্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে এবং যাহা প্রমাণ স্বরূপ লেখরাম তাহার ইস্তাহারে উল্লেখ করিয়াছে, তাহা হইতে এমন কোন অক্ষর কোন ব্যক্তি পেশ করিতে পারে না, যাহাতে এই দাবী করা হইয়াছিল যে, 'মোস্‌লেহ্‌ মাউদ' ও 'দীর্ঘজীবী' হইবে বলিয়া যে পুত্রের সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী ছিল, সেই পুত্র এই ছেলেই ছিল, যাহার মৃত্যু হইয়াছে; বরং ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দের ৮ই এপ্রিলের ইস্তাহার ও ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দের ৭ই আগষ্ট তারিখের ইস্তাহার (যাহার মধ্যে ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দের ৮ই এপ্রিলের ইস্তাহারের উপর ভিত্তি স্থাপন পূর্ব্বক, তাহা উল্লেখক্রমে, বশীরের জন্মের তারিখ প্রকাশ করা হইয়াছিল) স্পষ্টতঃ ঘোষণা করিতেছে যে, তখন পর্য্যন্ত 'এল্‌হামীভাবে' একথার মীমাংসা হয় নাই যে, সেই ছেলেই 'মোস্‌লেহ্‌ মাউদ' ও 'দীর্ঘজীবী হওয়ার' কথা ছিল, না অন্য কেহ হইবে।" ('সবুজ ইস্তাহার', পৃঃ ২)

—আর্য্যদের সাক্ষ্য:—"লেখরামের ইস্তাহারের পূর্ব্বে অন্য একটি ইস্তাহার আর্য্যদের পক্ষ হইতে আমার পূর্ব্বোক্ত তিনটি ইস্তাহারেরই উত্তর স্বরূপ, অমৃত সহরে 'চশ্‌মা নূর' প্রেসে মুদ্রিত হইয়া প্রকাশিত হয়। ইহাতে তাহারা স্পষ্টাক্ষরে স্বীকার করিয়াছে যে, 'এই তিনটি ইস্তাহারই দেখিলে একথা প্রমাণিত হয় না যে, এই যে ছেলে জন্ম গ্রহণ করিয়াছে, সে-ই প্রতিশ্রুত সংস্কারক বা 'মোস্‌লেহ্‌ মাউদ' ও 'দীর্ঘজীবী' হইবে, না সে অন্য কেহ হইবে" ('সবুজ ইস্তাহার, পৃঃ ২, টীকা)

সারকথা:—"এখন, সারকথা, ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দের ৮ই এপ্রিল ও ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দের ৭ই আগষ্ট তারিখের উপরোক্ত উভয় ইস্তাহারে ছেলে কিরূপ ও কি কি গুণ বিশিষ্ট হইবে, একথার কোন মাত্র উল্লেখ নাই; বরং ঐ উভয় ইস্তাহার স্পষ্টাক্ষরে ঘোষণা করিতেছে যে, তখন পর্য্যন্ত এবিষয় 'এল্‌হাম' দ্বারা পরিষ্কারভাবে জানা যায় নাই। অবশ্য, উপরোক্ত গুণ-সম্পন্ন ভাবী পুত্র সম্বন্ধে, কোন প্রকার স্থির সিদ্ধান্ত, কিম্বা বিশিষ্ট নির্দ্ধারণ না করিয়া ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দের ২০শা ফেব্রুয়ারীর ইস্তাহারে, নিশ্চয়ই উল্লেখ করা হইয়াছে।" (ঐ, পৃঃ ৩)

'সেরাজ-এ-মুনির' প্রকাশে বিলম্ব:—"নিশ্চিতভাবে কোন 'এল্‌হামের' উপর ভিত্তি স্থাপন পূর্ব্বক এই অভিমত প্রকাশ করা হয় নাই যে, নিশ্চিয়ই এই ছেলে পরিণত বয়স প্রাপ্ত হইবে। ইহারই প্রতি লক্ষ্য ও ইহারই অপেক্ষা বশতঃ 'সেরাজ-এ-মুনির' পুস্তক প্রকাশে বিলম্ব করা হইয়াছে, যেন 'এল্‌হাম' দ্বারা উত্তমরূপে ছেলের প্রকৃতাবস্থা অবহিত হওয়ার পর, তাহার বিস্তৃত সবিশেষ বিবরণ লিখা যাইতে পারে।" (ঐ, ৪ পৃ)

দুই পুত্র সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী:—ঘটনা প্রকাশিত হওয়ার পূর্ব্ববর্ত্তী 'এল্‌হাম' দুই পুত্র জন্ম গ্রহণের প্রতি নির্দ্দেশ করে। খোদার বাণী ঘোষণা করিতেছিল যে, কোনো ছেলে অল্প বয়সে পরলোক গমন করিবে। ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দের ২০শা ফেব্রুয়ারী এবং ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দের ১০ই জুলাই তারিখের ইস্তাহার-দ্বয় দ্রষ্টব্য। সুতরাং, পূর্ব্ব ভবিষ্যদ্বাণী অনুসারে এক পুত্র জন্ম গ্রহণ করিয়া পরলোক গমন করিয়াছে।" (ঐ, পৃঃ ৭, টীকা)

দ্বিতীয় বশীর সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী:—"অপর যে পুত্র সম্বন্ধে 'এল্‌হাম' ঘোষণা করিতেছিল যে, **মাহ্‌মুদ** নামীয় দ্বিতীয় বশীর প্রদত্ত হইবে, সে যদিও অদ্য ১লা ডিসেম্বর, ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত জন্ম গ্রহণ করে নাই, তবু খোদার অঙ্গীকার অনুসারে ঠিক ম্যাদ কাল মধ্যে নিশ্চয়ই সে জন্ম গ্রহণ করিবে।" (ঐ, পৃঃ ৭, টীকা)

অটল ভবিষ্যদ্বাণী:—"জমিন আস্‌মান টলিতে পারে, কিন্তু খোদার অঙ্গীকার টলিবার নহে। মূর্খ ও নির্ব্বোধেরা তাঁহার 'এল্‌হাম' ও সুসংবাদ নিয়া হাঁস্য ও ঠাট্টা বিদ্রূপ করে। কারণ, শেষ তাহাদের দৃষ্টির অগোচর—পরিণাম তাহাদের চক্ষুর বহির্ভূত।' (ঐ, পৃঃ ৭, টীকা)

প্রথম বশীরের মৃত্যু কি আকস্মিক:—"এখন আমি সর্ব্ব-সাধারণের উপকারার্থে ইহাও লিখা প্রয়োজন মনে করি যে, বশীর আহ্‌মদের মৃত্যু আকস্মিক নহে। মহামহিমান্বিত আল্লাহ্‌-জল্লা-শানুহু তাহার মৃত্যুর পূর্ব্বে এই 'আজেজকে' তাঁহার 'এল্‌হাম' দ্বারা পূর্ণরূপ অন্তর্জ্ঞান প্রদান করিয়াছিলেন। আমি দেখিতে পাইতেছিলাম যে, এই ছেলে তাহার কর্ম্ম সম্পাদন করিয়াছে, এখন সে মহাপ্রয়াণ করিবে।

"যে সকল 'এলহাম' এই পরলোক-গত পুত্রের জন্ম-দিবস অবতীর্ণ হইয়াছিল, তদ্বারাও অস্পষ্টভাবে তাহার মৃত্যুর গন্ধ আসিতেছিল এবং প্রতীত হইতেছিল যে, সে লোকের জন্য 'এব্‌তেলা' বা পরীক্ষা স্বরূপ হইবে। সেই 'এল্‌হাম' হইতেছে,

انا ارسلناه شاهدا و مبشرا و نذيرا كصيب من السماء

فيه ظلمات ورعد وبرق كل شيء تحت قدميه

অর্থাৎ, "আমি এই পুত্রকে সাক্ষী, সুসংবাদ-দাতা ও ভয়-প্রদর্শকরূপে পাঠাইয়াছি। সে প্রকাণ্ড মেঘ-মালার ন্যায়; যাহার মধ্যে নানা প্রকার আঁধার, বজ্র, ও বিদ্যুৎ থাকে। এ সকলই তাহার পদমূলে নিহিত"—অর্থাৎ, তাহার পদোত্তোলন, অর্থাৎ মৃত্যুর পর প্রকাশ পাইবে। সুতরাং, অন্ধকার অর্থ ছিল 'এব্‌তেলা' বা পরীক্ষাজনক আঁধারসমূহ। তাঁহার মৃত্যুতে লোকে সেই পরীক্ষায় নিপতিত হইয়াছিল। সেই পরীক্ষা এমন কঠিন ছিল যে, তাহা আঁধাররাশির ন্যায়ই ছিল। ফলে, তাহাদের অবস্থা কোরান করীমের আয়েত واذا اظلم عليهم قاموا ('যখন অন্ধকার হয়, তখন তাহারা দাঁড়ায়') স্বরূপ ছিল।

"এল্‌হামী উক্তিতে আঁধারের পর 'বজ্র ও বিদ্যুতের' কথা আছে। শব্দের এই বিন্যাস দ্বারা প্রকাশ পায় যে, পরলোকগত পুত্রের পদোত্তোলনের পর, প্রথমতঃ আঁধার ঘনাইয়া আসিবে; তারপর বজ্র ও বিদ্যুৎ-সহ এই ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হইতে আরম্ভ হওয়ার কথা; অর্থাৎ, 'বশীর আওয়ালের' মৃত্যুর ফলে আধ্যাত্মিক পরীক্ষাজনক অন্ধকার উপস্থিত হওয়ার পর 'বজ্র ও বিদ্যুতের আলো' প্রকাশিত হওয়ার অঙ্গীকার প্রদত্ত হইয়াছে। যখন সেই আলো উপস্থিত হইবে, তখন অন্ধকারজনিত সকল কল্পনা জল্পনা অন্তর হইতে দূরীভূত হইবে; এবং যে সকল প্রশ্ন গাফেল, মৃত-প্রাণ ব্যক্তিদের মুখ হইতে নিঃসৃত হইয়াছে, তৎ-সমুদয়ই ক্ষালিত হইবে।

"যে এল্‌হামটির কথা আমি এইমাত্র উল্লেখ করিলাম, প্রথমেই তাহা বহু ব্যক্তিদিগকে সবিশেষ জানান হইয়াছিল। সেই শ্রোতাগণের মধ্যে মৌলবী আবু সয়ীদ মোহাম্মদ হোসেন বটালবী অন্যতম। তদ্ব্যতীত আরো কতিপয় সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি আছেন।

"এখন যদি আমার আপন-পর, বন্ধু-অবন্ধু সকলেই এই 'এল্‌হামের' বর্ণিত বিষয় সম্বন্ধে চিন্তা করেন এবং গভীরভাবে দেখেন, তবে ইহাই উজ্জ্বলভাবে দেখিতে পাইবেন যে, এই আঁধার উপস্থিত হইবার পূর্ব্ব হইতেই খোদাতা'লা তাঁহার অভিপ্রেত বিষয় 'এল্‌হাম' দ্বারা অবগত করেন এবং পরিষ্কারভাবে প্রকাশ করেন যে, আঁধার ও আলো উভয়ই এই ছেলের পদ-মূলে আছে। অন্য কথায়, সে পদোত্তোলন করিলে, অর্থাৎ তাহার মৃত্যু হইলে, উভয়েরই উপস্থিত হওয়া অনিবার্য্য।

"অতএব হে মানবগণ, তোমরা যাহারা আঁধার দেখিয়াছ ব্যতিব্যস্ত হইও না, বরং সন্তুষ্ট হও, পুলকিত হও। কারণ ইহার পর এখন আলো আসিবে।" (ঐ, পৃঃ ১৫—১৭)

'রহ্‌মত' বা স্বর্গীয়-অনুগ্রহ অবতরণের দুইটি প্রণালী

"খোদাতা'লার 'রহ্‌মত' (অনুগ্রহ) নাজেল করিবার এবং আধ্যাত্মিক 'বরকত' (আশীষ) প্রদান করিবার দুইটি প্রধান প্রণালী আছে।' যথা,—

প্রথম প্রণালী:—'প্রথমতঃ, কোন দুঃখ, বিপদ ও অশান্তি অবতীর্ণ করিয়া ধৈর্য্যশীল ব্যক্তিদের প্রতি তাঁহার দান ও করুণার দ্বারোদ্‌ঘাটন করেন। খোদাতা'লা বলিয়াছেন:—

وبشر الصابرين الذين اذا اصابتهم مصيبة قالوا

انا لله و انا اليه راجعون - اولئك عليهم صلوات من ربهم

و رحمة و اولئك هم المهتدون *

অর্থাৎ, "আমার বিধান এই যে, আমি মোমেনদিগকে নানা প্রকার বিপদ দেই এবং 'সবরকারী' ধৈর্য্যশীল ব্যক্তিগণের প্রতি আমার রহ্‌মত অবতীর্ণ হয়। যাহারা ধৈর্য্যাবলম্বন করে, তাহাদের জন্য কৃতকার্য্যতার পথ খুলিয়া দেই।'

(২) **দ্বিতীয় প্রণালী**:—'রহমত' নাজেল করিবার অপর প্রণালী **নবী, মুরসাল, অলি, ইমাম ও খলিফাগণের** প্রেরণে প্রকাশ পায়, যেন তাঁহাদের অনুবর্ত্তীতা ও তাঁহাদের প্রদর্শিত ধর্ম্ম-পথে চালিত হইয়া মানবগণ সত্যালোকে ভ্রমণ করিতে পারে, এবং তাঁহাদের আদর্শানুযায়ী স্বীয় জীবন গঠিত করিয়া 'নাজাত' (মুক্তি) লাভ করে। এই নিমিত্ত আল্লাহ্‌তা'লা চাহিয়াছেন যে, এই বিনীত দাসের সন্তানগণের দ্বারা এই উভয় দিকই প্রকাশিত হয়।'

(ক) প্রথম দিক—"সুতরাং, প্রথমতঃ, তিনি প্রথম প্রকার 'রহমত' অবতীর্ণ করিবার উদ্দেশ্যে 'বশীরকে' প্রেরণ করেন, যেন ('সবরকারী, ধৈর্য্যশীল ব্যক্তিদিগকে সুসংবাদ দাও') অনুযায়ী উপকরণ মোমেনগণের জন্য প্রস্তুত করেন এবং তাঁহার প্রদত্ত সুসংবাদের যথার্থতা প্রকাশ করেন। সুতরাং সে, সহস্র সহস্র মোমেনের জন্য, যাঁহারা তাহার মৃত্যুতে শুধু

আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে দুঃখে যোগদান করিয়াছিলেন, বর্দ্ধিতাকারে খোদাতা'লার তরফ হইতে তাহাদের জন্য 'শাফী' (দোয়াকারী) প্রতিপন্ন হইয়াছে, এবং তাঁহারা প্রকাশ্যতঃ বহু 'বরকতের' অধিকারী হইয়াছেন।"

(খ) দ্বিতীয় দিক—**"রহমতের' অপর প্রকার, যাহা এখনই আমি বর্ণনা করিয়াছি, তাহা পূর্ণ করিবার জন্য খোদাতা'লা অন্য 'বশীর' প্রেরণ করিবেন। দৃষ্টান্তস্থলে, 'বশীর আওয়ালের' মৃত্যুর পূর্ব্বে ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দের ১০ই জুলাইয়ের ইস্তাহারে তাঁহার সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী করা হইয়াছিল। খোদাতা'লা এই বিনীত দাসের নিকট প্রকাশ করিয়াছেন যে, অন্য একজন 'বশীর' আমাকে দেওয়া হইবে, তাহার অপর নাম 'মাহ্‌মুদ'। সে তাহার কাজে দৃঢ়-পণ ('ওলুল-আজম') হইবে।** يخلق الله من يشاء (আল্লাহ্‌তা'লা যাহাই ইচ্ছা করেন, তাহাই সৃষ্টি করেন)।"

দুইজন পুত্র সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী :—খোদা-তা'লা আমার নিকট ইহাও প্রকাশ করিয়াছেন যে, **১৮৮৬ খৃষ্টাব্দের ২০শা ফেব্রুয়ারী** তারিখের ভবিষ্যদ্বাণী, প্রকৃত পক্ষে, দুইজন মহা সৌভাগ্যশালী পুত্রের জন্মগ্রহণ সম্বন্ধে ছিল। **"মোবারক (ধন্য) সে, যে আসমান হইতে আসে"** * পদ পর্য্যন্ত 'বশীর আওয়াল' সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী ছিল। সে রুহানীভাবে 'রহ্‌মত অবতরণের' কারণ হইয়াছে। সেই পদের পরবর্ত্তী এবারত **'বশীর সানী'** বা দ্বিতীয় বশীর সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী। (ঐ, টীকা, পৃঃ ১৫-১৭)

১৮৮৬ খৃষ্টাব্দের ৮ই এপ্রিলের ভবিষ্যদ্বাণীর সফলতা :—"১৮৮৬ খৃঃ অব্দের ৮ই এপ্রিল তারিখের ইস্তাহারে এই 'আজেজ্‌' একটি ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলাম যে, আমার গৃহে এক পুত্র জন্মগ্রহণ করিবে। সেই ইস্তাহারে পরিষ্কারভাবে লিখিত হইয়াছিল যে, হয়ত এবারই সেই ছেলে জন্ম গ্রহণ করিবে, নতুবা ইহার পর নিকটবর্ত্তী গর্ভ সঞ্চারে সে জন্ম গ্রহণ করিবে। সুতরাং, খোদাতা'লা বিরুদ্ধবাদিগণের কলুষ ও অবিচারজনক মনোবৃত্তি প্রকাশ করিবার জন্য সেইবার, অর্থাৎ প্রথম গর্ভে কন্যা সৃষ্টি করেন; ইহার পর যে গর্ভ সঞ্চার হইয়াছিল, তাহাতে পুত্র সন্তান জন্ম গ্রহণ করে; এবং ভবিষ্যদ্বাণী উহার ব্যুৎপত্তিগত অর্থে সফল ও যথাযথভাবে পূর্ণ হয়। তবু, বিরুদ্ধবাদীরা তাহাদের চির-অভ্যাসানুসারে দুষ্টতা-পূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিল যে, প্রথম বারেই পুত্র জন্ম গ্রহণ করে নাই কেন?"

বিরুদ্ধবাদীদের প্রথম আক্রমণের প্রতিবাদ :—"তাহাদিগকে উত্তর দেওয়া হইল যে, ইস্তাহারে প্রথম বারের কোন সর্ত্ত নাই, বরং **পরবর্ত্তী গর্ভ পর্য্যন্ত জন্মিবার সর্ত্ত ছিল।** তাহা পূর্ণ হইয়াছে এবং ভবিষ্যদ্বাণী অত্যন্ত পরিষ্কারভাবে পূর্ণ হইয়াছে। সুতরাং, এমন ভবিষ্যদ্বাণী সম্বন্ধে দোষারোপ করা 'বে-ঈমানীর' প্রকরণ সমূহের অন্যতম প্রকরণ মাত্র। কোন ন্যায়পরায়ণ, বিচারশীল ব্যক্তি, ইহাকে যথার্থ সমালোচনা বলিতে পারে না।"

বিরুদ্ধবাদীদের অন্য দোষারোপের প্রতিবাদ :—"বিরুদ্ধবাদীদের অন্য আপত্তি এই যে, ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দের ৮ই এপ্রিলের ইস্তাহারে যে পুত্র সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী ছিল, জন্ম-গ্রহণের অল্পকাল মধ্যেই তাহার মৃত্যু হয়। ইহার সবিশেষ উত্তর দেওয়া হইয়াছে। সংক্ষিপ্ত উত্তর এই, আজ পর্য্যন্ত কোন ইস্তাহারে আমি লিখি নাই যে, এই ছেলে দীর্ঘজীবী হইবে, এবং একথাও বলি নাই যে, এই ছেলেই মুস্‌লেহ্‌ মাউদ। উপরন্তু, ১৮৮৬ খৃঃ অব্দের ২০শা ফেব্রুয়ারীর ইস্তাহারে আমার কোন কোন পুত্রের অল্প বয়সে মৃত্যু হইবে বলিয়া ভবিষ্যদ্বাণী ছিল। অতএব চিন্তা করা আবশ্যক, এই পুত্রের মৃত্যুতে একটি ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হইয়াছে, না তাহা মিথ্যায় পরিণত হইয়াছে। তারপর, আমি লোকের নিকট যতগুলি 'এল্‌হাম' প্রকাশ করিয়াছিলাম, তন্মধ্যে অধিকাংশই এই পুত্রের মৃত্যু নির্দ্দেশ করিত।"

'বশীর আওয়াল' সম্বন্ধে ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দের ২০শা ফেব্রুয়ারী উল্লিখিত 'এল্‌হামের' ব্যাখ্যা :—"দৃষ্টান্ত-স্থলে, ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দের ২০শা ফেব্রুয়ারীর ইস্তাহারে

ایک خوبصورت پاک لڑکا تمہارا مہمان آتا ہے

(একজন সুশ্রী, পবিত্র ছেলে তোমার **'মেহমান'** আসিতেছে) বাক্যে 'মেহমান' (অতিথি) শব্দ, প্রকৃত-পক্ষে, সেই ছেলের নাম রাখা হইয়াছিল। ইহা তাহার অল্প বয়সে শীঘ্রই ইহধাম পরিত্যাগের প্রতি নির্দ্দেশ করে। কারণ 'মেহ্‌মান' ('অতিথি')

* مبارک وہ جو آسمان سے آتا ہے -

তাহাকেই বলা হয়, যে অল্প কয়েক দিন থাকিবার পরই প্রস্থান করে এবং দেখিতে দেখিতে বিদায় হয়। যে ব্যক্তি অন্যকে বিদায় করে, কিম্বা পরে আসে তাহাকে 'মেহ্‌মান' নামে অভিহিত করা হয় না। তারপর, উপরোক্ত আয়েতে এই যে পদ,—"সে কলুষ হইতে পবিত্র"—ইহাও তাহার অল্প বয়সে মৃত্যুই নির্দ্দেশ করে।"

১৮৮৬ খৃষ্টাব্দের ২০শা ফেব্রুয়ারীর ভবিষ্যদ্বাণী দুই পুত্র সম্বন্ধে ছিল:—"এই ভ্রমে নিপতিত হইবে না যে, যে ভবিষ্যদ্বাণীর উল্লেখ করা হইল, ইহা 'মোস্‌লেহ্‌ মাউদ' সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী। কারণ 'এল্‌হাম' দ্বারা পরিষ্কারভাবে জানা গিয়াছে যে, সেই সমুদয় 'এবারতই' পরলোকগত পুত্র সম্বন্ধে ছিল।"

'মোস্‌লেহ্‌ মাউদ' সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী:—'মোস্‌লেহ মাউদ' সম্বন্ধে যে ভবিষ্যদ্বাণী আছে, তাহা যে পদ হইতে আরম্ভ হইয়াছে, তাহা এই:—

اِسکے ساتھ فضل ہے جو اسکے آنیکے ساتھ آئیگا

"তাহার সঙ্গে ফজল, সে তাহার আসিবার সঙ্গে সঙ্গে আসিবে।" সুতরাং প্রতিশ্রুত সংস্কারক, মোস্‌লেহ্‌ মাউদের নাম এল্‌হামী এবারতে **'ফজল'** রাখা হইয়াছে। তাহার অপর নাম **'মাহ্‌মুদ'**। তাহার অন্য এক নাম **'দ্বিতীয় বশীর'** (بشیر ثانی) একটি 'এল্‌হামে' তাহার নাম **'ফজলে ওমর'** (فضل عمر) প্রকাশ করা হইয়াছে।"

মোস্‌লেহ্‌ মাউদ আগমনে বিলম্ব:—"এই যে বশীরের মৃত্যু হইয়াছে, তাহার জন্মগ্রহণের পর আবার উত্থিত না হওয়া পর্য্যন্ত, তাহার আগমনে বিলম্ব হওয়া অনিবার্য্য ছিল। কারণ, এ সমগ্র ব্যাপারটিই আল্লাহ্‌তা'লার বিশেষ জ্ঞান ('হেক্‌মত') কর্ত্তৃক তাহার পদমূলে নিহিত রাখা হইয়াছিল। পরলোকগত প্রথম বশীর দ্বিতীয় বশীরের জন্য 'অগ্রদূত, (ارھاص) স্বরূপ ছিল। এই জন্য উভয়েরই সম্বন্ধে একই ভবিষ্যদ্বাণীতে উল্লেখ করা হয়।" (ঐ, টীকা ১৯-২১)।

'সবুজ ইস্তাহার' দ্বারা কি কি প্রমাণিত হয়

'সবুজ ইস্তাহারের' যে সকল 'এবারত' উদ্ধৃত করা হইল, তদ্বারা নিম্নলিখিত বিষয়গুলি সুস্পষ্টরূপে নির্ণীত হয়:—

(১) **'সেরাজ-এ-মুনির'** পুস্তক প্রকাশে বিলম্ব ঘটিবার একমাত্র কারণ ছিল, **"এল্‌হাম দ্বারা** উত্তমরূপে ছেলের প্রকৃতাবস্থা অবগত হওয়ার পর, তৎসম্বন্ধে সবিশেষ লিখিবার সুযোগ হওয়া।" ('সবুজ ইস্তাহার', পৃঃ ৪)

(২) 'সবুজ ইস্তাহার' প্রকাশিত হওয়ার তারিখ ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দের ১লা ডিসেম্বর পর্য্যন্ত কেবল মাত্র দুইজন পুত্র সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী ছিল। তন্মধ্যে এক জন ছিলেন পরলোকগত 'বশীর আওয়াল' এবং অপর জন ছিলেন **'বশীর সানী মাহ্‌মুদ'**, যাঁহার জন্মগ্রহণ সম্বন্ধে পূর্ব্ব হইতে ৯ বৎসরের ম্যাদ ধার্য্য ছিল।

(৩) ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দের ১০ই জুলাই তারিখের ইস্তাহারোল্লিখিত ভবিষ্যদ্বানী 'বশীর সানী', **'মাহ্‌মুদের'** জন্ম গ্রহণ দ্বারা পূর্ণ হয়। তাঁহার জন্ম গ্রহণের জন্য ৯ বৎসরের ম্যাদ ধার্য্য ছিল। (ঐ পৃঃ ৭)

(৪) দ্বিতীয় বশীর ('বশীর সানী') **'মাহ্‌মুদ'** খোদার অঙ্গীকার অনুযায়ী ম্যাদের ঠিক ৯ বৎসর কাল মধ্যে নিশ্চয়ই জন্মগ্রহণ করিবেন। স্বর্গ, মর্ত্ত্য টলিতে পারে, কিন্তু তাঁহার অঙ্গীকারের ব্যতিক্রম হওয়া সম্ভবপর নহে। (ঐ, পৃঃ ৭)

(৫) প্রথম বশীরকে (বশীর আওয়াল) 'শাহেদ' (আদর্শ), 'মোবাশ্‌শের' (সুসংবাদ-দাতা) এবং 'নজীর' (ভয়-প্রদর্শক) স্বরূপও পাঠান হইয়াছিল। (ঐ, পৃঃ ১৫—১৬)

নোট:—হজরত মসিহ্‌ মাউদ (আঃ) ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দের ৪ঠা ডিসেম্বরের পত্রে পরিষ্কারভাবে ঘোষণা করেন যে, 'বশীর আওয়াল' 'মোস্‌লেহ্‌ মাউদের' সুসংবাদ-দাতা ছিলেন। ঐ পত্রে মসিহ্‌ মাউদ (আঃ) বলেন,

مگر پیچھے سے کھل گیا کہ (بشیر اول) مصلح موعود نہ تھا مگر مصلح موعود کا بشیر تھا۔

"পরে জানা গেল, 'বশীর আওয়াল' প্রতিশ্রুত সংস্কারক মোসলেহ্‌ মাউদ ছিল না, বরং মোস্‌লেহ্‌ মাউদের জন্য সংবাদ-দাতা ছিল।

ইহাদ্বারা জানা যায় যে, মোস্‌লেহ্‌ মাউদ প্রথম বশীরের অব্যবহিত পরে জন্মগ্রহণ করিবেন।

(৬) প্রথম বশীর প্রকাণ্ড মেঘমালার ন্যায় ছিলেন, যাহাতে আঁধাররাশি, বজ্র ও বিদ্যুত থাকে। এসমুদয়ই তাঁহার পদদ্বয়মূলে নিহিত ছিল, যাহা তাঁহার পদোত্তোলন অর্থাৎ মৃত্যুর পর প্রকাশ পাওয়া অনিবার্য্য ছিল। **সুতরাং, তাঁহার মৃত্যুর পর আধ্যাত্মিক পরীক্ষা সমূহের ন্যায় অবিলম্বে বিদ্যুতালোক উপস্থিত হওয়াও অবশ্যম্ভাবী ছিল।** ('সবুজ ইস্তাহার' ১৬, ১৭ পৃঃ সারমর্ম্ম)।

প্রকাশ থাকে যে, আঁধার ঘনাইয়া আসার অর্থ মোস্‌লেহ্‌ মাউদ সম্বন্ধীয় ভবিষ্যদ্বাণীর সত্যতা অস্বীকৃত হওয়া। সুতরাং আঁধারের পর আলো উপস্থিত হওয়ার অর্থ এই ভবিষ্যদ্বাণীর সত্যতা প্রকাশ ব্যতীত আর কিছুই হইতে পারে না। ইহা অতি সুস্পষ্ট কথা যে, ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ না হওয়া পর্য্যন্ত, ইহার সত্যতা প্রকাশিত হইতে পারে না। সুতরাং, এই উক্তির একমাত্র অর্থ এই যে, আধ্যাত্মিক পরীক্ষা হওয়ার পর নিশ্চয়ই অবিলম্বে, অটলনীয় ভাবে 'প্রতিশ্রুত পুত্র' জন্ম গ্রহণ করিবেন, যেন ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হইয়া ইহার সত্যতা প্রকাশিত হয়।

(৭) ভবিষ্যদ্বাণীর 'এল্‌হামী কালাম,' فیہ ظلمات و رعد و برق ('তন্মধ্যে আঁধাররাশি, বজ্র ও বিদ্যুৎ আছে') অনুসারেও পরলোকগত পুত্রের পদোত্তোলনের পর, প্রথমতঃ, অন্ধকার, পরে বজ্র ও বিদ্যুৎ দেখা দেওয়ার কথা ছিল। এই বিবৃতি অনুসারেই ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হইতে আরম্ভ করে; অর্থাৎ, প্রথম বশীরের মৃত্যুর ফলে, প্রথমতঃ 'এব্‌তেলা' বা আত্মিক পরীক্ষারূপ আঁধার উপস্থিত হয়। তারপরে বজ্র ও বিদ্যুৎ প্রকাশের কথা ছিল। সেই বিদ্যুতালোক উপস্থিত হইলেই অন্ধকার জনিত সর্ব্ব প্রকার কু-ধারণাগুলি লোকের মন হইতে সম্পূর্ণরূপে তিরোহিত হওয়ার কথা ছিল এবং যে সমস্ত ওজর-আপত্তি ও কুট প্রশ্নাদি ধর্ম্মে উদাসীন ও মৃত-অন্তঃকরণ ব্যক্তিগণের মুখ হইতে বহির্গত হইতেছিল, তাহা বন্ধ হওয়ার কথা ছিল। (ঐ, ১৭ পৃঃ)

পূর্ব্ব-দফার লিখানুসারে, ভবিষ্যদ্বাণীর এই অর্থ হয় যে, প্রথম বশীরের মৃত্যুর পর আঁধার, বজ্র ও বিদ্যুৎ ক্রমান্বয়ে প্রকাশ পাওয়া অনিবার্য্য; এবং এ দফার বর্ণনানুসারে অন্ধকারের পর এখন বজ্র ও বিদ্যুৎ অবিলম্বে প্রকাশিত হওয়া অনিবার্য্য—অর্থাৎ, মোস্‌লেহ্‌ মাউদের আগমন অবশ্যম্ভাবী।

(৮) "অতএব, হে মানবগণ, আঁধার দেখিয়া ব্যতিব্যস্ত হইও না। তোমরা সন্তুষ্ট হও, পুলকিত হও। অনন্তর, এখন আলো আসিবে।" (ঐ, ১৭পৃঃ)

ইহা দ্বারা জানা যায় যে, এখন সর্ব্বপ্রথম যে পুত্র জন্ম-গ্রহণ করিবেন, তিনিই হইবেন **মোস্‌লেহ্‌ মাউদ**। ইহারই প্রতি ইঙ্গিত পূর্ব্বক হজরত মসিহ্‌ মাউদ (আঃ) 'সেরাজ-এ-মুনির' ও 'সবুজ ইস্তাহারে' লিখিয়াছেন যে, এই পুত্রই অবিলম্বে জন্মগ্রহণ করিবার সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী দ্বারা প্রচার করা হইয়াছিল।

(৯) আল্লাহ্‌-তা'লার অনুগ্রহ বর্ষণের অন্যতম পদ্ধতি "মোরসাল্‌, নবী, ইমাম, আওলিয়া ও খলিফাগণকে আবির্ভূত" করা, যেন তাঁহাদের অনুবর্ত্তিতা দ্বারা ও তাঁহাদের প্রদর্শিত পথে বিচরণের ফলে লোক সত্য-পথ প্রাপ্ত হয় এবং তাঁহাদের আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া ও নিজ জীবন তাঁহাদের আদর্শে গড়িয়া প্রকৃত মুক্তিলাভ করিতে পারে। এই উদ্দেশ্য পূর্ণ করিবার জন্য আল্লাহ্‌-তা'লা দ্বিতীয় বশীর প্রেরণ করিবেন। ইহাতে জানা যায় যে, 'ওলুল্‌-আজম', বা দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ ও দৃঢ়-পণ **দ্বিতীয় বশীর মাহ্‌মুদ** উল্লিখিত পদ সমূহের মধ্যে সমস্তগুলিই, কিম্বা কোন একটি, কিম্বা কয়েকটি পদ লাভ করিবেন।

(১০) দ্বিতীয় বশীর ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে ১০ই জুলাইয়ের ইস্তাহারোক্ত ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণক্রমে জন্মগ্রহণ করেন। "খোদা-তা'লা এই বিনীত দাসকে * অবগত করিয়াছেন যে, অন্য এক বশীর আমাকে দেওয়া হইবে। তাহার অপর নাম **মাহ্‌মুদ**। সে তাহার কাজে দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ ও দৃঢ়-পণ ('ওলুল্‌-আজম') হইবে। (আল্লাহ্‌ যাহা ইচ্ছা করেন সৃষ্টি করেন)।" (ঐ টীকা, পৃঃ ১৭)

ইহা দ্বারা জানা যায় যে, ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দের ১০ই জুলাইয়ের ইস্তাহারোক্ত ভবিষ্যদ্বাণী **মোস্‌লেহ্‌ মাউদ** সম্বন্ধে ছিল, অন্য কোন পুত্র সম্বন্ধে ছিল না।

(প্রশ্ন)—সম্ভবতঃ, এখানে কেহ জিজ্ঞাসা করিতে পারে যে, এই ইস্তাহারের উক্তি দ্বারা বাহ্যতঃ মনে হয় যে, বশীর আওয়ালই মোস্‌লেহ্‌ মাউদ ছিলেন। কারণ তাঁহাকে হজরত মসিহ্‌ মাউদ (আঃ) "ধর্ম্মের জ্যোতিঃ" বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন এবং যে পুত্র সম্বন্ধে ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দের ১০ই জুলাই তারিখের ইস্তাহারে ভবিষ্যদ্বাণী আছে, তাহাতে "আরো এক পুত্র সম্বন্ধে অঙ্গীকার করা হইয়াছে" † বলিয়া লিখিত আছে। তাঁহাকে মোস্‌লেহ্‌ মাউদ মনে করা যাইতে পারে না।

(উত্তর)—ইহার উত্তর, 'মোস্‌লেহ্‌ মাউদ' সম্বন্ধে কুত্রাপি "ধর্ম্মের জ্যোতিঃ" বলিয়া উল্লেখ পাওয়া যায় না। ইহা পরলোক-গত বশীর আওয়ালের নাম। তিনি মোস্‌লেহ্‌ মাউদ ছিলেন না, বরং অন্য ছিলেন বলিয়া বলা হইয়াছিল। ইহাও বলা হইয়াছিল যে, অন্য এক পুত্র জন্ম গ্রহণ করিবার সম্বন্ধে প্রতিশ্রুতি পাওয়া গিয়াছে, যাঁহার নাম হইবে **'মাহ্‌মুদ আহ্‌মদ'**। এখন, 'সবুজ ইস্তাহারের' ২১ পৃষ্ঠায় দেখিতে হইবে যে, সেখানে প্রতিশ্রুত

* অর্থাৎ, হজরত মসিহ্‌ মাউদকে (আঃ)।

† ایک اور لڑکا کا وعدہ دیا

সংস্কারক বা **মোস্‌লেহ্‌ মাউদেরই** এই নাম লিখিত আছে কি না।

(১১) **এল্‌হাম দ্বারা হজরত মসিহ্‌ মাউদ (আঃ) জানিতে পারেন** যে, "১৮৮৬ খৃষ্টাব্দের ২০শা ফেব্রুয়ারীর ভবিষ্যদ্বাণী প্রকৃত-পক্ষে, দুই জন পরম সৌভাগ্যশালী পুত্রের জন্ম গ্রহণ সম্বন্ধে ছিল। 'ধন্য সে, যে আসমান হইতে আসে,' † পদ পর্য্যন্ত বশীর আওয়াল সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী ছিল; অর্থাৎ তাঁহার আগমন রুহানীভাবে খোদার অনুগ্রহ বর্ষণের কারণ হইবে। ইহার পরবর্ত্তী এবারত ছিল বশীর সানী (দ্বিতীয় বশীর) সম্বন্ধে (ভবিষ্যদ্বাণী)।" (ঐ, পৃঃ ১৭, টীকা)

ইহাতে ইহাই নির্ণীত হয় যে, প্রথম বশীরের পর মোস্‌লেহ্‌ মাউদের অবিলম্বে জন্ম গ্রহণ জরুরী ছিল। কারণ, এ সম্বন্ধে এল্‌হামী এবারত এই :—

اسکے ساتھ فضل ھے جو اسکے انیکے ساتھ آئیگا

অর্থাৎ, "তাঁহার সঙ্গে 'ফজল', সে তাহার আগমনের সঙ্গে সঙ্গে আসিবে।"

(১২) ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দের ৮ই এপ্রিলের ইস্তাহারোক্ত ভবিষ্যদ্বাণী মোতাবেক প্রথম বশীরের জন্ম হয়। কারণ, সেই ইস্তাহারে ঘোষণা করা হইয়াছিল, যদি এই পুত্র যাঁহার সম্বন্ধে ৮ই এপ্রিল, ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত ইস্তাহারোল্লিখিত ভবিষ্যদ্বাণী প্রচার করা হইয়াছিল, মোস্‌লেহ্‌ মাউদ না হন, তবে তাঁহার পর যে পুত্র জন্মগ্রহণ করিবেন, তিনিই হইবেন 'পেসের মাউদ বা প্রতিশ্রুত পুত্র। এই নিমিত্ত বশীর আওয়াল মোস্‌লেহ মাউদ ছিলেন না। তাঁহার **পরবর্ত্তী ছেলেই** মোস্‌লেহ মাউদ, অন্য কেহও নহে।

(১৩) মোস্‌লেহ্‌ মাউদের নাম এল্‌হামে **'ফজল'** রাখা হইয়াছে। যথা,—

اسکے ساتھ فضل ھے جو اسکے انیکے ساتھ آئیگا

অর্থাৎ, "তাহার সঙ্গে 'ফজল'; সে তাহার আগমনের সঙ্গে সঙ্গে আসিবে।" ইহা দ্বারা নির্ণীত হয় যে, প্রথম বশীরের অব্যবহিত পরেই মোস্‌লেহ্‌ মাউদের জন্ম গ্রহণ অনিবার্য্য ছিল।

(১৪) মোস্‌লেহ্‌ মাউদের নামই **'মাহ্‌মুদ', 'বশীর সানী'** ও **'ফজ্‌লে-ওমর'**। সুতরাং, যে পুত্র মহোদয়ের এই নামগুলি রাখা হইয়াছে, তিনিই মোস্‌লেহ্‌ মাউদ।

(১৫) মোস্‌লেহ্‌ মাউদের আগমনে বিলম্ব ঘটিবার শেষ সীমা ছিল প্রথম বশীরের মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত। এসম্বন্ধে হজরত মসিহ্‌ মাউদের (আঃ) উক্তি এই :—

اور ضرور ھے کہ اسکا آنا معرض التوا میں رھتا جبتک یہ بشیر جو فوت ھوگیا ھے پیدا ھوکر پھر واپس اٹھایا جاتا کیونکہ یہ سب امور حکمت الٰہیہ نے اسکے قدموں کے نیچے رکھے تھے -

অর্থাৎ, "তাহার আগমনে বিলম্ব ঘটা অনিবার্য্য ছিল—যে পর্য্যন্ত এই যে বশীর পরলোকগমন করিয়াছে, সে জন্ম গ্রহণ করিবার পর আবার পুনরুত্থিত না হইত। কারণ, এই সমগ্র বিষয়গুলিই বিশেষ ঐশীজ্ঞান অনুসারে তাহার পদতলে রক্ষিত হইয়াছিল।"

(১৬) "পরলোকগত 'বশীর আওয়াল', 'বশীর সানীর' জন্য 'অগ্রদূত' (ارھاص) ছিলেন। তৎ-জন্য উভয়েরই কথা একই ভবিষ্যদ্বাণীতে উল্লেখ করা হইয়াছে।" (সবুজ-ইস্তাহার', টীকা, ১৯-২১ পৃঃ)। এতদ্বারা নিম্নলিখিত দুইটি বিষয় সাব্যস্ত হয় :—

(ক) বশীর সানী 'দর্জ্জা ও ফজিলত' (আধ্যাত্মিক পদ-মর্য্যাদা) হিসাবে বশীর আওয়াল অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ। কারণ 'অগ্রদূত' অপেক্ষা, 'যাঁহার অগ্রদূত' হওয়া যায়, তিনি শ্রেষ্ঠ হওয়া প্রয়োজন। অবশ্য, এস্থলে ইহাও স্মরণ রাখিতে হইবে যে, প্রথম বশীর সম্বন্ধেও অতি মহৎ গুণরাশি জ্ঞাপক 'এল্‌হাম' আছে। ইতিপূর্ব্বে তাহা বিস্তৃতভাবে উল্লেখ করা হইয়াছে।

(খ) প্রথম বশীরের অব্যবহিত পরে দ্বিতীয় বশীরের আগমন প্রয়োজন ছিল। কারণ, বিলম্ব হইলে বা মধ্যে অন্য কিছু ঘটিলে প্রথম বশীর দ্বিতীয় বশীরের জন্য 'অগ্রদূত' হইতে পারেন না। এ নিমিত্তই উভয়েরই সম্বন্ধে একই ভবিষ্যদ্বাণীতে—অর্থাৎ ১৮৮৬ খৃঃ অব্দের ২০শা ফেব্রুয়ারীর ইস্তাহারোক্ত ভবিষ্যদ্বাণীতে উল্লেখ করা হইয়াছে।

সুতরাং, ১৮৮৬ খৃঃ অব্দের ২০শা ফেব্রুয়ারীর ভবিষ্যদ্বাণী দুইভাবে একথা নির্দ্দেশ করিতেছে যে, প্রথম বশীরের অব্যবহিত কাল পরেই দ্বিতীয় বশীর আগমন করিবেন। প্রথমতঃ, **'সঙ্গে'**

---

† مبارک وہ جو اسمان سے آتا ھے

ساتھ অব্যয়টি + পরিষ্কারভাবে দুইবার ব্যবহৃত হইয়াছে। তারপর, প্রথম বশীরকে দ্বিতীয় বশীরের জন্য **'অগ্রদূত'** স্বরূপ বলা হইয়াছে।

(১৭) এই ভবিষ্যদ্বাণী 'তক্‌দীরে-মোয়াল্লক' (অনিশ্চিত-নিয়তি) নহে। ইহা 'তক্‌দীরে-মোবার্‌রম্‌' (অনিবার্য্য নিয়তি)। কারণ, এ সম্বন্ধে 'এল্‌হাম' وكان امرا مقضيا ("ইহা চূড়ান্ত-মীমাংসিত বিষয়") স্পষ্টভাবে প্রকাশ করিতেছে যে, ইহা 'তক্‌দীরে-মোয়াল্লক' নহে—ইহা 'তকদীরে-মোবার্‌রম্‌'। সুতরাং, কোন ছেলের মৃত্যুতে ভবিষ্যদ্বাণী টলিতে পারে এরূপ ধারণা করিবার কোন সুযোগ নাই।

(১৮) মোস্‌লেহ্‌ মাউদ "দীর্ঘ-জীবন" লাভ করিবেন। তাঁহার দ্বারা মানবগণ "ধর্ম্ম-পথ" ('হেদাএত') প্রাপ্ত হইবে। সুতরাং অল্প বয়সে পরলোক-গত কোন ছেলেই মোস্‌লেহ্‌ মাউদ হইতে পারেন না।

(১৯) 'সবুজ ইস্তাহারে' কেবল-মাত্র একজন পুত্র সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী আছে। তিনি **মোস্‌লেহ মাউদ**। মোস্‌লেহ্‌ মাউদ ব্যতীত অন্য কাহারো সম্বন্ধে সেই ইস্তাহারে ভবিষ্যদ্বাণী নাই। অতএব যদি কোন ছেলে সম্বন্ধে বলা হয়, বা নির্ণীত হয় যে তদ্বারা 'সবুজ ইস্তাহারোক্ত' ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হইয়াছে তবে সেই ছেলেই মোস্‌লেহ মাউদ হইবেন, ইহা সুনিশ্চিত।

(২০) 'সবুজ ইস্তাহার' ও তৎ-পূর্ব্ববর্ত্তী ইস্তাহারসমূহ দ্বারা অভ্রান্তভাবে প্রকাশ পায় যে 'মোস্‌লেহ মাউদ' ব্যতীত অপর কাহারো সম্বন্ধে কোন **'ম্যাদ'** নির্দ্ধারিত হয় নাই। সুতরাং, যেখানে ম্যাদ উক্ত হইয়াছে, সেখানে শুধু মোস্‌লেহ্‌ মাউদ সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী বিদ্যমান।

'ওলুল্‌-আজম' মাহ্‌মুদ, মোস্‌লেহ্‌ মাউদ হওয়া সম্বন্ধে আরো একটি প্রমাণ

এতদ্ব্যতীত, ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দের ২০শা ফেব্রুয়ারীর ইস্তাহারোক্ত ভবিষ্যদ্বাণীর মোস্‌লেহ্‌ মাউদ সংক্রান্ত অংশ এবং সেইরূপ ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দের ১০ই জুলাই তারিখের ইস্তাহার ও ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দের ১০ই জুলাইয়ের ইস্তাহারের পরিশিষ্ট একত্র পাঠ করিলে, তদ্বারা ইহাই প্রমাণিত হয় যে, **প্রতিশ্রুত মাহ্‌মুদই** প্রতিশ্রুত পুত্র ও মোস্‌লেহ্‌ মাউদ। এই তিনটি ইস্তাহারই 'সবুজ ইস্তাহারের' পূর্ব্বেকার।

খলিফাতুল্‌-মসিহ্‌ আওয়ালের (রাঃ) নিকট হজরত মসিহ্‌ মাউদের (আঃ) পত্রাংশ

অতঃপর, ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দের ৪ঠা ডিসেম্বর তারিখে, অর্থাৎ 'সবুজ ইস্তাহার' লিখিবার ৩ দিন পর হজরত মসিহ মাউদ (আঃ) হজরত সৈয়দেনা নূরউদ্দীন খলিফা আওয়ালকে (রাঃ) এ বিষয়ে একটি পত্র লিখেন। ভূতপূর্ব্ব মাসিক পত্র **তশ্‌হিজুল-আজহানের,'** ৩য় বর্ষ, ১০ম সংখ্যায় সেই পত্র প্রকাশিত হয়। সেই পত্রে হজরত মসিহ মাউদ (আঃ) লিখিয়াছেন :—

"এতৎসত্ত্বেও যখন লোকে জিজ্ঞাসা করিতে থাকে যে, এই পুত্র কি মোস্‌লেহ্‌ মাউদ, তখন সকলকেই এই উত্তর দেওয়া হয় যে, এখন পর্য্যন্ত ইহা অনুমান মাত্র। খোদাতা'লা ইচ্ছা করিয়াছিলেন যে, মানবগণের পরীক্ষা গ্রহণ করিবেন এবং খাঁটী ও দুর্ব্বল ব্যক্তিগণের মধ্যে প্রভেদ প্রদর্শন করিবেন। এজন্য এই বিনীত ঈশ্বর-ভক্ত ('আজেজ'), সেই ইচ্ছা কর্ত্তৃক পরাভূত হয়।

"ইহা এভাবে ঘটিয়াছিল। সেই ছেলের জন্মগ্রহণের পর তাহার আভ্যন্তরীন পবিত্রতা ও শক্তিসমূহের প্রখরতা জ্ঞাপক প্রশংসাপূর্ণ 'এল্‌হাম' প্রদত্ত হইয়াছিল, এবং তাহার নাম 'পাক' (পবিত্র) 'নূরুল্লাহ' (আল্লাহর জ্যোতিঃ), 'ইয়াদুল্লাহ্‌ (আল্লাহ্‌র-হস্ত), 'মোকাদ্দস্‌' (পূত), 'বশীর' (সুসংবাদ-বাহক), 'খোদা-বা-মা-আস্ত' (খোদা আমাদের সঙ্গে আছেন) রাখা হইয়াছিল।"

সুতরাং, এই সমুদয় 'এল্‌হাম' বশতঃ এই ধারণা জন্মিয়াছিল যে, সে-ই সেই মোস্‌লেহ্‌ মাউদ, কিন্তু পরে, আধ্যাত্মিকভাবে জানিতে পারিলাম যে, সে মোস্‌লেহ্‌ মাউদ ছিল না, সে ছিল মোসলেহ মাউদ সম্বন্ধে সুসংবাদ-বাহক।'

তারপর, হজরত মসিহ্‌ মাউদ (আঃ) সেই পত্রে লিখিয়াছেন :—

"সেই পুত্র জন্ম গ্রহণ করিবার পর তাহার সম্বন্ধে যে সকল 'এল্‌হাম' হইয়াছিল, তদ্বারা প্রতীত হইতেছিল যে, সে 'খাল্‌কুল্লাহ' বা মানবগণের জন্য মহা-পরীক্ষাক্ষেত্র হইবে। দৃষ্টান্তস্থলে, একটি এলহাম ছিল,—

انا ارسلناه شاهدا ومبشرا ونذيرا كصيب
من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق

اسکے ساتھ فضل ہے جو اسکے آنیکے ساتھ آئیگا

অর্থাৎ, "আমি তাহাকে 'শাহেদ্' (সাক্ষী), 'মোবাশ্‌শের' (সুসংবাদ-দাতা) ও 'নজীর' (ভয়-প্রদর্শক) স্বরূপ প্রেরণ করিয়াছি—ঘন মেঘমালার ন্যায়, তন্মধ্যে আঁধার, বজ্র ও বিদ্যুৎ।"

ইহাতে জানা যায় যে, 'প্রথম বশীরকে' এল্‌হামে সাক্ষী ও সুসংবাদ-দাতা বলিবার কারণ এই যে, তিনি মোস্‌লেহ্ মাউদ সম্বন্ধে সুসংবাদ-বাহক ছিলেন এবং তাঁহার জন্য অগ্রদূত ও সাক্ষী স্বরূপ ছিলেন; এবং তাঁহার মৃত্যুর পর যে সমস্ত আঁধার উপস্থিত হওয়া অনিবার্য্য ছিল, তদনুযায়ী তাঁহার নাম 'নজীর' ভয়-প্রদর্শক রাখা হইয়াছিল। ইহাতেও জানা যায় যে, বশীর আওয়ালের পর মোস্‌লেহ মাউদই আসিবেন, অন্য কেহ আসিবেন না।

ইয়োস্‌ফ্ মোস্‌লেহ্ মাউদ

এই পত্রেই অন্যত্র হজরত মসিহ মাউদ (আঃ) লিখিয়াছেন :—

"প্রথম বশীরের মৃত্যুকালে কোন কোন মোসলমান সম্বন্ধে এল্‌হাম হইয়াছিল :—

احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا امنا وهم لا يفتنون - قالوا تالله تفتؤا تذكر يوسف حتى تكون حرضا او تكون من الهالكين شاهت الوجوه فتول عنهم حتى حين ط ان الصابرين يوفى لهم اجرهم بغير حساب ط

"এখন খোদাতা'লা এই আয়েতগুলি দ্বারা পরিষ্কার জানাইয়াছেন যে, বশীরের মৃত্যু আধ্যাত্মিক পরীক্ষা গ্রহণের জন্য অপরিহার্য্য ছিল। যাহারা দুর্ব্বল তাহারা মোস্‌লেহ্ মাউদের সহিত মিলন সম্বন্ধে নিরাশ হইয়া পড়িল ও বলিল, 'আপনি কি আপনার মৃত্যু ঘনাইয়া না আসা, কিম্বা না ঘটা পর্য্যন্ত, **সেই ইয়োস্‌ফের** কাহিনী এভাবে কেবলি বলিতে থাকিবেন?' এইজন্য খোদাতা'লা আমাকে বলিয়াছেন, 'সেই সময় না আসা পর্য্যন্ত এখন লোকদিগ হইতে মুখ ফিরাইয়া থাক।' যাহারা বশীরের মৃত্যুতে স্থির থাকিবে তাহাদের জন্য অগণিত পুরস্কারের অঙ্গীকার করা হইয়াছে—অদূরদর্শীদের চক্ষে ইহা আশ্চর্য্যজনক ব্যাপার।"

মোস্‌লেহ্ মাউদ কখন আসিবেন

উপরোক্ত 'এল্‌হামে' মোস্‌লেহ মাউদের নাম **'ইয়োসফ'** রাখা হইয়াছে। যদিও তাহার আগমনের জন্য এখানে কোন সময় নির্দ্ধারণ করা হয় নাই, যদিও ইহাতে একথাও জানা যায় না যে, প্রথম বশীরের পরেই তাঁহার আসা অনিবার্য্য, তবু এই এলহাম দ্বারা স্পষ্টভাবে জানা যায় যে, মোস্‌লেহ্ মাউদ, হজরত মসিহ মাউদের (আঃ) জীবন কালে জন্ম গ্রহণ করা অবশ্যম্ভাবী, বরং তাঁহার মৃত্যুকাল সন্নিকট হইবার পূর্ব্বেই তিনি জন্ম গ্রহণ করিবেন।

বস্তুতঃ, এখানে এই ধারণাটিও সম্পূর্ণরূপে ক্ষালন করা হইয়াছে যে, ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দের ২২শা মার্চ্চের ইস্তাহারে মোস্‌লেহ্ মাউদ সম্বন্ধে যে ৯ বৎসরের ম্যাদ উক্ত হইয়াছে, তদ্বারা ৯০০ বৎসরও বুঝাইতে পারে, এবং মোস্‌লেহ্ মাউদ কোন শতাব্দীর শীর্ষভাগে আসিবেন বলিয়া কেহ কেহ যে ভ্রান্ত অনুমান করিতেছে, তাহাও সম্পূর্ণ অলীক। অন্য কথায় উপরোক্ত এল্‌হাম দ্বারা উভয় ধারণারই অসারতা প্রতিপাদিত হয়।

ফেৎনা সম্বন্ধে একটি ভবিষ্যদ্বাণী

উপরোক্ত 'এল্‌হামে' মোস্‌লেহ্ মাউদ সম্বন্ধে যে, **"ইয়োস্‌ফ"** শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে, তদ্বারা ইহাও প্রতীত হয় যে, **জমাতের মধ্য হইতে কোন কোন ব্যক্তি তাঁহার বিরুদ্ধাচরণ করিবে।** উপরোক্ত এল্‌হামের প্রথমাংশ ইহার সমর্থন করিতেছে। খোদাতা'লা বলিয়াছেন, "লোকেরা কি মনে করে যে, তাহারা ইমান আনিয়াছে বলায় তাহাদিগকে এমনি ছাড়িয়া দেওয়া হইবে?" পরবর্ত্তী ঘটনাবলী ইহার যথার্থতা, এখন পর্য্যন্ত, প্রমাণ করিতেছে। ধন্য সেই খোদা, যিনি তাঁহার প্রিয় বান্দা হজরত মসিহ্ মাউদকে (আঃ) এইরূপ সুদীর্ঘকাল পূর্ব্বে এই সংবাদ প্রদান করেন। আমরা এস্থলে ইহার বিস্তৃতালোচনায় প্রবৃত্ত হইতে পারি না। প্রবন্ধের ধারাবাহিকতা সংরক্ষার্থ আমরা এইমাত্র ইঙ্গীতপূর্ব্বক নিবৃত্ত হইতেছি।

'পেসর মাউদের' জন্মগ্রহণ ও ১৮৮৯ খৃষ্টাব্দের ১২ই জানুয়ারীর ইস্তাহারোক্ত টীকা

তদন্তর, ১৮৮৯ খৃষ্টাব্দের ১২ই জানুয়ারী, আল্লাহ-তা'লা তাঁহার অঙ্গীকারানুসারে হজরত মসিহ্ মাউদকে (আঃ) এক মহামহিম পুত্ররত্ন প্রদান করেন।

ইতিপূর্ব্বে কয়েকবার প্রমাণ করা হইয়াছে যে, প্রথম বশীরের পর যে পুত্র জন্মগ্রহণ করিবেন, তিনিই মোস্‌লেহ্ মাউদ হওয়া সুনিশ্চিত, কিন্তু এই পুত্রের জন্মগ্রহণের দিন

হজরত মসিহ্‌ মাউদ (আঃ) যে ইস্তাহার প্রকাশ করেন, উহার টীকায় লিখিতেছেন :—

"মহামহিমান্বিত, 'আজ্‌জা ও জল্লা' খোদা ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দের ১০ই জুলাই ও ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দের ১লা ডিসেম্বর যে ইস্তাহারদ্বয় প্রকাশিত হয় তাহাতে তিনি তাঁহার বিশেষ অনুকম্পা জনিত এই অঙ্গীকার করেন যে, প্রথম বশীরের মৃত্যুর পর অপর এক 'বশীর' প্রদত্ত হইবে। তাহার অন্য নাম **'মাহমুদ'**।

"খোদাতা'লা তাঁহার এই বিনীত দাসকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন যে, "সে 'ওলুল আজম' বা দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ ও দৃঢ়-পণ হইবে; গুণ গরিমায় তোমার অনুরূপ হইবে। তিনি 'কাদের', সর্ব্বশক্তিমান খোদা—যে ভাবে ইচ্ছা করেন, সেই ভাবে তিনি সৃজন করেন।"

"সুতরাং, আজ ১২ই জানুয়ারী ১৮৮৯ খৃষ্টাব্দ মোতাবেক ৯ই জমাদি-ওল্‌-আওয়াল ১৩০৬ হিঃ, শনিবার, এই 'আজেজের' (বিনীত দাসের) গৃহে তাঁহার অপার ফজলক্রমে এক পুত্র জন্মগ্রহণ করিয়াছে। তাহার নাম, বস্তুতঃ ও কার্য্যতঃ, শুভ-লক্ষণ হিসাবে **বশীর ও মাহ্‌মুদ** রাখা হইয়াছে।

"তবে, আমি এখন পর্য্যন্ত পরিষ্কারভাবে জানিতে পারি নাই যে, এই ছেলেই মোস্‌লেহ্‌ মাউদ ও দীর্ঘজীবী (পুত্র) কিনা, অথবা সেই পুত্র অন্য কেহ হইবে। পূর্ণভাবে জ্ঞান লাভ করিবার পর, আবার এসম্বন্ধে সংবাদ দেওয়া হইবে।

"তবে, আমি জানি, নিশ্চিতভাবে জানি, খোদাতা'লা তাঁহার অঙ্গীকারানুযায়ী আমার সহিত ব্যবহার করিবেন। যদি এখন সেই প্রতিশ্রুত পুত্র জন্মগ্রহণের সময় না হইয়া থাকে, তবে অন্য সময় তাহা প্রকাশ পাইবে এবং **নির্দ্দিষ্ট ম্যাদের মধ্যে একটি দিনও বাকী থাকিলে, মহামহিমান্বিত, 'আজ্‌জা-জল্লা' খোদা তাঁহার 'পাক্‌ ওয়াদা' (পবিত্র অঙ্গীকার) পূর্ণ না করিয়া সেই দিন অতিবাহিত হইতে দিবেন না।**

"একটি স্বপ্নে মোস্‌লেহ্‌ মাউদ সম্বন্ধে আমার মুখে এই কাব্য-পদটি প্রদত্ত হইয়াছিল :—

اے فخر رسل قرب تو معلوم شد
دیر آمدۂ زراہ دور آمدۂ

"হে রসুল-গৌরব, খোদার নৈকট্য লাভের দিক দিয়া তোমার কি স্থান আমি অবগত হইয়াছি; বিলম্বে আসিয়াছ, সুদূর-পথ অতিক্রম করিয়া আসিয়াছ।"

"সুতরাং, যদি মহামহিমান্বিত, আল্লাহ্‌-জল্লা-শানুহুর, ইচ্ছায় 'বিলম্ব' দ্বারা এই পর্য্যন্ত বিলম্বই বুঝায়, যতটুকু এই ছেলের জন্ম-গ্রহণে প্রকাশ পাইয়াছে, যাহার নাম শুভ-লক্ষণ স্বরূপ **বশীর উদ্দীন মাহ্‌মুদ রাখা হইয়াছে, তবে কোন বিচিত্র নয় যে, এই ছেলেই 'পেসরে-মাউদ' বা প্রতিশ্রুত পুত্র;** নতুবা আল্লাহ্‌র ফজলে সে অন্য সময় আগমন করিবে।

"আমার কোন কোন ঈর্ষাকারীর স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য, সন্তান দ্বারা আমার কোন ব্যক্তিগত উদ্দেশ্য নাই, কিম্বা তাহাদের জীবন দ্বারা আমার কোন 'নাফ্‌সানী' আনন্দ নাই। সুতরাং, ইহাতে তাহারা একান্তই ভ্রম করিয়াছে যে, তাহারা **বশীর আহ্‌মদের মৃত্যুতে** প্রহ্লাদ করিয়াছে। উত্তমরূপে তাহাদের স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য, যদি বৃক্ষ-পত্রের সংখ্যা তুল্য সন্তানও আমার হয় ও তাহারা সকলেই মরে, তবু তাহাদের মৃত্যুতে ব্যাঘাত ঘটিতে পারে না। মৃত্যুদাতা খোদার প্রেম, মৃতের স্নেহাপেক্ষা আমার চিত্তে এমন প্রবল যে, সেই প্রকৃত প্রেম-সিন্ধুর সন্তুষ্টির জন্য আমি ঐশী-প্রেমিক ইব্রাহীম খলিলুল্লাহ্‌র ন্যায় আমার যে কোন তনয়কে স্বহস্তে জবেহ্‌ করিবার জন্য প্রস্তুত। কারণ সেই একজন ব্যতীত কেহও আমার প্রিয় নয়। মহামহিমান্বিত, গৌরবান্বিত, তিনি। অনন্তর, তাঁহার অপার অনুগ্রহের জন্য অনন্ত প্রশংসা।"

একটি আপত্তি খণ্ডন

(প্রশ্ন) এখানে একটি প্রশ্নোদয় হয়। পূর্ব্ববর্ত্তী 'এল্‌হাম' ও ভবিষ্যদ্বাণী দ্বারা নির্ণীত হয় যে, প্রথম বশীরের মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই যে ছেলে জন্ম-গ্রহণ করিবেন, তিনিই মোস্‌লেহ্‌ মাউদ। এখন প্রথম বশীরের পর অবিলম্বে যাবতীয় সর্ত্তানুযায়ী এক ছেলে জন্মগ্রহণ করিলে পর হজরত মসিহ্‌ মাউদ (আঃ) কেন ইহা লিখিতেছেন যে, তখনো সুস্পষ্টরূপে জানা যায় নাই যে, তিনিই কি মোস্‌লেহ্‌ মাউদ ও সেই প্রতিশ্রুত দীর্ঘজীবী পুত্র — না সেই প্রতিশ্রুত পুত্র অন্য কেহ হইবেন।

(উত্তর) ইহার উত্তরে জানা আবশ্যক, খোদা-তা'লার কালাম সম্বন্ধে চিন্তা করিলে প্রতীত হয় যে, **কোন ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হওয়া সম্বন্ধে জ্ঞান লাভের দুইটি উপায় আছে।** যথা :—

(১) প্রথম প্রণালী—যে বিষয় সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়, তাহা এমন ভাবে প্রকাশ পায় যে, তৎপ্রতি দৃষ্টিপাত

করিবামাত্র ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হইয়াছে বলিয়া সাক্ষ্য পাওয়া যায় এবং ভবিষ্যদ্বাণীর উদ্দেশ্য, ঘটনা কর্ত্তৃক পূর্ণ হইয়া প্রদর্শিত হয়। দৃষ্টান্ত-স্থলে, খোদাতা'লা কোরান শরীফে বলেন,

سيريكم اياته فتعرفونها (سوره نمل ع-٧)

অর্থাৎ, "খোদার নিদর্শন প্রকাশ পাইলে তোমরা তাহা অবলোকন মাত্র আপনাপনি চিনিতে পারিবে।"

(২) দ্বিতীয় প্রণালী—ঘটনার সাক্ষ্য সকলের জন্য পূর্ণভাবে দেদীপ্যমান ও সুস্পষ্ট নাও হইতে পারে, কিন্তু আল্লাহতা'লা বলিয়া দেন যে, ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হইয়াছে। দৃষ্টান্তস্থলে, আল্লাহতা'লা বলিয়াছেন,— ان فتحنا لك فتحا مبينا

অর্থাৎ, "আমি তোমাকে প্রকাশ্য বিজয় প্রদান করিয়াছি।" সেই বিজয়ের লক্ষণ তখনো অনেকের নিকট প্রকাশ পায় নাই। তজ্জন্য অনেক সাহাবা 'এব্‌তেলায়' * পড়িয়াছিলেন, কিন্তু এই আয়েত প্রকাশ করিল যে, উপস্থিত ঘটনা দ্বারা বিজয় সম্বন্ধীয় ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হইয়াছে।

'পেসর মাউদ' বা প্রতিশ্রুত পুত্র সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হওয়া ব্যাপারে প্রথম প্রকার সাক্ষ্য বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও, এই ভবিষ্যদ্বাণী কোন সাধারণ ভবিষ্যদ্বাণী নয়, বরং ইহা অতীব মহান ঐশী-নিদর্শন হওয়া বিধায়, **হজরত মসিহ্ মাউদ (আঃ) ইহার জন্য শুধু এক প্রকার সাক্ষ্যই যথেষ্ট মনে করেন নাই, বরং অন্য প্রকার সাক্ষ্যের জন্যও অপেক্ষা করেন। নচেৎ ভবিষ্যদ্বাণীর সত্যতা প্রমাণ করিবার জন্য প্রথম প্রকার সাক্ষ্যেরও অভাব ছিল না।**

ইহারই প্রতি ইঙ্গিত করিয়া উপরোক্ত ইস্তাহারেই হজরত মসিহ্ মাউদ (আঃ) লিখিয়াছেন :—

"মহামহিমান্বিত, 'আজ্‌জা-ও-জল্লা' খোদা ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দের ১০ই জুলাই ও ১৮৮৮ সনের ১লা ডিসেম্বর প্রকাশিত ইস্তাহারা-দ্বয়ে বিশেষ অনুগ্রহ সূচক এই অঙ্গীকার করেন যে, প্রথম বশীরের মৃত্যুর পর 'অপর বশীর' প্রদান করা হইবে। তাহার অন্য নাম **মাহমুদ**। ফলে আজ ১২ই জানুয়ারী ১৮৮৯ খৃষ্টাব্দে এই 'আজেজের' গৃহে আল্লাহ্‌র ফজলে এক পুত্র জন্ম গ্রহণ করিয়াছে।"

উদ্ধৃত বাক্য গুলির কি শুধু ইহাই :অর্থ নয় যে, উল্লিখিত উভয় ভবিষ্যদ্বাণী অনুসারে এই পুত্র জন্মগ্রহণ করিয়াছে; অর্থাৎ এই পুত্রের জন্ম গ্রহণ দ্বারা সেই ভবিষ্যদ্বাণীদ্বয় পূর্ণ হইয়াছে। তবে, **এল্‌হামীভাবে** তখনো জানা যায় নাই যে, এই পুত্রের দ্বারাই সেই ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হইয়াছে কি না। এজন্য ঐ কথাগুলি লিখিবার পর হজরত মসিহ্ মাউদ (আঃ) লিখিয়াছেন, "এখন পর্য্যন্ত জানা যায় নাই যে, এই ছেলেই মোস্‌লেহ মাউদ কি না এবং সে দীর্ঘ জীবন লাভ করিবে কি না।"

যদি এই পুত্রের জন্ম গ্রহণ ভবিষ্যদ্বাণীর সমুদয় সর্ত্তানুযায়ী না হইত, তবে তাঁহার জন্ম ব্যাপার ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দের ১০ই জুলাই ও ঐ সনের ১লা ডিসেম্বর তারিখের ভবিষ্যদ্বাণীর অধীনে আনয়ন করা হইত না। উপরন্তু, যে সকল নাম প্রতিশ্রুত পুত্রের জন্য বিশিষ্টরূপে নির্দ্দিষ্ট ছিল, শুভ-লক্ষণ স্বরূপ এই যে পুত্র এখন জন্ম গ্রহণ করেন, তাঁহারই সেই সকল নাম রাখা হইল কেন ?

সুতরাং, ভবিষ্যদ্বাণীর সমুদয় সর্ত্তানুসারেই এই পুত্রের জন্মগ্রহণ হইয়াছিল সত্য। এমতাবস্থায়, কিরূপে একথা বলা যায় যে, ভবিষ্যদ্বাণীর সফলতা সপ্রমানের জন্য **এবম্প্রকার সাক্ষ্যই** যথেষ্ট নহে, বরং 'এল্‌হামী সাক্ষ্যের'ও প্রয়োজন !

এইরূপ পন্থাবলম্বন করিলে, শুধু হজরত মসিহ্ মাউদেরই (আঃ) সহস্র সহস্র ভবিষ্যদ্বাণী অস্বীকার করিতে হইবে না, বরং পূর্ব্ববর্ত্তী নবিগণেরও ভবিষ্যদ্বাণী গুলি অস্বীকার করিতে হইবে। অধিক দূরে যাওয়ার আবশ্যক নাই। হজরত মসিহ মাউদ মাহ্‌দী মাহুদ (আঃ) যে সকল ভবিষ্যদ্বাণী সাহেবজাদা হজরত মির্জা বশীর আহমদ সাহেব, সাহেবজাদা হজরত মির্জা শরীফ আহমদ সাহেব ও সাহেবজাদা মির্জা মোবারক আহমদ সাহেব মরহুম কর্ত্তৃক পূর্ণ হইয়াছে বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তৎ-সম্বন্ধেও **এরূপ এল্‌হামী সাক্ষ্য কোথাও নাই**, যদ্বারা তাঁহারাই সেই ভবিষ্যদ্বাণীগুলি পূর্ণ-ক্রমে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন বা তাঁহাদেরই জন্ম গ্রহণে সেই ভবিষ্যদ্বাণীগুলি পূর্ণ হইয়াছে বলিয়া সপ্রমাণিত হয়।

দ্বিতীয় প্রকার সাক্ষ্যের জন্য অপেক্ষা করিবার একটি কারণ ছিল **কোন কোন ব্যক্তির 'এব্‌তেলা'** বা আধ্যাত্মিক বিপজ্জনক পরীক্ষা। কোন 'এল্‌হাম' নয়, বরং 'এল্‌হামে'র অর্থ বিষয়ে চিন্তা 'এজ্‌তেহাদ' ছিল ইহার ভিত্তি। মানবগণ 'এব্‌তেলার' সম্মুখীন হওয়ায় হজরত মসিহ মাউদ

* আধ্যাত্মিক মহা-পরীক্ষা

(আঃ) এ সম্পর্কে অধিকতর সতর্কতালবলম্বন পূর্ব্বক 'এল্‌হাম' প্রাপ্ত হওয়ার জন্য প্রতীক্ষা করেন। নতুবা ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হওয়া বিষয়ে কোন সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মাংশও বাদ পড়ে নাই।

তদ্ব্যতীত, ইহাও স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য, এই ভবিষ্যদ্বাণী আপন-পর, স্বজন বিজন, মিত্র অমিত্র, স্বমতাবলম্বী ও বিরুদ্ধমতাবলম্বী সকলেরই নিকট যথেষ্টরূপে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হওয়ার জন্য যে ম্যাদ নির্দ্ধারণ করা হইয়াছিল, তাহাও বহু সংখ্যক ইস্তাহার দ্বারা লোকের গোচরীভূত করা হইয়াছিল। সুতরাং ইহা **নির্দ্দিষ্ট ম্যাদ** কাল মধ্যে পূর্ণ না হইয়া থাকিলে বিরুদ্ধবাদিগণের পক্ষে ভবিষ্যদ্বাণীর সত্যতার প্রমাণ, নির্দ্দিষ্ট ম্যাদ উত্তীর্ণ হওয়া সত্ত্বেও, না চাহিবার কোন কারণ ছিল না—বিশেষতঃ, যে অবস্থায় তাহারা সর্ব্বদাই এই ধ্যানমগ্ন থাকিত যে, যে কোনরূপে যে কোন খুঁটিনাটি ধরিতে পারে কি না, যদ্দ্বারা মোল্‌হামকে * মিথ্যাবাদী সপ্রমাণ করিতে পারে। তাহারা কোনরূপ প্রশ্ন উত্থাপন করে নাই। যদি কেহ কোন প্রশ্ন করিত, তদুত্তরে হাঁ, বা না, কিছু না বলিবার কোন কারণ ছিল না। **সুতরাং ইহাই নিশ্চিত যে ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হইয়াছে।**

নচেৎ ভবিষ্যদ্বাণী কোন্ ছেলের জন্ম গ্রহণে পূর্ণ হইয়াছে, ইহা বলা আবশ্যক। কারণ এই ভবিষ্যদ্বাণী এমন ছিল না যে, যে কোন পুত্রের জন্ম গ্রহণেই ইহা পূর্ণ হইতে পারিত। এরূপ সম্ভবপর হইলে, 'বশীর আওয়ালের' জন্ম গ্রহণে ইহা অবশ্যই পূর্ণ হইত।

'সেরাজ-এ-মুনির' পুস্তক ও মোস্‌লে হমাউদ

তারপর, হজরত মসিহ্ মাউদ (আঃ) ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে 'সেরাজ-এ-মুনির' নামক পুস্তক প্রকাশ করেন। অঙ্গীকারানুসারে এই পুস্তকে সবুজ ইস্তাহারোক্ত ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হওয়া সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। ইহাতে হজরত মসিহ্ মাউদ (আঃ) লিখিয়াছেন :—

(১) "পঞ্চম ভবিষ্যদ্বাণী আমি আমার পুত্র **মাহ্‌মুদের** জন্ম গ্রহণ সম্বন্ধে করিয়াছিলাম যে, (২) সে এখন জন্ম গ্রহণ করিবে, এবং (৩) তাহার নাম **মাহ্‌মুদ** রাখা হইবে। (৪) এই ভবিষ্যদ্বাণী প্রচারোদ্দেশ্যে সবুজ কাগজে ইস্তাহার প্রকাশ করা হইয়াছিল। উহা এখন পর্য্যন্ত বিদ্যমান। উহা সহস্র সহস্র ব্যক্তিগণের মধ্যে বিতরণ করা হইয়াছিল। (৫) ফলে, সেই পুত্র ভবিষ্যদ্বাণীকৃত ম্যাদ মধ্যে জন্ম গ্রহণ করে। (৬) এখন, তাহার বয়স ৯ বৎসর। (৭) "হাঁ, সবুজ ইস্তাহারে পরিষ্কার ভাষায় 'অবিলম্বে' পুত্র জন্ম গ্রহণ করিবার অঙ্গীকার ছিল। (৮) ফলে, **মাহ্‌মুদ** জন্ম গ্রহণ করিয়াছে। (৯) এই ভবিষ্যদ্বাণী কত সুমহান। (১০) খোদার ভয় থাকিলে বিশুদ্ধ-মনে চিন্তা কর।" ('সেরাজ-এ-মুনির' পৃঃ ৩৪ ঐ টীকা)।

এই এবারতই, **১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে, ১৫ই মার্চ্চ**, "লেখরামের মৃত্যুর সম্বন্ধে আর্য্যগণের অভিমত" শীর্ষক ইস্তাহারে প্রকাশিত হয়। উহাতে হজরত মসিহ্ মাউদ (আঃ) পূর্ব্ব প্রতিশ্রুতি অনুসারে অত্যন্ত বিস্তৃতভাবে লিখিয়াছেন :—

"যে পুত্রের নাম ভবিষ্যদ্বাণীতে **মাহ্‌মুদ** রাখা হইয়াছিল, যাহার সম্বন্ধে ম্যাদ নির্দ্ধারণ করা হইয়াছিল, যাহার সম্বন্ধে * লিখা হইয়াছিল যে, সে এখন জন্ম গ্রহণ করিবে, যাহার সম্বন্ধে † লিখিত হইয়াছিল যে, সে এখন ‡ 'অবিলম্বে' জন্ম গ্রহণ করিবে, যে পুত্র সম্বন্ধীয় ভবিষ্যদ্বাণী প্রচারার্থ 'সবুজ ইস্তাহার' প্রকাশ পূর্ব্বক তাহা সহস্র সহস্র মানবগণ মধ্যে বিতরণ করা হইয়াছিল—সেই পুত্র হইতেছে আমার ছেলে **'মাহ্‌মুদ'**, যাহার বয়স এখন ৯ বৎসর।"

ইহাপেক্ষা বিস্তৃতালোচনা আর কি হইতে পারে? বস্তুতঃ, হজরত মসিহ্ মাউদ মাহদী মস্‌উদ (আঃ) পূর্ব্বকৃত অঙ্গীকার অনুসারে 'সেরাজ-এ-মুনির' পুস্তকে পূর্ণভাবে ইহার আলোচনা করেন। পাঠকের স্মরণ আছে, 'সেরাজ-এ-মুনির' সম্বন্ধে হজরত সাহেব লিখিয়াছিলেন যে, ইহা প্রকাশ করিতে বিলম্ব করিবার একমাত্র কারণ ছিল যে, তখন পর্য্যন্ত **'এলহাম' দ্বারা** মোস্‌লেহ মাউদ সম্বন্ধে কিছু নির্দ্ধারিত হয় নাই। (খলিফা আওয়ালের নিকট পত্র, ১ম পেরা)।

এখন, আমি পাঠকগণের মনোযোগ 'সবুজ ইস্তাহারোক্ত' ভবিষ্যদ্বাণীর সেই কথাগুলির প্রতি আকর্ষণ করিতেছি, যৎ-প্রতি হজরত মসিহ মাউদ (আঃ) 'সেরাজ-এ-মুনির' পুস্তকে এই

---

* 'এলহাম প্রাপক' অর্থাৎ হজরত মসিহ্ মাউদকে (আঃ)।

* সবুজ ইস্তাহারে † সবুজ ইস্তাহারে

‡ অর্থাৎ ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে

ভবিষ্যদ্বাণী উপলক্ষে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। **তাহাতে শুধু মোস্‌লেহ্‌ মাউদ সম্বন্ধীয় ভবিষ্যদ্বাণীই বর্ণিত আছে এবং মোস্‌লেহ্‌ মাউদেরই আগমন কয়েক বৎসর যাবৎ সুতীক্ষ্ণ নেত্রে প্রতীক্ষা করা হইতেছিল।** উদাহরণস্থলে, খোদার বাণীতেও সেই প্রতীক্ষা সম্বন্ধে বলা হইয়াছিল :—

اے فخر رسل قرب تو معلومم شد -
دیر امدۂ زراہ دور امدۂ

"হে রসুল-গৌরব, খোদার নিকট তোমার যে স্থান আমি তাহা জানিয়াছি, বিলম্বে আসিয়াছ, সুদূর পথ বহিয়া আসিয়াছ।"

'তির্‌ইয়াকুল-কলুব' গ্রন্থের সাক্ষ্য

তদ্ব্যতীত, 'তিরইয়াকুল-কলুব' মহাগ্রন্থের ৪০ পৃষ্ঠায় হজরত মসিহ মাউদ (আঃ) লিখিয়াছেন :—

(১) "**'মাহ্‌মুদ'** তখনো জন্ম গ্রহণ করে নাই, 'কাশ্‌ফ' দ্বারা আমাকে তাহার জন্ম গ্রহণের সংবাদ প্রদত্ত হয়। আমি দেখিয়াছি তাহার নাম **মস্‌জিদেরর প্রাচীরে** 'মাহ্‌মুদ' লিখিত আছে। (২) তখন আমি এই ভবিষ্যদ্বাণী প্রকাশের জন্য সবুজ কাগজে ইস্তাহার প্রকাশ করি। উহা প্রকাশ করিবার তারিখ ১লা ডিসেম্বর, ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দ।"

এই মহাগ্রন্থেরই অন্যত্র লিখিয়াছেন :—

(৩) "আমার জ্যেষ্ঠ পুত্র **মাহ্‌মুদের** জন্মগ্রহণ সম্বন্ধে ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দের ১০ই জুলাইয়ের ইস্তাহার ও (৪) ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দের ১লা ডিসেম্বর তারিখে যে ইস্তাহার সবুজ রঙের কাগজে মুদ্রিত হইয়াছিল, তাহাতে ভবিষ্যদ্বাণী করা হইয়াছিল। (৫) সবুজ রঙের ইস্তাহারে ইহাও লিখিত ছিল যে, এই যে ছেলে জন্ম, গ্রহণ করিবে, তাহার নাম **'মাহ্‌মুদ'** রাখা হইবে। (৬) সেইরূপ ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দের ১০ই জুলাইয়ের ইস্তাহারেও লিখিত হইয়াছিল। (৭) তদনুযায়ী খোদার ফজল ও রহমতে ১২ই জানুয়ারী, ১৮৮৯ খৃষ্টাব্দ, মোতাবেক ৯ই জমাদিওল্‌-আওয়াল ১৩০৬ হিঃ শনিবার **মাহ্‌মুদ** জন্ম গ্রহণ করে। (৪২ পৃঃ)

বস্তুতঃ, উদ্ধৃত পংক্তিগুলিতে হজরত মসিহ মাউদ (আঃ) সৈয়দানা হজরত মির্জা মাহ্‌মুদ আহ্‌মদ সাহেব কর্ত্তৃক (আইঃ) সবুজ ইস্তাহার ও ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দের ১০ই জুলাইয়ের ইস্তাহারোক্ত ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হইয়াছে বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। ইহা পুনরোল্লেখ করা নিষ্প্রয়োজন যে, এই উভয় ইস্তাহারই মোস্‌লেহ্‌ মাওদেরই সম্বন্ধে সুসংবাদ প্রদান করিতেছিল। এ সম্বন্ধে বিস্তৃতালোচনা করা হইয়াছে।

সুতরাং, 'তিরইয়াকুল্‌-কলুব' মহাগ্রন্থ'ও মহাকণ্ঠে এই সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে যে, **সৈয়দানা মাহ্‌মুদই প্রতিশ্রুত পুত্র ('পেসর-মাউদ')।**

বিশেষ কথা

এস্থলে, আরো একটি সূক্ষ্ম বিষয় স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য। আমাদের মহামান্য নেতা, সৈয়দানা মাহমুদেরই নাম হজরত মসিহ মাউদ মাহদী মাহুদ (আঃ) তদীয় জন্মের পূর্ব্বে মসজিদের প্রাচীরে লিখিত আছে বলিয়া সন্দর্শন করেন।

স্বপ্ন-বিজ্ঞান ('এল্‌মে-রোয়া') অনুসারে 'মস্‌জিদ' অর্থ 'জমাত'। অতএব, ইহা দ্বারা জানা যায় যে, আল্লাহতা'লা তাঁহাকে জমাতের ইমাম করিবেন। ইহাতেও তিনি কেবল-মাত্র প্রতিশ্রুত পুত্র ও মোস্‌লেহ্‌ মাউদ হওয়া সম্বন্ধেই ইঙ্গিত পাওয়া যায় না, বরং এই স্বপ্ন তাঁহার **খেলাফত** সম্বন্ধেও পরিষ্কার-ভাবে সুসংবাদ দিতেছে। **এই ভবিষ্যদ্বাণী আল্লাহ্‌তা'লা তাঁহাকে হজরত মসিহ্‌ মাউদ মা্‌হদী মস্‌উদের দ্বিতীয় খলিফা পদে প্রতিষ্ঠিত করিয়া পূর্ণ করিয়াছেন।**

'সবুজ ইস্তাহারে'ও এসম্বন্ধে তিনভাবে ভবিষ্যদ্বাণী করা হইয়াছিল :—

(১) তাঁহার আগমন পাঁচটি প্রকারের * মধ্যে কোন এক বা ততোধিক উপায়ে হইবে। তন্মধ্যে খেলাফত অন্যতম।

তিনি দ্বিতীয় প্রকার 'রহমত' পূর্ণ করনার্থ আগমন করিবেন। **'আল-ওসিয়তে'** একার্য্যই খলিফাগণ কর্ত্তৃক সম্পাদিত হইবে বলিয়া লিখিত আছে।

---

* (১) মোরসাল, (২) নবী, (৩) ইমাম, (৪) অলি, (৫) খলিফা এই পাঁচটি পদের মধ্যে যে কোন এক বা ততোধিক পদে বরণ পূর্ব্বক খোদাতা'লা একপ্রকার রহমত প্রকাশ করেন, যাহা বশীর আওয়ালের মৃত্যুর পর প্রতিশ্রুত পুত্রের জন্মগ্রহণ প্রকাশিত হওয়ার ভবিষ্যদ্বাণী ছিল। 'সবুজ ইস্তাহার' দ্রষ্টব্য।

(৩) তিনি **'ফজ্‌লে-ওমর'** অর্থাৎ, ইস্‌লামের দ্বিতীয় খলিফা হজরত ওমরের (রাঃ) 'বর বা কল্যাণ' স্বরূপ হইবেন। ইহা দ্বারা এই ইঙ্গিতই করা হইয়াছিল যে, তিনি দ্বিতীয় ওমর অর্থাৎ দ্বিতীয় খলিফা হইবেন।

সাহেবজাদা মোবারক আহ্‌মদ সাহেব কি মোস্‌লেহ্‌ মাউদ ছিলেন ?

এস্থলে, কেহ কেহ এই সন্দেহ উপস্থিত করিতে চাহিয়াছেন যে, হজরত মসিহ্‌ মাউদ (আঃ) মোস্‌লেহ্‌ মাউদ সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণী সাহেবজাদা মির্জা মোবারক আহমদ সাহেব মরহুম কর্ত্তৃক পূর্ণ হইয়াছে বলিয়া উল্লিখিত 'তিরইয়াকুল-কলুব' মহাগ্রন্থে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কারণ, হজরত মসিহ্‌ মাউদ (আঃ) লিখিয়াছেন যে, ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দের ২০শা ফেব্রুয়ারীর ইস্তাহারে তাঁহার সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী বিদ্যমান। শুধু তাহাই নহে, বরং তজ্জন্য **তিন প্রকার সামঞ্জস্য** প্রকাশ করিয়াছেন। যথা,— (১) সোমবার তাঁহার 'আকিকা' হইয়াছিল। (২) তিনি তিনকে চারি করিয়াছেন। (৩) পরিষ্কারভাবে তাঁহার নাম **'মোবারক'** উক্ত সবুজ ইস্তাহারের ৩য় পৃঃ, ২য় কলম, ৭ম ছত্রে বিদ্যমান অর্থাৎ, ("মোবারক সে, যে আস্‌মান হইতে আসে")।

সন্দেহ-ভঞ্জন

ইহার উত্তর এই যে, কোথাও হজরত মসিহ্‌ মাউদ (আঃ) একথা প্রকৃষ্টভাবে লিখেন নাই যে, সাহেবজাদা মোবারক আহমদ সাহেব মরহুম মোস্‌লেহ্‌ মাউদ ও পেসর মাউদ ছিলেন।

অবশ্য, হজরত মসিহ মাউদ (আঃ) লিখিয়াছেন যে, ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দের ২০শা ফেব্রুয়ারীর ইস্তাহারে তাঁহার সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী বিদ্যমান, কিন্তু তাহাতে সাহেবজাদা মোবারক আহমদ সাহেব মরহুম মোস্‌লেহ মাউদ হওয়া একটুও প্রকাশ পায় না। কারণ, 'তিরইয়াকুল্‌-কলুব' মহাগ্রন্থে হজরত সাহেব লিখিয়াছেন যে, ২০শা ফেব্রুয়ারী ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দের ইস্তাহারে **চারিজন পুত্র সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী** বিদ্যমান। সুতরাং যদি কেবল মাত্র ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দের ২০শা ফেব্রুয়ারী তারিখের ইস্তাহারে কোন পুত্র সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী বিদ্যমান আছে বলিয়াই তিনি মোসলেহ মাউদ প্রতিপন্ন হন, তবে এ অবস্থায় সাহেবজাদা মোবারক আহমদ সাহেব মরহুম যেমন মোস্‌লেহ মাউদ প্রতিপন্ন হইতে পারেন, তেমনি অন্যান্য ৪ জন, বরং ৫ জনের মধ্যে প্রত্যেকেই মোস্‌লেহ মাউদ হওয়া নির্ণীত হইবে।

সেই সাহেবজাদাগণের মধ্যে বর্ত্তমানে ৩ জন জীবিত আছেন। শৈশবে দুই জনের মৃত্যু হইয়াছে।

যাহাহউক, এখন প্রশ্ন, যে তিনটি লক্ষণের প্রতি নির্ভর করিয়া উপরোক্ত সন্দেহ উপস্থিত করা হইয়াছে, তাহা আমরা পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিতেছি। যথা,—

(১) **তিনকে চারি করা**—এসম্বন্ধে একথা বলাই যথেষ্ট যে, এই লক্ষণটি সাহেবজাদা মোবারক আহমদ সাহেব মরহুমেরই বিশেষত্ব নয়, বরং আরো উজ্জ্বলতরভাবে হজরত ওলুল-আজম সৈয়দানা মাহ্‌মুদের (আঃ) মধ্যে পরিলক্ষিত হয়। কারণ ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দের ২২শা মার্চ্চ তারিখের ইস্তাহারে হজরত সাহেব লিখিয়াছেন, "এখন পর্য্যন্ত আমার দুই পুত্র বিদ্যমান। বয়স ২০।২২ বৎসরের অধিক।" অতঃপর, ৭ই আগষ্ট ১৮৮৭ খৃঃ অব্দে প্রথম বশীরের জন্ম হয়। অতএব এখন ৩ জন পুত্র হইলেন। ইহার পর ১৮৮৯ খৃষ্টাব্দে ১২ই জানুয়ারী **মাহমুদ মাউদের জন্মগ্রহণ দ্বারা তিন চারিতে পরিণত হন।**

সুতরাং, এ হিসাবে দেখিতে গেলে, এই গুণ সৈয়দানা মাহ্‌মুদ মাউদ মধ্যে উজ্জ্বলতরভাবে প্রকাশ পাইয়াছে। হজরত মসিহ মাউদের (আঃ) সুসংবাদ জনক ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণক্রমে সাহেবজাদা মোবারক আহমদের পূর্ব্বে ৪ জন মাউদ পুত্র জন্ম গ্রহণ করেন। এ হিসাবে উক্ত সাহেবজাদা পঞ্চম প্রতিশ্রুত পুত্র হন। তিনি তিনকে চারি করেন নাই, চারিকে পাঁচ করেন। অবশ্য, ভবিষ্যদ্বাণীক্রমে জন্মগ্রহণ পূর্ব্বক যে সকল পুত্র উক্ত সাহেবজাদার জন্মকালে জীবিত ছিলেন, তাঁহারা ছিলেন ৩ জন। যথা,— (১) সৈয়দানা মাহমুদ, (২) সাহেবজাদা বশীর আহমদ সাহেব ও (৩) সাহেবজাদা শরীফ আহমদ সাহেব। সাহেবজাদা বশীর আওয়াল ইতঃপূর্ব্বে পরলোক গমন করেন। শুধু এই দিক দিয়া বিবেচনা করিলে তিনি আলোচ্য গুণের অধিকারী হন। নচেৎ, তিনি চারিকে পাঁচে, কিম্বা ছয়কে সাতে পরিণত করেন। সুতরাং, এই গুণ প্রকাশের দিক দিয়া সৈয়দানা মাহ্‌মুদ মাউদই সর্ব্বোতভাবে শ্রেষ্ঠ এবং সাহেবজাদা মরহুম মোবারক আহমদ সাহেব তাঁহার সহিত আংশিকভাবে ইহাতে শরীক হন।

আরো একটি বিশেষ কথা। সাহেবজাদা মোবারক আহমদ সাহেব অল্প বয়সেই পরলোক গমন করেন। হজরত মসিহ মাউদের (আঃ) প্রথম দুই পুত্র খাঁন বাহাদুর মির্জা সুলতান

আহমদ সাহেব ও মির্জা ফজল আহমদ সাহেবের মধ্যে হজরত মসিহ মাউদের সময়েই মির্জা ফজল আহমদ সাহেবের মৃত্যু হয়। তিনি সেল্‌সেলায় দাখেল হন নাই। **মির্জা সুলতান আহ্‌মদ সাহেব হজরত মাহমুদ মাউদের খেলাফত-কালে তাঁহার হস্তে 'বয়েত' করিয়া সেলসেলায় দাখেল হন। এভাবে প্রকৃত আধ্যাত্মিক অর্থে তিনকে চারি করা—তিন ভ্রাতা চারি ভ্রাতায় পরিণত হওয়া পূর্ণ হয়।** ইহাই ছিল ভবিষ্যদ্বাণীর উদ্দেশ্য।

(২) **সোমবার আকিকা হওয়া:**—ভবিষ্যদ্বাণীর দিক দিয়া ইহা প্রতিশ্রুত পুত্রের (পেসর মাউদ) লক্ষণ নয়। অবশ্য, কোন এল্‌হাম দ্বারা জানা গেলে এই অর্থ সর্ব্বাবস্থায় প্রবল হইত। এ বিষয়ে কোন এল্‌হামের সাক্ষ্য নাই। প্রতিশ্রুত পুত্রের সহিত রূপক অর্থে ইহা একটি আংশিক ও আকস্মিক সামঞ্জস্য মাত্র।

মূল-ভবিষ্যদ্বাণীর দিক দিয়া, এই লক্ষণ বড় সাহেবজাদা সৈয়দানা মাহমুদ মাউদের মধ্যে পাওয়া যায়। কারণ এ সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণীর বাক্যটি এই :—

دوشنبہ مبارک ہے دوشنبہ

"সোমবার, শুভ-সোমবার।" হজরত মসিহ মাউদ (আঃ) সাহেবজাদা সৈয়দানা মাহমুদ মাউদের কোরান শরীফ খতম করা উপলক্ষে দোয়া পূর্ণ এক কবিতা লিখেন। (ইহা 'মাহমুদ-কি-আমীন্' নামে প্রসিদ্ধ)। উহাতে বারম্বার এই দোয়াটি লিখিত হইয়াছে :—

یہ روز کر مبارک سبحان من یرانی

"এই দিবসটি তুমি 'মোবারক' (শুভ) কর: মহা পবিত্র তিনি যিনি আমাকে ইহা দেখাইয়াছেন।"

ইহা, ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দের ৭ই জুন, সোমবার ছিল। 'মাহ্‌মুদ কি আমীন,' প্রথম সংস্করণ, শেষ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

তারপর, এস্থলে একথা বিশেষরূপে স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে, হজরত মসিহ্ মাউদ সাহেবজাদা মোবারক আহমদ সাহেব মরহুমের 'আকিকা' সোমবার হওয়া একটি স্বতন্ত্র স্বপ্নের সফলতা বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন এবং ইহা উপরোক্ত 'অহি-এলাহীর' সফলতা বলিয়া নির্দ্দেশ করেন নাই। ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দের ২৬শা জুন, হজরত মসিহ্ মাউদ (আঃ) জনাব ডাঃ খলিফা রশীদ উদ্দীন সাহেবকে এক পত্র লিখেন। তাহাতে এ বিষয়ের উল্লেখ আছে। যথা,—

"আমার চতুর্থ পুত্র মোবারক আহমদের 'আকিকা' অদ্য সোমবার করা হইল। ইচ্ছা ছিল গতকল্য করিবার; কিন্তু এমন অবস্থা উৎপন্ন হইল যে, অদ্য সোমবার 'আকিকা' করিতে হইল। পরে স্মরণ হইল, ১৪ বৎসর হইল একটি স্বপ্নে দেখিয়াছিলাম যে, সন্তান হইবে এবং চতুর্থ পুত্রের 'আকিকা' সোমবার করা হইবে। উহা খোদাতা'লার পক্ষ হইতে ভবিষ্যদ্বাণী ছিল, যাহা পূর্ণ হইয়াছে।" (তজ্‌করা, পৃঃ ৩২৬, টীকা)।

(৩) **নাম 'মোবারক' হওয়া:**—ইতিপূর্ব্বে আমরা বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিয়া আসিয়াছি, 'এল্‌হাম' দ্বারা একথা নিশ্চিতভাবে প্রমাণিত হয় যে, ইহা প্রথম বশীরের নাম। কারণ হজরত মসিহ মাউদ (আঃ) সবুজ ইস্তাহার ও ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দের ৪র্থ ডিসেম্বর তারিখের পত্রে বারম্বার লিখিয়াছেন যে, সেই উক্তি বশীর আওয়াল সম্বন্ধে ছিল বলিয়া তাঁহাকে এল্‌হাম দ্বারা জানান হইয়াছে। **বস্তুতঃ 'এলহামের' দিক দিয়া ইহা বশীর আওয়াল কর্ত্তৃক পূর্ণ হইয়াছে।** তিনি ব্যতীত ইহার 'মেস্‌দাক্' (পূর্ণকারী) অন্য কেহ নহেন। 'সাহেবজাদা মোবারক আহ্‌মদ' সাহেব ইহার 'মেস্‌দাক' ছিলেন বলিয়া ধরা হইলেও তিনি ইহাতে **মোসলেহ মাউদ** হন না। কারণ, এল্‌হাম দ্বারা ইহাই সিদ্ধান্ত হইয়াছে যে, মোস্‌লেহ্ মাউদ সম্বন্ধীয় ভবিষ্যদ্বাণী ইহার পর হইতে আরম্ভ হইয়াছে; এবং যে উক্তিতে মোবারক নামের উল্লেখ আছে, যথা—

مبارک وہ جو اسمان سے اتا ہے

(অর্থাৎ 'মোবারক সে, যে আসমান হইতে আসে') সেই এল্‌হাম কখনো মোস্‌লেহ্ মাউদ সম্বন্ধে নহে—ইহা পূর্ব্ববর্ত্তী ছেলে বশীর আওয়াল সম্বন্ধে খোদার বাণী।

ইহার পরবর্ত্তী 'এবারত' মোসলেহ মাউদ সম্বন্ধে। তাহা কখনো মোবারক আহমদ সাহেব কর্ত্তৃক পূর্ণ হয় নাই। কারণ মোসলেহ মাউদের বশীর আওয়ালের **অব্যবহিত পরেই** আগমন আবশ্যক। কারণ পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে,

مبارک وہ جو اسمان سے اتا ہے اسکے
ساتھ فضل ہے جو اسکے انیکے ساتھ ائیگا۔

অর্থাৎ, 'মোবারক' (ধন্য) সে, যে আসমান হইতে আসে। তাহার সঙ্গে ফজল; সে তাহার আগমনের সঙ্গে সঙ্গে আসিবে"—এই যে 'এলহাম' ইহার প্রথমার্দ্ধ বশীর আওয়াল মরহুম সম্বন্ধে ছিল। এই এলহামে তাঁহার নাম **মোবারক** রাখা হইয়াছে। শেষার্দ্ধে **'ফজল'** শব্দ মোসলেহ মাউদের নাম। হজরত মসিহ

মাউদ (আঃ) 'এলহাম' দ্বারা একথা পরিষ্কারভাবে জানিয়াছেন। (হজরত খলিফা আওয়ালের নিকট পূর্ব্বোল্লিখিত পত্রাংশ দ্রষ্টব্য)।

মোস্‌লেহ মাউদের অন্যান্য লক্ষণ

কোন সন্দেহ নাই, সৈয়দানা **মাহমুদ** মাউদের খেলাফত অস্বীকার করিবার জন্য কতিপয় ভ্রান্ত ব্যক্তি প্রবঞ্চনা করিবার উদ্দেশ্যে এই সন্দেহের উল্লেখ করিয়াছে। যাহাহউক, পূর্ব্বোক্ত ভবিষ্যদ্বাণী সমূহে মোস্‌লেহ মাউদের যে সমস্ত লক্ষণ ও নিদর্শনের উল্লেখ করা হইয়াছে তদ্বারা সম্পূর্ণ সন্তুষ্টজনক ভাবে ও সুনিশ্চিতরূপে জানা যায় যে, সাহেবজাদা মরহুম মোবারক আহমদ সাহেব **'মোস্‌লেহ মাউদ'** ছিলেন না এবং সৈয়দানা মাহমুদ মাউদই [সেই মোসলেহ মাউদ ও প্রতিশ্রুত পুত্র।

লক্ষণগুলি এই :—

(১) তিনি দীর্ঘ জীবন লাভ করিবেন।

(২) তিনি প্রথম পরলোকগত পুত্র বশীর মাউদের অব্যবহিত পর আগমন করিবেন।

(৩) তাঁহার দ্বারা আলাহ-তা'লা দ্বিতীয় প্রকার 'রহমত' (অর্থাৎ, নবি, মোরসাল, ইমাম, অলী ও খলিফাগণকে প্রেরণ পূর্ব্বক যে, 'রহমত' প্রকাশ করেন) পূর্ণ করিবেন; অর্থাৎ তিনি সেই সকল পদের মধ্যে কোন এক বা একাধিক পদ লাভ করিবেন।

(৪) তিনি তাঁহার কাজে অনন্ত উৎসাহী ও দৃঢ়-পণ ('ওলুল্‌-আজম') হইবেন।

(৫) গুণ গরিমায় ('হুসন-এহসানে') তিনি হজরত মসিহ মাউদের অনুরূপ হইবেন।

(৬) তিনি ইয়োসুফ হইবেন। (তাঁহার বিরুদ্ধে বিবিধ মিথ্যাভিযোগ আনয়ন করা হইবে)।

(৭) তিনি অতীব মর্য্যাদাশীল, প্রতাপান্বিত ও ঐশ্বর্য্যশালী হইবেন।

(৮) জাতিগণ তাঁহার নিকট হইতে 'বরকত' (আশীষ) লাভ করিবে।

(৯) তিনি স্বীয় মসিহ-স্বরূপ আত্মা (মসিহী নফ্‌স) দ্বারা বহু জনকে ব্যাধিমুক্ত করিবেন।

(১০) তিনি গম্ভীর-চিত্ত, বিনয়ী ও সহনশীল (হালীম) হইবেন।

(১১) তিনি 'জাহেরী-বাতেনী', পার্থিব-অপার্থিব, প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য জ্ঞানে পূর্ণ হইবেন।

(১২) তিনি অত্যন্ত প্রখর বুদ্ধি ও ধী-শক্তি সম্পন্ন হইবেন।

(১৩) তিনি অতীব গৌরবান্বিত পুত্র, পূর্ব্ববর্ত্তী ও পরবর্ত্তী-গণের অবতার ('মজহারল আওয়াল ও 'আখের') এবং সত্য ও মহত্ত্বের প্রতীক হইবেন; যেন আল্লাহ আস্‌মান হইতে অবতীর্ণ হইবেন।

(১৪) তাঁহার 'নজুল' (আগমন) অত্যন্ত 'মোবারক' (পুণ্যময়) ও আল্লাহ-তালার 'জালাল' (প্রভাব-প্রতাপ) প্রকাশের 'নিমিত্ত' হইবে।

(১৫) তিনি আল্লাহ-তা'লার সন্তুষ্টি-সৌরভ-সারে সিক্ত হইবেন। (প্রকাশ থাকে যে, আল্লাহ-তালার সন্তুষ্টি তাঁহার রহীমী অর্থাৎ কর্ম্মের উৎকৃষ্ট পুরস্কার দান সূচক গুণাধীনে লাভ করা যায়। ইহা বাল্যের পর বয়সের সহিত সংশ্লিষ্ট)।

(১৬) আল্লাহ্‌তা'লা তাঁহার মধ্যে আপনার 'রুহ্‌' (বাণী) প্রদান করিবেন।

(১৭) খোদার ছায়া তাঁহার শিরোপরি বিরাজমান থাকিবে।

(১৮) তিনি শীঘ্র শীঘ্র বর্দ্ধিত হইবেন ও উন্নতি করিবেন।

(১৯) তিনি বন্দিগণের মুক্তিদাতা স্বরূপ হইবেন।

(২০) তিনি রসুলের গৌরব স্বরূপ হইবেন।

(২১) তিনি পৃথিবীর কোণে কোণে খ্যাতি লাভ করিবেন।

(২২) ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দের ২২শা মার্চ্চ হইতে ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দের ২২ শা মার্চ্চ পর্য্যন্ত ৯ বৎসরের ম্যাদ-কাল মধ্যে জন্ম গ্রহণ করিবেন।

এই সমুদয় লক্ষণ ও নিদর্শনগুলিই সৈয়দনা মাহ্‌মুদ মাউদ মধ্যে উজ্জ্বলতমভাবে প্রকাশ লাভ করিয়াছে এবং স্বতই প্রকাশ লাভ করিতেছে। ঘটনা কর্ত্তৃক ঐশী-ক্রিয়ার এই সাক্ষ্য দানের পরও যাহারা প্রবঞ্চনা করিতে প্রয়াস পায় বা আত্ম-প্রবঞ্চিত হয়, তাহারা বড়ই দুরাদৃষ্ট।

সাহেবজাদা মোবারক আহমদ সাহেবের পরলোক গমন

সাহেবজাদা মোবারক আহমদ সাহেব কখনো উপরোক্ত লক্ষণসমূহ পূর্ণক্রমে আগমন করেন নাই এবং কখনো তাঁহার মধ্যে ইহাদের কোনটিরই অভিব্যক্তি হয় নাই। তাঁহাকে মোসলেহ্‌ মাউদ বলিয়া সন্দেহ উদ্রেক করিবার প্রয়াস খেলাফত-অস্বীকারী-দের পক্ষে অত্যন্ত গর্হিত প্রচেষ্টা। তাঁহার জন্মের পূর্ব্বেই

'এল্‌হাম' দ্বারা জানান হইয়াছিল যে, তিনি অল্প বয়সে অন্তর্দ্ধান করিবেন। সেই এলামটী এই :—

انی اسقط من اللہ و اصیبہ

"এখন আমার সময় হইয়াছে, আমি এখন খোদার তরফ হইতে তাঁহার হস্তে ভূতলশায়ী হইব এবং তাঁহারই দিকে প্রত্যাবর্ত্তন করিব।" (তিরয়াকুল-কলুব, পৃঃ ৪১; তজ্‌করা, পৃঃ ৩২৫-২৬)

এই 'এল্‌হাম' অনুযায়ী তিনি ১৯০৭ খৃষ্টাব্দে ওফাত প্রাপ্ত হন।

اللھم اجعلہ لنا فرطا و اجعلہ لنا شافعا و مشفعا

("হে আল্লাহ্‌, তুমি তাঁহাকে আমাদের জন্য মঙ্গল ও আশীর্ব্বাদ স্বরূপে পরিণত কর)।

বিশেষ কথা

যে যে স্থানে হজরত মসিহ্‌ মাউদ (আঃ) সাহেবজাদা মোবারক আহমদ সাহেব মরহুম সম্বন্ধে লিখিয়াছেন যে, তাঁহার সম্বন্ধে ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দের ২০ শা ফেব্রুয়ারীর ইস্তাহারে ভবিষ্যদ্বাণী ছিল, বা তিনি তিনকে চারি করিয়াছিলেন, **সেই সেই স্থানেই একই সঙ্গে মোস্‌লেহ্‌ মাউদ সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণী হজরত সাহেবজাদা সৈয়দানা মাহ্‌মুদ মাউদ কর্ত্তৃক পূর্ণ হইয়াছে বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।**

সর্ব্ব-প্রথম, হজরত মসিহ্‌ মাউদ (আঃ) **'আঞ্জামে আত্‌হাম'** গ্রন্থে সাহেবজাদা মোবারক আহমদ সাহেব সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী বর্ণনা প্রসঙ্গে ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দের ২০শা ফেব্রুয়ারী-কৃত ভবিষ্যদ্বাণী সম্পর্কে উল্লেখ করেন। সেখানেই **মোস্‌লে মাউদ সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণী** সৈয়দানা মাহ্‌মুদ মাউদ কর্ত্তৃক পূর্ণ হইয়াছে বলিয়া উল্লেখক্রমে লিখিয়াছেন যে, **"সবুজ ইস্তাহারে" যে পুত্রের সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী লিখিত হইয়াছিল, সে আমার জ্যেষ্ঠ পুত্র মাহ্‌মুদ।"** ('আঞ্জামে-আত্‌হাম' পরিশিষ্ট পৃঃ ১৫)

তারপর, **'তির্‌য়াকুল্‌-কলুব'** গ্রন্থে সাহেবজাদা মোবারক আহ্‌মদ সাহেব সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণীর উল্লেখ আছে। ইহাতেও সঙ্গে সঙ্গেই, 'সবুজ ইস্তাহারে' মোস্‌লেহ্‌ মাউদ সম্বন্ধে যে ভবিষ্যদ্বাণী আছে, তাহা সৈয়দানা মাহ্‌মুদ মাউদ কর্ত্তৃক পূর্ণ হইয়াছে বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

তারপর, **'হাকিকতুল্‌-অহি'** মহা-গ্রন্থের ২১৮ পৃষ্ঠায় ৪১নং নিদর্শনের অধীন ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দের ২০ শা ফেব্রুয়ারী-কৃত ভবিষ্যদ্বাণীর প্রতি ইঙ্গিত পূর্ব্বক সাহেবজাদা মরহুম মোবারক আহমদ সাহেব সম্বন্ধে উল্লেখ করা হইয়াছে; কিন্তু তৎ-পূর্ব্বে ২১৭ পৃষ্ঠায় **মোস্‌লেহ্‌ মাউদ** সম্বন্ধীয় ভবিষ্যদ্বাণী সৈয়দানা মাহমুদ মাউদ কর্ত্তৃক পূর্ণ হইয়াছে বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে।

বস্তুতঃ, সর্ব্বত্রই যাহাতে কোন প্রকার সন্দেহ উপস্থিত না হইতে পারে, তাহার যথার্থ প্রতিকার হজরত মসিহ মাউদ (আঃ) করিয়াছেন। তদ্ব্যতীত, সাহেবজাদা মরহুম সম্বন্ধে এই ভবিষ্যদ্বাণীর কোন অংশ কোন দিক দিয়াই পূর্ণ হয় নাই, যাহাতে একথা মনে করা যাইতে পারে যে, মূল-ভবিষ্যদ্বাণী তাঁহারই সম্বন্ধে ছিল। হজরত মসিহ্‌ মাউদও (আঃ) তাঁহাকে এই ভবিষ্যদ্বাণীর 'মেস্‌দাক'* বলিয়া কোথাও উল্লেখ করেন নাই; এবং এই ভবিষ্যদ্বাণী কাহার দ্বারা পূর্ণ হইয়াছে তাহা উল্লেখ করেন নাই, এমন নয়। **কারণ, ঠিক সমান্তরাল দৃষ্টান্ত আত্‌হাম সম্পর্কীয় ভবিষ্যদ্বাণীতে পাওয়া যায়।**

'আন্‌ওয়ারুল-ইস্‌লাম' গ্রন্থে হজরত মসিহ মাউদ (আঃ) **'জঙ্গে-মোকদ্দস'** গ্রন্থোল্লিখিত ভবিষ্যদ্বাণী কোন কোন পাদরী কর্ত্তৃক পূর্ণ হইয়াছে বলিয়া লিখিয়াছেন; কিন্তু ইহা সত্ত্বেও সেই ভবিষ্যদ্বাণীর প্রকৃত 'মেস্‌দাক' **আত্‌হাম্‌ বই আর কেহও ছিল না**—যেমন, হজরত মসিহ মাউদ (আঃ) **'কিতাবুল-বারিয়া'** গ্রন্থে ইহা লিখিয়াছেন।

'হকিকতুল-অহি' মহাগ্রন্থের সাক্ষ্য
সৈয়দানা মাহ্‌মুদই মোস্‌লেহ্‌ মাউদ

'হকিকতুল-অহি' হজরত মসিহ মাউদের (আঃ) শেষ বৃহৎ গ্রন্থ। সবুজ ইস্তাহারোক্ত ভবিষ্যদ্বাণীর 'মেস্‌দাক' (পূর্ণকারী) সৈয়দান মাহ্‌মুদ মাউদকে নির্দ্ধারণ পূর্ব্বক হজরত মসিহ মাউদ (আঃ) লিখিয়াছেন :—

"৩৪নং নিদর্শন এই যে, আমার এক পুত্রের মৃত্যু হয়। বিরুদ্ধবাদীরা তাহাদের অভ্যাসানুসারে এই পুত্রের মৃত্যুতে বড়ই আনন্দ প্রকাশ করে। তখন খোদা আমাকে সুসংবাদ প্রদান পূর্ব্বক জানাইলেন যে, সেই পুত্রের পরিবর্ত্তে শীঘ্রই অপর এক পুত্র জন্ম গ্রহণ করিবে। তাহার নাম হইবে

* সত্যতা প্রকাশক ও পূর্ণ কারক।

মাহ্‌মুদ। তাহার নাম এক মসজিদের দেওয়ালে লিখিত আছে বলিয়া আমাকে দেখান হয়। † তখন আমি সবুজ বর্ণের একটি ইস্তাহার দ্বারা সহস্র সহস্র স্বমত-পোষক ও বিরুদ্ধ-মত-পোষক জনগণের মধ্যে এই ভবিষ্যদ্বাণী প্রচার করি। প্রথম ছেলের মৃত্যুর পর ১৭ দিন অতিবাহিত হয় নাই, এই ছেলের জন্ম হয়। তাহার নাম **মাহ্‌মুদ আহ্‌মদ** রাখা হইয়াছে।" ('হকিকতুল্‌-অহি', ২১৭ পৃঃ)

পুনরায়, 'হাকিকতুল-অহি' মহা-গ্রন্থের ৩৬০ পৃষ্ঠায় হজরত মসিহ মাউদ (আঃ) বলেন : –

"এইরূপ, আমার প্রথম পুত্রের মৃত্যু হইলে, অজ্ঞ মৌলবী ও তাহাদের বন্ধু বান্ধব এবং খৃষ্টান ও হিন্দুগণ তাহার মৃত্যুতে অত্যন্ত আনন্দোৎফুল্ল হইল। তাহাদিগকে বারম্বার বলা হইল যে, ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দের ২০শা ফেব্রুয়ারী এই ভবিষ্যদ্বাণীও করা হইয়াছিল যে, কোন কোন পুত্রের মৃত্যুও ঘটিবে। তজ্জন্য, কোন কোন ছেলের অল্প বয়সে মৃত্যু অনিবার্য্য ছিল। ইহাতেও ঐ সকল ব্যক্তিরা প্রশ্ন করিতে নিবৃত্ত হইল না।

"তখন, খোদাতা'লা আমাকে অপর এক পুত্রের সুসংবাদ দেন। মৎ-প্রকাশিত 'সবুজ ইস্তাহারের' ৭ম পৃষ্ঠায় সেই অপর পুত্রের জন্ম গ্রহণ সম্বন্ধে এই সুসংবাদটি লিখিত আছে যে, "দ্বিতীয় বশীর প্রদত্ত হইবে, তাহার অন্য নাম **মাহ্‌মুদ** এবং যদিও সে অদ্য ১লা ডিসেম্বর ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত জন্ম গ্রহণ করে নাই, তবু খোদাতা'লার ওয়াদানুযায়ী তাহার জন্য নির্দ্ধারিত ম্যাদ কাল মধ্যে সে জন্ম গ্রহণ করিবে। গগণ ভুবন স্থানান্তরিত হইতে পারে, কিন্তু তাঁহার অঙ্গীকার ভঙ্গ হওয়া সম্ভপর নহে।"

"এই উক্তিটি 'সবুজ ইস্তাহারের' ৭ম পৃষ্ঠায় আছে। এই উক্তি অনুযায়ী ১৮৮৯ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে এক পুত্র জন্ম গ্রহণ করে। তাহার নাম **মাহ্‌মুদ** রাখা হইয়াছে। আল্লাহ্‌র ফজলে সে এখন পর্য্যন্ত জীবিত আছে। এখন তাহার বয়স ১৭ বৎসর।" ('হাকিকতুল্‌-অহি', পৃঃ, ৩৬০)

পুনরাবৃত্তি

এখানে হজরত মসিহ মাউদ (আঃ) সৈয়দনা মাহ্‌মুদ মউদ দ্বারা 'সবুজ ইস্তাহারের' ৭ম পৃষ্ঠায় বর্ণিত ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হইয়াছে বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। এখানে বলা হইয়াছে যে, তিনি **দ্বিতীয় বশীর** ও তাঁহার নাম **মাহ্‌মুদ**।

১৮৮৮ খৃষ্টাব্দের ১০ই জুলাই তারিখে প্রকাশিত ইস্তাহারের পরিশিষ্টে তাঁহার এল্‌হামী নাম **মাহ্‌মুদ আহ্‌মদ** বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। তিনিই অঙ্গীকারানুযায়ী **নিশ্চয়ই নির্দ্দিষ্ট ম্যাদ-কালের মধ্যে** জন্ম-গ্রহণ করিয়াছেন।

সবুজ ইস্তাহারের উল্লিখিত ৭ম পৃষ্ঠার উক্তি ও "তক্‌মীলে-তব্‌লীগ" নামক ১৮৮৯ খৃষ্টাব্দের ১২ই জানুয়ারী তারিখের ইস্তাহার দ্বারা নির্ভুলক্রমে, পরিষ্কারভাবে জানা যায় যে, এই ভবিষ্যদ্বাণী ছিল **মোস্‌লেহ্‌ মাউদ** সম্বন্ধে। কারন, সবুজ ইস্তাহারের ২১ পৃষ্ঠার সারমর্ম্ম এই যে, দ্বিতীয় বশীর মাহ্‌মুদ প্রতিশ্রুত পুত্র মোস্‌লেহ্‌ মাউদেরই নামান্তর মাত্র, যাঁহার সম্বন্ধে ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দের ২০শে ফেব্রুয়ারী তারিখের ইস্তাহারে ভবিষ্যদ্বাণী করা হইয়াছিল।

"তক্‌মীলে-তব্‌লীগ" নামীয় ইস্তাহারের এবারতের সারমর্ম্ম এই যে, দ্বিতীয় বশীর ও মাহ্‌মুদ মোস্‌লেহ্‌ মাউদ, এই উভয় নামই **দীর্ঘজীবী** যে ছেলে জন্মগ্রহণ করিবেন, তাঁহারই নামান্তর মাত্র। তিনি নির্দ্দিষ্ট ম্যাদকালের মধ্যে জন্ম-গ্রহণ করিবেন, কিন্তু তখন পর্য্যন্ত **এল্‌হামীভাবে জানা যায় নাই** যে, যে ছেলে ঐ ১২ই জানুয়ারী ১৮৮৯ খৃষ্টাব্দে জন্ম-গ্রহণ করিয়াছেন, তিনিই কি মোস্‌লেহ্‌ মাউদ ও দীর্ঘজীবি পুত্র, না তিনি নির্দ্দিষ্ট ম্যাদকাল মধ্যে ভবিষ্যতে জন্ম-গ্রহণ করিবেন। তবে, কার্য্যতঃ, মোস্‌লেহ্‌ মাউদের উভয় নাম, কেবলমাত্র শুভলগ্ন হিসাবে, এই ছেলের জন্য রাখা হইয়াছে। তিনি ইস্তাহার লিখিবার দিনই (১২ই জানুয়ারী ১৮৮৯ খৃঃ অব্দ) জন্ম-গ্রহণ করেন। বস্তুতঃ, **'হাকিকতুল্‌-অহির'** ৩৬০ পৃষ্ঠার এবারতের সারমর্ম্ম ও **'সবুজ ইস্তাহারের'** ৭ম পৃষ্ঠার ভবিষ্যদ্বাণীর এবারত উভয়েই মোস্‌লেহ্‌ মাউদেরই সমন্ধে বটে।

---

† স্মরণ রাখিতে হইবে যে, এই ভবিষ্যদ্বাণী 'এল্‌মে-রোইয়া' (স্বপ্ন বিজ্ঞান) হিসাবে সৈয়দনা মাহ্‌মুদ আধ্যাত্মিকভাবে এক জমাতের ইমাম হওয়ায় পূর্ণ হইয়াছে। তদ্ব্যতীত, 'জাহেরী' বা দেদীপ্যমান অর্থেও ইহা পূর্ণ হইয়াছে। কারণ, ১৯২৪ খৃষ্টাব্দে তিনি লণ্ডন মহা-নগরীতে প্রথম আহমদীয়া মসজিদের ভিত্তি-স্থাপন করায় ভিত্তি-প্রস্তরে তাঁহার নাম লিখিত হইয়া সেই মস্‌জিদের প্রাচীরে শোভা লাভ করিতেছে। এই স্বপ্ন তাঁহার সম্বন্ধীয় অন্যান্য বহু ভবিষ্যদ্বাণীর ন্যায় জাহেরী ও বাতেনী উভয় অর্থেই অক্ষরে অক্ষরে পূর্ণ হইয়াছে।

ইতিপূর্ব্বে, আমরা ইহাও দেখিয়াছি যে, সবুজ ইস্তাহারে কেবল মাত্র মোস্‌লেহ্‌ মাউদ সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী বিদ্যমান। ইহাতে অন্য কোন ছেলে সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী নাই। ইহাও প্রমাণিত হইয়াছে যে, "ম্যাদ" কেবল-মাত্র মোস্‌লেহ্‌ মাউদ সম্বন্ধে ধার্য্য করা হইয়াছিল। সুতরাং, যে স্থলে একথা সাব্যস্ত হয় যে, সৈয়দনা মাহ্‌মুদ মাউদেরই সম্বন্ধে সবুজ ইস্তাহারে ভবিষ্যদ্বাণী করা হইয়াছিল এবং তাঁহার দ্বারাই সেই ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হইয়াছে, যাহা পূর্ণ হওয়ার জন্য নির্দ্দিষ্ট সময় (ম্যাদ) নির্দ্ধারিত করা হইয়াছিল, সে স্থলে ইহাও সপ্রমাণিত হয় যে, **তিনিই মোস্‌লেহ্‌ মাউদ** এবং বশীর আওয়ালের অব্যবহিত পরেই তাঁহার আগমনের কথা ছিল। কারণ খোদার বাণীতে বলা হইয়াছিল :—

اسے ساتھ فضل ہے جو اسکے انیکے ساتھ ائیگا

"তাহার সঙ্গে ফজল। সে তাহার আগমনের সঙ্গে সঙ্গে আসিবে।"

বস্তুতঃ, **'হাকিকতুল্‌-অহিয়'** উদ্ধৃত এবারত তিন প্রকারে এই ঘোষণা করিতেছে যে, সৈয়দনা **মাহ্‌মুদই** মোসলেহ্‌ মাউদ। যথা, :—

(১) কেবলমাত্র মোস্‌লেহ্‌ মাউদেরই ঐ দুইটি নাম।

(২) সবুজ ইস্তাহারে কেবলমাত্র মোস্‌লেহ্‌ মাউদ সম্বন্ধেই ভবিষ্যদ্বাণী বিদ্যমান।

(৩) ম্যাদ কেবলমাত্র মোস্‌লেহ্‌ মাউদ সম্বন্ধেই ধার্য্য ছিল এবং তিনি বশীর আওয়ালের অব্যবহিত পরেই আসিবার কথা ছিল।

হজরত মসিহ মাউদের (আঃ) 'কালাম' যতই ঘনিষ্টভাবে দেখা যায়, ততই শুধু ইহাই প্রতিপাদিত হয়। 'হাকিকতুল্‌-অহিতে' যে সমস্ত বরাদ দেওয়া হইয়াছে তাহা এবং 'হকিকতুল্‌-অহিতে' বর্ণিত বিষয় একত্র পাঠে ইহা উজ্জ্বলভাবে প্রকাশ পায়।

'দুর্‌রে-সমীন' ও 'মোস্‌লেহ্‌ মাউদ' মাহ্‌মুদ (আইঃ)

এতদ্ব্যতীত, সৈয়দনা হজরত মসিহ্‌ মাউদ (আঃ) **"মাহ্‌মুদ-কী-আমীন"** নামক দোয়াময় কবিতায় পরিষ্কারভাবে বর্ণনা করিয়াছেন যে, 'ওলুল্‌-আজ্‌ম' অর্থাৎ দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ মাহ্‌মুদই মোস্‌লেহ্‌ মাউদ এবং তিনি ভিন্ন অন্য কেহও মোস্‌লেহ্‌ মাউদ নহেন। * কবিতার আবশ্যকাংশ ও ভবিষ্যদ্বাণী অনুবাদসহ প্রদত্ত হইল :—

ভবিষ্যদ্বাণী

(۱) وہ لڑکا تیرے ہی تخم سے تیرے ہی ذریت سے ہوگا

(১) "সেই **পুত্র** তোমারই বীর্য্য হইতে, তোমারই সন্তান হইতে হইবে।" (ইস্তাহার, ২০শা ফেব্রুয়ারী, ১৮৮৬)

(۲) فرزند دلبند گرامی ارجمند مظہر الحق والعلاء کان اللہ نزل من السماء

(২) "মহা গৌরবময় পুত্র, পূর্ব্ববর্ত্তী ও পরবর্ত্তিগণের প্রতীক, সত্য ও মহত্ত্বের অবতার, যেন খোদা আকাশ হইতে অবতীর্ণ হইয়াছেন।" (ঐ)

(۳) عمر پانے والا

(৩) **"দীর্ঘজীবী"**। (সবুজ ইস্তাহার, পৃঃ ২)

(۴) وہ صاحب شکوہ اور عظمت اور دولت ہوگا

(৪) "তিনি প্রতাপশালী, মহিমাময় ও **ঐশ্বর্য্যশালী** হইবেন।" (১৮৮৬ খৃঃ অব্দের ২০শা ফেব্রুয়ারীর ইস্তাহার, পৃঃ ৩)

কবিতার পদাবলী

لخت جگر ہے میرا محمود بندہ تیرا
دے اسکو عمر و دولت کر دور اندھیرا
دن ہوں مرادوں والے پرنور ہو سویرا
یہ روز کر مبارک سبحان من یرانی

(১) "আমার **পুত্র**

(২) **মাহ্‌মুদ** তোমার বান্দা;

(৩) তাহাকে **দীর্ঘ** জীবন এবং

(৪) **ঐশ্বর্য্য** দাও,—

(৫) **আঁধার** দূরীভূত কর;

(৬) প্রত্যহ বাঞ্ছা যত, সবই **পূর্ণ হউক** (**জয়যুক্ত** হউক) প্রত্যহ জ্যোতির্ম্ময় উষার অভ্যুদয় হউক;

(৭) এ দিবস তুমি **শুভ** কর—পবিত্র ও মহান তিনি যিনি আমাকে ইহা দেখাইয়াছেন।

[৭নং পদটি হজরত মসিহ্‌ মাউদ (আঃ) বারম্বার পুণরাবৃত্তি করিয়াছেন। তৎপর, সংবাদ স্বরূপ বলিয়াছেন :—

* একথা সত্য যে, তাঁহার 'জেল্‌' বা প্রতিবিম্ব ও কার্য্যসম্পাদক পরে অনেকেই হইতে পারেন এবং হজরত মসিহ মাউদের (আঃ) অন্যান্য পুত্রগণের মধ্যেও তাঁহার আত্মা থাকিতে পারে, যেমন 'মসিলে-মসিহ' স্বরূপ 'কামেল' আহমদী অনেকেরই বিদ্যমান থাকা সম্ভবপর।

ভবিষ্যদ্বাণী

(৫) بشارت دی کہ اک لڑکا ہے تیرا۔
جو ہوگا ایک دن محبوب میرا
کرونگا دور اس مہ سے اندھیرا۔
دیکھاؤنگا کہ ایک عالم کو پھیرا۔
بشارت کیا ہے اک دل کی غذا دی
فسبحان الذی اخزی الاعادی

(৫) 'তুমি আমাকে সুসংবাদ দিয়াছিলে, "তোমার এক পুত্র হইবে—সে একদিন আমার প্রিয়-পাত্র হইবে। সেই চন্দ্র দ্বারা **আঁধার** দূরীভূত করিব—সে একটি জগতের পরিবর্ত্তন আনয়ন করিবে, ইহা দেখাইব।" সুসংবাদটি কি? ইহা প্রাণের খাদ্য;—অতএব, পবিত্র ও মহান তিনি, যিনি শত্রু নিধন করিয়াছেন।' (২য় "আমীন")

এই এল্‌হামী-সুসংবাদ দ্বারাও প্রমাণিত হয় যে, **সেই পুত্র জন্ম-গ্রহণ করিয়াছেন—তিনি বর্ত্তমান পুত্রগণের মধ্যে একজন। ইহা দ্বারা একথা বুঝা যায় না যে, তিনি পরবর্ত্তী কোন শতাব্দীর প্রারম্ভে হইবেন।**

(৬) فتح اور ظفر کے کلید تجھے ملتی ہے

(৬) "জয় **জয়কারের চাবী** তোমাকে দেওয়া হইতেছে।" (২০শা ফেব্রুয়ারী, ১৮৮৬, ইস্তাহার, পৃঃ ৩)

(৭) در شنبہ - مبارک ہی در شنبہ

(৭) "সোমবার, **শুভ** সোমবার"। (ঐ)

কবিতার পদাবলী

احباب سارے آئے تو نے یہ دن دکھائے
ترے کرم نے پیارے یہ مہربان بلائے
یہ دن چڑھا مبارک مقصود جسمیں پائے
یہ روز کر مبارک سبحان من یرانی

"সকল বন্ধুগণ অসিলেন, তুমি এই দিবস দেখাইলে; তোমার দয়া এই অনুগ্রহভাজনগণকে আহ্বান করিয়াছে। এই দিবস তুমি **শুভ** কর, ইহাতে অভিষ্ট লাভ করিয়াছি; এই দিবস তুমি শুভ কর, পবিত্র তিনি যিনি আমাকে ইহা দেখাইয়াছেন"]

সে দিন ছিল সোমবার, ৭ই জুন, ১৮৯৭ খৃঃ অব্দ। এই শুভ উৎসবের প্রতি হজরত সাহেব এতখানি জোর দিয়াছিলেন যে, জমাতের সকল বন্ধুগণকে হজরত মসিহ মাউদ (আঃ) এই উপলক্ষে আহ্বান করেন। "বন্ধুগণ সকলেই আসিলেন" পদ দ্বারাও ইহাই প্রকাশ পায়।

এই উপলক্ষটি ছিল বড় সাহেবজাদা হজরত ওলুল-আজম বশীরুদ্দীন মাহমুদ আহমদের (আইঃ) কোরান শরীফ খতম করিবার মোবারক উৎসব। কবিতার প্রথমাংশে হজরত সাহেব স্বয়ং বলিয়াছেন,—

تو نے یہ دن دکھایا محمود پڑھ کے آیا
دل دیکھ کر یہ احسان تیری ثنائیں گایا
صد شکر ہے خدایا صد شکر ہے خدایا
یہ روز کر مبارک سبحان من یرانی

"তুমি এ দিন দেখাইয়াছ, মাহ্‌মুদ (কোরান শরীফ) পড়িয়া আসিয়াছে, তোমার এই অনুগ্রহ দেখিয়া আমার অন্তর তোমার স্তুতি গাহিয়াছে। হে খোদা, তোমার শত ধন্যবাদ। এই দিনটি **শুভ** কর। মহা-পবিত্র তিনি, যিনি আমাকে ইহা দেখাইয়াছেন।"

দোয়া

হে আল্লাহ্, তুমি তোমার প্রতিজ্ঞা, আমাদের এই সংস্কারক, মোস্‌লেহ্ মাউদের আশীষ ও 'ফয়েজ' কর্ত্তৃক আমাদিগকে ও আমাদের সন্তান-সন্ততিদিগকে কিয়ামত পর্য্যন্ত অনুগৃহীত কর। হে আল্লাহ্, তোমার অপার করুণা নবী করীম, তাঁহার ওম্মত ও খলিফাগণের প্রতি বর্ষণ কর। অনন্তর, তোমারই সকল প্রশংসা।

মোস্‌লেহ্‌ মাউদ কে ? *

কোন কোন বন্ধু লিখিয়াছেন যে, এখন আমার আয়ু শেষ হইতে পারে বলিয়া ধারণা করা যায় না ; কারণ মসিহ মাউদের (আঃ) কোন কোন স্বপ্ন ও ভবিষ্যদ্বাণী আমার সম্বন্ধে আছে, যাহার ফলে ইহা এখন অসম্ভব বোধ হয়। পক্ষান্তরে, কোন কোন শত্রু এখনো এই আপত্তি করে যে, **'সবুজ ইস্তাহার'** সম্বলিত ভবিষ্যদ্বাণী আমার সম্বন্ধে ছিল বলিয়া আমি অস্বীকার করি। এজন্য আমি এ সম্বন্ধে কিছু বলা আবশ্যক মনে করি।

একথা সর্ব্বৈব মিথ্যা যে, আমি সেই ভবিষ্যদ্বাণী আমার সম্বন্ধে হওয়া স্বীকার করি না। আমি যাহা অস্বীকার করি, তাহা হইতেছে, এই ভবিষ্যদ্বাণীকে কোন **'মামুর' বা প্রত্যাদিষ্ট সংস্কারক** সম্বন্ধে মনে করা ঠিক নয় এবং ইহাও ধারণা করা অন্যায় যে, এই ভবিষ্যদ্বাণী যাঁহার সম্বন্ধে আছে, তাঁহার পক্ষে **'এল্‌হাম' প্রাপ্ত** হইয়া দাবী করা আবশ্যক।

কোন সন্দেহ নাই, কোন কোন বিষয়ে এল্‌হাম প্রাপ্ত হইয়া দাবী করিবারও প্রয়োজন থাকে। বাহ্যিক, জড়-অবস্থা দ্বারাও কোন কোন বিষয়ের সন্ধান করা যায় যে, তাহা কি। দৃষ্টান্ত-স্থলে কেহ স্বপ্নে দেখিতে পারে যে, তাহার কোন আত্মীয়ের বিয়োগ ঘটিয়াছে। এখন সেই ব্যক্তির মৃত্যুর পর, সে 'এলহাম' প্রাপ্ত হইয়া ইহা দাবী করিবার কোন প্রয়োজন নাই যে, স্বপ্ন তাহারই সম্বন্ধে ছিল, যাহার মৃত্যু ঘটিয়াছে।

হাদিস-সমূহে ট্রেণ সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী ছিল। ইহার অর্থ কি এই যে, ট্রেণ 'এলহাম' প্রাপ্ত হইয়া এসম্বন্ধে দাবী করিলে পর মান্য করিতে হইবে ভবিষ্যদ্বাণী ইহার সম্বন্ধেই ছিল ?

সুতরাং দাবী করা, এবং তাহাও আবার এল্‌হামের দ্বারা সুপ্রতিষ্ঠিত করা, কখনো আবশ্যক নয়। যদি ইহার প্রয়োজন থাকিত, তবে হাদিসসমূহ অপ্রাণী বস্তু সম্বন্ধে যে সমস্ত ভবিষ্যদ্বাণী আছে, তাহা থাকিত না।

অতএব, আমি যে কথা বলি তাহা হইতেছে, যাঁহার সম্বন্ধে এই ভবিষ্যদ্বাণী বিদ্যমান, তাঁহার পক্ষে এ সম্বন্ধে 'এল্‌হাম' প্রাপ্ত হইয়া দাবী করিবার প্রয়োজন নাই ; যদিও আমি একথাও বলি না যে, 'এল্‌হাম' না পাওয়া প্রয়োজন। 'এল্‌হাম' প্রাপ্ত হইতেও পারে, কিন্তু ইহা জরুরী নয়।

তখনো আমি বালক। হজরত খলিফা আওয়াল (রাঃ) মনে করিতেন এই ভবিষ্যদ্বাণী আমার সম্বন্ধে বিদ্যমান। ইহাতে বহু বিষয় আছে, যাহা খোদা **আমার দ্বারা** পূর্ণ করিয়াছেন। দৃষ্টান্তস্থলে, হজরত মসিহ মাউদের (আঃ) নাম পৃথিবীর কোণে কোণে প্রচারিত হওয়াতে বিভিন্ন জাতিগণের সেলসেলায় প্রবিষ্ট হওয়া সবিশেষ উল্লেখ যোগ্য।

হজরত খলিফা আওয়ালের (রাঃ) সময়, যদিও ইংলণ্ডে মিশন স্থাপিত হইয়াছিল, কিন্তু তথায় হজরত মসিহ্‌ মাউদের নামোল্লেখ করা খাজা সাহেব বিষ স্বরূপ মনে করিতেন। খাজা সাহেব বলিতেন, বিলাতে হজরত মসিহ্‌ মাউদের (আঃ) নাম নেওয়া প্রাণ-নাশক বিষ তুল্য।

আল্লাহ্‌ তা'লা ইহা আমার সময়েই পূর্ণ করিয়াছেন যে, হজরত মসিহ মাউদের নাম সমগ্র পৃথিবীতে প্রচারিত হইয়াছে। এখন বিদেশে সহস্র সহস্র লোকের জমাতসমূহ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। বিভিন্ন অঞ্চলে মিশন স্থাপিত হইয়াছে। বর্ত্তমানে ভারতবর্ষের বাহিরে বহু স্থানে জমাত আছে। এ সমুদয়ই আমার আমলে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। সুমাত্রা, জাবা, সিংহল, মরিষাস, ত্রিনিদাদ, আমেরিকা, ইংলণ্ড, রুষিয়া, সিরিয়া, ফেলিস্তিন, মিশর, গোল্ডকোষ্ট, নাইজেরিয়া, সিরালিওন, পারস্য—এই সকল স্থানেই নব নব জমাত আমার আমলেই প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত, আরো কোন কোন দেশে এক আধ জন আহমদী আছেন।

শুধু আফগানিস্থানের জমাত এবং দুই এক জন আরব ব্যতীত বহির্দ্দেশের অন্যান্য সকল জমাতই আমার সময়ে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। আফগানিস্থানের জমাত হজরত মসিহ মাউদের (আঃ) সময় স্থাপিত হয়। খোদাতা'লার ফজলে **আমার আমলে হজরত মসিহ মাউদের** (আঃ) **নাম সর্ব্বত্র প্রচারিত হইয়াছে।**

তারপর, আমার সময়ে জমাতের লোক-সংখ্যা যত বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং যে 'নেজাম' (জমাতের শৃঙ্খলা) স্থাপিত হইয়াছে

* হজরত খলিফাতুল মসিহ সানী (আইয়েদাহুল্লাহুতা'লা) কর্ত্তৃক ১৯৩৫ সনের ১লা ফেব্রুয়ারী তারিখে প্রদত্ত খোৎবার সারমর্ম্ম ('আল্‌ফজল', ১২ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৩৫, হইতে সংগৃহীত)। অনুবাদক :—মৌলবী মোহাম্মদ আলী আন্‌ওয়ার আহ্‌মদী

তাহাও অসাধারণ। যত লোক আজ জুমা উপলক্ষে উপস্থিত, হজরত মসিহ মাউদের (আঃ) জীবন কালে শেষ বাৎসরিক অধিবেশনে ইহার ½ ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। হজরত মসিহ্‌ মাউদ (আঃ) তখন ইহাতে বড়ই আনন্দানুভব করিয়াছিলেন। আমাদের জমাত এতটুকু প্রসার লাভ করিয়াছে বলিয়া তিনি বড়ই প্রফুল্ল হন। আজ উহার চতুর্গুণ লোক এই জুমায় উপস্থিত। মহিলাগণের কথা স্বতন্ত্র। যদি তাঁহাদিগকেও ধরা হয়, তবে আজিকার জুমায় তখনকার চতুর্গুণাপেক্ষাও অধিক লোক বিদ্যমান। ভাবিয়া দেখ, ইহা আল্লাহ্‌তা'লার **কত বড় 'ফজল'**।

তারপর, জমাত বৃদ্ধিলাভ করে না, এমন কোন দিন যায় না। ইহা এমন ব্যাপার যে, কথা প্রসঙ্গে কোন কোন ইংরাজের নিকট এবিষয় উল্লেখ করায় তাঁহারা অবাক হইয়াছেন। আমার খেলাফতের ২০ বৎসরের মধ্যে আমার স্মরণ হয় না যে, এমন কোন দিন গিয়াছে, যে দিন কোন না কোন ব্যক্তি জমাতে প্রবিষ্ট হয় নাই। কোন কোন দিন শত শত ব্যক্তি জমাতে প্রবিষ্ট হইয়াছে; দুই একজন প্রবেশ করে নাই, এমন কোন দিন যায় নাই।

ভাবিয়া দেখ, ইহা কেমন সুদীর্ঘ কাল। ২১ বৎসর গত প্রায়। * কিন্তু আমার জীবনের এক দিনও এমন যায় নাই যে দিন কেহ আহমদী হয় নাই। প্রথমতঃ, ডাকযোগে বয়েতের দরখাস্ত আসিতে কখনো ব্যতিক্রম ঘটে নাই। ডাকে কখনো তেমন পত্র না আসিলে, আমি বাহিরে আসিলে মসজিদেই কেহ না কেহ বয়েত করিয়াছেন। বস্তুতঃ, আল্লাহ্‌তা'লা আমার আমলে জমাতকে **অসাধারণ ভাবে** বর্দ্ধিত করিয়াছেন এবং প্রকৃষ্ট উন্নতি দান করিতেছেন।

তারপর, এই উন্নতি সুশৃঙ্খলা-পূর্ণ। যাঁহারা আসেন, তাঁহারা স্থায়ীভাবে আসেন ও ধৈর্য্যের পরিচয় দেন। সকলেই একই মালোর পুষ্প স্বরূপ। জমাত প্রত্যহ বাড়িতেছে। বিগত আদম-শুমারীতে সীমান্ত প্রদেশ সম্বন্ধে সরকারী রিপোর্টে লিখিত হইয়াছে যে, আহমদীয়া জমাত চতুর্গুণ বৃদ্ধি লাভ করিয়াছে এবং আহ্‌লেহাদিস সম্প্রদায় হ্রাস প্রাপ্ত হইয়াছে। বস্তুতঃ, আহমদী জমাতের উন্নতি এত দ্রুত চলিতেছে যে, শত্রু মিত্র সকলেই অবাক হইতেছেন।

বিদেশে কোন কোন স্থানে সহস্র সহস্র লোকের জমাত স্থাপিত হইয়াছে। সেই সকল জমাতেই এমন **মুখ্‌লেস** ব্যক্তিগণ আছেন যে, অশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়।

গত সপ্তাহেই আমেরিকা হইতে আমি একখানা পত্র পাইয়াছি। ইয়ুরোপ ও আমেরিকাবাসীদের জীবনপদ্ধতি আমাদের দেশের ন্যায় নহে। সেখানকার গরীবদের আহার, পোষাক ও গৃহ আমাদের ধনীদের চেয়েও আড়ম্বরপূর্ণ। আমেরিকায় গরীবদের মাসিক আয় ৩০০৲, ৪০০৲ টাকা এখনো কাহারো এই পরিমিত আয় হইলে, মৃত্তিকায় তাহার পা ঠেকে না। সেখানে গরীবদেরই এইরূপ খরচ হয়। ইহাতে মনে করিতে পার, ঐ সকল দেশের লোকেরা কিরূপ জীবন যাপন করিতে অভ্যস্ত। তারপর, সেখানে ধর্ম্মের বাঁধন নাই। **এমন লোকদের মধ্যে 'এখলাস' বা আন্তরিক ধর্ম্মভাব উৎপন্ন হওয়া কত সন্তোষজনক!**

আমেরিকার এক জমাত আমাকে লিখিয়াছে, কোন বিশেষ ব্যক্তি তাহাদের প্রতি যে ব্যবহার করিয়াছে, তাহা ঠিক নয়। আমি অবশ্য জানি না, বাস্তবিক সে ব্যক্তি ঐরূপ ব্যবহার করিয়াছে কি না। যাহাহউক সেই জমাত ইহা লিখিয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে ইহাও লিখিয়াছে যে, ঐ ব্যক্তির দুর্ব্যবহারের প্রতি তাহারা ভ্রুক্ষেপ করে না, তাহারা আল্লাহ্‌র ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছে; কেহ তাহাদের প্রতি সদ্ব্যবহার না করিলেও, তাহাতে আহ্‌মদীয়তের কোন দোষ হয় না। আমাকে লিখিবার কারণ, আমি জমাতের ইমাম। এজন্য জিজ্ঞাসা করিতেছে, এখন তাহারা কাহার প্রতি লক্ষ্য করিবে এবং কাহার নিকট ধর্ম্ম-শিক্ষা লাভ করিবে? আমেরিকাবাসীদের মধ্যে ধর্ম্ম-বিষয়ে এই আন্তরিকতা, আশ্চর্য্যের বিষয়।

তারপর, সেখানে মিঃ বার্কার নামে একজন উকীল আছেন। আমেরিকার কোন ফার্ম একখানি ইতিহাস পুস্তকের বিজ্ঞাপন প্রকাশ করে। সেই বিজ্ঞাপন তিনিও একখানা প্রাপ্ত হন। পুস্তকটির মূল্য কিস্তি হিসাবে দিবার ব্যবস্থা ছিল। তাহা কয়েক খণ্ডে সমাপ্ত। মিঃ বার্কার তাহা ক্রয় করিতে স্বীকার করেন। পুস্তক তাঁহার নিকট পৌছিলে, তিনি দেখিতে পাইলেন যে, উহাতে রসুল করীমের (সাঃ) বিরুদ্ধে পাদরীদের প্রচারিত, প্রকৃত ঘটনার বিরুদ্ধ, মিথ্যাপূর্ণ ও সম্মানহানি-জনক কোন কোন কথা আছে।

* এখন ২৩ বৎসর গত প্রায়। ইতিমধ্যে বহু বহু দেশে আরো নূতন নূতন জমাত স্থাপিত হইয়াছে, বিশেষতঃ তহরিক জদীদের ফলে;—যথা, ইটালী, হাঙ্গেরী, যুগোস্লাভিয়া, পোলেণ্ড, স্পেন, আরজেণ্টাইন ইত্যাদি—(অনুবাদক)

তিনি তাহা দেখিবামাত্র, সেই ফার্মকে পত্র লিখিলেন যে, তিনি পুস্তকের মূল্য দিবেন না। কারণ, তাহা কোন ঐতিহাসিক পুস্তক নয়, বরং একটি গল্পের বই। ইহাতে আমাদের ধর্ম্ম-প্রদর্শক মোহাম্মদ (সাঃ) সম্বন্ধে নিছক মিথ্যা ও ঘটনা-বিরুদ্ধ কথা সন্নিবেশিত আছে।

মিঃ বার্কার আরো লিখিলেন যে, তিনি পুস্তকের মূল্য দিতে অস্বীকার করিবার উদ্দেশ্য, যেন ফার্ম আদালতে নালীশ করে। আদালত সমক্ষে তিনি সপ্রমাণ করিবেন যে, বাস্তবিক ইহাতে মোহাম্মদ (সাঃ) এর মানহানি করা হইয়াছে।

ফার্মওয়ালারা ইহাতে চুপ থাকিতে পারিল না। তাহারা নালীশ করিল। চিকাগো আদালতে মোকদ্দমা দায়ের হইল। সেখানকার ইয়ুনিভার্সিটির কোন কোন প্রফেসার সাক্ষ্য দিলেন। আমাদের মোবাল্লেগ সুফি মুতিওর রহমান সাহেবেরও † সাক্ষ্য দিতে হইল। আদালত রায় দিলেন যে, বাস্তবিকই সেই পুস্তকে মোহাম্মদ রসুলুল্লাহ্ (সাঃ) সম্বন্ধে ভ্রান্ত কথা সন্নিবিষ্ট আছে এবং বার্কার সাহেবের ইহার মূল্য না দিবার সম্পূর্ণরূপ অধিকার আছে।

এ সকল বিষয় দ্বারা প্রকাশ পায় যে, বহির্দ্দেশের জমাতগুলি ভাল উন্নতি করিতেছে। এ সমস্ত উন্নতিই **আমার আমলে** হইয়াছে। কোন বিষয়ের প্রমাণ ঘটনা দ্বারা সমর্থিত হইলে, তখনো সে সম্বন্ধে **সন্দেহ করা** অন্যায়। গল্পে আছে, কোন যুদ্ধে এক ব্যক্তির দেহে বাণ-বিদ্ধ হইয়া রক্তপাত হইতেছিল। সে তাহা লক্ষ্য করিয়া বলিল, "খোদা, এ কি স্বপ্ন ?"

যখন সমস্ত বিষয়ই আমার সম্বন্ধে পূর্ণ হইতে চলিয়াছে, এরূপাবস্থায় আমি দাবী করিতে বাধ্য যে, এই সমস্ত ভবিষ্যদ্বাণীই আমার সম্বন্ধে ছিল। তথাপি আমি বলি, বয়সের সহিত ভবিষ্যদ্বাণীর সম্বন্ধ থাকে না। হইতে পারে, আমার আয়ুকাল খুব দীর্ঘ। যদি এরূপ না-ও হয়, তবু ভবিষ্যদ্বাণী সম্বন্ধে কোন আপত্তি উপস্থিত হইতে পারে না। খোদাতা'লা আমার দ্বারা ২০ বৎসরের মধ্যে এতখানি কাজ গ্রহণ করিয়াছেন, অন্যে যাহা শত বৎসরেও করিতে পারে না। ইত্যাবস্থায়, ভবিষ্যদ্বাণী সম্বন্ধে আর কি প্রশ্ন হইতে পারে ?

তারপর, ইহাও স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য, যাহার সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী থাকে, তাহার জীবনকালে ভবিষ্যদ্বাণীর সমস্ত বিষয়ই পূর্ণ হওয়া অনিবার্য্য নয়। রসুল করীম (সাঃ) সম্বন্ধে কোরাণ শরীফে ভবিষ্যদ্বাণী ছিল যে, "আল্লাহ্ তাঁহার রসুলকে পাঠাইয়াছেন, যেন তিনি ইস্‌লামের প্রাধান্য সমস্ত ধর্ম্মমতের উপর প্রতিষ্ঠিত করেন"। ইহার প্রকাশ তাঁহার সময় হয় নাই, বরং তাঁহার 'বরুজ' (প্রতিবিম্ব) **মাসিহ্ মাউদের** (আঃ) সময় সমস্ত দেশ সমূহে ইসলাম প্রচারিত হইয়াছে।

ইহার এ অর্থ নয় যে, রসুল করীমের সম্বন্ধে (সাঃ) ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হয় হয় নাই। তাঁহার কোন শিষ্য দ্বারা ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হওয়ায়, তাহা তাঁহারই দ্বারা হইয়াছে জ্ঞান করিতে হইবে। আজ যদি খোদতা'লা আমার দ্বারা আমেরিকা ও আফ্রিকায়, ইসলামের বিস্তৃতি সাধন করেন, তবে ইহা আমার কাজ হইবে না, ইহা মসিহ্ মাউদের (আঃ) কাজ ; বস্তুতঃ তাঁহারও নয়, রসুল করীমেরই (সাঃ) কাজ। কোরান তিনিই আনয়ন করেন। সমস্ত প্রমাণাদি তাঁহারই। কোরানই প্রচারের ভিত্তিভূমি।

বস্তুতঃ, কোরান শরীফে বর্ণিত রসুল করীম (সাঃ) সম্বন্ধীয় এই ভবিষ্যদ্বাণী ১৩০০ বৎসরকাল পর পূর্ণ হইতে আরম্ভ করিয়াছে। ইহা সন্দর্শনে আমাদের দৃঢ় প্রত্যয় হয় যে, এখন এই ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হইবে। খোদাতা'লার 'কালাম' সত্য। ইহা তাঁহারই ক্রিয়া। ইহা তাঁহারই দ্বারা পূর্ণতা লাভ করিতেছে।

সুতরাং, ভবিষ্যদ্বাণী সমূহে খোদাতা'লা **আমার যে কাজ বর্ণনা** করিয়াছেন, তাহা হয়ত আমার হস্তেই সম্পাদিত হইবে, কিম্বা আমার **শিষ্যগণের দ্বারা** হওয়া সম্ভবপর। যদি তদ্রূপ হয়, তবু ভবিষ্যদ্বাণীগুলি কোনরূপে আক্রান্ত হইবে না। **একমাত্র দেখিবার বিষয়, ইহার প্রকাশ আমার দ্বারা হইয়াছে কি না। যে কেহ এসম্বন্ধে চিন্তা করিলে বুঝিতে পারে যে, তাহা হইয়াছে।**

জাতিসমূহ আমার দ্বারা **বন্দি-মুক্ত** হইয়া স্বাধীনতা লাভ করিয়াছে। আহ্‌মদীয়তের প্রচার, বিস্তার এবং জমাতের সুশৃঙ্খলার প্রতিষ্ঠা আল্লাহতা'লা আমার দ্বারাই করিয়াছেন। জমাতের বিরুদ্ধে তুমুল প্রতিকুলতার বিপক্ষে তিনিই আমাকে **দৃঢ়-মনস্ক** (**'ওলুল-আ'জম'**) সপ্রমাণিত করিয়াছেন।

হজরত খলিফা আওয়ালের (রাঃ) ওফাতের পর মহা-বিপ্লব উপস্থিত হইয়াছিল। তখন খোদাতা'লা আমাকে তাহা

† তিনি আমাদের বঙ্গ-সন্তান—(অনুবাদক)

দমন করিতে সামর্থ্য দেন। তারপর, হজরত মসিহ মাউদের (আঃ) মর্য্যাদা ক্ষুন্ন করিবার জন্য পয়গামীরা যে চেষ্টা করিয়াছিল, উহার বিরুদ্ধে জয়যুক্ত যুদ্ধযাত্রা করিবার তৌফিক খোদাতা'লা আমাকে দেন এবং ইহার নিমিত্ত আমাকে অলৌকিক, 'মোজেযা-পূর্ণ' সঙ্কল্প প্রদান করেন। এভাবেও দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ (**'ওলুল্-আজম'**) হওয়ার ভবিষ্যদ্বাণী আমার দ্বারা পূর্ণ হইয়াছে।

তারপর, আমাকে দ্বিতীয় খলিফা পদে প্রতিষ্ঠিত করিয়া আল্লাহতা'লা **'ফজ্লে ওমর'** সম্বলিত ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ করিয়াছেন। হজরত ওমরের তরবারী দ্বারা ইসলামের শত্রুগণ যেমন বিধ্বস্ত হইয়াছিল, তেমনি আমার যুক্তির তরবারী দ্বারা হইয়াছে। তারপর, হজরত ওমরের (রাঃ) সময়ে বিভিন্ন দেশে ইসলামের প্রসার হইয়াছিল। সেইরূপ আমার সময়েও আল্লাহতা'লা ইসলামের নাম ও ইহার খ্যাতি দুনিয়ার কোণে কোণে পৌঁছাইয়াছেন। এভাবেও এই ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হইয়াছে। তারপর, আমার দ্বারা জমাতের 'নেজাম' প্রতিষ্ঠিত করিয়াও আল্লাহতা'লা এই ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ করিয়াছেন; ইত্যাদি, ইত্যাদি।

এখন, যদি আল্লাহতা'লার এই ইচ্ছা থাকে যে, ভবিষ্যদ্বাণীর উল্লিখিত অবশিষ্ট কাজ তাঁহাদের দ্বারা পূর্ণ হইবে, যাঁহারা প্রকৃত অর্থে আমার বয়েতে শামিল হইয়াছেন, তবে ইহাতে ভবিষ্যদ্বণীর সফলতা সম্বন্ধে কোন প্রশ্ন হইতে পারে না।

কোরান শরীফে আল্লাহতা'লা রসুল করীম (সাঃ) সম্বন্ধে বলেন,

افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم

অর্থাৎ, "যদি তাঁহার মৃত্যু হয়, কিম্বা তিনি নিহত হন, তবে কি তোমরা পূর্ব্বাবস্থায় ফিরিয়া যাইবে?" বস্তুতঃ, সত্যতার প্রমাণ সকল বিষয়েই প্রকাশিত হওয়ার পর 'এবতেলা' বা পরীক্ষার আশঙ্কা কি আর থাকে? সুতরাং, আয়ুর স্বল্পতা বশতঃ ভবিষ্যদ্বাণী মিথ্যা প্রতিপন্ন হইবে কি? বাকী সমুদয় বিষয় পূর্ণ হইলে এবং কোন একটি বিষয় নিজে যেভাবে বুঝিয়া নিয়াছ, সেই ভাবে পূর্ণ না হইলে, ইহার **অন্য তাৎপর্য্য গ্রহণ বা 'তাবির'** করা কর্ত্তব্য।

যখন আমি খলিফা পদে প্রতিষ্ঠীত হই, তখন আমার অবস্থা কত দুর্ব্বল ছিল। তখন খোদাতা'লা আমাকে বলিয়াছিলেন, **"কে খোদার কাজ রোধ করিতে পারে?"** পরবর্ত্তী অবস্থা প্রকাশ করিয়াছে যে, বাস্তবিক এরূপ কেহ নাই। খলিফাতুল্-মসিহ্ আওয়ালের (রাঃ) ওফাতের পর কাদিয়ানের জমাত ব্যতীত, অধিকাংশ জমাতই ইতস্ততঃ করিতেছিল। যখন আমি ইহা ঘোষণা করি, তখন পয়গামীরা আমার প্রতি বিদ্রূপ করিতে আরম্ভ করে।

আপনাদের মধ্যে শত সহস্র ব্যক্তি এমন আছেন, যাঁহাদিগকে তুমুল বিরুদ্ধবাদিতার পর আল্লাহতা'লা আমার নিকট টানিয়া আনিয়াছেন। সুতরাং, যাহার **সমস্ত জীবন 'তওয়াক্কুল'** দ্বারা পরিচালিত হইয়াছে, যে ব্যক্তি প্রকাশ্যে বলে যে, তাহার বিদ্যা, ক্ষমতা বা ধন নাই,—যে ব্যক্তি নিজে স্বীকার করে যে, সে মূর্খ, দুর্ব্বল ও দরিদ্র এবং তাহার সমস্ত কাজ আল্লাহ্ই করেন—সে কি কখনো বিপদে বিচলিত হইতে পারে?

আমি কখনো বলি নাই যে, আমি বড় আলেম। আমি সর্ব্বদা বলিয়া আসিয়াছি যে, আমি কোন কিছু পড়ি নাই। ইরাজী কিম্বা অন্য কোন বিদ্যা আমার আয়ত্ব নয়। **আমার কেবলমাত্র একটি বিদ্যা আছে। ইহা আল্লাহতা'লার সাহায্য সম্বন্ধে জ্ঞান।** ইহা দ্বারা আমি সকল ক্ষেত্রে জয়ী হইয়াছি। ইহাই আমার জন্য সকল অন্ধকার আলোকে পর্য্যবেশিত করিয়াছে।

যাহার জীবনের প্রতিক্ষণ এভাবে কাটে, সে কি কখনো নিরুদ্যম হইতে পারে? আমি আমার নিজের প্রতি নির্ভর করিয়া দণ্ডায়মান হই নাই। আমাকে যিনি দণ্ডায়মান করিয়াছেন, **সেই শক্তিই ভিন্ন।** যে পর্য্যন্ত তিনি সহায় আছেন, না মৃত্যু আমার ক্ষতি করিতে পারে, না জীবন আমাকে বিপদগ্রস্ত করিতে পারে।

রসুল করীম (সাঃ) ও হজরত মসিহ মাউদ (আঃ) ওফাত পাইয়াছেন। তাঁহাদের কাজ কি বন্ধ হইয়াছে? আমি ইহাতে বিচলিত হই নাই। এখন আমার মৃত্যু হওয়াই খোদার অভিপ্রেত হইলে, অবশ্যই ইসলাম ও আমার মঙ্গল ইহাতেই নিহিত আছে। যদি খোদা আমাকে আরো জীবিত রাখিতে চান, তবে ইহাতেই ইসলাম ও আমার মঙ্গল।

মোসলেহ্‌ মাউদ সম্বন্ধে একটি পত্র। *

হজরত আমীরুল-মোমেনীন খলিফাতুল-মসিহর (আঃ) তরফ হইতে মৌলবী আবুল আতা জালান্ধরী সাহেবের নিকট :—

মোকাররমী মৌলবী আবুল আতা সাহেব, আস্‌-সলামু আলায়কুম্‌ ও রহমতুল্লাহে ও বরকাতুহু,—

আপনার প্রশ্নের উত্তর এই :—

প্রথমতঃ, আমার মতে, সর্ব্বা-বস্থায়, হজরত মসিহ্‌ মাউদের (আঃ) **বর্ত্তমান সন্তানগণের মধ্যেই কোন পুত্র** মোস্‌লেহ মাউদ বা প্রতিশ্রুত সংস্কারক। মোসলেহ মাউদ ভবিষ্যতে আসিবেন, এমন কোন ব্যক্তি নহেন।

দ্বিতীয়তঃ, আমার মতে, যতদূর আমি এই ভবিষ্যদ্বাণী পাঠ করিয়াছি, ইহার **শতকরা ৯৯ কথা** আমার খেলাফত কালীন কার্য্য দ্বারা সমর্থিত হয়।

তৃতীয়তঃ, যেহেতু আমি এই ভবিষ্যদ্বাণীকৃত প্রতিশ্রুত মাউদের পক্ষে দাবী করা সর্ত্ত নহে বলিয়া নির্দ্ধারণ করি, সেজন্য আমার মতে দাবী করিবার কোন প্রয়োজন নাই। অবশ্য, আমি মনে করি, এই ভবিষ্যদ্বাণীর যাহা উদ্দেশ্য, তাহা অনেকখানি খোদাতা'লা **আমার দ্বারা পূর্ণ করিয়াছেন**। যদি আমার **ভাইদের মধ্যে** কাহারো দ্বারাও এই প্রকার কাজ, কিম্বা ইহাপেক্ষা অধিক কাজ খোদাতা'লা করান, তবে আমি ইহাতেও আশ্চর্য্যের বিষয় কিছু দেখিতে পাই না।

খাকসার

মির্জা মাহমুদ আহমদ (খলিফাতুল মসিহ, সানী) ১৮ই জুন, ১৯৩৭ ইং

প্রতিশ্রুত পুত্র সম্বন্ধে হজরত খলিফাতুল্‌-মসিহ্‌ আওয়ালের (রাঃ) সাক্ষ্য †

(সাহেবজাদা পীর মন্‌জুর মোহাম্মদ সাহেব)

এখন, নিম্নে একথার প্রমাণ দেওয়া হইতেছে যে, হজরত খলিফাতুল্‌-মসিহ্‌-আওয়ালেরও (রাঃ) এই বিশ্বাস ছিল যে, হজরত সাহেবজাদা মাহ্‌মুদ আহ্‌মদ সাহেব, যিনি এখন দ্বিতীয় খলিফা, তিনিই 'পেসর' মাউদ বা প্রতিশ্রুত পুত্র।

১৯১৩ খৃষ্টাব্দের ৮ই সেপ্টেম্বরের কথা। আমি আমার গৃহে হজরত মসিহ্‌ মাউদের (আঃ) "মাজ্‌মায়-এ-এস্তেহারাত" দেখিতেছিলাম। পড়িবার কালে আমার প্রতীতি জন্মিল যে, হজরত মিঞা সাহেবই **পেসর মাউদ** বা প্রতিশ্রুত পুত্র। তখনই আমি হজরত খলিফাতুল্‌-মসিহ্‌ আওয়ালের (রাঃ) খেদ্‌মতে উপস্থিত হই। আমি নিবেদন করিলাম, "আমি আজ হজরত আক্‌দসের ইস্তাহারগুলি পাঠ করিয়া বুঝিতে পারিলাম যে, মিঞা সাহেবই প্রতিশ্রুত পুত্র।"

ইহাতে হজরত খলিফা আওয়াল (রাঃ) বলিলেন, "আমি ত পূর্ব্ব হইতেই জানি। দেখ না যে, আমি মিঞা সাহেবের সহিত কিরূপ বিশেষ ধরণে চলি ও তাঁহার 'আদব' (সম্মান) করি।"

যখন আমি দেখিলাম যে, তাঁহারও ইহাই বিশ্বাস, তখন আমি বাড়ীতে ফিরিয়া ২।৩ দিনের মধ্যে সেই সকল প্রমাণ সংগ্রহ করি, এবং হজরত মিঞা সাহেবের 'পেসর-মাউদ' বা প্রতিশ্রুত পুত্র হওয়া সম্বন্ধে কতিপয় 'করীনা' (সামঞ্জস্য মূলক বিষয়) লিখি। হজরত খলিফাতুল্‌-মসিহ্‌ আওয়ালের (রাঃ) 'আকিদা' সম্পর্কে ছিল চতুর্দ্দশ সামঞ্জস্যটি (ইহা এখন অত্যন্ত গুরুতর প্রমাণ, কিন্তু তখন আমি সামঞ্জস্য বা "করীনা" শব্দেরই অধীন লিখিয়াছিলাম); অর্থাৎ, তাঁহারও ইহাই বিশ্বাস ছিল, একথা লিখিয়াছিলাম। এই সামঞ্জস্যটি ('করীনা') আমি প্রথমতঃ আমার নিজ কথায় লিখি, পরে হজরত খলিফাতুল্‌-মসিহ্‌ আওয়ালের (রাঃ) উপরোক্ত কথাগুলি লিখি, যাহা তিনি আমার কথার প্রত্যুত্তরে বলিয়াছিলেন।

ইহা লিখিবার পর, আমি তাহাতে হজরত খলিফাতুল্‌-মসিহ্‌ আওয়ালের (রাঃ) তস্‌দিক তাঁহার স্বহস্তে হওয়া শ্রেয় বিবেচনা করিয়া আমার লিখিত বিষয়, যাহা ফুল-স্কেপ কাগজের

---

* আল্‌ফজল, ৩রা জুলাই, ১৯৩৭, হইতে মৌলবী মোহাম্মদ আলী আন্‌ওয়ার আহ্‌মদী সাহেব কর্ত্তৃক সংগৃহীত ও অনুদিত।

† গ্রন্থকার প্রণীত 'পেসর মাউদ' পুস্তিকা হইতে গৃহীত ও অনুদিত। অনুবাদক—মৌলবী মোহাম্মদ আলী আন্‌ওয়ার সাহেব।

৪ ফর্দ্দে সমাপ্ত হইয়াছিল, তাঁহার খেদমতে উপস্থিত করতঃ তাহা পড়িবার জন্য অনুরোধ করি।

তিনি পড়িতে আরম্ভ করেন। পড়িতে পড়িতে ১৪শ সামঞ্জস্য মূলক বিষয়ে পৌঁছিলে, আমি আরজ করিলাম, "হুজুর সেদিন একথাগুলি বলিয়াছিলেন।" তিনি বলিলেন, "হাঁ।" তখন আমি এই আবেদন করিলাম যে, "হুজুর স্বহস্তে ইহা 'তস্‌দিক' করিয়া দিন।"

তখন তিনি স্বহস্তে তাহাতে 'তস্‌দিক' (সত্যতা) লিখিয়া দেন। নিম্নে আমার লিখার, অর্থাৎ ১৪শ "করীনার" (সামঞ্জস্যের) প্রতিলিপি দেওয়া হইল। আসল প্রবন্ধ যাহা হজরত খলিফা আওয়াল (রাঃ) পাঠ করিয়াছিলেন, যাহাতে তাঁহার স্বহস্ত লিখিত 'তস্‌দিক' আছে, তাহা আমার নিকট রক্ষিত আছে। যিনি চান, দেখিতে পারেন।

প্রতিলিপি প্রকাশ করিবার পূর্ব্বে, আমি আরো একটি কথা এখানে লিখা প্রয়োজন মনে করি। আমি সেই 'তস্‌দিক' করাইবার পর দিন, অর্থাৎ ১১ই সেপ্টেম্বর, ১৯১৩, সন্ধ্যার পর হজরত খলিফাতুল্‌ মসিহ্‌ স্বগৃহে তক্তপোষের উপর শয়ন করিতেছিলেন। আমি পদ-যুগল টিপিতে লাগিলাম। কিয়ৎক্ষণ পর, কোন কথাবার্ত্তা বা আলাপ আলোচনা বাদেই আপনা হইতে তিনি বলিলেন, "এখন এই বিষয় প্রকাশ করিও না। যখন 'মোখালেফাত' (বিরুদ্ধবাদিতা) হয়, তখন প্রকাশ করিও।" আমি বলিলাম, "অতি উত্তম।"

প্রতিলিপির অনুবাদ—চতুর্দ্দশ সামঞ্জস্য ('করীনা')

ইহা লিখিবার ২।৩ দিন পূর্ব্বে, ৮ই সেপ্টেম্বর আমি হজরত খলিফাতুল্‌-মসিহের খেদ্‌মতে উপস্থিত হইয়া বলি, "আজ আমি হজরত আক্‌দসের ইস্তাহারগুলি পাঠ করিয়া বুঝিতে পারিলাম যে, মিঞা সাহেবই 'পেসর-মাউদ' বা প্রতিশ্রুত পুত্র। তখন জনাব হজরত খলিফাতুল্‌ মসিহ্‌ বলিলেন :—

"আমি ত পূর্ব্ব হইতেই জানি। দেখ না, আমি মিঞা সাহেবের সহিত কিরূপ বিশেষ ধরণে চলি ও তাঁহার 'আদব' (সম্মান) করি।"

'এই কথাগুলি আমি ভ্রাতা পীর মন্‌জুর মোহাম্মদ সাহেবকে বলিয়াছি।' নূর-উদ্দীন, ১০ই সেপ্টেম্বর, ১৯১৩ সন।

বর্ত্তমান হজরত খলিফাতল-মসিহ্‌ (আঃ) সম্বন্ধে হজরত খলিফা আওয়ালের (রাঃ) অপর একটি সাক্ষ্য

"একটি স্মরণ-যোগ্য সূক্ষ্ম তত্ত্বের কথা শুনাইতেছি। যদিও আমি নিবৃত্ত হইবার জন্য চেষ্টা করিলাম, কিন্তু আমি ইহা না বলিয়া পারিতেছি না। এ তত্ত্বটি এই। আমি হজরত খাজা সোলেমানকে (রহমতুল্লাহে-এলায়হে) দেখিয়াছি। কোরান শরীফের সহিত তাঁহার বিশেষ সম্বন্ধ ছিল। তাঁহার জন্য আমার ঐকান্তিক ভালবাসা। ৭৮ বৎসর পর্য্যন্ত তিনি খেলাফত করিয়াছিলেন। ২২ বৎসর বয়সে তিনি খলিফা হইয়াছিলেন। **কথাটি স্মরণ রাখিবে। আমি ইহা বিশেষ 'মুস্‌লেহাত' ও বিশেষ মঙ্গলের জন্য বলিয়াছি।"**

(১৯১০ সনের ১৪ই জানুয়ারী তারিখের জুমার খোৎবা হইতে অনুদিত। খোৎবাতে-নূর, পৃঃ ৩৪৫)—মোহাম্মদ আল আনোয়ার।

কতিপয় ভবিষ্যদ্বাণী *

হজরত উম্মুল-মোমেনীনের বিবাহ সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী

'বারাহীনে-আহমদীয়া'র ৫৫৮ পৃষ্ঠায় খোদাতালার এই ভবিষ্যদ্বাণী আছে :—

اشکر نعمتی رائیت خدیجی

অর্থাৎ, "আমার শোক্‌র কর, তুমি আমার খাদিজাকে প্রাপ্ত হইয়াছ।" ইহা একটি সুসংবাদ। ইহা দ্বারা দিল্লীর সৈয়দগণের গৃহে যে বিবাহ সুসম্পন্ন হইয়াছিল, তৎপ্রতি কয়েক বৎসর পূর্ব্ব হইতে নির্দ্দেশ করা হইয়াছিল। এই বিবাহের ফলে, খোদাতা'লার ফজলে চারিজন ছেলে জন্মগ্রহণ করিয়াছে। আমার বিবির নাম খাদিজা এজন্য রাখা হইয়াছে, যেহেতু তিনি এক 'মোবারক', আশীর্ব্বাদপূর্ণ বংশের মা হইবেন। এখানে 'মোবারক' বংশের যে প্রতিশ্রুতি ছিল, তাহাতে এই ইঙ্গিতটিও ছিল যে, এই বিবি সৈয়দ বংশীয়া হইবেন। ইহারই মর্ম্মানুরূপ অন্য 'এল্‌হাম' আছে। তাহা এই :—

الحمد لله الذی جعل لکم الصهر و النسب

অর্থাৎ, "সেই খোদা, যিনি তোমাকে জামাতা হওয়া জনক সম্পর্ক ও বংশ-গৌরবে গৌরবান্বিত করিয়াছেন, তাঁহার সম্যক প্রশংসা।" বিবাহ সম্বন্ধে.....শারমপত, মলাওমল আর্য্য ও বন্ধু বান্ধবগণ সাক্ষ্য বিদ্যমান। তাঁহাদিগকে এই ভবিষ্যদ্বাণী সম্বন্ধে নির্দ্দিষ্ট সময়ের পূর্ব্বে সংবাদ দেওয়া হইয়াছিল। এই বিবাহ সম্বন্ধে তিনটি 'এল্‌হাম' ছিল। একটি 'এলহাম' উহাই ছিল যাহা 'বারাহীনে-আহমদীয়া'র ৫৫৮ পৃষ্ঠায় প্রদত্ত হইয়াছে। দ্বিতীয় 'এল্‌হাম' ছিল

الحمد لله الذی جعل لکم الصهر والنسب

(সেই আল্লাহ্‌র সকল প্রশংসা, যিনি তোমাকে জামাতা হওয়া জনিত সম্পর্ক ও বংশ-গৌরবে গৌরবান্বিত করিয়াছেন)। তৃতীয় 'এল্‌হাম' ছিল, (بکر و ثیب) অর্থাৎ, "তোমার জন্য একজন কুমারী ও একজন বিধবা নির্দ্দিষ্ট আছেন।" আমার খুব স্মরণ আছে যে, এই 'এল্‌হাম' মৌলবী মোহাম্মদ হুসেন বটালবীকে বটালায় তাঁহার স্বগৃহে শুনাইয়াছি। ঘটনাক্রমে, তিনি জিজ্ঞাসা করেন, 'কোন নূতন 'এল্‌হাম' আছে কি ?' তখন, আমি তাঁহাকে ইহা শুনাইয়াছিলাম। ('নজুলুল্‌-মসিহ' ২৬নং ভবিষ্যদ্বাণী; ভবিষ্যদ্বাণী করিবার তাং ১৮৮০; ঐ পূর্ণ হওয়ার তাং এক বৎসর পর।

সাহেবজাদা হজরত মির্জা বশীর আহমদ সাহেবের জন্মোপলক্ষে ভবিষ্যদ্বাণী

অতঃপর, দ্বিতীয় ছেলের জন্মগ্রহণ সম্বন্ধে 'এল্‌হাম' প্রাপ্ত হই। জন্মের পূর্ব্বে ইহা ইস্তাহার দ্বারা প্রকাশ করা হয়। 'এল্‌হাম'টি ছিল :—

سیولد لك الولد - ویدنی منك الفضل

"তোমার এক পুত্র জন্মলাভ করিবে এবং ফজল বা বিশেষ অনুগ্রহ, তোমার নিকটবর্ত্তী করা হইবে। এই 'এল্‌হাম' 'আয়নায়-কামালাতে-ইসলাম' গ্রন্থের ২৬৬ পৃষ্ঠাতেও লিপিবদ্ধ হইয়াছিল। অতঃপর, দ্বিতীয় পুত্র জন্মগ্রহণ করে। তাহার নাম **বশীর আহ্‌মদ**। (ভবিষ্যদ্বাণী করিবার তাং ১০ই সেপ্টেম্বর, ১৮৯২ খৃঃ অব্দ; পূর্ণ হওয়ার তাং ২০শা এপ্রিল, ১৮৯৩ খৃঃ অব্দ; 'নজুলুল্‌-মসিহ্‌', ১৯২ পৃঃ)।

সাহেবজাদা হজরত মির্জা শরীফ আহ্‌মদ সাহেবের জন্মোপলক্ষে ভবিষ্যদ্বাণী

অতঃপর, তৃতীয় পুত্র সম্বন্ধে আল্লাহ-তা'লা আমাকে সুসংবাদ প্রদান করনে انا نبشرک بغلام একটি পুত্রের সুসংবাদ দিতেছি।" এই ভবিষ্যদ্বাণী "আন্‌ওয়ারুল-ইস্‌লাম" পুস্তকে পূর্ব্বেই প্রকাশিত হয়। তদনুযায়ী আল্লাহ্‌-তা'লা তৃতীয় ছেলে প্রদান করেন। এই ছেলের নাম **শরীফ আহ্‌মদ**।

(ভবিষ্যদ্বাণী করিবার তাং ৫ই সেপ্টেম্বর, ১৮৯৪; পূর্ণ হওয়ার তাং ২৪শা মে ১৮৯৫ খৃঃ অব্দ; নজুলুল্‌-মসিহ ১৯২ পৃঃ)।

---

* অনুবাদক—মৌলবী মোহাম্মদ আলী আন্‌ওয়ার আহ্‌মদী।

হজরত মসিহ্ মাউদের (আঃ) সহধর্ম্মিণী

[মিস্ আমেনা খাতুন]

আজ, ললনাকুল গরীয়সী হজরত উম্মুল-মোমেনিন, মাতা নুসরত বেগম সাহেবা আহমদী সমাজে একান্ত পরিচিতা, মাতৃরূপে পরিগণিতা। তিনি আহমদী সমাজের প্রতিষ্ঠাতা হজরত আহমদের (আঃ) জীবনসঙ্গিণী ও আমাদের বর্ত্তমান নেতা হজরত আমীরুল মোমেনীন খলিফাতুল মসিহ সানির (আইঃ) স্নেহময়ী গর্ভধারীণী। তেরশ বছর আগে মানব-মুকুট-মণি হজরত মোহাম্মদ তাঁহার অমৃতময় বাণীতে এই যে মহীয়সীর আগমন-বার্ত্তা দিয়াছিলেন তিনি সেই প্রতিশ্রুতা নারীকুল-শিরোমণি প্রতিশ্রুত পুত্রের গর্ভধারিণী। রসুল করিম বলিয়াছেন يتزوج و يولد له অর্থাৎ আখেরে জমানায় যে নবী হইবেন তাঁহার বিবাহ হইবে এবং তিনি এক সুযোগ্য পুত্র সন্তান লাভ করিবেন। একথায় অনেকে হয়ত প্রতিবাদ করিতে পারেন যে, মানবের জন্য বিবাহ করা ও সন্তান লাভ করা স্বাভাবিক। ইমাম মাহদীর যে বিবাহ হইবে ইহাতে আর আশ্চর্য্য কি?

অবশ্য একথা ঠিক যে, মানুষের বিবাহ ও সন্তান লাভ স্বাভাবিক; কিন্তু তেরশ বছর পূর্ব্ব হইতে কাহারো বিবাহ ও সন্তান লাভ সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী করার বিশেষত্ব নিশ্চয়ই আছে। হজরত মসিহ মাউদের (আঃ) নিকটও আল্লাহতা'লা এই বিবাহ ও সন্তান সম্বন্ধে পুন প্রতিশ্রুতি দেন। হজরত আহমদের (আঃ) প্রথম বিবাহ তাঁহার জীবনের প্রথম ভাগেই সুসম্পন্ন হইয়াছিল ও সেই স্ত্রীর গর্ভে তাঁহার দুই পুত্রও জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, কিন্তু ইহার পরেও খোদাতা'লা তাঁহার উপয় এই 'অহি' নাজেল করেন— انا نبشرک بغلام حسین

অর্থাৎ, "আমি তোমাকে এক সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর পুত্র রত্ন দান করিব।"

এই ঐশীবাণী 'নাজেল' হওয়ার পর তিনি স্বভাবতই একটু বিচলিত হইয়া পড়েন। যাহা হউক অবশেষে তিনি এই সংবাদ সকল কাদিয়ানবাসীকে শুনাইয়া দেন। সকলেই তাঁহার একথায় বিশ্বাস না করিয়া তাঁহাকে মিথ্যাবাদী ও প্রবঞ্চক বলিয় সাব্যস্ত করিতে প্রয়াস পায়; কারণ তখন হজরত আহমদের (আঃ) বিবাহের বয়স প্রায় উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছিল, ও তাঁহার স্বাস্থ্যও তৎকালে ভাল ছিলনা। সর্ব্বদা শিরঃপীড়া ও বহুমূত্র রোগে ভুগিতেছিলেন। সুতরাং সকলেই অবিশ্বাস করিবারই কথা; কিন্তু মহামহিম প্রভু অচিরেই তাঁহার অদ্ভুত ভবিষ্যদ্বাণী কার্য্যে পরিণত করিয়া সকলকে চমকিত করিলেন। পুনরায় হজরত আহমদের (আঃ) উপর এই অহি নাজেল হয়,—

اشکر نعمتی رائیت خدیجتی

অর্থাৎ "আমার কৃতজ্ঞতা স্বীকার কর, কারণ তুমি আমার খদিজাকে লাভ করিয়াছ।" ইহা হইতে বোঝা যায় যে, সেই প্রায় চৌদ্দশত বৎসর আগে নারীকুল বরণ্যা হজরত খোদেজা পুনরায় এ মর্ত্ত্যজগতে আবির্ভূত হইয়াছেন, যাঁহার সুসংবাদ খোদা বার বার জানাইয়াছেন।

"হে আহমদ তুমি যে খোদেজাকে লাভ করিবে তিনি এক রাজ'রাজেশ্বরী তুল্যা উচ্চ ও পবিত্র বংশে তাঁহার জন্ম।

একবার হজরত আহ্‌মদ মসজিদে উপবিষ্ট ছিলেন, এমন সময় তাঁহার উপর পুনরায় এ 'এল্‌হাম' হয়—

"আমি মনস্থ করিয়াছি, পুনরায় তোমার বিবাহ দিব, ও তাহার সকল ব্যয়ভার আমি বহন করিব, তোমাকে ভাবিতে হইবে না।"

হজরত মসিহ মাউদ (আঃ) তাঁহার 'তারইয়াকুল কুলব' নামক পুস্তকে লিখিয়াছেন যে তাঁহার এ বিবাহ কোথায় হইবে, তাহাও খোদাতা'লা তাঁহাকে জানাইয়া দিয়াছেন। আরো জানাইয়াছেন যে, এই পাক খানদানের সহিত তাঁহার পূর্ব্বের কোনই সম্বন্ধই হইবে না। খোদার এই সুসংবাদ অচিরেই পূর্ণ হইল। ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে মে মাসে এই পবিত্র মিলন দিল্লী নগরীতে সুসম্পন্ন হইল।

অনিন্দ সুন্দর পুষ্প যেমন পত্রান্তরালে বিকশিত হইলেও তাহার স্নিগ্ধ সৌরভ মানবের নিকট লুক্কায়িত থাকে না, তেমনি আমাদের মাতা হজরত মসিহ মাউদের (আঃ) সহধর্ম্মিণীর গুণ-রাশির কথা কাহারও নিকট প্রচ্ছন্ন রহে নাই। এই মহীয়সীর জন্মস্থান চাকচিক্যময় সভ্যতার কেন্দ্রস্থল দিল্লী নগরীতে। তথায় মরহুম নাসের নওয়াব সাহেব একজন মীর প্রভাবশালী গণ্যমান্য ব্যক্তি। আমাদের এই পুণ্যবতী মাতা তাঁহারই দুহিতা। শৈশবে বিলাস নিকেতনের মধ্যে প্রতিপালিত হওয়া সত্বেও দয়া, দাক্ষিণ্য, বিনয় সৌজন্য প্রভৃতি গুণাবলীতে বিভূষিত হন।

ধনী দরিদ্রকে সমানভাবে দেখেন। ধনীর দুহিতা হইয়াও তিনি বালিকা জীবনে জননীর সহিত গৃহকর্ম্ম শিক্ষা করিয়া গৃহলক্ষ্মী হইয়াছেন। এখনও তিনি সংসারের যাবতীয় কার্য্য স্বহস্তে সম্পাদন করিয়া থাকেন, ও সদা সর্ব্বদাবালি কাদিগকে গৃহকর্ম্মে নিপুণা হইতে উপদেশ দিয়া থাকেন।

হজরত মসিহ্ মাউদ (আঃ) যখন নবুয়ত লাভ করেন ও জগতে ইসলাম প্রচার কার্য্যে ব্রতী হন, তখন সমস্ত বিশ্ববাসী তাঁহার বিপক্ষে দাঁড়াইয়াছিল চতুর্দ্দিকে যখন শত্রুর শত্রুতা ও নিন্দুকের নিন্দাবাদের তুফান উত্থিত হইয়াছিল, তখন মাতা 'নুসরত বেগমই' তাঁহার একমাত্র দুঃসময়ের বন্ধু, ব্যথার শান্তি ও সুখ-দুঃখের সহচরী ছিলেন, তিনি তাঁহার প্রাণ ঢালা সেবায় ও পরিচর্য্যায় হজরত মসিহ মাউদের (আঃ) সকল ক্লান্তি ও অবসাদ বিদূরীত করেন। সংসারে সর্ব্বদা তিনি তাঁহার সহিত ছায়ার মত চলিতেন। আজ পর্য্যন্ত তিনি হজরতের প্রতিটি স্মৃতি ও প্রতিটি কাজ তাঁহার ঐ নির্ম্মল হৃদয় পটে আঁকিয়া রাখিয়াছেন।

সেই নব্য সভ্যতায় আলোকিত দিল্লী নগরী হইতে যখন তিনি হজরত মসিহ মাউদের (আঃ) সহধর্ম্মিণী হইয়া পল্লীগ্রাম কাদিয়ানে আসেন তখন সত্যই সেই সময় তাঁহার জন্য অতি কষ্টকর ছিল—একদিকে পল্লীগ্রামের আচার ব্যবহারাদি অন্য দিকে শত্রুদের অমানুষিক উৎপীড়ন, কিন্তু তিনি সকল দুঃখ কষ্ট সর্ব্বংসহা বসুন্ধরার মত নির্ব্বিকারে সহ্য করিলেন ও অম্লান বদনে কৃতাঞ্জলি পুটে স্বামীর সহিত সেই জগৎ-পিত জগদীশ্বরের নিকট এই বলিয়া দোয়া করিতেন, "হে প্রভো, তুমি ইহাদের মনের সকল আবর্জ্জনাদি দূর করিয়া তোমারই আলোকে ইহাদিগকে উদ্ভাসিত কর, ও আমাদের এ দীনহীন জীবন তোমারই নামে উৎসর্গ করিতে ক্ষমতা দাও।"

বিবাহের পর তিন বৎসর কাল উত্তীর্ণ হইলে তিনি এক রাত্রে স্বপ্নে দেখিলেন, "গগনের চাঁদ হজরত উম্মুল মোমেনিনের কোলে আসিয়া ধরা দিয়াছে।" ইহার কিছু দিন পর চন্দ্র সদৃশ সুযোগ্য ও সুপ্রসিদ্ধ পুত্র হজরত মির্জ্জা বশিরুদ্দিন মাহ্‌মুদ আহ্‌মদকে লাভ করিলেন। তাঁহার আগমনে এই মহামানবের পুণ্য কুটির আনন্দ কোলাহলে মুখরিত হইয়া উঠিল। প্রভুর আশীর্ব্বাদ বলিয়া নবী দম্পতি সানন্দে সদ্যজাত শিশুকে কোলে তুলিয়া লইলেন। ইহার পর খোদাতা'লা তাঁহাদিগকে আরও ৫টি স্বর্গীয় নন্দনজাত কুসুমের অধিকারী করিয়াছিলেন।

অবিচলিত ধর্ম্মভাব ও আদর্শ পতিপ্রাণতায় হজরত নুসরত বেগম (মাদ্দাজিল্লাহা) অন্যান্য মহিলাদের মধ্যে অগ্রগণ্য। তাঁহাদের নাম আজ যেমন প্রতি মোসলেমের ঘরে অতি আদরের ও সম্মানের সহিত বার বার উচ্চারিত হইয়া থাকে, সেইরূপ ইনিও আমাদের সেই প্রাতঃস্মরণীয়া রমণীদের ন্যায়। প্রতি আহমদীর পুণ্য কুটিরে তাঁহার পুণ্য গাঁথাগুলি সমস্বরে উচ্চারিত হউক ও আকাশে বাতাসে মুখরিত হউক তাঁহার জয়গাঁথা—ইহাই প্রার্থনা।

মোস্‌লেম সান্‌-রাইজ! মোস্‌লেম সান্‌-রাইজ!!

সম্পাদক—

আমাদের সুযোগ্য ভ্রাতা সুফী মুতিউর রাহ্‌মান সাহেব বাঙ্গালী এম, এ,

আহ্‌মদীয়া মিশনারী, আমেরিকা।

বর্ত্তমান সংখ্যা

বিবিধ প্রবন্ধে সুসজ্জিত—

পড়ুন! পড়ুন!! পড়ুন!!!

ত্রৈয়োমাসিক বাৎসরিক চাঁদা তিন টাকা মাত্র।

হজরত মসিহ্‌ মাউদের (আঃ) দামেস্কের শ্বেত-মিনারার নিকট অবতরণ *

(মৌলানা জালাল-উদ্দীন শাম্‌স্‌)

যাঁহার দ্বার খোদাতা'লার কোন কথা পূর্ণ হয় এবং শত্রুগণ যাঁহার ঐশী-প্রদত্ত প্রমাণের ফলে নিধন প্রাপ্ত হয়, তিনি কত ধন্যার্হ ! আমাদের নেতা হজরত খলিফাতুল্‌-মসিহ্‌র ইয়ুরোপ ভ্রমণের ফলে অনেকগুলি পূর্ব্বকৃত ভবিষ্যদ্বাণী সফল হওয়ায় একার্য্য সাধন হইয়াছে। এস্থলে শুধু একটি ভবিষ্যদ্বাণী সম্বন্ধে লিখিতেছি।

হজরত মসিহ্‌ মাউদ (আঃ) বলিয়াছিলেন :—

ثم يسافر المسيح المعود او خليفة من خلفائه الى ارض دمشق فهذا معنى قول الذى جاء فى حديث مسلم ان عيسى ينزل عند منارة دمشق - فان النزيل هو المسافر - الخ (حمامة البشرى ص ٣٧)

অর্থাৎ, "মসিহ্‌ মাউদ (আঃ), কিম্বা তাঁহার একজন খলিফা দামেস্কের দিকে সফর করিবেন এবং সেখানে যাইবেন। 'মোস্‌লেমের' হাদিসে মসিহ্‌ দামেস্কস্থিত মিনারার নিকট অবতীর্ণ হওয়া (নজুল) সম্বন্ধে যে হাদিস আছে, উহারও ইহাই অর্থ। কারণ 'নাজীল' (نزيل) মোসাফেরকে বলা হয়।" ("হেমামাতুল্‌-বুশ্‌রা," ৩৭ পৃঃ)

এই হাদিসের প্রত্যেকটি শব্দ হজরত খলিফাতুল মসিহ সানী (আঃ) দামেস্ক যাওয়ায় পূর্ণ হইয়াছে। হজরত মসিহ মাউদ (আঃ) "এজালায়-আওহাম্‌" পুস্তকে 'মোসলেমের' বর্ণিত দামেস্কাবতরণ সংক্রান্ত হাদিস সম্বন্ধে লিখিয়াছেন :—

"যদি জাহেরীভাবেও এই সকল কতিপয় হাদিস চাপান হয়, যাহা এখনো আমার বর্ত্তমান অবস্থার সহিত খাপ খায় না, তবু কোন ক্ষতি নাই। কারণ, ইহা সম্ভবপর যে, খোদাতা'লা এই ভবিষ্যদ্বাণীগুলি এই 'আজেজের' এমন কোন 'কামেল' শিষ্য দ্বারা কোন যুগে পূর্ণ করিতে পারেন, যিনি আল্লাহ্‌র নিকট 'মসিল-মসিহ্‌' (মসিহ্‌র অনুরূপ) হইবেন। প্রত্যেকেই বুঝিতে পারে যে, শিষ্যগণের দ্বারা কোন কার্য্যের সম্পাদন, অন্য কথায়, আমার স্বহস্তে সেই কার্য্যগুলি করিবারই ন্যায়। বিশেষতঃ, কোন কোন শিষ্য 'ফানাফিশ্‌-শেখ্‌' (গুরু মধ্যে বিলীন) হওয়ার মত অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া আমারই রূপ গ্রহণ করিলে এবং খেদোতা'লার 'ফজল' তাহাদিগকে সেই পদ প্রতিবিম্ব স্বরূপ (জিল্লিভাবে) প্রদান করিলে তদবস্থায় নিশ্চয়ই তাহাদের ক্রিয়া আমারই ক্রিয়া।.....স্মরণ রাখিবে, **যিনি এই 'আজেজের' সন্তানগণ (ذريت) হইতে হইবেন, তাঁহার নাম 'ইবনে-মরিয়ম' বা 'মরিয়ম-তনয়' রাখা হইয়াছে। কারণ আমাকে 'বারাহীনে-আহমদীয়ায় 'মরিয়ম নামেও অভিহিত করা হইয়াছে।"**

আলোচ্য হাদিসেও 'মসিহ' এবং 'ইবনে মরিয়ম' শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। হাদিসের মূল শব্দগুলি এই :—

اذا بعث الله المسيح ابن مريم فينزل عند المنارة شرقى دمشق

"আল্লাহ্‌তা'লা মসিহ্‌ ইবনে মরিয়মকে আবির্ভূত করিবার পর তিনি দামেস্কের পূর্ব্ব মিনারার সন্নিকট অবতীর্ণ হইবেন।" ইহাতে আকাশ হইতে অবতরণের কোন উল্লেখ নাই। এখানে 'উত্থাপন' (بعث) শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। খোদাতা'লা মসিহ্‌-ইবনে-মরিয়মকে দামেস্কে আনয়ন করিবেন বলিয়া এখানে বলা হইয়াছে।

হজরত খলিফাতুল-মসিহ-সানী (আইঃ) সফরের জন্য যেভাবে প্রস্তুত হইয়াছিলেন, তাহার বিবরণ হইতে জানা যায় যে, আল্লাহ্‌তা'লাই তাঁহাকে প্রস্তুত করিয়াছিলেন।

তারপর, লিখিত আছে যে, 'তিনি পূর্ব্ব মিনারার সন্নিকট স্থানে অবতীর্ণ হইবেন।' হাদিস শরীফে ইহাও উক্ত হইয়াছে যে, 'দুই ফেরেস্তার স্কন্ধে তাঁহার হস্ত থাকিবে।' ইহার অর্থ তাঁহার সঙ্গে ২ জন সাথি থাকিবেন। ফলে, যে সময় হজরত খলিফাতুল্‌মসিহ্‌ সানী (আইঃ) মিনারার পূর্ব্ব দিকে 'সেন্ট্রাল হোটেলে' (Central Hotel) অবতীর্ণ হন, তখন সেখানে ৩ টি শয্যার স্থানই মাত্র ছিল। ১৯২৪ সনের, ৬ই সেপ্টেম্বর তারিখের 'আল্‌-ফজল' দ্রষ্টব্য'।

* 'আল্‌-ফজল', ২৪শা নবেম্বর ১৯২৪, হইতে মৌলবী মোহাম্মদ আলী আনওয়ার আহ্‌মদী কর্ত্তৃক সংগৃহীত ও অনুদিত।

"হুজুর ভিক্টোরিয়া হোটেলে রাত্রি যাপন করেন। তাহাও অস্থায়ীভাবে ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। প্রত্যুষে সকল সহচরগণ হোটেলে কিম্বা বাড়ী তালাসের জন্য বহির্গত হন। কোন স্থান পাওয়া যায় নাই। সেণ্ট্রাল হোটেলেও যাওয়া হয়। সেখানে একটি মাত্র কামরা ছিল। উহাতে ৩ টি শয্যা ছিল। তাহা হুজুরের উপযোগী ছিল না। কারণ উহাতে নির্জ্জনে থাকিবার কোন বন্দোবস্ত ছিল না। পরিশেষে, কোনরূপ ব্যবস্থা না হওয়ায়, অনন্যোপায় হইয়া শুধু একটি দিবস কর্ত্তণ করিবার জন্য হুজুর উহাতে গমন করেন।"

পরে জানা গেল যে, সেখান হইতে পশ্চিম দিকে নিকটেই শ্বেত-মিনারা ('মিনারাতুল-বয়জা') অবস্থিত। সুতরাং, এই হাদিস জাহেরী শব্দ হিসাবেও পূর্ণ হইয়াছে।

ইহা দ্বারা 'গয়ের-আহ্‌মদী' ও 'পয়গামী' উভয় সম্প্রদায়ের জন্য 'হুজ্জৎ' ঐশী-প্রমাণের কার্য্য সম্পাদিত হইয়াছে। কারণ, ইহাতে হজরত খলিফাতুল-মসিহ্‌ সানীর (আইঃ) :খেলাফতের সত্যতা নির্দ্ধারিত হইয়াছে।

'এজালায়-আওহামে' যে সমস্ত লক্ষণ মসিহ্‌ মাউদ (আঃ) লিখিয়াছেন, তৎসমুদয়ই তাঁহার মধ্যে পাওয়া যায়। সমুদয় কথাই তাঁহার জন্মগ্রহণ সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণীতে আছে। 'আয়নায় কামালাতে ইসলাম' দ্রষ্টব্য।

'তাঁহার নাম 'আন্‌মুওয়ায়েল' ও 'বশীর'। তাঁহাকে পবিত্রাত্মা দেওয়া হইয়াছে। তিনি সর্ব্বপ্রকার কলুষ হইতে পবিত্র। তিনি আল্লাহর জ্যোতিঃ। ধন্য তিনি, যিনি আকাশ হইতে আসেন। তাঁহার সহিত 'ফজল' থাকিবে। .....তিনি জগতে: আসিবেন এবং তাঁহার 'মসিহীয়' ও সত্য স্বরূপ আত্মার 'বরকতে' অনেক ব্যক্তিকে ব্যাধি-মুক্ত করিবেন। তিনি 'কাল্‌মাতুল্লাহ্‌, আল্লাহর বাণী। জ্যোতিঃ আসিতেছেন, জ্যোতিঃ। তাঁহাকে খোদাতা'লা তাঁহার সন্তুষ্টির সৌরভ-নির্য্যাসে মুখরিত করিয়াছেন। আমি তাঁহার প্রতি আমার আত্মা (রুহ, বাক্য) অবতীর্ণ করিব এবং খোদার ছায়া তাঁহার শিরোপরি থাকিবে। তিনি অতি সত্বর বর্দ্ধিত হইবেন। তিনি এ ভুবনের কোন কোন খ্যাতি লাভ করিবেন এবং জাতিগণ তাঁহার দ্বারা আশীষ ('বরকত') লাভ করিবে।'

তারপর, তাঁহার এই হুজ্জতের (ঐশীযুক্তি প্রকাশের) :ফলে, **মিনারা সম্বন্ধে হজরত মসিহ মাউদের** (আঃ) ব্যাখ্যাও পূর্ণ হইয়াছে। হজরতমসিহ মাউদ (আঃ) 'হেমামাতুল বুশ্‌রার' ২৭ পৃষ্ঠায় বলেন :—

وافتاء ذكرلفظ المنارة اشارة الى ان ارض دمشق تنير وتشرق بدعوات المسيح الموعود بعد ما اظلمت بانواع البدعات

অর্থাৎ 'মিনারা' শব্দে এই ইঙ্গিতটিও আছে যে, দামেস্ক বিবিধ 'বেদাত' দ্বারা অন্ধকারাচ্ছন্ন হওয়ার পর, মসিহ মাউদের আহবানের ফলে সমুজ্জল ও আলোকময় হইবে।'

মিসরে মুদ্রিত 'শামসুল-মোয়ারেফ' ৩য় খণ্ড, ৬৮ পৃষ্ঠায় তৎ-প্রণেতা শেখ আহমদ-বিন-আলী-আবওয়া (মৃত্যুর তাং হিঃ ৬২২) লিখিয়াছেন যে, সিরিয়াবাসী হারামকে হালালের সহিত যোগ করিবার পর, সেখানে 'মাহমুদ' আবির্ভূত হইবেন। যথা,—

ومحمود سيظهر بعد هذا
ويملك الشام بلا قتال
تطيع له حصون الشام جمعا
وينفق ماله فى كل حال
وقال معلم السبتطين حقا
يكون بحكم ولى ذى الجلال

অর্থাৎ, "মাহমুদ আবির্ভূত হইবেন এবং কোন যুদ্ধ-বিগ্রহ বা প্রাণহানি না করিয়া সিরিয়ার অধিপতি হইবেন, অর্থাৎ ঐশী প্রমাণের :দিক দিয়া হইবেন। সিরিয়ার সমস্ত দুর্গগুলি তাঁহার আনুগত্য স্বীকার করিবে এবং তিনি সর্ব্বাবস্থায় তাঁহার ধন ব্যয় করিবেন। 'মোয়াল্লামুল-মাবতীন' ইহা সত্যই বলিয়াছেন। ইহা খোদাতা'লার আদেশে হইবেই হইবে।' (সমস্তটি কবিতায় কোন কোন পদের সঠিক অন্বয় ঘটে নাই। কারণ ঘটনা বিবৃতিই ইহার মুখ্যোদ্দেশ্য)।

সৈয়দানা হজরত মাহ্‌মুদ খলিফাতুল্‌ মসিহ কর্ত্তৃক সেখানে ইহার ভিত্তি পত্তন হইয়াছে এবং মসিহ মাউদের (আঃ) আহ্বান সবিস্তার পৌছান হইয়াছে। ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে তিনি বলেন :—

"এই সফর দ্বারা যে সকল ফল লাভ হইয়াছে, তন্মধ্যে একটি এই,—এখন আমাদের মোবাল্লেগ ও মোবাশ্‌শেরগণ (প্রচারক ও সুসংবাদদাতাগণ) তাঁহাদিগকে একাকী মনে করিবেন না। ওলেমা ও মোসলমানগণের অবস্থা আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছি। এখন কাজ করা সহজ হইবে এবং মোবাল্লেগগণকে পরিচালনা করিতেও সুবিধা হইবে। সিরিয়ায় আমাদের বিরুদ্ধে তুমুল আন্দোলন হইবে, কিন্তু 'ইন্‌শাল্লাহ' (খোদার ইচ্ছায়) অতীব মহান কৃতকার্য্যতা লাভ হইবে।

মৌলবী মোহাম্মদ আলী সাহেব, এম, এ, লাহোরী ও মৌলবী মোহাম্মদ হুসেন সাহেব বটালবীর সাক্ষ্যের আশ্চর্য্য সামঞ্জস্য

মৌলবী মোহাম্মদ হুসেন বটালবী হজরত মসিহ মাউদের (আঃ) বিরুদ্ধবাদীদের সর্ব্ব-প্রধান নেতা ছিলেন। তিনি হজরত মসিহ মাউদকে (আঃ) তাঁহার বাল্য হইতেই জানিতেন। 'বারাহীনে-আহমদীয়ার' সমালোচনা করিতে যাইয়া মৌলবী মোহাম্মদ হুসেন বটালবী সাহেব হজরত মসিহ্ মাউদের পুণ্যময় জীবনের পবিত্রতা সম্বন্ধে সাক্ষ্য প্রদান করেন। 'বারাহীন' হজরত মসিহ্ মাউদের (আঃ) দাবীর পূর্ব্বকার জীবনের পুস্তক; মৌলবী মোহাম্মদ হুসেন বটালবী দাবীর পর শত্রু হইয়াছিলেন।

তাঁহার পূর্ব্ব সাক্ষ্য এই :—

"বারাহীনে-আহ্‌মদীয়া" প্রণেতার জীবন ও তাঁহার অবস্থা সম্বন্ধে আমি যতদূর জানি, সমসাময়িক ব্যক্তিগণের মধ্যে অল্প জনই তেমন জানেন। গ্রন্থকার ও আমি একই অঞ্চলের অধিবাসী। প্রথম জীবনে, 'কুতবী' ও 'সারহে-মোল্লাহ্' পাঠ কালে, আমরা একত্র শিক্ষা লাভ করিয়াছি। ('এশাতুস্-সুন্নাহ্', ৭ম, ৬ষ্ঠ সংখ্যা)।

"বারাহীনে আহমদীয়ার প্রণেতা বিরুদ্ধবাদী ও সমর্থনকারী উভয় সম্প্রদায়ের অভিজ্ঞতা ও জানা মতে, (را الله حسيبه) মোহাম্মদীয় শরীয়তে কায়েম আছেন এবং তিনি পরহেজগার ও সত্য পন্থী ('সেদাকত-শোয়ার')। (ঐ, ৯ বম সংখ্যা)

"এখন আমি এই 'বারাহীনে-আহমদীয়া' সম্বন্ধে আমার অভিমত, অত্যন্ত সংক্ষেপে ও আড়ম্বরহীন কথায়, প্রকাশ করিতেছি। আমার মতে, এই পুস্তক এ জমানায় বর্ত্তমান অবস্থা অনুসারে এমন পুস্তক যে, ইহার তুল্য পুস্তক আজ পর্য্যন্ত ইস্‌লামে প্রকাশিত হয় নাই।.....ইহার প্রণেতাও ইস্‌লামের সেবায়, কি আর্থিক দিক, কি ব্যক্তিগত পরিশ্রম এবং শারীরিক ও মানসিক ত্যাগের দিক, কি লেখনি, কি বক্তৃতার দিক, কি স্থায়ী কি অস্থায়ী আধ্যাত্মিক অবস্থার (قالی وحالی) দিক—এসকল দিক দিয়াই এমন ধৈর্য্যের পরিচয় দিয়াছেন যে, ইহার তুলনা **পূর্ব্ববর্ত্তী মোসলমানগণের মধ্যে অতি বিরল।**" (ঐ, ৬ষ্ঠ বর্ষ, ৭ম সংখ্যা)

১৯০৬ খৃষ্টাব্দে মৌলবী মোহাম্মদ আলী সাহেব হজরত আমীরুল্-মোমেনীন খলিফাতুল্-মসিহ্‌র কোন প্রবন্ধের সমালোচনা প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন :—

"এখন সাহেবজাদা সাহেবের বয়স ১৮।১৯ বৎসর মাত্র। সকলেই জানে, এ বয়সে তরুণদের ইচ্ছা ও আকাঙ্খা কি থাকে। অত্যধিক, যদি তাহারা কলেজে পড়ে, তবে উচ্চ শিক্ষার স্পহা ও স্বাধীনতার ভাব তাহাদের মনে জাগ্রত হয়। ধর্ম্মের প্রতি এইরূপ সহানুভূতি, অনুরাগ, ইস্‌লামের সহায়তা করিবার এইরূপ আগ্রহ, যাহা উপরোল্লিখিত স্বেচ্ছাগত শব্দগুলি দ্বারা প্রকাশ পায়, ইহা একটি **অলৌকিক বিষয়।** শুধু এস্থলেই নহে, বরং আমি দেখিয়াছি, প্রত্যেক ক্ষেত্রেই, তাঁহার এই উদ্যম প্রকাশ পায়। .....এখন, সেই কলুষ-চিত্ত ব্যক্তিরা, যাহারা হজরত মির্জা সাহেবকে ভণ্ড বা মিথ্যা দাবীকারক বলিয়া মনে করে, তাহারা একথার উত্তর দিক্ যে, তাঁহার দাবী মিথ্যা ও ভণ্ডামী মাত্র হইলে **এই ছেলের এই সত্যিকার উদ্যম ও উৎসাহ কোথা হইতে আসিয়াছে?** মিথ্যা ত এক প্রকার দুর্গন্ধ পুতিময় আবর্জ্জনা। তাহা এরূপ অতুলনীয়, পবিত্র ও জ্যোতির্ম্ময় নয়। যদি কেহ ভণ্ডামী করে, তবে বাহিরের লোকদের নিকট এই ভণ্ডামী গোপন করিতে সমর্থ হইলেও স্বীয় সন্তানগণের নিকট, যাহারা সদাই সঙ্গে থাকে, তাহাদের নিকট তাহা গোপণ করিতে পারে না।"

(রিভিয়ু-অব্-রিলিজিয়ন্‌স্ ৫ম বর্ষ, ৩য় সংখ্যা)

কি আশ্চর্য্য সামঞ্জস্য! মৌলবী মোহাম্মদ হুসেন বটালবীও হজরত মসিহ্ মাউদকে (আঃ) একান্ত জানা ও তাঁহার মহত্ব স্বীকার করা সত্বেও তাঁহাকে গ্রহণ করিতে পারেন নাই, মৌলবী মোহাম্মদ আলী লাহোরীও খলিফাতুল্-মসিহ্‌র নির্ম্মল সাধু চরিত্র ও মহত্ব জানা সত্বেও তাঁহার 'খেলাফত' স্বীকার করিতে পারেন নাই। আল্ আইয়াজুবিল্লাহ।

রসুল করীমের (সাঃ) সত্যতা নির্দ্দেশের জন্য খোদাতা'লা প্রমান দিয়াছিলেন :—

قد لبثت فيكم عمرا من قبله افلا تعقلون

"ইতিপূর্ব্বে, আমি তোমাদের মধ্যে এক সুদীর্ঘ জীবন যাপন করিয়াছি, তোমরা কি বুঝিয়া দেখ না।"

—মোহাম্মদ আলী আন্‌ওয়ার, আহমদী

আমীরুল-মোমেনীন হজরত খলিফাতুল্ মসিহ্‌র (আঃ)

উপদেশ

"ঐশী-প্রেমই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মন্ত্র; ইহাতেই যাবতীয় আশীষ ও মঙ্গল নিহিত আছে। যাঁহার হৃদয়ে প্রকৃত ঐশী প্রেম জাগ্রত হয় তিনি কখনো বিফল-মনোরথ বা পদস্খলিত হন না। মনোযোগ সহকারে নিয়মিতভাবে নমাজ সম্পাদন, আল্লাহ্‌র নাম স্মরণ, রোজা, 'মরাকাবা' বা আত্মপরীক্ষা, অল্প নিদ্রা, অল্প আহার, ধর্ম্ম বিষয়ে হাসি বিদ্রূপ পরিহার, খোদাতা'লার সৃষ্টজীবের সেবা, জমাতের সংগঠনের মর্য্যাদাপালন এবং তৎসঙ্গে এরূপ ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ স্থাপন যেন প্রাণান্তেও শিথিল না হয়—ইহাই ইস্‌লামের প্রধান নীতি।

মনোনিবেশ সহকারে কোরান পাঠ মানবের জ্ঞান বৃদ্ধি করে ও চিত্ত শুদ্ধি করে এবং মস্তিষ্কে জ্যোতি উৎপাদন করে।

সেল্‌সেলার কেতাব ও পত্রিকাদি পাঠ অত্যাবশ্যকীয়।

খোদাতা'লার রসুল ও তাঁহার খাদেম হজরত মসিহ মাউদের (আঃ) প্রেম খোদাতা'লার প্রেমেরই অংশ বিশেষ। বাস্তবিক হজরত মোহাম্মদ (সাঃ) সদৃশ কোন নবী আবির্ভূত হন নাই এবং হজরত মসিহ মাউদ (আঃ) সদৃশ তাঁহার কোন নায়েব জন্ম গ্রহণ করেন নাই।

তাক্‌ওয়া-আল্লাহ বা ধর্ম্মনিষ্ঠা অতি গুরু বিষয়; কিন্তু অধিকাংশ লোকই ইহা উপলব্ধি করিতে, কিম্বা কার্য্যে পরিণত করিতে চেষ্টা করে না।

সেলসেলার হিত সতত স্মরণ রাখা ও উচ্চাদর্শ সম্মুখে রাখা, কদাপি পরাভব স্বীকার না করা এবং ইসলাম ও আহমদীয়তের বিজয়ের জন্য সর্ব্বদা সচেষ্টা থাকা—আমাদের জীবনের প্রধানতম লক্ষ্য হওয়া উচিত।" —মীর্‌জা বশীর উদ্দীন মাহ্‌মুদ আহ্‌মদ

'নাহ্‌নো আন্‌সারুল্লাহ্'

(আমরাই আল্লাহ্‌র কার্য্যে সহকারী হইব)

বঙ্গদেশবাসী ভ্রাতা ও ভগ্নিগণ;—

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

ব্যক্তিগত জীবনের মত জাতিগত জীবনও পরীক্ষাময়। এই পরীক্ষাসমূহ উত্তীর্ণ হইয়াই ব্যক্তি বা জাতিকে জীবনের সাধনায় কৃতকার্য্য হইতে হয়। তাই খোদাতালা বলিতেছেন,—

ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلوا اخباركم

"নিশ্চয় আমি তোমাদিগকে পরীক্ষা করিব, যে পর্য্যন্ত না আমি প্রতিপন্ন করি তোমাদের মধ্যে কে পরিশ্রমী এবং ধৈর্য্যশীল, এবং তোমাদের অন্তরের প্রকৃত অবস্থা প্রকাশ করি।" এই পরীক্ষা কখন বহিঃশত্রু, কখন অন্তঃশত্রু দ্বারা সাধিত হইয়া থাকে।

আজ আমরা মুষ্টিমেয় আহ্‌মদী। জগতের কোথাও নিজের বলিতে আমাদের স্থান নাই। আত্মীয় পর সকলই আমাদের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান। একমাত্র আল্লাহ্‌র সাহায্য ব্যতীত অন্য কোন ভরসা আমাদের নাই। জগৎ আমাদিগকে দুর্ব্বল মনে করিয়া বার বার আমাদের প্রতি আক্রমণ করিতেছে। খোদাতা'লার শক্তি বার বার সেই আক্রমণের প্রতিরোধ করিয়া এই দুর্ব্বল জমাতকে রক্ষা করিতেছে। হজরত মসিহ্ মাউদের (আঃ) জীবনকালে বিরুদ্ধবাদিগণ কখন ব্যক্তিগত ভাবে, কখন সঙ্ঘবদ্ধভাবে তাঁহার শত্রুতাচরণ করিয়া তাঁহার কার্য্য নিষ্ফল করিবার চেষ্টা করিয়াছে। কিন্তু প্রত্যেক ক্ষেত্রেই খোদাতা'লা তাঁহার হইয়া লড়িয়াছেন এবং তাঁহার শত্রুদিগকে বিধ্বস্ত করিয়াছেন। হজরত মসিহ্ মাউদের (আঃ) অন্তর্ধানের পর তদীয় প্রথম খলিফা হজরত মৌলানা নুরুদ্দীন সাহেবের (রাঃ) খেলাফতকালে বারংবার আভ্যন্তরীণ শত্রুগণ জমাতকে ধ্বংস করিবার জন্য চেষ্টা করিয়াছে, কিন্তু প্রত্যেক বারই সেই খোদাতা'লার সিংহের বিক্রম হুঙ্কারে

তাহারা শৃগাল প্রায় পৃষ্ঠভঙ্গ দিয়াছে। তাঁহার ওফাতের পর শয়তান পুনরায় এই খোদার সেল্‌সেলার ধ্বংস সাধন করিবার চেষ্টায় ব্যাপৃত হইয়াছে এবং অভ্যন্তরীণ শত্রু ও বহিঃশত্রু উভয়কেই এই কার্য্যের জন্য উদ্বুদ্ধ করিয়াছে। মৌলবী মোহাম্মদ আলী, লাহোরী, খাজা কামালউদ্দীন, মৌলবী সদরউদ্দীন প্রমুখ জমাতের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণ খোদাতা'লার বিচিত্র লীলায় শত্রুপক্ষ অবলম্বন করিয়া খোদাতা'লার শক্তির মহিমা আরো উজ্জ্বলভাবে প্রকটিত করিয়াছে। হজরত মীর্জা বশীর উদ্দীন মাহ্‌মুদ আহ্‌মদকে (আইঃ) যে দিবস খোদাতা'লা খলিফাপদে বরণ করেন সে দিন তিনি ২৫ বৎসরের যুবক মাত্র। বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন উপাধি তাঁহার ছিল না। ঐশ্বর্য্য ও মর্য্যাদায় তিনি জগতের চক্ষুতে বিরুদ্ধবাদীদিগের চেয়ে হেয় ছিলেন। জমাতের নিকট তিনি পরিচিত হইবারও সুযোগ পান নাই; কিন্তু খোদাতা'লা তাঁহার সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন— مظهر الحق والعلاء (সত্য এবং মহত্তের প্রতীক) এবং الوالعزم (দৃঢ়-প্রতীজ্ঞ)। হজরত খলিফা আওয়াল (রাঃ) তাঁহাকে ইঙ্গিত করিয়া বলিয়াছিলেন—'খালেদ'। এই যুবককেই খোদাতা'লা ইসলামের কাণ্ডারী নিযুক্ত করিলেন, এবং শত্রুগণের সকল প্রচেষ্টা তাঁহার দোয়া ও কার্য্যকুশলতার সম্মুখে পরাস্ত ও পর্য্যদস্ত হইল। তাঁহার অদম্য উৎসাহ ও কার্য্যদক্ষতায় খোদাতা'লার ফজলে হজরত ইমাম মাহদীর (আঃ) এবং ইসলামের বিজয়-নিনাদ দেশ দেশান্তরে পৌঁছিতে লাগিল। মরিসাস, লণ্ডন, বার্লিন, পশ্চিম-আফ্রিকা, পূর্ব্ব-আফ্রিকা, মিশর, আমেরিকার যুক্তরাজ্য—একে একে সকল স্থানে ইসলামের জয়ডঙ্কা বাজিয়া উঠিল। শত্রুর হৃদয়ে হীংসার বহ্নি আরো জ্বলিয়া উঠিল। বৃহৎ 'আহ্‌রারী' দল, সর্ব্বজন পরিচিত ডাঃ একবাল তাঁহার দৈনন্দিন বর্দ্ধমান প্রভাব দেখিয়া ঈর্ষায় ক্ষিপ্ত-প্রায় হইয়া উঠিল। তাহারা দেশ বিদেশে তাঁহার দুর্ণাম শতমুখে রটনা করিতে লাগিল। কিন্তু খোদাতা'লার প্রিয় খলিফার (আঃ) প্রভাব বৃদ্ধি বই হ্রাস পাইল না! বঙ্গদেশে যেখানে কিয়দ্দিন পূর্ব্বে হজরত ইমাম মাহদীর নামও কেহ জানিত না আজ তথায় সহস্র সহস্র নরনারী তাঁহার ও তাঁহার খলিফার গুণকীর্ত্তনে ব্যস্ত। স্পেন, ইটালী, জেকোশ্লোভেকিয়া, হাঙ্গারী, পোলাণ্ড, পেলেষ্টাইন, সিঙ্গাপুর, চীন, জাপান, দক্ষিন আমেরিকার আরজেন্টাইন—ইত্যাদি জগতের বিভিন্ন কেন্দ্রে আল্লাহ্‌তা'লার এই মনোনীত খলিফার প্রতিভায় আজ ইসলামের পতাকা উড্ডীয়মান। বাস্তবিক শয়তানের হিংসা ও বিদ্বেষ প্রজ্বলিত হওয়ার কারণ বটে। তাই সে অন্য এক দল মোনাফেককে উত্তেজিত করিয়াছে। মৌলবী আব্দুর রহমান মিশ্রী, মিঞা ফখরুদ্দীন মোলতানী প্রমুখ সেলসেলার অতীতকালীন কতিপয় সেবকের হৃদয়ে সে নিজ কুমন্ত্রণা ফুৎকার দ্বারা তাহাদিগকে সেলসেলার শত্রুতাচরণে উদ্বুদ্ধ করিয়াছে। সুযোগ বুঝিয়া আহ্‌রারীও আসিয়াছে, পয়গামীও (মৌলবী মোহাম্মদ আলীর দলও) ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছে। তাহারা আহ্‌মদীদিগকে ভয় দেখাইতেছে যে, আজ তাহারা তাহাদের সম্মিলিত শক্তিদ্বারা মুষ্টিমেয় আহ্‌মদীদিগকে বিধ্বস্ত করিবে। আজ খোদাতা'লার 'নুসরতের' (সাহায্যের) দিন আসিয়াছে, আজ মোমেনদের ইমানের পরিচয় দিবার দিন উপস্থিত হইয়াছে। আজ সেই দিন উপস্থিত যে দিন সম্বন্ধে খোদাতা'লা কোরাণ শরীফে বলিয়াছেন,—

ولما رأ المؤمنون الاحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم الا ايمانا وتسليما *

"যে দিন মোমেনগণ শত্রুদের সম্মিলিত শক্তি দেখিতে পাইবে, তাহারা বলিবে, ইহাইত আল্লাহ্‌ এবং তাঁহার রসুল আমাদিগকে বলিয়াছিলেন; বাস্তবিক আল্লাহ্‌ এবং তাঁহার রসুলের কথা যথার্থ—এবং ইহার ফলে তাহাদের ইমান এবং আজ্ঞানুবর্ত্তীতা স্বতঃই বৃদ্ধি লাভ করিবে।"

আজ শত্রুগণের আস্ফালনের উত্তরে আমাদেরও সেই উত্তর। তাই আজ আমরা বঙ্গদেশবাসী আহমদীদিগের ইমান ও আজ্ঞানুবর্ত্তীতার নিদর্শন স্বরূপ এই 'খেলাফত-সংখ্যা-আহ্‌মদী' হজরত খলিফাতুল-মসিহ্‌র খেদমতে উপহার স্বরূপ পেশ করিতেছি। যে সকল ভ্রাতাভগ্নি এই কার্য্যে শরীক হইয়াছেন তাঁহারা ভাগ্যবান। বিশেষ করিয়া, যাঁহারা এই সংখ্যার প্রস্তুত কার্য্যে সাহায্য করিয়াছেন খোদাতা'লার খাস অনুগ্রহ তাঁহাদের প্রতি বর্ষিত হউক, এবং ইহকাল পরকালে তাঁহারা খোদাতা'লার প্রিয় হউন। কিন্তু এই উপহার পেশ করিয়াই আমাদের কর্ত্তব্যের অবসান হইবে না। সামান্য কোরবানীতে কোন বৃহৎ উদ্দেশ্য সাধিত হয় না। খোদাতা'লা বলেন,—لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون অর্থাৎ, "তোমরা কোন মহৎ উদ্দেশ্য সাধন করিতে পারিবে না, যে পর্য্যন্ত তোমাদের প্রিয় দ্রব্য তদোদ্দেশ্যে উৎসর্গ না কর।' যদি ইহজগতে ও পরজগতে কৃতকার্য্যতা লাভ করিতে চাও তবে তোমাদিগকে কায়িক ও আর্থিক কোরবানী করিতে হইবে; তবেই মাত্র তোমরা বেহেস্ত লাভের প্রত্যাশা করিতে পার।"

আজ জাতীয় জীবনের এই সন্ধিস্থলে তদ্রূপ কোরবানী করিবার সময় আমাদের সম্মুখে উপস্থিত। বঙ্গদেশে সেলসেলার পুস্তকাদি বঙ্গভাষায় না থাকায় প্রচার-কার্য্যে বিষম অন্তরায় ঘটিতেছে। যাহারা সেল্‌সেলায় যোগদান করিতেছেন তাহারাও হজরত মসিহ্‌ মাউদের (আঃ) শিক্ষা সম্বন্ধে পুস্তিকাদির অভাবে ইমান ও আমলে অগ্রসর হইতে পারিতেছেন না। এই অভাব দূর করাই এক্ষণ আমাদের সর্ব্বপ্রথম ও সর্ব্বপ্রধান কর্ত্তব্য হইয়া দাড়াইয়াছে। বঙ্গভাষায় এইরূপ পুস্তকের বহুল প্রচার হইলে একদিকে তবলীগের পথ যেমন পরিষ্কার হইবে অপরদিকে তালীম-তরবীয়তেরও তেমনি সাহায্য হইবে।

এই কথা ভাবিয়াই আমি হজরত খলিফাতুল-মসিহর (আঃ) খেদমতে এক স্কীম পেশ করিয়াছিলাম। মোনাফেকেরা জমাতকে ধ্বংস করিবার জন্য বদ্ধপরিকর। এমতাবস্থায় আমাদেরও কর্ত্তব্য যে, আমরা আমাদের ইমানের পরিচয় দেই। তাই আমি প্রস্তাব করিয়াছিলাম যে, মোনাফেকদিগের জবাবস্বরূপ আমরা বঙ্গদেশবাসী আহমদিগণ হজরত মসিহ মাউদের (আঃ) সমস্ত পুস্তকের এবং এদ্ব্যতীত সেলসেলার অন্যান্য সাহিত্যের বঙ্গভাষায় অনুবাদ প্রণয়ন ও প্রকাশ করিবার বন্দোবস্ত করি। তিনি এই প্রস্তাব সানন্দে গ্রহণ করিয়াছেন এবং তজ্জন্য বঙ্গদেশবাসী আহমদিগণ হইতে এই কার্য্যের জন্য খাস চাঁদা সংগ্রহ করিতে অনুমতি দান করিয়াছেন। তাই আমি আপনাদের সম্মুখে আমার প্রস্তাব উত্থাপন করিতেছি।

হজরত মসিহ্‌ মাউদের (আঃ) প্রায় এক শত খানি পুস্তক পুস্তিকা প্রকাশিত হইয়াছে। খোদাতা'লার ফজলে আমাদের মধ্যে অনুবাদ করিবার উপযুক্ত লোকের অভাব নাই। তাহাদের অনেকেই হয়তো 'লেল্লাহ' (কেবল আল্লাহর প্রীতিলাভের উদ্দেশ্যে) বা অতি অল্প পারিশ্রমিক লইয়া এই অনুবাদের কার্য্য করিতে প্রস্তুত আছেন। রহিল, ছাপাইবার এবং আনুসঙ্গিক খরচ। তৎসম্বন্ধে আমার প্রস্তাব এই যে, বঙ্গদেশবাসী আহ্‌মদী ভ্রাতাভগ্নিগণ নিজ নিজ এক মাসের আয়ের পরিমিত অর্থ চাঁদা স্বরূপ এই কার্য্যের জন্য দান করুন। সেই সংগৃহীত টাকা হজরত খলিফাতুল-মসিহর হাতে দিয়া এবং কোন কারবারে খাটাইয়া তাহার লাভ দ্বারা এই কার্য্য সহজেই সমাধা করা যাইতে পারিবে। সকল ভ্রাতা-ভগ্নি এই কার্য্যে অংশ গ্রহণ করিলে ১০,০০০৲ টাকা সংগ্রহ করা কোন কঠিন ব্যাপার নহে। সম্পূর্ণ চাঁদা একেবারে আদায় করিতে না পারিলে ২ হইতে ১২ পর্য্যন্ত মাসিক কিস্তিতে এই চাঁদা আদায় করা যাইতে পারে। আগামী ১৯৩৮ সনের জানুয়ারী মাস হইতে এই কিস্তি আদায় আরম্ভ হইবে। এই তাহ্‌রিক বা আপিল সাধারণ এবং ইচ্ছাধীন। কোন আহমদী ভ্রাতাভগ্নিকে এই তাহরিকের বাহিরে রাখা আমার অভিপ্রেত নহে; কিন্তু আমার বিশেষ লক্ষ্য সেই সকল ভ্রাতাভগ্নিগণের প্রতি যাহারা চাকুরীতে বা ব্যবসাতে আছেন এবং যাহাদের অবস্থা অপেক্ষাকৃত স্বচ্ছল। আজকালকার অর্থকৃচ্ছ্রতার দিনে চাকুরীপেশা ব্যক্তিগণই অপেক্ষাকৃত স্বচ্ছলতা উপভোগ করিতেছেন। খোদাতা'লার সেই নেয়ামতের কৃতজ্ঞতাস্বরূপ আমি আশা করি তাহারাই এই তাহরিকে প্রধান অংশ গ্রহণ করিবেন। অবশ্য একথা স্মরণ রাখিবেন যে, এই বিশেষ চাঁদা কাহাকেও সেলসেলার মাসিক চাঁদা বা ওসিয়তের চাঁদা, বা হজরত খলিফাতুলমসিহর (আইঃ) তাহরিক জদীদের চাঁদা হইতে কোন প্রকার অব্যাহতি দিবে না এবং যে ব্যক্তি এই বিশেষ চাদায় শরীক হইবার কারণে উক্ত তিন প্রকার চাঁদা হইতে অব্যাহতি পাইবার ইচ্ছা করেন তাহাকে অনুরোধ করা যাইতেছে যে, তিনি যেন এই বিশেষ চাঁদার তাহরিকে শরীক না হন। সেই সকল ভ্রাতাভগ্নিকেই আমি এই তাহরিকে যোগদান করিবার জন্য আহ্বান করিতেছি যাঁহারা ইসলাম ও আহ্‌মদীয়তের জন্য প্রকৃত দরদ রাখেন এবং তাহার উন্নতির উদ্দেশ্যে নিজে কষ্ট ভোগ করিতে প্রস্তুত আছেন। বর্ত্তমান তহরিকের আকারের কোন স্থানীয় তাহরিক ইতিপূর্ব্বে জমাতের সম্মুখে কখনো পেশ করা হয় নাই। বঙ্গদেশের বাহিরেও মসজিদ প্রস্তুত করা ব্যতিরেকে এই আকারের অন্য কোন স্থানীয় তাহরিক এ পর্য্যন্ত হইয়াছে কিনা সন্দেহ। তাই আজ বঙ্গদেশবাসী ভ্রাতাভগ্নির সম্মুখে এক বিশেষ সুযোগ উপস্থিত হইয়াছে। হয়তো তাহারা এই তাহরিকের দ্বারাই অন্যান্য জমাত হইতে খোদাতা'লার দৃষ্টিতে অগ্রগণী প্রতীয়মান হইবেন; কিন্তু এই তাহরিক বড় হইলেও ইহাতে শরীক হওয়া কোন মোমেনের পক্ষে কঠিন নহে। ইমান ও প্রেম অনেক কঠিন কার্য্যকেও সহজ করিয়া দেয়।

আপনারা বার বার আমাদের প্রিয় খলিফার আহ্বান শুনিয়াছেন—"মান্‌ আন্‌সারী ইলাল্লাহ", (আল্লাহ্‌র কার্য্যে কে আমার সহকারী হইবে ?)। ইসলামের জন্য জগৎ-বিজয়ের মহান কার্য্য এই সবেমাত্র আরম্ভ হইয়াছে। এখনি কি আপনারা সাহস হারাইবেন এবং সঙ্কল্প পরিত্যাগ করিবেন ? সামান্য

কোরবানীর পরীক্ষা সম্মুখীন হইলেই কি কাপুরুষের মত পৃষ্ঠভঙ্গ দিবেন এবং হজরত মুসার উম্মতের মত বলিবেন,—"তুমি যাও তোমার খোদা যাউক, তোমরা গিয়া লড়, আমরা এখানেই বসিয়া রহিব"? আপনারা-ত সেই মহানবীর উম্মত যাঁহার সাহাবিগণ ঈদৃশ পরীক্ষার সম্মুখীন হইলে এক বাক্যে বলিয়াছিলেন,—"আমরা আপনার দক্ষিণে যুদ্ধ করিব, আপনার বামে যুদ্ধ করিব, আপনার সম্মুখে যুদ্ধ করিব, আপনার পশ্চাতে যুদ্ধ করিব। খোদার কসম আমরা যখন আপনাকে সত্য জানিয়া আপনার প্রতি ইমান আনিয়াছি এবং আপনার হাতে হাত দিয়া আপনার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছি, তখন আপনি যেখানে আমাদিগকে লইয়া যাইবেন আমরা সেইখানেই আপনার সহিত যাইব। আপনি যদি আমাদিগকে সমুদ্রে ঝাপ দিতে বলেন তবে আমরা সকলেই তাহা করিব। আর খোদা চাহেত আপনি আমাদিগকে যুদ্ধকালে ধৈর্য্যশীল দেখিতে পাইবেন এবং আমাদিগের দ্বারা সেই কীর্ত্তি দেখিতে পাইবেন যাহা দেখিয়া আপনার প্রাণ শীতল হইবে।"

ভ্রাতা-ভগ্নিগণ! আমাদের পূর্ব্ববর্ত্তিগণের এই উক্তি স্মরণ রাখিয়া আপনারা এই বিষয় মীমাংসা করুন এবং এই শুভ তাহরিকে আপনারা কে কে অংশ গ্রহণ করিবেন লিখিয়া জানান।

ডাকিছে খলিফা শুন "মান্ আন্‌সারী ইলাল্লাহ্"।
কে দিবে উত্তর তার "নাহ্‌নো আনসারুল্লাহ"?

খাকসার

আবুল হাশেম খাঁন চৌধুরী

আমীর, বঙ্গীয় প্রাদেশিক আঞ্জোমনে আহমদীয়া

জগৎ আমাদের

বিদেশীয় সংবাদ

পূর্ব্ব আফ্রিকা—খোদাতা'লার ফজলে পূর্ব্ব আফ্রিকায় বর্ত্তমানে তবলীগের খুব সাড়া পড়িয়াছে। তথাকার মোবাল্লেগ মৌলবী সেখ মোবারক আহ্‌মদ সাহেব লিখিয়াছেন যে, ইদানিং তথায় এক মাসের মধ্যে ৫২ জন স্ত্রীপুরুষ পবিত্র আহ্‌মদীয়া সেলসেলায় দীক্ষিত হইয়াছেন। খোদাতা'লা এই নবদীক্ষিত ভ্রাতাভগিনিগণকে এস্তেকামাত এবং আধ্যাত্মিক উন্নতি দান করুন—আমীন।

রুশিয়া—বন্ধুগণ শুনিয়া সুখি হইবেন যে রুশিয়াতে পুনরায় ধর্ম্মের প্রভাব প্রতিষ্ঠিত হইতেছে। 'গার্ডিয়ান' পত্রিকা লিখিতেছে যে, তথাকার 'Millitant Godless League' অর্থাৎ 'ধর্ম্ম-বিরোধী-লীগের' মেম্বরের সংখ্যা ১৯৩৩ সনে ছিল ৫,০০০,০০০; বর্ত্তমানে ২,০০০,০০০ লক্ষেরও কম। ইদানিং তথাকার শিক্ষা বিভাগ পাঁচটি Anti-religions Museum অর্থাৎ 'ধর্ম্মদ্রোহী মিউজিয়াম' বন্ধ করিয়া দিয়াছে। এতদ্ব্যতীত তথাকার ধর্ম্মদ্রোহীতা প্রচারের কেন্দ্রীয় শিক্ষাগারটিও বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। ইহাতে পূর্ব্বে ৩০০০ ছাত্র ধর্ম্মবিরোধজনক বিষয় শিক্ষা লাভ করিত।

ইহাতে বুঝা যায়, ধর্ম্ম মানুষের প্রকৃতিগত বিষয়। মানুষ যতই ধর্ম্মের বিরুদ্ধাচরণ করুক না কেন, তাহার অন্তরের অন্তরতম প্রদেশে সর্ব্বদাই ধর্ম্মস্পৃহা বিরাজ করিতেছে।

পোলেণ্ড—ইদানিং ভারতগবর্ণমেণ্টের বাণিজ্য সচিব আমাদের শ্রদ্ধেয় ভ্রাতা সার চৌধুরী মোহাম্মদ জাফরউল্লাহ্ খান সাহেব বাণিজ্য বিষয়ক এক টুর উপলক্ষে লণ্ডন হইতে পোলেণ্ড গমন করেন। তথায় তিনি আমাদের প্রচারক ভ্রাতা মৌলবী হাজী আহ্‌মদ খান আইয়াজ এল, এল, বি, সাহেবের অতিথি হন। এই উপলক্ষে পোলেণ্ডের বিশিষ্ট লোকদের সঙ্গে তিনি সাক্ষাৎ করেন ও ধর্ম্মবিষয়ে আলাপ করেন। লণ্ডনে থাকা কালেও তিনি ধর্ম্ম বিষয়ে কতিপয় লেকচার দেন। আল্লাহ্‌তা'লা তাঁহার এই ধর্ম্মনিষ্ঠার উত্তম পুরস্কার দিন এবং তাঁহাকে ইহপরকালে সাফল্য মণ্ডিত করুন—আমীন।

জোগুশ্লাভিয়া—মৌলবী মোহাম্মদ উদ্দীন সাহেব, মৌলবী ফাজেল, বর্ত্তমানে যুগুশ্লাভিয়াতে প্রচার কার্য্যে রত আছেন। তিনি তথায় গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়া হজরত মসিহ্ মাউদের (আঃ) আগমন-বার্ত্তা পৌছাইতেছেন। বহু লোকের সঙ্গে তাঁহার কথাবার্ত্তা, তর্কবিতর্ক ও আলাপ পরিচয় হইতেছে। ইদানিং তাঁহার প্রদত্ত দলিলাদি শুনিয়া ইব্রাহীম সাহেব নামক জনৈক আলেম্, যিনি পূর্ব্বে খুব মোখালেফ ছিলেন মুগ্ধ হইয়া বলিয়া উঠেন—"সৈয়দ মাহ্‌মুদ খলিফাতুল মসিহ্‌র (আঃ) খেদমতে লিখিয়া দিন যে, আমি সর্ব্বপ্রথম মাহ্‌দীর প্রতি ইমান আনিতেছি।" এই

বাক্যটি তিনি পুনঃ পুনঃ আওড়াইতে থাকেন এবং আরো বলেন, "যে মসজিদে আমি ইমাম ছিলাম তথাকার সকল আল্‌বেনীয়ান মাহ্‌দীর অনুবর্ত্তী হইবে এবং জুমার খোৎবায় আমি ঘোষণা করিয়া দিব যে, 'শীঘ্র মাহ্‌দীকে গ্রহণ কর, নতুবা আল্লাহ্‌র আজাব অতি নিকটবর্ত্তী।" অতঃপর আবার বলিতে লাগিলেন, "আমার পীর যিনি দুই বৎসর হইল অন্তর্ধান করিয়াছেন, বলিয়াছিলেন, "মাহ্‌দীর আবির্ভাব হইয়াছে, তোমরা তাঁহাকে গ্রহণ করিও।"

ভুল সংশোধন—প্রিয় পাঠক পাঠিকাগণের অবগতির জন্য জানান যাইতেছে যে, বিগত আগষ্ট সংখ্যা 'আহমদীতে' "মোনাফেকদের পৃথক হওয়া জমাতের পক্ষে কখনো ক্ষতিকর নয়" শীর্ষক প্রবন্ধটি আমীরুল মোমেনীন হজরত খলিফাতুল মসিহ সানির (আইঃ) খোৎবা হইতে মৌলবী আবুহামেদ মোহাম্মদ আলী আনোয়ার সাহেব কর্ত্তৃক সংগৃহীত ও অনুদিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছিল।

স্পেন—স্পেনের ভূতপূর্ব্ব মোবাল্লেগ মৌলবী মোহাম্মদ শরীফ সাহেব মোজাহেদ (বর্ত্তমানে ইতালীতে তবলীগ কার্য্যে নিয়োজিত আছেন) লিখিতেছেন যে, স্পেন দেশে সর্ব্বপ্রথম একজন গ্রীক আহমদীয়ত গ্রহণ করেন। তিনি অত্যন্ত নিষ্ঠাবান ও প্রতিপত্তিশালী লোক। তিনি বাইজেন্টাইনের শেষ বাদশাহ্‌ Paloloque Oragoses এর বংশধর। এই নো-মোস্‌লেম ভ্রাতার পিতা গ্রীসের মন্ত্রি ছিলেন। তাঁহার পুরাতন নাম ছিল Antonis de Logothete Morosini, বর্ত্তমান নাম গোলাম আহ্‌মদ। তিনি কনষ্টান্টিনোপলে জন্ম গ্রহণ করেন এবং ৭ বৎসর বয়স হইতে ২১ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত তথায় শিক্ষা লাভ করেন ও 'ডক্টার-অব-ল' ডিগ্রী লাভ করেন। এতদ্ব্যতীত তিনি "Licencie of letters and Diplomative of Science, Morals and Politiques" নামক এক ফ্রেঞ্চ ডিগ্রীও লাভ করেন। অতঃপর তিনি সমস্ত পৃথিবী পর্য্যটন করিয়া বিগত মহাযুদ্ধের সময় স্পেনে আগমন করতঃ তথায় স্পেনের এক বিখ্যাত বীর Bonafacis Tolose (one of the heroes of the Cuba Phillipinos) এর কন্যার সহিত পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হন। অতঃপর পর্ত্তুগালের রাজধানী লিসবনে তিনি ১৯২৮ হইতে ১৯৩১ ইং পর্য্যন্ত গ্রীসের Subtute Consult General এর পদে নিযুক্ত থাকেন। এই নো-মোসলেম ভ্রাতা একজন বিখ্যাত লিখক। ইদানিং তিনি কয়েকখানা পুস্তক লিখিয়াছেন। তাঁহার শেষ পুস্তকখানা রুশীয়ার বিপ্লব সম্বন্ধে লিখা হইয়াছে। ইহা তাহার জনৈক বেরিষ্টার বন্ধু স্পেন ভাষায় অনুবাদ করিয়াছেন। হজরত আমীরুল-মোমেনীন খলিফাতুল মসিহ্‌র (আইঃ) খেদমতে তিনি চিঠি লিখিয়াছেন যে, শীঘ্রই তিনি লণ্ডন যাইয়া তথাকার আহ্‌মদী ভ্রাতাগণের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতঃ স্বদেশে (গ্রীসে) ফিরিয়া নবগৃহীত ধর্ম্মের প্রচার কার্য্যে নিয়োজিত হইবেন। আরো লিখিয়াছেন যে, দুনিয়াতে আর কোন ধর্ম্ম নাই যাহা কোন দিক দিয়া তাঁহার নবগৃহীত ধর্ম্ম ইসলামের মোকাবেলা করিতে পারে। আল্লাহতা'লা তাঁহার সহায় হউন এবং তাহার সাহায্যে গ্রীস দেশেও পবিত্র সিলসিলা প্রতিষ্ঠিত করুন—আমীন।

দেশীয় সংবাদ

কাদীয়ান শরীফ—আমীরুল-মোমেনীন হজরত খলিফাতুল মসিহ্‌ (আঃ) এবং হজরত উম্মোল-মোমেনীন (হজরত মসিহ্‌ মাউদের (আঃ) সহধর্ম্মিণী) উভয়ই বর্ত্তমান মাসে প্রায়ই অসুস্থ রহিয়াছেন। বন্ধুগণ দোয়া করিবেন যেন আল্লাহ্‌তা'লা তাঁহাদিগকে পূর্ণ স্বাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু দান করেন—আমীন।

প্রাদেশিক আমীর—বঙ্গীয় প্রাদেশিক আঞ্জোমনে আহ্‌মদীয়ার আমীর, খান বাহাদুর মৌলবী আবুল হাশেম খাঁন চৌধুরী সাহেব বর্ত্তমান মাসে কোন বিশেষ কার্য্যোপলক্ষে কলিকাতায় গমন করেন। পথে বগুড়া, নাটোর ও হাউড়া ইত্যাদি স্থানের আঞ্জোমন সমূহ পরিদর্শন করেন। এতদ্ব্যতীত বর্ত্তমান মাসে তিনি কোন বিশেষ কার্য্যোপলক্ষে ব্রাহ্মণবাড়ীয়াতেও গমন করেন। তথা হইতে ১৩ই সেপ্টেম্বর ঢাকায় প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

প্রচার কার্য্য—সদর আঞ্জোমান আহ্‌মদীয়ার মোবাল্লেগ মৌলানা জিল্লুর রহমান সাহেব বর্ত্তমান মাসে রাজসাহী, নাটোর, গাইবান্ধা, রঙ্গপুর ইত্যাদি অঞ্চলে টুর করিয়া তবলীগ করিয়াছেন। খোদাতালায় তাঁহার কার্য্যের উত্তম ফল উৎপাদন করুন।

বঙ্গীয় প্রাদেশিক আঞ্জোমন আহমদীয়ার মোবাল্লেগ মৌলবী আজীজুদ্দীন সাহেব, মৌলবী হাফিজুল্লাহ্‌ সাহেব এবং মৌলবী মোহাম্মদ সাঈদ সাহেব মুর্শিদাবাদ ও নদীয়া জিলায় প্রচার কার্য্যে লিপ্ত আছেন। খোদাতা'লার ফজলে তাহাদের প্রচারের ফলে তথায় সেলসেলার প্রসার হইতেছে।

এতদ্ব্যতীত, বর্ত্তমান মাসে আমাদের শ্রদ্ধেয় ভ্রাতা মৌলবী

আবুহামেদ মোহাম্মদ আলী আনোয়ার সাহেব বহু ত্যাগ স্বীকার করিয়া হেড্ অফিসে অবস্থান করতঃ সেল্‌সেলার কার্য্যে বহু সাহায্য করিয়াছেন। আল্লাহতা'লা তাঁহার এই ত্যাগ ও এখ্‌লাসের উত্তম পুরস্কার দান করুন—আমীন।

দাতব্য চিকিৎসায়য়—খোদাতা'লার ফজলে দাতব্য চিকিৎসালয়ের কার্য্য রীতিমত চলিতেছে। গরীব লোকেরা তাহা হইতে ঔষধ গ্রহণ করিয়া উপকৃত হইতেছে। আমাদের মাননীয় ভ্রাতা মৌলবী মোজাফরউদ্দীন চোধুরী সাহেব বি-এ, আঞ্জোমনের আফিস সংক্রান্ত অন্যান্য কার্য্য সম্পাদনের সঙ্গে সঙ্গে দাতব্য চিকিৎসালয়ে কার্য্যও সম্পাদন করিতেছেন। আল্লাহ্‌তা'লা তাঁহাকে উত্তম জেজা দিন—আমীন।

নিখিল বঙ্গীয় আহমদীয়া কন্‌ফারেন্স

নিখিল বঙ্গীয় আহমদীয়া কন্‌ফারেন্সের একবিংশতি অধিবেশনের তারিখ আগামী ১৪।১৫।১৬-ই অক্টোবর মোতাবেক ২৮।২৯। ৩০শে আশ্বিন ধার্য্য হইয়াছে এবং উক্ত অধিবেশন ব্রাহ্মণবাড়ীয়া মস্‌জেদুল মাহদীর প্রাঙ্গণে হইবে। সভায় বিশিষ্ট আহমদী আলেমগণ বিভিন্ন বিষয়ে বক্তৃতা করিবেন। সভার প্রথম দুই দিবস পুরুষদের জন্য এবং তৃতীয় দিবস স্ত্রীলোকদের জন্য নির্দ্ধারিত হইয়াছে। প্রোগ্রাম নিম্নে প্রদত্ত হইল।

প্রোগ্রাম

১৪-ই অক্টোবর—১ম অধিবেশন—বেলা ১০½টা হইতে ১টা পর্য্যন্ত

১। কোরান শরীফ ও কবিতা পাঠ ... ১০ মিনিট
২। প্রাদেশিক আমীরের অভিভাষন ... ৩০ ,,
৩। গত বৎসরের কার্য্য বিবরণী ... ৩০ ,,
৪। নবী ও নেতা—মৌলবী বদর উদ্দীন আহমদ সাহেব, বি-এল ৩০ ,,
৫। নবী কাহাকে বলে ও নবীর আগমনের লক্ষণ-সমূহ—মৌলানা জিল্লুর রহমান সাহেব, আহমদীয়া মিশনারী ৫০ ,,

নামাজ—'জোহর' ও 'আসর' একত্রে—১টা হইতে ২টা পর্য্যন্ত

২য় অধিবেশন—বেলা ২টা হইতে ৫টা পর্য্যন্ত

১। কোরান শরীফ ও কবিতা পাঠ ... ১০ মিনিট
২। জগতের বর্ত্তমান অশান্তি ও তাহার প্রতিকার, ৪৯ ,,
—মৌলবী দৌলত আহমদ খাঁ সাহেব, বি-এল,
৩। ভাওয়ালের মোকদ্দমা ও খৃষ্ট ধর্ম্ম ... ৪০ ,,
—মৌলবী আবদুর রহমান খাঁ সাহেব, বি-এল,
৪। হজরত মসিহ মাউদের (আঃ) জীবনের কতিপয় ঘটনা—মৌলবী গোলাম ছমদানী খাদিম সাহেব, বি-এল, ৪০ ,,
৫। নবীর আবির্ভাব কখনো ক্ষান্ত হইবার নয়—'খাতামান্নবীয়ীন' ও 'লা-নবীয়া-বা-আদী'র প্রকৃত অর্থ—এ সম্বন্ধে পুরাতন বুজুর্গদিগের অভিমত ... ... ৫০ ,,
—মৌলবী কাজী খলিলুর রাহমান খাদীম সাহেব, বি, সি, এস,

১৫ই অক্টোবর—১ম অধিবেশন—বেলা ১০½টা হইতে ১২½টা পর্য্যন্ত

১। কোরান শরীফ ও কবিতা পাঠ ... ১০ মিনিট
২। ইসলামে খেলাফতের গুরুত্ব এবং খেলাফতই আহমদীয়তের সত্যতার অন্যতম প্রমাণ —মৌলানা জিল্লুর রাহমান সাহেব ... ৬০ ,,
৩। 'পেসেরে-মাউদ' খেলাফতে সানিয়ার জমানায় আহমদীয়তের ইতিহাস—মৌলবী মোজফর উদ্দীন চৌধুরী সাহেব, বি-এ, আহমদীয়া মিশনারী ৫০ ,,

জোম্‌আর নামাজ—১২½টা হইতে ২টা পর্য্যন্ত

২য় অধিবেশন—বেলা ২টা হইতে ৫টা পর্য্যন্ত

১। কোরান শরীফ ও কবিতা পাঠ ... ১০ মিনিট
২। সাম্প্রদায়িক সমস্যা ও তাহার সমাধান ... ৩০ ,,
—মৌলবী হুস্‌সাম উদ্দীন হায়দার সাহেব, ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট
৩। ইসলামে খলিফার অধিকার—খলিফার প্রতি মোসলমানদিগের কর্ত্তব্য —খলিফা, আমীর ও প্রেসিডেন্ট পদের বিভিন্ন দায়িত্ব ৪০ ,,
—মৌলবী আউসাফ আলী সাহেব, উকীল
৪। আমরা আহমদী হইয়া কি পাইয়াছি ৪০ ,,
—খান সাহেব মৌলবী মোবারক আলী সাহেব বি-এ, বি-টি,—ভূতপূর্ব্ব লণ্ডন ও জার্ম্মান মিশনারী
৫। তাহরিক জদীদ বা আহমদীদিগের রণ-সম্ভার ৬০ ,,
—প্রেসিডেন্ট

—দোয়া—

মহিলা কনফারেন্স

১৬ই অক্টোবর—১ম অধিবেশন—বেলা ১০½টা হইতে ১টা পর্য্যন্ত
" ২য় অধিবেশন " ২টা " ৫টা "

—দোয়া—

প্রাপ্তিসংবাদ

বর্ত্তমান মাসে নিম্নলিখিত বন্ধুগণ হইতে 'আহ্‌মদীর' চাঁদা পাওয়া গিয়াছে। এখনো যাঁহাদের চাঁদা বাকী আছে আশা করি তাঁহারা আগামী মাসের মধ্যে তাঁহাদের চাঁদা পাঠাইয়া বাধিত করিবেন।

১। মৌলবী আবদুল আজীজ সাহেব, চরকাওনা; ২। মৌলবী অসিউজ্জমান সাহেব, পাইকসা; ৩। হোজী সৈয়দআলী সাহেব, পাইকসা; ৪। মৌলবী আবদুস্ সাত্তার সাহেব, রামগোপালপুর; ৫। মৌলবী আবদুস্ সালাম সাহেব, বি-এ; ৬। মৌলবী মীর ওসমান আলী সাহেব, সরাইল; ৭। মৌলবী আবদুর রহীম সাহেব, ফোর্ট উইলিয়ম; ৮। মৌলবী হাসান জামাল সাহেব, জামালপুর; ৯। ইসমাইল ব্রাদার্স এণ্ড কোং, কলিকাতা; ১০। মৌলবী তসীরুদ্দীন আহমদ সাহেব, সিরাজগঞ্জ; ১১। মৌলবী মোহাম্মদ নাকসেদ সাহেব, ভরতপুর; ১২। মৌলবী আবদুল বারী ভূঞা সাহেব, রামপাল; মৌলবী এস্, কে, জেরগাম আলী সাহেব, ২৪ পরগণা; ১৪। মৌলবী রফিকুল্লাহ সিকদার সাহেব, ব্রাহ্মণবাড়ীয়া; ১৫। ডাঃ জে, জি, সেন, পি, এইচ, ডি,; ১৬। মৌলবী মকবুল আহমদ সাহেব, পিরোজপুর; ১৭। মৌলবী অলি উল্লাহ সাহেব, মানিকগঞ্জ।

আহমদীয়া খেলাফতের একটি বিশেষত্ব

"হজরত মসিহ্ মাউদকে (আঃ) খোদাতা'লা শুধু 'রুহানী খেলাফত' প্রদান করিয়া প্রেরণ করিয়াছিলেন। এজন্য ভবিষ্যতে, যতদূর সম্ভব, তাঁহার খেলাফত তখনও রাজনীতি হইতে পৃথক থাকিবে, যখন রাষ্ট্র শক্তিগুলি এই মজ্‌হাবে প্রবিষ্ট হইবে। ইহা লীগ-অফ্-নেশন্সের যথার্থ কার্য্য সম্পাদন করিবে এবং বিভিন্ন দেশের প্রতিনিধিগণের সহিত সম্মিলিত হইয়া আন্তর্জাতিক সম্বন্ধগুলি বজায় রাখিতে চেষ্টা করিবে, এবং ইহা স্বয়ং নীতি, সভ্যতা ও জ্ঞানের উন্নতি এবং সংস্কারের প্রতি মনযোগী থাকিবে, যেন পূর্ব্বেকার ন্যায় ইহার সকল মনযোগ কেবল রাষ্ট্র-নীতিই আকৃষ্ট করিয়া না বসে এবং ধর্ম্ম-নীতি সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় বিষয়গুলি লক্ষ্য-ছাড়া হইয়া না পড়ে। 'যতদূর সম্ভব' বলায় আমার উদ্দেশ্য, যদি অস্থায়ীভাবে কোন দেশের অধিবাসিগণ কোন মুস্কিল দূরিভূত করিবার জন্য সাহায্য চান তবে 'রুহানী খেলাফত' নায়েবতী স্বরূপ সেই দেশের এন্তেজাম গ্রহণ করিতে পারিবে। এইরূপ এন্তেজাম সম্ভবপর স্বল্প সময়ের জন্য সীমাবদ্ধ রাখা কর্ত্তব্য হইবে।"

(হকীকি ইস্‌লাম, ২০৭ পৃঃ)

খেলাফত সংখ্যা

হে মানব্! তোমাদের নিকট তোমাদের প্রভু হইতে সত্য সমভিব্যাহারে রসুল আসিয়াছেন, অতএব তোমরা তাঁহাকে গ্রহণ কর, তোমাদের মঙ্গল হইবে।

কোরান শরীফ, সুরা নেসা।

হে বিশ্বাসিগণ! তোমাদিগকে সঞ্জীবিত করিবার জন্য যখন আল্লাহ্ ও রসুল তোমাদিগকে আহ্বান করেন, তোমরা তাঁহাদের আহ্বানে সাড়া দাও।

কোরান শরীফ, সুরা আন্‌ফাল্।

আহ্‌মদী

বঙ্গীয় প্রাদেশিক আহ্‌মদীয়া আঞ্জোমনের মুখপত্র

সেপ্টেম্বর, অক্টোবর, ১৯৩৭ সপ্তম বর্ষ নবম ও দশম সংখ্যা

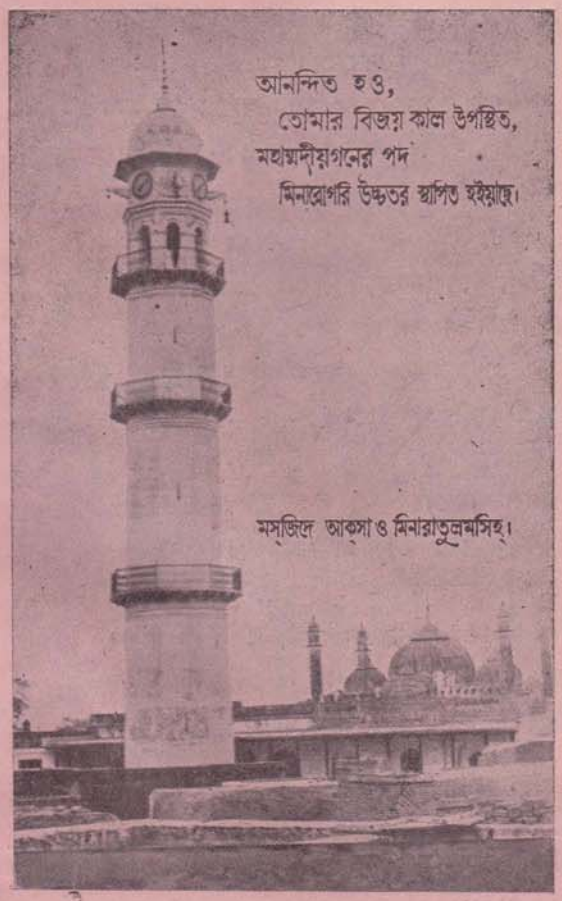

(কাদিয়ান)

'এ-লান'

"বর্ত্তমানকালে আল্লাহ্‌তা'লা ইস্‌লামের উন্নতি আমার সহিত সংবদ্ধ করিয়াছেন। ধর্ম্মের উন্নতি সর্ব্বদাই তিনি তাঁহার খলিফার সহিত সংবদ্ধ করিয়া থাকেন। অতএব যে ব্যক্তি আমার আদেশ পালন করিবে সেই বিজয় লাভ করিবে, এবং যে অমান্য করিবে সেই পরাভূত হইবে। যে ব্যক্তি আমার অনুবর্ত্তী হইবে তাহার জন্য খোদাতা'লার 'রহমতের' দ্বার উন্মুক্ত হইবে, এবং যে ব্যক্তি আমার পথ পরিত্যাগ করিবে তাহার প্রতি খোদাতা'লার 'রহমতের' দ্বার রুদ্ধ করা হইবে।"—আমীরুল্ মোমেনীন হজরত খলিফাতুল্ মসিহ্ সানি (আইঃ)।

সম্পাদক—আবদুর রহ্‌মান খাঁ, বি-এ, বি-এল।

বার্ষিক চাঁদা ১॥০ প্রতি সংখ্যা ৵০

প্রবন্ধসূচী

১। ভক্তি-উপহার ... ...

২। লহ উপহার (কবিতা) ... ...

৩। দোয়া ২০১

৪। 'লাব্বায়েক' ২০২

৫। কোরানে হজরত মসিহ্ মাউদ (আঃ) ... ২০৩—৫

৬। খেলাফত প্রতিষ্ঠায় আল্লাহ্‌র হস্ত ... ২০৬—১৭

৭। হাদিসে খেলাফত ... ... ২১৮—২০

৮। ইসলামে খেলাফত :—সৃষ্টির উদ্দেশ্য ও আদর্শ পুরুষ; আদর্শ পুরুষ বা নবীর আগমনের উদ্দেশ্য; নবী ও খলিফা; খেলাফত দুই প্রকার; নবী ও খলিফার কর্ত্তব্য; খলিফার নির্ব্বাচন পদ্ধতি; নির্ব্বাচিত খলিফার কাল; নির্ব্বাচিত খলিফার দায়িত্ব ও পরামর্শ সভা; নির্ব্বাচিত খলিফার ক্ষমতা; খলিফার পদচ্যুতি ও পদত্যাগ; নির্ব্বাচিত খলিফা ও তাঁহার বিরুদ্ধাচরণ; নির্ব্বাচিত খলিফা ও তাঁহার 'বয়েত'; আহ্‌মদীয়া খেলাফত; বর্ত্তমান খলিফা সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণী ... ২২১—৩১

৯। খলিফার বয়েত ও আজ্ঞাপালন :—খলিফার শত্রু; দুই প্রকার খলিফা; আল্লাহ্ তা'লার সুন্নত; বয়েতের গুরুত্ব ... ... ২৩২—৩৫

১০। খেলাফতের আবশ্যকীয়তা ... ... ২৩৬—৩৭

১১। খলিফা কখনো পদচ্যুত হইতে পারেন না ... ২৩৮—৪০

১২। 'কুদ্‌রতে সানী' বা হজরত মসিহ্ মাউদের (আঃ) খলিফা ... ... ২৪১—৪২

১৩। মসিহ্ মাউদের (আঃ) প্রতিশ্রুত পুত্র বা মোস্‌লেহ্ মাউদ :—রসুল করীমের (আঃ) ভবিষ্যদ্বাণী...; হজরত মসিহ্ মাউদের (আঃ) ভবিষ্যদ্বাণী...; ১৮৮৬ সনের ২০শা ফেব্রুয়ারীর ইস্তাহার...; ভবিষ্যদ্বাণী কয়জন পুত্র সম্বন্ধে...; ভবিষ্যদ্বাণীর মাহাত্ম্য...; কণ্যার জন্মগ্রহণ...; প্রথম বশীরের জন্ম...; সবুজ ইস্তাহার...; 'রহমত' বা স্বর্গীয় অনুগ্রহ...; ওলুল্ আজম মাহ্‌মুদ...; ইউসোফ মোস্‌লেহ্ মাউদ...; 'পেসর মাউদের' জন্মগ্রহণ...; 'সেরাজ-এ-মুনির' পুস্তক ও মোস্‌লেহ্ মাউদ; সাহেবজাদা মোবারক আহ্‌মদ...; মোস্‌লেহ্ মাউদের অন্যান্য লক্ষণ...; 'হকিকাতুল-অহির' সাক্ষ্য...; 'দুররে-সমীন' ও 'মোস্‌লেহ মাউদ' মাহ্‌মুদ (আঃ); দোয়া :— ... ২৪২-৬৭

১৪। মোসলেহ্ মাউদ কে ২৬৮-৭১

১৫। মোস্‌লেহ্ মাউদ সম্বন্ধে একটি পত্র ... ২৭২

১৬। প্রতিশ্রুত পুত্র সম্বন্ধে হজরত খলিফাতুল্ মসিহ্ আওয়ালের (রাঃ) একটি সাক্ষ্য :— ... ২৭২-৭৩

১৭। বর্ত্তমান হজরত খলিফাতুল মসিহ্ (আইঃ) সম্বন্ধে হজরত খলিফা আওয়ালের (রাঃ) অপর একটি সাক্ষ্য :— ২৭৩

১৮। কতিপয় ভবিষ্যদ্বাণী :— হজরত উম্মুল-মোমেনীনের বিবাহ; হজরত মির্জা বশীর আহ্‌মদ সাহেবের ও হজরত সাহেবজাদা মির্জা শরীফ আহ্‌মদ সাহেবের জন্ম ... ২৭৩-৭৪

১৯। হজরত মসিহ্ মাউদের (আঃ) সহধর্ম্মিণী ... ২৭৫-৭৬

২০। হজরত মসিহ্ মাউদের (আঃ) দামেস্কের শ্বেত-মিনারার নিকট অবতরণঃ— ২৭৭-৭৮

২১। মৌলবী মোহাম্মদ আলী সাহেব এম, এ, এল, এল, বি, লাহোরী, ও মৌলবী মোহাম্মদ হুসেন সাহেব বাটালবীর সাক্ষ্যের আশ্চর্য্য সামঞ্জস্য :— ... ২৭৯

২২। হজরত আমীরুল মোমেনীন খলিফাতুল মসিহ্‌র (আইঃ) উপদেশ :— ... ২৮০

২৩। 'নাহনো-আন্‌সারুল্লাহ' ২৮০

২৪। জগৎ আমাদের :— বিদেশীয় সংবাদ :—পূর্ব্ব-আফ্রিকা, রুষিয়া, পোলেণ্ড, জোগস্লাভিয়া, স্পেন :— ... ... ২৮৪-২৮৪ দেশীয় সংবাদ :—কাদিয়ান শরীফ, প্রাদেশিক আমীর, প্রচার কার্য্য; দাতব্য চিকিৎসালয়; নিখিল বঙ্গ আহ্‌মদীয়া কন্‌ফারেন্স, প্রাপ্তি সংবাদ :— ... ২৮৫-৮৬

২৫। আহ্‌মদীয়া খেলাফতের একটি বিশিষ্টতা ... ২৮৬

বিশেষ দ্রষ্টব্য—খোদাতা'লার ফজলে আমরা 'আহ্‌মদীর' **'খেলাফত সংখ্যা'** প্রকাশ করিলাম, -'আল্‌হাম্‌দুলিল্লাহ্। এই বিশেষ সংখ্যা আমাদের পূর্ব্বকৃত প্রস্তাব হইতে আয়তনে অনেক বাড়িয়া যাওয়ায় এবং ইতিমধ্যে পোষ্টেল রেজিষ্ট্রেশন পাওয়ায় আমরা এই 'খেলাফত সংখ্যা' সেপ্টেম্বর ও অক্টোবরের জন্য (নবম ও দশম সংখ্যা) এক সঙ্গে প্রকাশ করিলাম। অতঃপর, নবেম্বর সংখ্যা যথাসময়ে বাহির হইবে, ইন্‌সাল্লাহ্!

প্রকৃত ইস্‌লাম বা আহ্‌মদীয়তের আকায়েদ (ধর্ম্ম-বিশ্বাস)

১। আল্লাহ্‌ অদ্বিতীয়। কেহ তাহার গুণে, সত্তায়, নামে ও পূজায় বা এবাদতে অংশী বা সমকক্ষ নয় এবং কখনও হইতে পারে না।

২। ফেরেস্তা বা স্বর্গীয় দূতের অস্তিত্ব আছে।

৩। আল্লাহ্‌তায়ালা অনির্দ্দিষ্ট কাল হইতে মানব সমাজকে সৎপথ-প্রদর্শন-জন্য সর্ব্বদেশে এবং সমগ্র জাতিতে নবী বা অবতার প্রেরণ করিয়া আসিতেছেন। পবিত্র কোরান শরীফে উল্লিখিত প্রত্যেক নবী বা অবতারের প্রতি আমরা বিশ্বাস স্থাপন করি এবং অনুল্লিখিত অবশিষ্ট সকল নবীকে সাধারণভাবে সত্য বলিয়া গ্রহণ করি।

৪। খোদাতায়ালার কেতাব কোরান শরীফ আমাদের ধর্ম্ম গ্রন্থ। হজরত মোহাম্মদই (সাঃ) আমাদের নবী এবং তিনি 'খাতামান্‌-নবীয়ীন' বা নবিগণের মোহর।

৫। 'অহি' বা ঐশীবাণীর দ্বার সর্ব্বদাই উন্মুক্ত আছে এবং ভবিষ্যতেও থাকিবে। আল্লাহ্‌তায়ালার কোনও গুণ বা 'ছিফাত' কখনও অকর্ম্মণ্য বা বিলুপ্ত হয় না। যেরূপ তিনি অতীতে তাঁহার পবিত্র ভক্ত দাসবৃন্দের সহিত বাক্যালাপ করিতেন এখনও তদ্রূপ করিতেছেন এবং পৃথিবীর শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্তও করিতে থাকিবেন।

৬। এ বিষয়ে আমরা সম্পূর্ণরূপে 'একীন্‌' বা বিশ্বাস রাখি যে, কোরান শরীফে বর্ণিত 'তক্‌দীর' বা খোদাতায়ালার নির্দ্দিষ্ট নিয়ম অলঙ্ঘনীয়; এবং আমাদের ইহাও বিশ্বাস যে, আল্লাহ্‌তায়ালা মানবের দোয়া বা প্রার্থনা গ্রহণ করিয়া থাকেন এবং প্রার্থনাবলে মহৎ কার্য্যসমূহ সাধিত হইয়া থাকে।

৭। মৃত্যুর পর মানবের পুনরুত্থান হইবে তাহা আমরা বিশ্বাস করি, এবং কোরান ও হাদিস শরীফে বর্ণিত বেহেস্ত ও দুজখের (স্বর্গ ও নরক) প্রতিও আমরা সম্পূর্ণ ঈমান রাখি, এবং ইহাও আমাদের বিশ্বাস যে, পুনরুত্থানের দিবস হজরত মোহাম্মদ (সাঃ) বিশ্বাসীদিগের জন্য 'শাফায়াত' করিবেন।

৮। ইহাও আমাদের ঈমান যে, যে ব্যক্তির আগমন সম্বন্ধে অতীতের নবিগণ বিভিন্ন নামে ভবিষ্যদ্বাণী করিয়া গিয়াছিলেন এবং যাহার বিষয় কোরান শরীফে ——— ——— "তিনিই আল্লাহ্‌, যিনি মক্কাবাসীদের মধ্যে নবী প্রেরণ করিয়াছিলেন ...এবং তাহাদের মধ্যে যাহারা এখনও তাহাদের সঙ্গে মিলিত হয় নাই"— হজরত মোহম্মদের (সাঃ) জগতে দ্বিতীয় আগমন বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে এবং যাঁহাকে হজরত মোহাম্মদ (সাঃ) স্বয়ং 'নবী ইসা মসিহ্‌' এবং 'মাহ্‌দি' নামে অভিহিত করিয়াছেন, তিনি কাদিয়ান নিবাসী হজরত **মির্জা গোলাম আহ্‌মদ** (আঃ) বই অন্য কেহই নহেন।

৯। এ বিষয়েও আমরা সম্পূর্ণ ঈমান রাখি যে, কোরান শরীফ পূর্ণ এবং চরম ধর্ম্মশাস্ত্র। অতঃপর কেয়ামত বা পুনরুত্থান দিবস পর্য্যন্ত আর কোন নূতন শাস্ত্রের আবশ্যক হইবে না। আমাদের ঈমান এই যে, হজরত মোহম্মদ (সাঃ) একাধারে সকল নবীদিগের সকল গুণে বিভূষিত ছিলেন এবং তাঁহার আবির্ভাবের পর তাঁহার আজ্ঞানুবর্ত্তী হওয়া ভিন্ন অন্য কোন উপায়ে কোন ব্যক্তির পক্ষে আধ্যাত্মিকতার উচ্চ আসন পাওয়া দূরের কথা এমন কি সত্য বিশ্বাসী হওয়াও সম্ভবপর নহে। আমরা এ কথা একেবারেই বিশ্বাস করি না যে, কোন সময়ে কোন পূর্ব্ব কালীন নবী পুনরায় পৃথিবীতে আগমন করিবেন। কারণ তাহা হইলে হজরত মোহম্মদের (সাঃ) আধ্যাত্মিক শক্তির দুর্ব্বলতা স্বীকার করিতে হইবে। পরন্তু আমাদের বিশ্বাস এই যে, হজরত মোহম্মদের (সাঃ) উম্মত বা অনুবর্ত্তিগণ হইতেই অতীব শ্রেষ্ঠ আধ্যাত্মিক জ্ঞান-সম্পন্ন সংস্কারকগণের আবির্ভাব সর্ব্বদা হইয়াছে এবং ভবিষ্যতেও হইবে। এমন কি হজরত মোহম্মদের (সাঃ) আধ্যাত্মিক শক্তির অনুকম্পায় মানবের পক্ষে নবী বা অবতারের পদও লাভ করা সম্ভব; কিন্তু কোন নবী বা অবতার কোন নূতন ধর্ম্মশাস্ত্র সহকারে বা হজরত মোহম্মদের (সাঃ) অনুসরণ ব্যতিরেকে আবির্ভূত হইতে পারেন না। কারণ তাহা হইলে হজরত মোহম্মদের (সাঃ) পূর্ণ নবুয়তের অবমাননা করা হয়। ইহাই 'নবীদের মোহর' বাক্যের প্রকৃত অর্থ এবং এই অর্থই হজরত রসুল করিমের (সাঃ) দুইটী পরস্পর বিপরীত বাক্যের সামঞ্জস্য রক্ষা করিতে পারে :—যথা, তিনি একস্থানে বলিয়াছেন যে, 'আমার 'বাদে' নবী নাই' এবং আবার অন্যত্র বলিয়াছেন, 'আমার পরে মসিহ্‌ আসিবেন যিনি খোদাতালার নবী হইবেন।' ইহা হইতেই পরিস্কাররূপে বুঝা যায় যে, হজরত রসুলে করীমের (সাঃ) উদ্দেশ্য ইহাই ছিল যে, তাঁহার পরে তাঁহার উম্মতের বাহির হইতে নূতন ধর্ম্মশাস্ত্র সহকারে কোন নবী আসিবেন না। এতদনুসারে ইহাই আমাদের বিশ্বাস যে, প্রতিশ্রুত মসিহ এই উম্মত হইতেই আবির্ভূত হইয়াছেন এবং সেই অবস্থায় নবুয়তের পদও লাভ করিয়াছেন।

১০। আমরা নবীদের 'মোজেজো' বা অলৌকিক লীলাসমূহে বিশ্বাস করি। কোরান শরীফের ভাষায় ইহাকেই 'আয়াতুল্লাহ্‌' বা আল্লাহ্‌তায়ালার নিদর্শন বলা হইয়াছে। এই বিষয়ে আমরা পূর্ণ ঈমান রাখি যে, খোদাতায়ালা নিজ মাহাত্ম্য জ্ঞাপন করিবার জন্য এবং নবীদিগের সত্যতা প্রমাণ করিবার নিমিত্ত এরূপ "আয়াত" বা নিদর্শন প্রদর্শন করিয়া থাকেন যাহা মানব ক্ষমতার সম্পূর্ণ বহির্ভূত।

আহমদীর নিয়মাবলী

১। বৎসরের যখনই যিনি গ্রাহক হউন না কেন, তাঁহাকে বৎসরের প্রথম সংখ্যা হইতে কাগজ গ্রহণ করিতে হইবে।

২। ধর্ম্ম সংক্রান্ত ব্যতীত অন্য কোন বিষয়ে প্রবন্ধ গ্রহণ করা হইবে না।

৩। প্রচার কার্য্যের জন্য আবশ্যক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুস্তিকা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে আহমদীর প্রত্যেক সংখ্যায় এক একটি বিশেষ প্রবন্ধ প্রকাশ করিবার ইচ্ছা আছে। এই প্রবন্ধ অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ হইলেও কোন আপত্তি থাকিবে না। দীর্ঘ প্রবন্ধের অংশ বিশেষ পাঠাইবেন না। সম্পূর্ণ প্রবন্ধ না পড়িয়া উহার অংশ বিশেষ প্রকাশ করা হইবে না।

৪। নূতন লেখকগণকে উৎসাহ দিবার জন্য এক পৃষ্ঠা আন্দাজ কাঁচা লেখা সংশোধন করিয়া প্রকাশ করা হইবে।

৫। যাবতীয় প্রবন্ধ 'সম্পাদক', আহমদী, **১৫নং বক্সিবাজার রোড, ঢাকা :—এই ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।**

৬। 'আহ্‌মদীর' বাৎসরিক চাঁদা ও তৎসংক্রান্ত অন্যান্য যাবতীয় বিষয়ের জন্য নিম্নলিখিত ঠিকানা ব্যবহার করিবেন :—

'ম্যানেজার, আহ্‌মদী কার্য্যালয়,' ১৫নং বক্সিবাজার রোড, ঢাকা, (বেঙ্গল)

বহুমূত্রের মহৌষধ

মহাপুরুষ প্রদত্ত গভর্ণমেণ্ট ডাক্তার দ্বারা প্রশংসিত

শ্রীদ্বিজেশচন্দ্র সেনগুপ্ত,

বামাকুটীর, পোঃ ব্রাহ্মনবাড়িয়া (এ-বি-আর)

বিজ্ঞাপনের হার

সাধারণ পূর্ণ এক পৃষ্ঠা	মাসিক	১২৲
" অর্দ্ধ পৃষ্ঠা বা এক কলম	"	৭৲
" সিকি পৃষ্ঠা বা অর্দ্ধ কলম	"	৪৲
সিকি কলম	"	২॥০
কভার পৃষ্ঠা—২য় পূর্ণ পৃষ্ঠা	মাসিক	২০৲
" " " অর্দ্ধ	" "	১২৲
" " ৩য় পূর্ণ	" "	২০৲
" " " অর্দ্ধ	" "	১২৲
" " ৪র্থ পূর্ণ	" "	৩০৲
" " " অর্দ্ধ	" "	১৫৲

বিজ্ঞাপনের নিয়মাবলী

১। আহ্‌মদীর বিজ্ঞাপন সাধারণতঃ স্মল পাইকা অক্ষরে ছাপা হয়। ২। বিজ্ঞাপনের ব্লক ইত্যাদি বিজ্ঞাপনদাতা সাপ্লাই করিবেন এবং ছাপা শেষ হইলে উহা ফেরত নিবেন। ব্লক ভাঙ্গিয়া গেলে আমরা দায়ী নই। ৩। যে মাসে বিজ্ঞাপন দিতে হইবে তাহার পূর্ব্বমাসের ১৫ই তারিখের মধ্যে বিজ্ঞাপনের কপি ইত্যাদি আমাদের আফিসে পৌছান চাই। ৪। কোন মাসে বিজ্ঞাপন বন্ধ বা পরিবর্ত্তন করিতে হইলে তাহার পূর্ব্ব মাসের ১৫ই তারিখ মধ্যে আমাদিগকে জানাইতে হইবে। ৫। অশ্লীল ও কুরুচিসম্পন্ন বিজ্ঞাপন লওয়া হয় না। ৬। বিজ্ঞাপনের মূল্য অগ্রিম দেয়।

বিশেষ বিবরণের জন্য নিম্ন ঠিকানায় অনুসন্ধান করুন—

কার্য্যাধ্যক্ষ, আহ্‌মদী,
১৫নং বক্সিবাজার, ঢাকা।

আহমদীয়া মতবাদ সংক্রান্ত কতিপয় পুস্তক

নাম	মূল্য
Extracts from the Holy Quran	12 *as.*
Ahmed, His Claims and Teachings ...	8 *as.*
The Teachings of Islam	4 *as.*
Islam and its Comparison with other religions	12 *as.*
(Paper bound ...	8 *as.*)
The Imam of the Age ...	1 *a.*
Vindication of the Holy Prophet ...	2 *as.*
The Future Religion of the World ...	2 *as.*
The Message from Heaven	1 *a.*
ধর্ম্ম সমন্বয় ...	।০
আহমদীয়া মতবাদ ...	।০
ইমামুজ্জমান ...	৵০
আহমদ চরিত ...	।০
চশ্‌মায়ে মসিহ ...	।০
জজ্‌বাতুল হক (উর্দ্দু) ...	।০
হজরত ইমাম মাহদীর আহ্বান ...	৵০
প্রীতি-সম্ভাষণ ...	৴০
অস্পৃশ্যজাতি ও ইস্‌লাম ...	৻১৫
তহকীক-উদ্দীন ...	৻১০
তিনিই আমাদের কৃষ্ণ ...	৻৫
আমালেসালেহ্‌ (উর্দ্দু) ...	৸০

দ্রষ্টব্য—এজেণ্টের জন্য শতকরা ২৫৲ টাকা কমিশন দেওয়া যাইবে।

প্রাপ্তিস্থান—
ম্যানেজার—আহ্‌মদীয়া লাইব্রেরী,
১৫নং বক্সিবাজার, ঢাকা।

Printed by D. N. Chakraborty at the Wari Printing Works, Dacca and Published by Abdur Rahman Khan, B. A. from the Wari Printing Works, Wari, Dacca. (Bengal).